বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯৬ সংখ্যা। | বৈশাখ ১২৮৮—মে ১৮৮১। | ২য় কল্প। ৩য় ভাগ

নব বর্ষ।

প্রাচীনা প্রকৃতি নব বেশ ধরি, বর্ষে বর্ষে নব কল্যাণ বিতরি,
জগতের হিত সাধিতে ধায়,
নাহিক আলস্য নাহিক বিশ্রাম, প্রভুর আদেশ পালে অবিরাম,
তাঁর জয়ধ্বনি পুলকে গায়।
ধরণীর মাঝে জীবের ঈশ্বর, অমর আত্মায় ভূষিত অমর,
নারী নর গণ অলসে রবে ?
জ্ঞান বুদ্ধি বল করিয়া ধারণ, বদ্ধভাবে কেন, কেন অচেতন,
জীবনের কার্য্য সাধিবে কবে ?
লক্ষ্য তোমাদের অনন্ত উন্নতি, চল সেই পথে অবিরাম গতি,
হ'ও না কখন পশ্চাত মুখী,
পিতার অনন্ত সুখের ভাণ্ডার, তোমাদের তাহে পূর্ণ অধিকার,
সে সুখেতে সবে হও গো সুখী।

নববর্ষে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পুরাতন বর্ষে যে প্রধান ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব এবং তদ্দ্বারা জনসমাজের কতদূর

রাজনীতি—যে মন্ত্রিসভা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান সহায় হইয়া সমুদায় ব্রিটিষ সাম্রাজ্য শাসন করেন, গত বৎসর তাহা নূতনরূপে সংগঠিত হয়। লর্ড বিকন্সফিল্ডের অধীনে যে রক্ষণশীল (Conservative) দল ছিলেন, তাহাদিগের অনেক বিষয়ে যথেচ্ছচারিতার বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, তৎ-পরিবর্ত্তে উদার দল (Liberal) মন্ত্রিত্ব ভার প্রাপ্ত এবং মহাত্মা গ্লাডষ্টোন্ প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হওয়াতে সুশাসনের অধিক আশা হইয়াছে। ভারতবর্ষেও লর্ড লিটনের পরিবর্ত্তে লর্ড রিপণ রাজ-প্রতিনিধি হওয়াতে দেশবাসিগণ আশ্বস্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আফগানদিগের সহিত বৃথা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক অর্থব্যয় ও শোণিতপাত করিয়াছেন, গত বর্ষে তাহার ফলস্বরূপ অনেক সৈন্য ক্ষতি ও অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় নূতন মন্ত্রিসভা যুদ্ধকার্য্য স্থগিত করিয়া ইংরাজসৈন্যদিগকে সম্মানের সহিত কাবুল হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ইংরাজপক্ষীয় আবদুর রহমণ কান্দাহারে আমীররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু এখনও কাবুলের আশঙ্কা দূর হয় নাই, প্রকৃত রাজ্যাধিকারী য়াকুব খাঁ পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারার্থ অবসর খুজিতেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে নাগারা যে উপদ্রব করিতেছিল, তাহা নিবারিত হইয়াছে, আর কোন কোন স্থানে যে বিদ্রোহ হয় তাহাও শাসিত হইয়াছে। গত বৎসর ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা অধিক হইয়াছে। লর্ড নর্থব্রুক, ডাক্তার হণ্টার, সার রিচার্ড টেম্পল প্রভৃতি ইংরাজগণের এবং ভারতসভার প্রতিনিধি বাবু লাল-মোহন ঘোষের বক্তৃতা এই আলোচনার সহায়তা করিয়াছে।

রুসিয় সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের অপঘাত মৃত্যু গত বৎসরের বিদায় কালকে শোকাচ্ছন্ন করিয়াছে।

শিক্ষা—উচ্চশিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্টের হস্ত কিছু সঙ্কুচিত হইয়াছে, কিন্তু নিম্নশিক্ষার উৎসাহদান করা হইয়াছে। স্কুলে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ছাত্রসংখ্যা ৬৭ হাজার বাড়িয়াছে। নিম্নশিক্ষার বিদ্যালয় ৫৯৮৮ এবং ছাত্র সংখ্যা ৮২৩৮৮ বৃদ্ধি হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা—গত বৎসর বেথুন স্কুল স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির অতি উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ইহার একটী ছাত্রী প্রথম আর্টস পরীক্ষায় এবং ২টী

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন শেষোক্ত দুইটীর মধ্যে অন্যতমা প্রথম শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফ্রি চর্চের সম্পর্কিত একটী বালিকাও প্রথম আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এবৎসর ১১৪টী বালিকাবিদ্যালয় এবং ২৩৭৩ ছাত্রী বৃদ্ধি হইয়াছে। বালিকা ও বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা সর্ব্বসুদ্ধ ২৩১৩২ ছিল, ২৮৫১৩ হইয়াছে।

উত্তরপাড়ার হিতকরী সভা স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। বিক্রমপুর, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট, বাকরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের যুবকগণও এসম্বন্ধে অতি প্রশংসনীয়রূপে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান অসোসিয়েসান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সহকারিতা করিয়াছেন এবং স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গমহিলা সমাজও এই উভয়বিধ কার্য্যে উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন।

সভা—এ বিষয়ে প্রথমে আমরা নারী সমাজের কথা বলিব। ব্রাহ্মিকা মহিলাগণের মধ্যে বঙ্গমহিলা সমাজ ও আর্য্যনারী সমাজ নামে দুই সভা আছে, এ উভয়ের কার্য্য সুন্দররূপ চলিতেছে। নারীগণ যাহাতে জ্ঞান ধর্ম্ম ও সামাজিকতায় সুশিক্ষিত হইয়া আপনাদিগের সমুদায় কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, বঙ্গমহিলাসমাজ তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। আর্য্যনারী সমাজ হিন্দুরীতি প্রণালী অনুসারে নারীগণকে প্রস্তুত করিবার জন্য অধিক চেষ্টা করিতেছেন। দেশীয় খ্রীষ্টীয় রমণীরাও 'খ্রীষ্টমহিলা সমাজ' নামে এক সভা করিয়া আপনাদিগের উন্নতি সংসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সভা হইতে খ্রীষ্টীয় মহিলা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে।

পুরুষদিগের সভার মধ্যে ব্রিটিস ইণ্ডিয়া আসোসিয়েসন এবং ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন প্রধান। ইহাঁরা রাজনীতির আলোচনাতেই নিযুক্ত। ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন জন সাধারণের মঙ্গলের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। বিজ্ঞান সভা ধীরভাবে ও নিয়মিতরূপে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। ছাত্রসভা অনেক স্থানে স্থাপিত হইয়া ছাত্রগণের উন্নতি বর্দ্ধন করিয়াছে। 'হিন্দু আনুয়িটী ফণ্ড' অনাথ বিধবা প্রভৃতির

াইতেছে। বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং করপোরেসন নামে বাঙ্গালীদিগের এক ব্যা অল্প দিন স্থাপিত হইয়া সুন্দররূপে চলিতেছে।

সমাজ—হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, তাহার স্রোত প্রবলবে চলিয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রচলনের উপায় অধিক হইতেছে। পঞ্জা বিধবা বিবাহোৎসাহিনী নামে এক সভা বাঙ্গালী ও অন্য প্রদেশীয় বর কন্যার মধ্যে বিবাহ সম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহার যত্নে ইতিমধে কয়েকটী বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বাল্যবিবাহের প্রতি লোকে ক্রমে অরুচি হইতেছে। বিদ্যা ও সভ্যতার আলোক যেখানে বিকী হইতেছে, বহু বিবাহ চোরের ন্যায় তথা হইতে প্রস্থান করিতেছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক স্থানে আজিও ইহার পরাক্রমের কথা শুনা যায়, কি তাহা খর্ব্ব করিবার জন্য স্থানে স্থানে সভা হইয়াছে।

ধর্ম্ম—ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসংস্কারের অগ্রণী হইয়া চলিয়াছেন এবং নর নারী ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ শ্রেণীস্থ সকল লোকের নিকট ঈশ্বরের দয়ার সুসংবাদ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক ধর্ম্মসভা বা হরিসভা হইয়া সমাজের নির্ব্বাপিত ধর্ম্মোৎসাহকে পুনরায় উদ্দীপ্ত করিয়াছে। খৃষ্টীয়গণও অধিকতর উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচারে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন। এদেশীয় খ্রীষ্টানসমাজ জাতীয় ভাব রক্ষার জন্য অধিক যত্নবান হইয়াছেন এটী অত্যন্ত শুভকর।

এই নববর্ষের প্রারম্ভে ঈশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার দিয়া আমরা সকল বন্ধুবান্ধবকে সাদরে নমস্কার করিতেছি। আমাদিগের প্রিয় পত্রিকা যাহাতে স্থায়ী হইয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারে, তজ্জন্য সকলে আশীর্ব্বাদ করুন্। আমরা এই বৎসরের প্রারম্ভ হইতে পত্রিকাকে বর্দ্ধিতকলেবর ও সর্ব্বায়বসম্পন্ন করিবার মানস করিয়াছি। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সহিত ইংরাজী প্রস্তাব পাঠে অনেক পাঠিকার আগ্রহ হইতেছে, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়; এবং এই জন্য পত্রিকাতে আপাততঃ ইংরাজী অর্দ্ধ ফরমা সংযোজিত হইতেছে, কিন্তু গ্রাহকগ্রাহিকাগণের নিকট নিবেদন, এই কারণে বামাবোধিনীর ব্যয়বৃদ্ধি হওয়াতে ইহার মূল্য বৎসরে ।৶৹ আনা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হওয়া গেল, অর্থাৎ এবৎসর

হইতে ইহার বার্ষিক মূল্য ২।০ পরিবর্ত্তে ২৷৵০ হইল। আশা করি বামা-বোধিনীর উন্নতি সাধনার্থ মাসিক ১০ দুই পয়সা অতিরিক্ত সাহায্য দানে কেহ ক্লেশ অনুভব করিবেন না।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মানব সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার, যতদিন এই সত্য স্বীকার করা না হইবে, ততদিন সমাজ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইবে না। দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর সভ্যতম জাতি সকলের মধ্যেও অদ্যাপি পুরুষেরাই সর্ব্বে সর্ব্বা, স্ত্রীলোকগণ অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছেন। ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় নারীগণের স্থান নাই, উচ্চ পদের জন্য তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ, এমন কি যে বিদ্যা ও ধর্ম্ম জাতি, বর্ণ, ও অবস্থার বিচার না করিয়া সকল শ্রেণীকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করিতে প্রস্তুত, তাহাতেও স্ত্রীজাতির অধিকার অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ। সুখের বিষয়, বিদ্যাবতী রমণীগণ আপনাদিগের ন্যায্য অধিকার বুঝিয়া তৎ-সংস্থাপনার্থ সচেষ্ট হইয়াছেন এবং প্রবল-প্রতাপ স্বার্থপর পুরুষসমাজ বারংবার প্রতি-বন্ধাচরণ করিলেও তাঁহারা স্বকর্ত্তব্য সাধনে ক্ষান্ত হইতেছেন না। এইরূপ চেষ্টায় পরিণামে অবশ্য শুভ ফল ফলিবে। কিছুদিন হইল, কেম্ব্রিজের (Ladies College) মহিলা বিদ্যালয় সকল তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ গণের নিকট প্রার্থনা করেন যে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও উপাধি এবং বিদ্যাবিষয়ক সম্মাননা প্রাপ্তির তুল্য অধিকার প্রদান করা হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় এই বিষয় বিবেচনার্থ এক (Syndicate) উপসভা নিযুক্ত করেন। সে সভা এই প্রার্থনা সমর্থন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণের এক সাধারণ সভায় এ বিষয় পুনর্ব্বিচারিত হইয়া মীমাংসা করা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে উদার নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় যদি তাহা করিতে না পারেন, তাহার অপেক্ষা লজ্জা ও দুঃখের বিষয় কিছুই নাই।

কলিকাতায় 'Women's Workshop' নামে স্ত্রীলোকদিগের এক কার্য্যালয় আছে। যাহাতে অনাথা দুঃখিনী ইউরোপীয় স্ত্রীলোকগণ সূচিকার্য্য প্রভৃতি দ্বারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণের সুবিধা হয় এই উদ্দেশে এই কার্য্যালয় সংস্থাপিত হয়। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম অল্পদিনের মধ্যে এই কার্য্যালয় স্ব-পোষণ-ক্ষম হইয়াছে এবং ইহার জন্য আর কাহাকেও ব্যয়ভার বহন করিতে হয় না। ১৬২টী স্ত্রীলোক এখন ইহাতে কার্য্য করিতেছেন। গত বৎসর কতকগুলি রমণী বিবাহ বা অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া এই কার্য্যালয় হইতে অবসৃত হইয়াছেন। এই কার্য্যালয়ের গুণে শত শত অসহায় নিকর্ম্মা দরিদ্রা বালিকাগণ সহায়বতী, কার্য্যকুশল এবং উপার্জ্জনক্ষম হইতেছেন, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম কুমারী গুড্ বারাকপুরে দেশীয় খৃষ্টান রমণীগণের জন্য এইরূপ একটী কার্য্যালয় খুলিয়াছেন। অসহায়া হিন্দু বিধবাগণের জন্য এইরূপ কোন উপায় করিতে পারিলে কিনা মহোপকার সাধিত হয়! ইহার জন্য প্রথমে কিছু কিছু চাঁদা করিয়া একটী ফণ্ড করিতে পারিলে পরে যে তাহা আপনা আপনি চলিতে পারিবে এবং সহস্র সহস্র দরিদ্রা নারীর জীবিকার পথ প্রসারিত করিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কোন বঙ্গবালা পুরুষদিগের সম্মুখে বক্তৃতা বা উপদেশ প্রদান করিতে পারেন এ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বরিশালের শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার এই সৎ সাহসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। পূর্ব্ব বৎসর বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাংবাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। গত ফাল্গুন মাসে তত্রত্য ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসবের উপাসনা কার্য্যও তিনি সম্পাদন করিয়াছেন। 'ঈশ্বরের সেবা ও ভক্তিতেই প্রকৃত সুখ' এই বিষয়ে তিনি একটী উপদেশ দেন। অনেক সুশিক্ষিত পুরুষ সমাজে উপস্থিত ছিলেন, তিনি স্ত্রীজাতির ধর্ম্মোন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কয়েকটী কথা বলেন। আমরা জানি অনেক শিক্ষিতা ভগিনী এরূপ কর্ত্তব্য সাধনে

সমর্থ, কেবল সাহস ও অভ্যাসের অভাবে তাঁহারা আপনাদিগের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন না। তাঁহাদিগের অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিবার সময় আসিয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য বঙ্গদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শিক্ষিত যুবকদিগের উৎসাহের বিশেষ পরিচয় পাইয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইতেছি। এই সকল যুবকের অধিকাংশ শিক্ষা বা কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় থাকেন, কিন্তু তাঁহারা কেবল আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহাদিগের জন্মভূমির সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থাপন্ন অবলাগণের যাহাতে উন্নতি হয়, তজ্জন্য তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। শ্রীহট্ট, বিক্রমপুর, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার কলিকাতা-প্রবাসী যুবকগণ এক একটী স্বতন্ত্র সভা স্থাপন দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা স্ব স্ব জেলার অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের পাঠ্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ করেন, বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সমারোহে পারিতোষিক দান করিয়া থাকেন। এক এক স্থানের শতাধিক রমণী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং ৩০০।৪০০ বা তদধিক টাকাও সংগ্রহ করিয়া এই পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির উন্নতিচেষ্টা দ্বারা কেবল যে তাঁহাদিগেরই উপকার করা হয়, তাহা নহে, ইহাদ্বারা সমগ্র সমাজের মহোন্নতি সাধনের সহায়তা করা হয়। আমরা আশা করি পূর্ব্ববাঙ্গালার যুবকগণের এই সাধু দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অন্যান্য স্থানের শিক্ষিতগণ এ সম্বন্ধে আপনাদিগের কর্ত্তব্যসাধনে উৎসাহিত হইবেন। সকলের সাধু চেষ্টার ফল একত্র হইলে সমুদায় দেশের মহৎ কল্যাণের কারণ হইবে।

গত বৎসর দুইটী বঙ্গবালা বিশ্ববিদ্যালয়ের (First Arts) উচ্চশিক্ষার প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহারা (B. A.) উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এই সংবাদে যেমন কতকগুলি লোক আনন্দিত হইয়া ভাবিতেছেন স্ত্রীলোকেরা এতদিন পরে প্রকৃত উন্নতির

পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি এই পঞ্চাশটী অক্ষর প্রদান করিতেছি, ইহা দ্বারা তোমরা সকলে একটী একটী শব্দ রচনা করিয়া দাও। যাহার রচিত শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা মধুর হইবে, তাহাকে আমি এই স্বর্ণ মুকুট প্রদান করিব। তোমরা প্রত্যেকে সাবধানে তোমাদের রচিত শব্দটী কাগজে লিখিয়া যত্ন পূর্ব্বক এই ঝাঁপীর ভিতর রাখ, সকলের লেখা সমাপ্ত হইলে আমি বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান করিব।"

সকলের লেখা সমাপ্ত হইলে দেবী ঝাঁপী হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া হস্তে লইয়া সর্ব্ব সমক্ষে পাঠ করিলেন, তাহাতে লেখা ছিল "ধন।" দেবী জিজ্ঞাসা কবিলেন কোন্ ব্যক্তি এই কথা লিখিয়াছেন? একজন প্রাচীনমূর্ত্তি কঠোরপ্রকৃতি কৃপণ ব্যক্তি কহিল "আজ্ঞে, আমি লিখিয়াছি।"

দেবী কহিলেন "তুমি কি কারণে পৃথিবীস্থ যাবতীয় শব্দের মধ্যে "ধন" কে এত মধুরতম জ্ঞান কর?"

"কারণ সকল ব্যক্তিই অর্থ পাইতে বাসনা করে, ধনী হইবার আশায় লোকে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সমস্ত দিন পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হয়, এবং ধনশালী হইলেই মনুষ্য সুখী হয়। কোন এক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখিত আছে ধন দ্বারা সকলই হয়, জগতে এমন কিছু নাই যাহা ধন দ্বারা সুসিদ্ধ হয় না। এই কারণে ধন এই শব্দটী আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মধুর বলিয়া বোধ হয়।"

দেবী কহিলেন, 'অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি তোমার মত হইতে আমার মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যদি কোন সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে লেখা থাকে, তবে লেখক অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তুমি কহিতেছ যে ধন দ্বারা সকলই সুসিদ্ধ হয়, তাহাই কি? রোগী যখন রোগ শয্যায় শয়ন করিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তখন তাহার হস্তে ধন প্রদান করিলে কি সে সুস্থ হয়? ধন কি মুমূর্ষু ব্যক্তিকে প্রফুল্ল ও সুখী করিতে পারে; না তাহার আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত করিতে পারে? ইহা কি পুত্রহীনা জননীর ক্রোড়ে তাঁহার প্রাণের সন্তানকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আনিয়া দিতে পারে? অথবা ইহা মানব আত্মাকে স্বর্গের পথে লইয়া যাইতে পারে? হে বৃদ্ধ! ধন দ্বারা এ সকল সুসিদ্ধ হয় না। ইহা কেবল

শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু মানব আত্মাকে পাপের দিকে লইয়া যায় এবং ইহার অধীশ্বর হইয়া মানব অনেক সময়ে বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া দরিদ্রদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। আমি 'ধন' কে পৃথিবীর মধ্যে মধুরতম শব্দ মনে করিতে পারি না।

ইহা কহিয়া দেবী পুনর্ব্বার ঝাঁপীর মধ্য হইতে দ্বিতীয় খণ্ড কাগজ বাহির করিলেন। ইহাতে 'মান' এই কথাটী লিখিত ছিল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ ব্যক্তি এই শব্দের রচয়িতা?

একজন সুরূপ যুবক দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন " আমি।"

দেবী কহিলেন 'মান' কে সর্ব্বাপেক্ষা মধুর শব্দ জ্ঞান করিবার কারণ কি?"

যুবক কহিলেন "ইহার আবার কি কারণ দেখাইতে হইবে? কোন্ ব্যক্তি না অবগত আছেন যে 'মান' অপেক্ষা জগতে প্রিয়তম বস্তু আর কিছুই নাই। বিদ্যালয়ে বালকদিগকে মানের জন্য যত্নপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেখা যায়, ক্রীড়াকালেও তাহারা মানের জন্য মনোযোগের সহিত উত্তমরূপ ক্রীড়া করিতে শিক্ষা করে। শুভাকাঙ্ক্ষী জনক জননী যে এত কষ্টে সন্তানগণকে শিক্ষা দেন, তাহাও মানের জন্য। মানাভিলাষী হইয়া জ্ঞানী বিদ্যাবান্ ব্যক্তি সমস্ত জীবন শিক্ষার জন্য যাপন করিয়া থাকেন। ইহাকে পাইবার নিমিত্তই নাবিকগণকে উত্তাল তরঙ্গাকুলিত অর্ণবযানের মাস্তুলের উচ্চতম প্রদেশে আরোহণ করিতে এবং যুদ্ধকালে সৈন্যগণকে বজ্রনিনাদী কালাগ্নি-উদ্গীরণকারী কামানের সম্মুখীন হইতে দেখা গিয়া থাকে;—মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে 'মান' অপেক্ষা পৃথিবীতে মূল্যবান এবং মধুর বস্তু আর কিছুই নাই।"

বাগীশ্বরী কহিলেন "তুমি যে এরূপ বাগ্বিন্যাসপূর্ব্বক আত্ম সমর্থন করিতে পারিছ বোধ হয়, তুমি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং প্রশংসার উপযুক্ত বট; কিন্তু তোমার বাক্যে আমি অনুমোদন করিতে পারি না। মান মনুষ্যকে কঠিনতম দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত করিতে পারে বটে; কিন্তু সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে মানব মান সম্ভ্রমের জন্য

অন্ধ হইয়া অন্য লোকের স্বাধীনতা এবং ন্যায্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। মানের জন্য লোকে স্বার্থপর হইয়া অপরের হিত এবং উন্নতির জন্য চিন্তা করে না, বরং কি প্রকারে অন্যকে পদানত রাখিয়া স্বয়ং সর্ব্ব উচ্চ আসন পাইবে তাহার চেষ্টা করিয়া থাকে। মানাভিলাষী হইয়া মানবগণ শত শত বার পৃথিবীকে রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া কত জাতিকে শোক দুঃখে অভিভূত, কত সতীকে পতিহীনা এবং শিশু সন্তানকে অনাথ করিয়াছে। অতএব ইহাকে আমি সুমধুর পদার্থ বলিতে পারি না।"

ইহা কহিয়া পুনরায় বাগীশ্বরী ঝাঁপী হইতে অন্য এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া লইলেন। এই কাগজ খণ্ডে "প্রেম" এই শব্দটী লিখিত ছিল।

দেবী কহিলেন কোন্ ব্যক্তি এই বাক্য রচনা করিয়াছেন? একজন রমণী সলজ্জভাবে কহিলেন ইহা আমার লেখা।"

"কি কারণে তুমি এই শব্দকে মধুরতম বলিয়া বিবেচনা কর?"

"ইহা আর যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া কি দিব? জগতের সকল ব্যক্তির হৃদয়ে প্রেম রাজত্ব করিতেছে। এই প্রেমই ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিতেছে। জননী-হৃদয়ে স্নেহরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অসহায় শিশুসন্তানদিগকে লালন পালন করিতেছে; শিশু হৃদয়ে মাতৃভক্তি ও ভালবাসারূপে বাস করিয়া শিশুকে মাতার উপর সরলভাবে বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে শিক্ষা দিতেছে। এই প্রেমের কারণেই বিদেশস্থ মানব মন আবাস গৃহের প্রতি সতৃষ্ণচিত্তে ধাবমান হইতে থাকে। ইহাই সতীর হৃদয়ে পবিত্র প্রেম নাম ধারণ করিয়া এই মরু সংসারে সুশীতল সুধাধারা প্রবাহিত করিতেছে। এই প্রেমবারিসিঞ্চনে কত কত কঠিন পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। সাধুর হৃদয়ে ইহা ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বরভক্তি রূপে বাস করিয়া কত শত জীবনকে মুক্তি ও স্বর্গেরপথে লইয়া যাইতেছে। দেশহিতৈষী মহৎ ব্যক্তিগণ এই প্রেমের বশীভূত হইয়া সংসারে কত মঙ্গল সাধন করিতেছেন। অধিক আর কি কহিব এই উদার প্রেমের গুণেই মানব দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা সেই প্রেমময় ঈশ্বর হইতে ভূতলে মানব-হৃদয়ে বর্ষিত হইয়া উষর মানব-হৃদয়কে উর্ব্বর করিতেছে।

ইহা অপেক্ষা সুমধুর কথা আর কি আছে? ইহার নামে মানব-আত্মা বিগলিত হইয়া যায়।”

দেবী কহিলেন, “প্রেম” এই শব্দটী যেমন মিষ্ট, তেমনই তিক্ত। দেখ পৃথিবীতে যে অধিকাংশ ক্লেশ দুঃখ দুর্গতি সে এই প্রেমেরই জন্য। তুমি যখন পৃথিবীর মায়া মোহের সহিত এই কথাটী জড়িত করিয়া ইহার অপ-ব্যবহার করিয়াছ, তখন তুমি কখন পুরস্কারের উপযুক্ত হইতে পার না।

তৎপরে দেবী এক এক করিয়া কয়েক খণ্ড কাগজ উত্তোলন করিলেন, কোনটীতে লেখা আছে বসন, কোনটীতে ভূষণ; কোনটীতে সুরূপ, কোনটীতে সঙ্গীত, কোনটীতে বীরত্ব, কোনটীতে স্বাধীনতা, কোনটীতে স্বামী, কোনটীতে স্ত্রী, কোনটীতে পুত্র, কোনটীতে মিত্র। দেবী এই সকল শব্দের গুণাগুণ বিচার করিয়া কোনটী মনোনীত করিলেন না। অবশেষে তিনি আর একখণ্ড কাগজ ঝাঁপী হইতে লইয়া পাঠ করিলেন। ইহাতে “ঈশ্বর” এই শব্দ লিখিত ছিল। দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই শব্দটী লিখিয়াছেন?

একটী দরিদ্র বালিকা দণ্ডায়মান হইল, দেবী ও সভাস্থ সকলের চক্ষু তাহার দিকে পতিত, সে ভীতচিত্তে অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে কহিল “আমি।” দেবী সস্নেহে সুমিষ্ট ভাবে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, অয়ি! সরল বালিকে তুমি ‘ঈশ্বর’ এই বাক্যটীকে যে মধুরতম কহিতেছ কেন তাহা কি বলিতে পার?

বালিকা কহিল “না আমি কোন কারণ জানি না; কিন্তু আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে ইহা অপেক্ষা আর কোন নামই মিষ্ট নহে। ঈশ্বরের নাম লইলে আমার সকল দুঃখ দূর হয়, ইহাতে মনে যেরূপ আনন্দ হয়, এরূপ আনন্দ আর কিছুতেই পাই না।”

দেবী সহাস্য বদনে বালিকাকে নিজ পার্শ্বে আনিয়া কহিতে লাগিলেন; বালিকে! তুমি যথার্থ অবগত হইয়াছ; জগতে এমন কোন নাম নাই যাহা ঈশ্বরের নামের তুল্য সুমিষ্ট হইতে পারে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমেশ্বরে যে বিশ্বাস করিতে পারে, তাঁহার নাম যাহার নিকটে মধুর বলিয়া জ্ঞান হয়, সে ইহকালে পরম সুখে বাস করে ও পরকালে স্বর্গে

অনন্তকাল মনের আনন্দে কালযাপন করিতে পারে। ঈশ্বর প্রেমময় জ্ঞানময় অনন্ত পূর্ণ পুরুষ; তাঁহার তুল্য মহান্ আর কে আছে? তিনি দীন হীন অসহায় ও নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয় ও সহায়। সংসার যখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে থাকে, তখন তিনি একমাত্র সান্ত্বনাস্থল। ঈশ্বর সকল রূপবান্ অপেক্ষা সুন্দরতম, মধুরতম অপেক্ষা মধুরতম, মঙ্গলময়, জগতের পালক, তিনি পিতার পিতা, জননীর জননী, গুরুর গুরু; তাঁহা অপেক্ষা মিষ্ট কিছুই নাই। অতএব আইস আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া এই মুকুট গ্রহণ কর। এক্ষণে তুমি যেরূপ সরল ও পবিত্র আছ, চিরকাল যেন সেইরূপ থাকিয়া স্বর্গে দেবগণের মধ্যে আনন্দে বিচরণ করিতে পার।"

গৃহকার্য্য।

(১৯৫ সংখ্যা—৩৬৫ পৃষ্ঠার পর)

শয্যাগৃহ।

শয্যাগৃহে দিবসের অন্ততঃ চতুর্থাংশ কাল গত হয়, সুতরাং জীবনের এত সময় যে স্থানে ব্যয় করিতে হয়, তাহা যতদূর স্বাস্থ্যের উপযোগী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। সুনিদ্রা স্বাস্থ্যের একটী প্রধান কারণ। সুনিদ্রা দ্বারা যেরূপ কর্ম্মঠ শরীর লাভ করিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, সেইরূপ অনেক সময় সামান্য বা গুরুতর পীড়া সকলেরও আশ্চর্য্য উপশম হয়। শয্যাগৃহের সুব্যবস্থার উপরে যে এই সুনিদ্রা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে, তাহার সংশয় নাই। বিশেষতঃ সুকুমার শিশুগণ, কোমল পুষ্পের ন্যায় যাহাদিগের স্বাস্থ্য হানি এবং জীবন-নাশ সামান্য কারণে ঘটিয়া থাকে, তাহাদিগের জন্য, শয্যাগৃহের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন আরও অধিক। গৃহ যাহাতে শুষ্ক হয়, তাহাতে শুষ্ক অথচ বিশুদ্ধ বায়ু অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারে, প্রচুর পরিমাণে আলোক প্রবিষ্ট হয়, শয়নের জন্য এ প্রকার গৃহ মনোনীত করা বিধেয়। ইংরাজ-

দিগের শয্যাগৃহে একটী করিয়া আগুণের হাফর ও চিমনি থাকে, এবং প্রশস্ত বাতায়ন থাকে, তাহাতে গৃহের বায়ু সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে। আমাদিগের দেশে অত্যন্ত শীতাগম ভিন্ন শয্যাগৃহে আগুণ রক্ষার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তথায় নির্ম্মল বায়ু সঞ্চারের উপায় করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। দ্বার ও জানালা সকল যাহাতে প্রশস্ত ও পরস্পর ঋজু হয়, এমন করিয়া সেগুলি নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। পশ্চাৎ এবিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই তাড়াতাড়ি শয্যা গুটাইয়া কোন স্থানে রাশীকৃত করিয়া রাখা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য। রাত্রিকালে আমাদিগের নিশ্বাসের সহিত অঙ্গারক বাষ্প অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়, তাহাতে শয্যা অল্প বা অধিক পরিমাণে বিষময় হইয়া থাকে। আমাদিগের শরীরের উত্তাপে ও মলাতে শয্যা উত্তপ্ত ও মলিন হইয়া থাকে। শয্যা হইতে বিষময় বাষ্প এবং দৈহিক উত্তাপ প্রভৃতি যাহাতে বাহির হইয়া যায়, তাহার জন্য কিছুক্ষণ মশারি তুলিয়া ও দ্বার জানালা খুলিয়া দিয়া বায়ু প্রবাহ বহিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইংরাজদিগের গৃহে পরিজনবর্গ নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রথমে ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ, চা পান ও প্রাতর্ভোজনে কিছু সময় যাপন করিয়া থাকেন। সেই সময়ের মধ্যে শয্যা খোলা বাতাসে শীতল ও দূষিতবায়ুশূন্য হইয়া থাকে। গৃহিণী বা পরিচারিকা ইতিমধ্যে অন্যান্য 'বাসী পাট' সারিয়া তবে শয্যা তুলিতে আসেন। এরূপ নিয়মদ্বারা অনেক গুলি সুফল ফলিয়া থাকে।

বিছানা তুলিবার সময় মাদুর তোষক বালিস প্রভৃতি ভাল করিয়া ঝাড়িয়া তোলা কর্ত্তব্য। বালিসের ধারে, তোষকের ধার সকলে যে ধূলা বা ময়লা জমে, তাহা ঝাড়ন দিয়া পরিষ্কার করিলে ভাল হয়। বিছানা সকল যদি পাতিয়া অধিকক্ষণ রাখা সুবিধাজনক না হয়, রৌদ্রে ও বাতাসে মেলিয়া দিলেও হইতে পারে। তোষক ও চাদর প্রভৃতি গুটাইবার সময় তাহা সমান ও চোস্ত করিয়া পাট করিয়া লইবার অভ্যাস থাকিলে ধূলা ময়লার প্রতি অধিক দৃষ্টি পড়ে। বিছানার উপর চাদর থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কেন না তাহা হইলে সহজে তাহা কাচিয়া পরিষ্কার রাখা যায়।

লেপ, কাঁথা বালিসে ওয়াড় দিবারও একটী প্রধান প্রয়োজন এই, যে আসত জিনিস নষ্ট না করিয়া ওয়াড়গুলি ধৌত করিলেই শয্যা পরিষ্কৃত থাকে। বিছানার চাদর বা লেপ বালিস প্রভৃতির ওয়াড়ের আবশ্যকতার প্রতি যাঁহাদিগের দৃষ্টি নাই, তাঁহাদিগের শয্যা যে ময়লা ও অস্বাস্থ্যের আধার হইয়া থাকে, ইহা বলা বাহুল্য। মলিন শয্যা হইতে যে পূতিগন্ধ উত্থিত হয়, অন্য সময় অপেক্ষা নিদ্রাকালে তাহাতে স্বাস্থ্যের অধিক হানি করিয়া থাকে। শয্যা উপরিউক্ত নিয়ম অনুসারে পরিষ্কার করিয়া ও পাট করিয়া তাহা কোন মোটা চাদর, শতরঞ্চি বা কম্বলে জড়াইয়া যথাস্থানে সজ্জিত রাখা বিধেয়।

শয্যা তোলা হইলে গৃহ ঝাঁটি দিয়া ও মধ্যে মধ্যে ধুইয়া পরিষ্কার করা চাই। অনেক বাঙ্গালীর গৃহে যদি খাটে শয্যা পাতা হইল, তাহা হইলে আর কোন চিন্তার বিষয় নাই। খাটের বিছানাটী শয়নের সময় একবার বিস্তার করা এবং অন্য সময় সেই খানেই মুড়িয়া রাখা হইলেই হইল। বিছানার মধ্যে মলা জমিল এবং খাটের নীচে সাপ বিছা বা কি জঞ্জাল রাশি রহিল, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহার অনিষ্ট ফল কখন না কখন প্রত্যক্ষ করিতে হইবেই হইবে। মাটীর গৃহ হইলে তাহা ঝাঁট গোবর দিয়া এবং শান হইলে তাহা ধুইয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা চাই। ঘরের মেজে ধুইলে অধিক জল জমাইয়া রাখা উচিত নয়, মোটা কাপড়ে তাহা মুছিয়া ফেলা আবশ্যক। ছড়া বা গোলাহাঁড়ী এবং মুছিবার নেতা বা নেকড়া প্রভৃতি গৃহের উপকরণ-স্বরূপ যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হইবে ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু প্রয়োজন ব্যতীত এগুলিকে গৃহের মধ্যে রাখিয়া গৃহকে অপরিষ্কার করা না হয়।

শয্যার ন্যায় গৃহসজ্জা সকল পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। আহারের বাসন ও পিলসুজ প্রভৃতি ধুইয়া মাজিয়া ও ভাল করিয়া মুছিয়া যে রাখিতে হইবে, ইহা বলিতে হইবে না। আজি কালি অনেকে কেদেরা, টেবেল, আলমারী প্রভৃতি দিয়া গৃহ সাজাইয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইংরাজী আসবাব সকল ইংরাজগৃহে একরূপ, বাঙ্গালীগৃহে অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। এ সকলে প্রায় ধূলা ও মলা জমিয়া থাকে এবং ছারপোকা

প্রভৃতির বাসা হয়। কাঠের আসবাব সকল পরিষ্কার করিতে হইলে কেবল ঝাড়ন দিয়া পিটিলে বিশেষ ফল দর্শে না, তাহাদ্বারা কেবল এক স্থানের ধূলা অন্যস্থানে গিয়া জমা হয়। শুষ্ক কাপড় দিয়া ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলা এ গুলি পরিষ্কার করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। মেহগ্নি কাঠের জিনিষ শুক্না কাপড়ে মোছায় বেশী পরিচ্ছন্ন হয়, সামান্য কাঠের জিনিষ ভিজা নেকড়ায় পুঁছিলেও চলে। মেজ, ল্যাম্প প্রভৃতি ব্যবহার করিলেও সেগুলি পরিষ্কার করা ও যথাস্থানে রাখা কর্ত্তব্য।

শয্যাগৃহের নিভৃত স্থানে যে ঝুল ও মলা প্রভৃতি জমিয়া থাকে, অন্ততঃ সপ্তাহে একবার সে সকল পরিষ্কার করা আবশ্যক। সপ্তাহে একবার গৃহটী সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত করিতেই হইবে, ইহা একটী বিশেষ নিয়ম বলিয়া অবলম্বন করা বিধেয়।

শয্যাগৃহের বাতায়ন সকল বৃষ্টি এবং কোয়াসার সময় ভিন্ন সমস্ত দিন খুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য, তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু বহনাবহন করিবে। জানালা সকল রাত্রিকালে সচরাচর অল্প পরিমাণে খুলিয়া রাখিলে ভিতরের দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যায়, ইহাদ্বারা উপকার ভিন্ন অপকার হয় না।

শয্যাগৃহ সম্বন্ধে সুনিয়ম প্রতিপালন করিলে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যে শোচনীয় শিশুপীড়া ও শিশুমৃত্যু অধিক পরিমাণে দেখা যায়, তাহা অনেক নিবারিত হইতে পারিবে। পরিবারস্থ সকলে সুস্থশরীর ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া আনন্দে গৃহধর্ম্মপালনে সমর্থ হইবেন।

একদিনকার দৃশ্য।

সেই একদিন, সখি! আমাদিগের দ্বিতল প্রাসাদের সরসীসম্মুখস্থ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতেছিলাম। কি ভাবিতেছিলাম, ঠিক্ বলিতে পারিতেছি না, কিন্তু তৎসাময়িক প্রকৃতির দৃশ্য, প্রভাত পবন সঞ্চালিত নবোদীয়মান তপন-বিভাত সরসীবক্ষের চঞ্চল, উজ্জ্বল সলিলের নীরব উত্থান ও পতন, অদূরস্থ উদ্যানবিহারী বিহঙ্গকুলের ভাবময়ী কাকলি, এবং

আমার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের তরল তরঙ্গ এক সঙ্গে মিশিয়া কি হইল, মনে পড়ে; কিন্তু বুঝাইতে পারিব না। মানবীয় ভাষায় তৎকালীন হৃদয়ের অবস্থা চিত্র করিতে প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা। তুমিত জানই আমার বর্ণনশক্তি অতি অল্প। যাহা দেখি তাহার শতাংশের একাংশ বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে পারি না। যাহা ভাবি, যাহা হৃদয়ে২ অনুভব করি, তাহা অপরকে জানাইতে পারি না।

কতক্ষণ সেই অবর্ণনীয় অবস্থায়—জাগ্রত স্বপ্নে—সেই উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে ডুবিয়া ছিলাম, ঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু সে সুখের স্বপ্ন, সেই অজ্ঞানাবস্থার আরাম, সেই উদ্বেলিত ভাবের তরঙ্গ অবশেষে, একে২ ধীরে২ অপসারিত হইয়াছিল। বারাণ্ডা সমীপস্থ রেইল মালার উপর ধীরে২ অবশ মস্তক স্থাপন করিয়া আবার একবার সরসীর উজ্জ্বল জলরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। সহসা সরোবর সোপানোপবিষ্টা একটী ক্ষুদ্র বালিকার শীর্ণ-দেহ আমার নেত্র আকৃষ্ট করিল। নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, বালিকা আমা অপেক্ষা বড় বয়ঃকনিষ্ঠা নহে। তবে তাহার দেহাকৃতি আমা অপেক্ষা বহু পরিমাণে ক্ষুদ্র, মুখখানি নিতান্ত জীর্ণ, শরীর অস্থিচর্ম্ম সার, আর চোখ্ দুটী—আহা কি সুন্দর চক্ষু! অশ্রুজলে পরিপূর্ণ সেই চক্ষু দুটী—আমি আজিও ভুলিতে পারিতেছি না, জীবনে কখনই ভুলিব না। কবিদের খঞ্জন-গঞ্জন বা মৃগমদ নেত্র আমি জীবনে একবারও দেখি নাই, কিন্তু আমার দেখা সেই সজল অপরাজিতা দুটী যদি তুমি দেখিতে, আমার মত তুমিও উহা মুহূর্ত্তরে স্মৃতিফলক হইতে অপসৃত করিতে পারিতেনা।

বালিকা সোপানাবলীর নিম্নতম স্তরে বসিয়া ছল ছল নেত্রে কি যেন ভাবিতেছিল। আহা সেই শীর্ণ কোমলতাময় মুখখানিতে চিন্তার কালিমা পড়িয়া উহাকে মেঘাবৃত ঈষদুজ্জ্বল হিমাংশুর মত আরও মনোহর করিয়াছিল। সখি, তখন তুমি সেখানে ছিলে না, নহিলে দেখিতে, অন্ধকারের মধ্যে স্বর্গের সুপবিত্র ভাতি কেমন সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বালিকার সম্মুখে সলিলপূর্ণ মৃন্ময় কলসী, আর সেই বৃহদাকার কলসীর গাত্রে বালিকার একখানি শীর্ণ হস্ত ন্যস্ত রহিয়াছে।—আর একখানি

হস্তের উপর ভাবনা-ঘূর্ণিত, অবদ্ধ কবরী, ধূলিধূসরিত, অযত্নরক্ষিত ক্ষুদ্র মস্তকটী—অযত্নে স্থাপিত। আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, বালিকার আননে রোগের চিহ্ন দেদীপ্যমান, শরীর অতি দুর্ব্বল। জলপূর্ণ ভারী কলসী কক্ষে করিয়া দূরস্থ গৃহে যাইতে হইলে, অর্দ্ধপথ না ফুরাইতেই বালিকা ভূপতিতা হইবে। অর্দ্ধেক পথই বা কি প্রকারে যাইবে? কলসী তুলিয়া কক্ষে লওয়াই তাহার একপ্রকার অসাধ্য। তাই বালিকা সরসী সোপানে বসিয়া কাঁদিতেছে। বালিকার আপনার বলিবার কি কেহ নাই? কে এমন রুগ্না বালিকাকে এ দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে বাধ্য করিয়াছে?—বালিকার কষ্ট দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। যদি আমার সাধ্য থাকিত, আমি গিয়া উহার অর্দ্ধেক ভার লাঘব করিতাম। হায়রে, এমন বালিকা (আমিও তখন বালিকা ছিলাম) কি প্রকারে এ ভার বহন করিবে?

বালিকে, কাঁদিতেছ?—সরসীতীরে সলিলপূর্ণ মৃন্ময় কলসী লইয়া ভাবিতেছ, আর কাঁদিতেছ;—কাঁদ। ভীষণ সংসার পারাবারের শৈকতময় বেলাভূমিতে বসিয়া, দুর্ব্বহ—মৃণ্ময় দেহঘট সম্মুখে করিয়া, নিত্য ২ অনেকেই কাঁদিতেছে। আমিও তোমারি মতন বালিকা, তবুও আমার অনেক অশ্রু নিঃশব্দে মানুষের অজ্ঞাতে ঐ সরসী-জলে, অনেক নিশ্বাস অই ঝাউ-তাড়িত সমীরণে মিশিয়া গিয়াছে। এজীবনের বোঝায় এখনই কাতর হইয়াছি। জীবনের অধিকতর অংশ আমার সম্মুখে রহিয়াছে। কিন্তু এই তরুণ-জীবনই যখন এত যাতনাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তখন অন্ধকার ভবিতব্যে কি আছে কে বলিবে?—

কত চিন্তা একে একে হৃদয়ে উত্থিত হইতে লাগিল, বলিয়া কাজ নাই। কিন্তু যখন চিন্তার বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল, তখন দেখিলাম সম্মুখস্থ বালিকা-মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলাম—ভাবিলাম সকলই হয়ত আমার দৃষ্টিভ্রম; কিন্তু সোপানাবলীর গাত্রে বালিকার সিক্তপদ-চিহ্ন দর্শন করিয়া সে ভ্রম দূরীকৃত হইল।

বালিকা প্রাণপণে বল সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধন করিয়াছে। কেবল সরসীসোপানে বসিয়া কাঁদিতে আসে নাই। বালিকা ভীরু নহে,

নিস্তেজ নহে—নিজকার্য্যে পরাঙ্মুখা নহে। বালিকা নিজের দুর্ব্বলতার উপর জয়লাভ করিয়াছে। বালিকা দুর্ব্বহ ভার বহনাতীত হইলেও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। আমি কেন উহা অপেক্ষা উচ্চাবস্থায় স্থাপিত হইয়া জীবন দুর্ব্বহ বোধে সংসার বেলায় বসিয়া কাঁদিব? কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সাহস দুর্ব্বলতার উপর জয়লাভ করুক। জীবনের কার্য্যগুলি অসম্পন্ন রাখিয়া কেবল কাঁদিলে কি হইবে? বালিকা যদি পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে অবশপ্রায় পতিত হয়, যদি অতিরিক্ত পরিশ্রমে অর্দ্ধমৃত হয়, অধিকতর রুগ্ন হয়, তাহাহইলে বালিকার ক্ষোভ থাকিবে না। বালিকা নিজকার্য্য সাধন করিবার জন্য সকল ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত। আর আমি কি করিতেছি? আমি কি কখন নিজ কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিয়াছি? আমি জীবন দুর্ব্বহ ভাবিয়া কেবল কাঁদিয়াছি, কেবল মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, কিন্তু এ জীবন ধীরত্ব-সহকারে বহন করিতে কখন প্রস্তুত হই নাই। জীবন সংগ্রামে আমি ভগ্নোদ্যম পলায়িতের অনুকরণ করিতেছি। ধিক্ আমার জীবনে! অনিশ্চিত নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া অবস্থা-চক্রের আবর্ত্তনের সহিত কখন হাসিতেছি, কখন কাঁদিতেছি। অধ্যবসায় কাহাকে বলে জানিলাম না। কর্ত্তব্য সাধন করিতে মুহূর্ত্তকাল চেষ্টা পাইলাম না। কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকিলে স্বতঃই সাহসের সঞ্চার হইয়া থাকে, আমার সে জ্ঞান কোথায়! বালিকা আমাকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, আমি আজিও তাহা সযত্নে হৃদয়ে রক্ষা করিতেছি। সখি! আমরা এই শিক্ষা যেন চিরদিন স্মরণ রাখিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারি।

আমেরিকার আবিষ্কার।

(১৯৫ সংখ্যা, ৩১৩ পৃষ্ঠার পর।)

ক্রমে লোকের সাহস বাড়িতে লাগিল; এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে স্পেনীয়গণ কানেরি-দ্বীপপুঞ্জে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিরূপে তাহারা এই দ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহার কোন ইতিহাস

পাওয়া যায় না। যাহা হউক ইহার দক্ষিণে এ পর্য্যন্ত কেহ সাহস করিয়া যাইতে পারে নাই।

অবশেষে ইউরোপের একটী সামান্য দেশের অধিবাসীদের চেষ্টায় এত দিনের অভাব পূর্ণ হইল। ইউরোপীয় দেশ সমূহের মধ্যে, কি ধনে, কি ক্ষমতায়, কি পরিসরে পর্টুগাল অতি সামান্য দেশ; কিন্তু এই পর্টুগালের চেষ্টায় ও যত্নে দেশাবিষ্কার কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে আরব্ধ হয়। এই দেশের লোকেরাই প্রথমে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত বেষ্টন করিয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, ইহাদেরই দৃষ্টান্তে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগণের হৃদয়ে আবিষ্কার-বাসনা ও কৌতূহল প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে এবং এই সকল ঘটনা-স্রোতের মধ্যে পড়িয়াই সেই মহাত্মার জীবন গঠিত হয়, যাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় গুণে নূতন মহাদ্বীপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জন্য পর্টুগালের তখনকার অবস্থার বিষয় এই স্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক।

যে সময়ের বিষয় বলা যাইতেছে, তখন পর্টুগীজগণ, মুসলমানদিগকে সমরে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে পর্টুগাল হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই সিংহাসন লইয়া একটী তুমুল গৃহ-বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই সকল যুদ্ধ ব্যাপার নিবন্ধন পর্টুগীজদের সাহস ও ক্ষমতার বিলক্ষণ পুষ্টিসাধন হইয়াছিল। কিন্তু পর্টুগালের স্থলপথ পরাক্রান্ত স্পেনরাজ্য কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া থাকাতে, পর্টুগীজদের ক্ষমতা সে পথে বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং সমুদ্রতীরস্থ দেশ বলিয়া তাহাদের সমুদায় উদ্যম সামুদ্রিক বাণিজ্য ব্যাপার প্রভৃতির দিকে পরিচালিত হইল। পর্টুগালের রাজা প্রথম জন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার প্রজাবর্গকে কোন কার্য্যে ব্যস্ত রাখিতে না পারিলে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই জন্য তিনি বহুসংখ্যক অর্ণবপোত সংগ্রহ করিয়া, বার্ব্বরি দেশ হইতে মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য তথায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন; এবং কতকগুলি পোত আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলস্থ দেশ সকলের আবিষ্কারে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে সামান্যভাবে যে কার্য্যের সূত্রপাত হইল, তাহা হইতেই ক্রমে সমস্ত পৃথ্বীতল মনুষ্য সমাজের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

কিন্তু যখন এই সকল পোত আবিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখনও ইউরোপীয়গণ সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। আফ্রিকা পর্টুগালের নিকটবর্ত্তী হইলেও পর্টুগীজগণ এপর্য্যন্ত নন্ অন্তরীপ অতিক্রম করিতে সাহসী হয় নাই। এত দিন লোকে মনে করিত যে এই অন্তরীপের অপর পার্শ্বে যাওয়া যায় না। কিন্তু জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া সাহস বাড়িতে লাগিল। চারিদিকে জ্যামিতি, জ্যোতিষ ও ভূগোল-শাস্ত্রের আলোচনা হইতে লাগিল। জনের প্রেরিত পোত সকল নন্ অন্তরীপ ছাড়াইয়া বোজাডর অন্তরীপ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই অন্তরীপের উচ্চ পর্ব্বতরাজী আটলাণ্টিকের অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত দেখিয়া নাবিকগণ ভীত হইয়া লিসবনে ফিরিয়া আসিল। যদিও ইহারা অধিক দূর যাইতে পারে নাই, তথাপি এই ঘটনায় লোকের কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল; এতদ্ভিন্ন বার্ব্বরির যুদ্ধযাত্রা সুফলপ্রদ হওয়াতে তাহাদের উৎসাহ আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এদিকে জনের চতুর্থ পুত্র হেনরি নূতন দেশ আবিষ্কার বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তিনি তাঁহার পিতার সঙ্গে বার্ব্বরিতে গিয়া বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত বিজ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ভূগোলশাস্ত্রের আলোচনায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, এবং এই শাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা তাঁহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছিল যে আফ্রিকার উপকূল অবলম্বন করিয়া যাইতে পারিলে অনেক নূতন ও সমৃদ্ধিশালী দেশ আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। সর্ব্বদা যাহাতে এই বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে এই কারণে তিনি সেণ্টভিন্‌সেণ্ট অন্তরীপের নিকট এমন একটী স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, যেখান হইতে প্রশস্ত আটলাণ্টিক মহাসাগর সর্ব্বদা তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত তাঁহার সাহায্যের জন্য একত্রিত হইলেন। এতদ্ভিন্ন নানা দেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে তিনি প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাধুতা ও উদারতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে তাঁহার অভিপ্রায়ের পোষকতা করিতে লাগিলেন এবং সাধ্যমতে তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমবারে তিনি তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারীকে একখানি মাত্র জাহাজের কর্ত্তৃত্ব ভার দিয়া বলিলেন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বোজাডর অন্তরীপ অতিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণ ভিমুখে অগ্রসর হইবে। তাঁহারা প্রচলিত প্রথানুসারে আফ্রিকার উপকূল ধরিয়া যাইতেছিলেন। যদি সমস্ত পথ এইভাবে যাইতে হইত, তাহা হইলে কষ্টের আর পরিসীমা থাকিত না। এই সময়ে সহসা বাত্যাবেগে তাহাদিগের পোত উপকূল হইতে দূরে তাড়িত হইল; তাঁহারাও জীবনাশা পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু ভাগ্যক্রমে অবশেষে তাঁহারা একটী অজ্ঞাতপূর্ব্ব ক্ষুদ্র দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দ্বীপকে তাঁহারা পোর্টোসাণ্টো নামে অভিহিত করিলেন। কিন্তু এই নূতন দ্বীপটীর আবিষ্কার সে সময়ের পক্ষে এত মূল্যবান বোধ হইল, যে তাঁহারা আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া তাঁহাদের প্রভুকে সংবাদ দিবার জন্য পর্টুগালে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনিও তাহাদিগের বিশেষ প্রশংসা ও সমাদর করিতে ক্রটি করিলেন না। এই ঘটনায় উৎসাহিত হইয়া পর বৎসর হেনরি তাঁহাদিগেরই অধীনে তিনখানি জলযান প্রেরণ করিলেন এবং পোর্টোসাণ্টো অধিকার করিবার আদেশ দিলেন। পোর্টোসাণ্টো অধিকার করিয়া তথায় কিছুদিন অবস্থান করিতে করিতে তাঁহাদের বোধ হইল দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি-নিরোধক রেখার নিকট কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় কোন পদার্থ দেখা যাইতেছে, অথচ মেঘের ন্যায় কোন পরিবর্ত্তন তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে না। ক্রমে তাঁহারা অনুমান করিলেন যে উহা স্থল হইতে পারে এবং তদনুসারে সেই দিকে যাত্রা করিয়া তাঁহারা একটী জনশূন্য অরণ্যময় প্রশস্ত দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এই দ্বীপ মেডিরা নামে অভিহিত হইল। হেনরি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সেখানে বাস করিবার জন্য কতকগুলি পর্টুগীজকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তথায় রোপণের জন্য ইউরোপীয় নানাপ্রকার বীজ ও বৃক্ষ এবং দ্রাক্ষা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণদেশ-সুলভ বৃক্ষের শাখা প্রেরণ করিলেন এবং এই উপায়ে মেডিরাতে যে সকল দ্রব্যজাত উৎপন্ন হইতে লাগিল, তাহাতে পর্টুগালের বাণিজ্যেরও সাহায্য হইতে লাগিল। এই সকল সুবিধা হওয়াতে ক্রমে লোকের মনে আশা হইতে লাগিল, যে এই সকল নূতন দেশের আবিষ্কার নিতান্ত

নিষ্ফল হইবে না। এদিকে ক্রমে যত দূরে পোত সকল গমনাগমন করিতে লাগিল, ততই পর্টুগীজদের সাহস ও উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাহারা ক্রমে উপকূল হইতে দূরে যাইতে সাহসী হইল এবং এইরূপে তাহারা শীঘ্রই বোজাডর অন্তরীপ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল। তখন তাহারা দেখিতে পাইল, যে আফ্রিকার সুদীর্ঘ উপকূলভাগ ক্রমাগত আটলাণ্টিকের তরঙ্গমালা দ্বারা প্রক্ষালিত হইতেছে; ক্রমে তাহারও কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইল, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই পর্ত্তুগীজ পোত সকল সেনিগাল নদী ও বর্ড অন্তরীপ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে সমর্থ হইল।

ফেমিঙ্গো পক্ষী।

ফ্লামিঙ্গো পক্ষী।

অপর পৃষ্ঠে যে পক্ষীর ছবি চিত্রিত হইল, ইহা এক বৃহৎ জাতীয় জলচর, উচ্চতায় ৪ ফিট অর্থাৎ প্রায় মনুষ্যের সমান। ইহা আসিয়া, আফ্রিকা, এবং আমেরিকার উষ্ণপ্রধান দেশে বাস করে। ইহার শরীরের বর্ণ পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য। প্রথম বৎসরে ইহার শরীরের বর্ণ ধূসর থাকে, দ্বিতীয় বৎসরে উজ্জ্বলতর শুভ্রবর্ণ হয় এবং পাখা গোলাপী রঙের চিহ্নে অঙ্কিত হয়, তৃতীয় বৎসরে ইহা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, তখন পক্ষদ্বয় গোলাপী, পৃষ্ঠদেশ ঘোরাল লোহিত এবং কুইলের পালক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। পক্ষীর বয়স যত বৃদ্ধি হয়, ততই এই বর্ণ সকল গাঢ়তর হয়। ইহার গ্রীবা সরু অথচ অত্যন্ত দীর্ঘ, প্রায় ২ ফুট হইয়া থাকে। ইহার পাদদ্বয়ও গ্রীবার ন্যায় দীর্ঘাকার। ইহার মস্তক ক্ষুদ্র এবং গোল, তৎসঙ্গে ৭ বুরুল লম্বা চঞ্চু সংযুক্ত আছে। উহা উচ্চ, লঘু এবং ফাঁপা, মধ্যস্থল হইতে এমনি বক্র হইয়াছে, যেন ভাঙ্গিয়া দুভাগ হইয়াছে। ইহার নীচের চঞ্চু বৃহত্তর, তাহার নীচের দিক্ অধিক বক্র। উভয় চঞ্চুর ধার করাতের মত। হাঁসের মুখের ভিতর যেমন পাতলা চামড়া আছে, ইহার চঞ্চুর নীচে সেইরূপ আছে। ইহাতে জলে চরিতে চরিতে যাহা গ্রাস করে, তাহাহইতে জল সরাইয়া ফেলিয়া খাদ্যটী মুখে সংগ্রহ করিতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য এবং জলীয় কীট ইহার খাদ্য। ইহার ঘাড় লম্বা থাকাতে আহারান্বেষণের সময় জলের মধ্যে তাহা এমন বক্র করিয়া দেয়, যে উপরের চঞ্চু নিম্নে এবং নীচের চঞ্চু উপর দিকে থাকে, উপরের চঞ্চুদিয়া মাটী ঘোলাইয়া আহার সংগ্রহ করে। ইহার জিহ্বা বৃহৎ ও মাংসল, তাহার আস্বাদন শক্তি তীক্ষ্ণ। এই পক্ষীর ডিম্ব শ্বেত বর্ণ এবং রাজহংসীর ডিম্ব অপেক্ষা বৃহৎ। ফ্লামিঙ্গো অতি আশ্চর্য্য কৌশলে এই ডিম্বে তা দিয়া থাকে। ইহার পা অতি দীর্ঘ হওয়াতে বসিতে পারে না, সচরাচর প্রায় এক পায় দাঁড়াইয়া থাকে। দাঁড়াইয়া তা দিবার উপায় না হইলে আর ইহার ডিম ফুটাইবার সুবিধা হয়, না এই জন্য ফ্লামিঙ্গো মঞ্চাকার মাটীর বাসা প্রস্তুত করে, তাহার গহ্বর উপর দিকে

থাকে। পক্ষী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তদুপরিস্থ ডিম্বের উপর উদর রাখিয়া তাহার উত্তাপে ডিম ফুটাইয়া থাকে। করুণাময় জগদীশ্বরের কি করুণা, যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন!

বিজ্ঞান কৌশল।

১। দুই ঠাণ্ডা তরল পদার্থ মিশিয়া কেমন গরম হয়। একটী সিসিতে দুই ভাগ সলফিউরিক আসিড বা গন্ধক দ্রাবক এবং এক ভাগ জল ঢাল এবং সিসিটী কিছুক্ষণ নাড়িতে থাক, মিশ্রিত দ্রব্যটী তৎক্ষণাৎ গরম হইয়া উঠিবে; জল ফুটিলে তাপের পরিমাণ যত হয়, ইহাতেও তত হইবে।

২য়। দুই ঘন পদার্থ যোগে তাপ উৎপন্ন হয়। (নাইট্রেট অব কপার) এক বা দুই ডেলা লইয়া গুঁড়া করিয়া জল দিয়া ভিজাও এবং পরে একটী টিনের পাতের ভিতর করিয়া শীঘ্র শীঘ্র গুটাইয়া ফেল, আধ মিনিট বা এক মিনিটের মধ্যে দেখিবে টিনের পাত হইতে ধোঁয়া উঠিবে, তৎপরে তাহা জ্বলিয়া উঠিবে এবং একটী শব্দ করিয়া ফাটিয়া যাইবে। গুঁড়া না ভিজাইলে তাপের উৎপত্তি হয় না।

৩। বায়ু সংলগ্ন হইলে এক প্রকার গুঁড়া জ্বলিয়া উঠে। একটী শক্ত অথচ তেলা নূতন ভাঁড়ে /১০ দেড় ছটাক পাহাড়ে ফটকিরী এবং আধ ছটাক মধু বা চিনি ফেলিয়া দেও। এই ভাঁড়টী আগুন তাতে রাখিয়া তন্মধ্যস্থ পদার্থ যতক্ষণ না শুষ্ক হয়, ক্রমাগত তাহা নাড়িতে থাক। পরে এই গুঁড়া একটী লম্বামুখ বোতলে পূরিয়া ঐ বোতল একটী আগুন মালসায় রাখ, এই মালসা ছাঁকা বালীতে পূর্ণ করিয়া তাহার চারিদিকে জ্বলন্ত অঙ্গার প্রজ্বলিত কর। বোতল ৭।৮ মিনিট আগুনে থাকিয়া যখন তাহা হইতে আর বাষ্প উঠিতেছে না দেখিবে, তখন তাহা সরাইয়া লইয়া একটী ছিপি দিয়া বন্ধ কর। এই বোতল শীতল হইলে গুঁড়া ছোট ছোট বোতলে ভাল করিয়া আঁটিয়া রাখ। এই বোতল খুলিয়া তাহা হইতে কিছু গুঁড়া একখণ্ড কাগজে বা অন্য দাহ্য বস্তুর উপর রাখিলে ইহা প্রথমে নীল, পরে পাটল বর্ণ হইবে এবং কাগজ বা সেই দাহ্য বস্তুকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

বিবী নাইটকে বিদায় দান।

গত ৩রা মার্চ্চ বেনিয়াটোলা লেন ৪৫ নং ভবনে সিটীকলেজগৃহে বিবী-নাইটের সম্বর্দ্ধনার জন্য বঙ্গমহিলা সমাজের একটী বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে অনেকগুলি বঙ্গীয় এবং কয়েকটী ইংরাজ পুরুষ ও রমণী উপস্থিত ছিলেন। সভ্যগণ বিবী নাইটকে দেশীয় উৎকৃষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রস্ত বাসন এবং স্বহস্ত প্রস্তুত দেশীয় নানাবিধ মিষ্টান্ন উপহার দেন। সভাপতি শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু সময়োচিত বক্তৃতা দ্বারা বিবীনাইটের গুণব্যাখ্যা ও তাহার সম্ভাবিত বিচ্ছেদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সম্পাদিকা শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু নিম্নলিখিত অভিনন্দন এবং কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী তাহার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করেন। বিবীর স্মরণার্থ দুইটী উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, কয়েকটী সভ্য তাহা অতি সুললিতস্বরে গান করেন। বিবী-নাইট অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিবার সময় অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী ও ইংরাজ হৃদয়ের বিনিময় ও সম্মিলনের এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য আমরা আর কখন দেখি নাই।

অভিনন্দন।

মান্যতমা

শ্রীযুক্তা বিবী, জে, বি, নাইট, মহোদয়া করকমলেষু।

আর্য্যে!

আপনার স্বদেশ প্রতিগমনোপলক্ষে বঙ্গমহিলা সমাজের সভ্যগণ অদ্য আপনার প্রতি তাঁহাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য একত্রিত হইয়াছেন। তাঁহারা আপনার নিকট যে উপকার ঋণে আবদ্ধ আছেন, তাহা পরিশোধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই সমাজের প্রথম সংস্থাপনাবধি আপনি ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া আসিতেছেন। নিজে উপস্থিত থাকিয়া, সদুপদেশ প্রদান করিয়া এবং অর্থ সাহায্য দান প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে আপনি সভার যথেষ্ট উপকার, এবং সভ্যাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত আপনি আমাদের

সকল কার্য্যে যোগ দান করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মনের উৎসাহানল ও আনন্দ স্রোত প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

আপনার ভারত পরিত্যাগে এই সভা একজন বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষিণী বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন। আপনি যে শুদ্ধ নিজে এই দুর্ব্বল সভাকে স্নেহ-চক্ষে দেখিয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু আপনার স্বদেশীয়া ভগিনীগণের যাহাতে ইহার প্রতি মমতা হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন এবং সভা এক্ষণে আনন্দের সহিত বলিতে পারেন যে আপনার সে চেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে। আপনি স্বদেশ গমন করিলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব বটে, কিন্তু আপনাকে একেবারে হারাইব না; কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনি স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেও আমাদের মঙ্গল সাধনে কখন ক্ষান্ত থাকিবেন না। আপনি যে বঙ্গবালাদিগের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য এত বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাদিগকে কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। যে বঙ্গদেশীয়া ভগিনীগনের হীনাবস্থা দেখিয়া আপনার স্বাভাবিক কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে, আপনার হৃদয় হইতে কখন মহাদেশ ও মহাসাগর ব্যবধান বশতঃ তাহাদের মূর্ত্তি মুছিয়া যাইবে না।

ঈশ্বরের নিকট আমাদের আন্তরিক প্রর্থনা এই যে তিনি রক্ষক হইয়া নিরাপদে স্বামি-পুত্র সহ আপনাকে স্বদেশে লইয়া যাউন; আপনি স্বদেশে উত্তীর্ণ হইয়া বন্ধু বান্ধবদিগের আনন্দ অর্জ্জন করুন; এবং দীর্ঘজীবিনী হইয়া পরম সুখে দিন যাপন করুন।

একান্ত বশম্বদ।

বঙ্গমহিলা সমাজ,
কলিকাতা—৩রা মার্চ্চ ১৮৮১।

শ্রীকাদম্বিনী বসু
শ্রীকৈলাস কামিনী দত্ত } সম্পাদিকা।
শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু সভাপতি।
ইত্যাদি।

অভিনন্দনের ইংরাজী অনুবাদ।

"Dear Madam,—This day, the members of the Bengali Ladies' Association have met together to offer you their heart-felt gratitude on the eve of your departure from India. We are unable to repay the debt of obligation you have laid us under. From the time this

Association was established, you have been taking special interest in its welfare. You have materially helped this Association by your presence, advice, and pecuniary aid, as well as, promoted its objects by various other means. The readiness with which you have joined in all our proceedings, and the sympathy you have always manifested on them, have stimulated our energies, and gladdened our hearts.

On your departure from India, the Association will be deprived of the presence of one of its best and warmest friends. You not only looked upon this Association with an affectionate eye yourself, but tried your best to make other sisters of your native country interested in its welfare; and the Association is happy to say that in this attempt you have succeeded to a great extent. Though we are great losers by your leaving this country for your native land, yet our hope is that we will not altogether be deprived of your help; for our conviction is strong that you will not cease to look after the interests of this Association, even when you are in England. From what we have seen of you, it is improbable that you will ever forget the women of Bengal for whose benefit and improvement you have been trying for so many years; that the images of those sisters of Bengal whose deplorable condition has touched your tender heart can ever be obliterated from your memory, though continents and seas shall intervene between you and them.

Our heart-felt prayer is, may God be a constant guard of you and yours in the future; and may He grant you a safe voyage home. In bidding you farewell, we wish you a long, happy, useful, and prosperous career at home."

বিবী নাইটের প্রত্যুত্তর।

"Ladies,—The kind words and loving wishes you have been good enough to address to me recall some lines by one of our English Poets. I will quote them because they forcibly express my own feeling at this moment. The Poet says:—

> "I've heard of hearts unkind, kind deeds,
> With coldness still returning;
> Alas! the gratitude of men,
> Hath oftener left me mourning."

When I listen to thanks for what I have done, my regret and self-reproach are deepened that I have not done more. I regret bitterly that I did not learn your language when I was going, and could have hoped to attain the power of fluent speech. My excuse is that for half of my Indian life I was an invalid, and did not dream that I should ever be able to lead a more active life. Therefore, when the strength and the opportunity came, I was not qualified to use them, and it was too late to become so. This has greatly limited my usefulness and my enjoyment of your society.

Nevertheless I rejoice to feel that my hearty good will has made itself manifest.

It is true that I have felt a keen interest in your Association, of which I am proud to be a member, from its first initiation. I rejoice in and congratulate you upon the progress it has made. If that progress has been less rapid than some of your advisers desire, I believe it to be thoroughly sound, and I think you have shewn great judgment in waiting, until you could carry with you the hearty assent of the large majority of your members.

I must always continue to feel a vivid interest in the Association, with a very keen regret that I can no longer be present at its meetings which I have so much enjoyed. I hope that some members will correspond with me that I may feel that the bond between us is not broken by absence. I hope also to see the works issued by the Society.

I leave India with a heavy heart; it has been to me a happy home for many years, and could I choose my lot, I would stay among its people.

As it is, your images will indeed be constantly with me, and my happiest hours those in which I can be of service to the friends I leave here, struggling so bravely to help each other forward.

Other English ladies do feel a friendly interest in your efforts, and would gladly help, if they saw the way. I confidently hope that each year will see marked progress in your Association, and in your friendly relations with English women.

I shall cherish the hope, that in the course of years I may be permitted once more to visit this land, and that in the meantime you will point out to me every way in which I can be of service in that far Country.

I thank you for your loving wishes for our safe voyage and for our future welfare—wishes that, I may say for Mr. Knight as well as for myself, we heartily reciprocate towards all.''

নূতন সংবাদ

১। রেঙ্গুণে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণতর। সম্প্রতি মনুষ্য গণনায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে তথায় ১৯,৯০০ পুরুষ ও ১২,০১৫ স্ত্রীলোক আছে।

২। পটিয়া স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু জগবন্ধু চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মুক্তকেশী চৌধুরাণী চট্টগ্রাম বালিকা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। পোর্টুগাল গবর্ণমেণ্ট ৫০ বৎসরের অধিক বয়স্ক স্ত্রী দিগের বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য একটী আইন করিয়াছেন। ইহারা সচরাচর দরিদ্র যুবক দেখিয়া বিবাহ করিতেন, তাহাতে অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটিত।

৪। রুসিয়ার হত সম্রাট ২য় আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনে তাঁহার পুত্র ৩য় আলেক্জাণ্ডার নূতন ঝার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। নিহিলিষ্ট নামক সম্প্রদায় ইহাঁরও প্রাণ বিনাশের ভয় প্রদর্শন করিতেছে।

৫। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ভাগলপুরের জমীদার সারদারী লাল বঙ্গমহিলা সমাজের স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে মাসিক ১০৲ দশটাকা দাতব্য স্বীকার করিয়াছেন। ভিন্নপ্রদেশীয় এক ব্যক্তির বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজের উন্নতি জন্য এপ্রকার সহার্য্য দান যার পর নাই উৎসাহকর।

৬। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী ডিসরেলী বা লর্ড বিকন্স ফিল্ড গত ১৯ এ এপ্রেল ৭৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

৭। গত চৈত্র মাসে কোন্নগর নিবাসী বাবু শিবচন্দ্র দেবের সহধর্ম্মিণী সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে তত্রত্য গঙ্গায় কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ঘাট নামে একটী ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

৮। আমারা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, বামাবোধিনীর সহিত বিনিময়ে নিম্নলিখিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্র সকল প্রাপ্ত হইতেছি।

(1) Brahmo Public Opinion, (2) The Indian Christian Herold, (3) The East.

(১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (২) তত্ত্ব কৌমদী, (৩) আর্য্যদর্শন, (৪) বান্ধব (৫) ভারতী, (৬) পরিচারিকা, (৭) খৃষ্টীয় মহিলা, (৮) আর্য্যদর্পন, (৯) সাধারণী, (১০) এডুকেশন গেজেট, (১১) ভারতমিহীর, (১২) মেদিনী, (১৩) গ্রাম বার্ত্তা প্রকাশিকা, (১৪) প্রভাতী।

বামাগণের রচনা।

নব বর্ষ।

মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় একটী বর্ষ অতিবাহিত হইয়া আর একটী বর্ষ নূতন সমাগত হইল। পৃথিবী নব বর্ষের সহিত নববেশে সজ্জিত হইয়া মানবমণ্ডলীর চিত্ত বিমোহিত করিল। যেমন জগদীশ্বর বিশ্বকে নববেশে সজ্জিত করিলেন, সেইরূপ নর-নারীর হৃদয়কেও নবভাবে পূর্ণ ও নব উৎসাহে উৎসাহিত করিতেছেন।

কাল অসীম-কালের কেহ ইয়ত্তা করিয়া উঠিতে পারে না

কালের অনন্ত গতি ও আশ্চর্য্য নিয়ম। কত মাস, বৎসর ও যুগ চলিয়া গেল, কালস্রোত মহাকালে মিশাইল, তথাপি ত কালের শেষ হইল না।

বৎসরের প্রারম্ভে যত ব্যবসায়ী ধনী নির্ধন সকলেই ব্যস্ত, তাহারা সময় উত্তমরূপে যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিদ্যা এ সমুদয়ের মূল্য বুঝুক না বুঝুক, বৎসর বৎসর আপনাপন অবলম্বিত কার্য্য দ্বারা সময়কে লাভজনক করিবার চেষ্টা করে, ইচ্ছা করিয়া এক দিনও অলস থাকে না। কিন্তু বঙ্গীয় ভগিনীগণ কি সময়কে বৃথামোদ দ্বারা অতিবাহিত করেন না? তাঁহারা কি জানেন না, সময় লইয়াই আমাদের জীবন, সময়কে অপব্যয় করিলে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন এবং ঈশ্বরকে অবমাননা করা হয়? অতএব ভগিনীগণ সাবধান! যেন সময়ের অপব্যয় না হয় যিনি সময়কে সুব্যবহার করিতে পারেন, তিনি জগদীশ্বরের নিকট আদরণীয় ও লোকের নিকট প্রশংসনীয় হইতে পারেন।

প্রিয় ভগিনীগণ! নিশ্চয় জানিবেন যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষদিগের ন্যায় আপনারা প্রকৃতরূপে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সমভাগিনী না হইবেন, ততদিন গৃহের, পরিবারের, আপনার, ও সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল কখনই হইবে না। যতদিন আপনাদের হৃদয় হইতে কুসংস্কার অন্ধকার তিরোহিত না হইবে, ততদিন সমাজে জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিবে না। যে পর্য্যন্ত আপনারা সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে না শিখিবেন, সে পর্য্যন্ত আপনাদিগের কি অপরের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবেন না।

হে জগদীশ্বর! তোমার দুঃখিনী কন্যাগণকে বিশেষ ভিক্ষা দান কর। যাহাতে আমরা সকলে প্রত্যহ তোমার পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারি, তজ্জন্য তুমি আমাদিগকে তোমার স্বর্গীয় বলে বলীয়ান কর। আমরা যেন এই নববর্ষ নির্ব্বিঘ্নে যাপন করিতে পারি, আমরা আলস্য, মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা ও কুসংসর্গের দিকে না যাই। সৎপ্রতিজ্ঞা অবলম্বন করি। যাহাতে সৎপথে থাকিয়া তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে এবং ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি নাথ সেই প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমার শুভ ইচ্ছা আমাদিগের জীবনে সম্পন্ন হউক।

শ্রীহেমলতা রায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯৮ সংখ্যা। | আষাঢ় ১২৮৮—জুলাই ১৮৮১। | ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সমাজ-সংস্কারের জন্য কয়েক বার কোলাহল করিয়া যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু আমরা দেখিয়া আশান্বিত হইতেছি বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের হিন্দুগণ দূষিত দেশাচারের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য কটিবন্ধন করিতেছেন। বাল্যবিবাহ নিবারণার্থ পুনানগরে এক সভা হইয়াছে এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন জন্য মান্দ্রাজে বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মাথুস্বামী আয়ার এবং মহারাজা হলকারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রঘুনাথ রাও, প্রভৃতির ন্যায় মহৎ লোক সকল শেষোক্ত আন্দোলনের নেতা। বঙ্গদেশ বাক্যে যত পটু, কার্য্যে তত নয়, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ সমাজ-সংস্কারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইলে ভারতের সৌভাগ্যের অভ্যুদয় হইবে আশা করা যায়।

বরিশাল-নিবাসিনী মনোরমা মজুমদারের গুণের বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ ইহাঁকে

"ধর্ম্মপ্রচারিকা" পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে স্ত্রীলোকের নিয়োগ অধিকাংশ ধর্ম্মসমাজে দৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মসমাজ এই কার্য্য দ্বারা যেমন একটী যোগ্যা রমণীর গুণের পুরস্কার করিয়াছেন, তেমনি আপনাদিগের উদার ও উন্নত ভাবেরও পরিচয় দিয়াছেন। ভারত-নারীদিগের এই দুর্ভাগ্যের সময় যদি কয়েকটী ভগিনী সাংসারিক সুখ বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া সমাজের উন্নতিকল্পে জীবন সমর্পণ করিতে অগ্রসর হন, তদপেক্ষা আশাকর দৃষ্টান্ত আর কিছুই নাই।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বিবেচনার পর 'অনর' সম্মানজনক উপাধি পরীক্ষায় পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের তালিকায় স্ত্রীলোক-দিগেরও নাম সংভুক্ত হইবে এবং তাঁহারা প্রশংসাপত্র ও উপাধি লাভ করিতে পারিবেন। এই রূপ ব্যবস্থা সভ্যসমাজের উপযুক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ বিভাগের অধ্যক্ষ একটী অতি সৎ প্রস্তাব করিয়াছেন, যে টেলিগ্রাফ আফিসের কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগকে নিযুক্ত করা হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে টেলিগ্রাফ ও ডাকঘরের কার্য্য অনেকস্থলে রমণীগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা কার্য্যের অনেক সুবিধা এবং ব্যয়েরও লাঘব হয়। এ দেশেও সেইরূপ ব্যবস্থা হইলে সেইরূপ উপকার লাভ হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এখন যেমন স্ত্রীলোকগণ শিক্ষিত হইতেছেন, তাঁহাদিগের উপার্জ্জনের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া তাঁহাদিগের গুণের পুরস্কার করা কর্ত্তব্য। আপাততঃ তার ঘরের কর্ম্মচারীর স্ত্রীকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ডাকঘরের সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম হওয়া বিধেয়।

সহমরণ প্রথা যে এ দেশে চলিত ছিল, আর দিন কত পরে হয়ত লোকে তাহা গল্প কথা বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু এখনও ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতে যে ইহা নিবারিত হইয়াছে বোধ হয় না। নেপালে

এতদিন এই ভয়ঙ্কর নৃশংস প্রথা প্রচলিত ছিল। তথাকার রাজা সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন; তিনি নিষেধ করিয়া যান, এই জন্য তাঁহার মহিষীগণ জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করেন নাই।

জীবন-চরিত।

বোপদেব গোস্বামী।

এরূপ শ্রুত আছে কুমারহট্টে (হালিসহর) উক্ত মহাত্মার নিবাস ছিল। তিনি প্রথমে মহর্ষি পাণিনির নিকট "পাণিনি" নামক ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন।* বাল্যকালে অত্যন্ত জড়বুদ্ধি ছিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু অলস ছিলেন না; যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া দীর্ঘকাল ব্যাকরণ পড়িলেন,—ফলে কিছুই হইল না। মহর্ষি তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, তাঁহার কিছু হইল না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। সতীর্থগণ কৃতবিদ্য হইল, আপনি কিছু করিতে পারিলেন না দেখিয়া বোপদেবও নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন।

পাণিনি একদা তাঁহাকে সস্নেহ তিরস্কার করিলেন। বোপদেব সেই তিরস্কারে অভিমানী হইয়া গুরুগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদাসীনবৎ যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক দিন একটা নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন। তৎকালে সেই সরোবরে কোন একটী রমণী নিকটে জল-কলস রাখিয়া স্নান করিতেছিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে স্নানান্তে জলপূর্ণ কলস কক্ষে লইয়া প্রস্থান করিলেন। বোপদেব প্রস্তরবদ্ধ ঘাটের সোপানাবলম্বনে জলের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, যে স্থানে কলসটী ছিল, সেই স্থানে একটী অগভীর শরাববৎ গর্ত্ত রহিয়াছে। মৃত্তিকা-কলস-সংসর্গে সোপান-প্রস্তর তাদৃশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া বোপদেব

---

* পাণিনি-প্রণেতা পাণিনি বোপদেবের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বোধ হয় বোপদেবের গুরু অন্য কোন পাণিনি হইবেন। বা, বো, স।

বিস্মিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, ইহা কেবল দীর্ঘকাল ঘর্ষণের ফল। এই ঘটনা দর্শনের দিন হইতে যথেচ্ছ ভ্রমণে বিরত হইয়া গুরু-গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে পাণিনি কিছুদিন পরে বোপদেবের বিরহে ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং নিজের তিরস্কারই বোপদেবের গৃহত্যাগের কারণ মনে করিয়া অধিকতর ক্ষুব্ধ হইলেন। এমন সময়ে বোপদেব প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় অধ্যয়ন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। গুরু, তাঁহার সহসা প্রত্যাগমন ও পুনরায় অধ্যয়নাভিলাষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বোপদেব কহিলেন,—"মৃত্তিকার সহিত দীর্ঘকাল ঘর্ষণে প্রস্তরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আমি স্বচক্ষে তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে নিরন্তর চর্চ্চাদ্বারা আমার বুদ্ধিই বা সূক্ষ্ম ও ধারণাবতী কেন না হইবে?" বোপদেব এই কথা বলিয়া সরোবর সোপানস্থ ক্ষয় চিহ্নের উল্লেখ করিলেন। পাণিনি অতিশয় হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে আদেশ দিলেন। তিনিও অপ্রতিহত অধ্যবসায় সহকারে পড়িতে লাগিলেন।

যাঁহারা শিক্ষকের তিরস্কার, সাময়িক অকৃতকার্য্যতা প্রভৃতি কারণে "আমার কিছু হইবে না" বলিয়া ভগ্নাশ হন এবং পড়াশুনা ত্যাগ করেন, বোপদেবের প্রথম শিক্ষার বিবরণটী তাঁহাদিগের মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য। বোপদেব নিরন্তর পরিশ্রম ও অবিরাম উৎসাহ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। "পাণিনি" ব্যাকরণ বহু বিস্তৃত ও দুরূহ; অধ্যয়নে তাঁহার অনেক সময় ব্যয় ও ক্লেশ হইয়াছিল। এই জন্য বালকগণ যাহাতে সহজে ও অল্প কালের মধ্যে ব্যাকরণে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এই উদ্দেশে "মুগ্ধবোধ" নাম দিয়া এক খানি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচনা করিয়া গুরুকে দেখাইলেন। গুরু কহিলেন, "তোমার ব্যাকরণ অতি উত্তম হইয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যেহেতু ঐ গ্রন্থ এত কঠিন হইয়াছে যে, ব্যাখ্যা ব্যতীত কেহই উহা বুঝিতে পারিবে না; অতএব গ্রন্থের সহিত উহার ব্যাখ্যা প্রস্তুত কর।" তখন অধ্যাপকের আদেশে বৃত্তি (সূত্রস্য বিবরণং বৃত্তিঃ) নামে সূত্র সকলের বিবরণ লিখিলেন। এই বৃত্তি সকলের সাহায্যেই

মুগ্ধবোধ, শিক্ষার্থীর বুদ্ধিপথে আসিয়াছে; নচেৎ বাস্তবিকই উহাদ্বারা সাধারণের উপকার হওয়া কঠিন হইত। যাহা হউক, জড়বুদ্ধি বোপদেব যে, অধ্যবসায়, শ্রম ও চেষ্টাগুণে কিরূপ মার্জ্জিত বুদ্ধি হইয়াছিলেন, তৎপ্রণীত মুগ্ধবোধ ও গণ নামক গ্রন্থদ্বয়ই তাহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় স্থল। যে মুগ্ধবোধ বুঝিতে সুধীর ললাটদেশ ঘর্ম্মাক্ত হয়, বোপদেবের মতে সেই মুগ্ধবোধ অল্পবুদ্ধির পাঠ জন্য রচিত হইয়াছিল। "মুগ্ধবোধ" এই নামটীই তাহার প্রমাণ। কেন না মুগ্ধবোধের অর্থ মূঢ় ব্যক্তির বোধ সাধক। যে মুগ্ধবোধের টীকা লিখিয়া দুর্গাদাস, রাম তর্কবাগীশ প্রভৃতি অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সেই মুগ্ধবোধকে বোপদেব মূঢ়জনের অনায়াসবোধ্য মনে করিতেন; ইহা দ্বারাই তাঁহার বুদ্ধির ইয়ত্তা করা যাইতে পারে।

বোপদেব গোস্বামী কবি বলিয়া খ্যাত। অনেকে বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার রচিত। অসম্ভব বোধ হয় না, কারণ প্রাগুক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সহিত ভাগবতের শব্দ-যোজনার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যই উক্তরূপ জনশ্রুতির মূল হইবে। বোধ হয় কি পূর্ব্বে কি পরে বোপদেবের ন্যায় "সারবৎ সংক্ষিপ্ত লেখক" আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। মুগ্ধবোধ রচনার সংক্ষিপ্ততা বিষয়ে বোপদেব স্বয়ংও যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, তৎ সম্বন্ধে তাঁহার একটী উক্তি প্রসিদ্ধ আছে,—"যিনি মুগ্ধবোধের মধ্যে একটী বৃথা বর্ণ বাহির করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকে গুরু বলিব।" মুগ্ধবোধ-সূত্র সকলের গ্রন্থন দেখিয়া ঐ উক্তি অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

অধুনাতন কোন বিখ্যাত পণ্ডিত বোপদেবের মুগ্ধবোধ ও ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব উভয়কেই মানসিক ফলদান বিষয়ে তুল্য কার্য্যকারী মনে করেন। যাহা হউক, আমাদের অতি দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে, এতাদৃশ অসাধারণ পণ্ডিত ও অসামান্য গ্রন্থকারগণের সম্পূর্ণ জীবনী আমরা পাঠ করিতে পাই না। বোধ হয়, সকলের সমান যত্ন থাকিলে, জলধি-নিমগ্ন শৈল পৃষ্ঠ হইতে মহানাটকোদ্ধারের ন্যায় আমরা আবার সকলই পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারি।

"আমার সময় নাই।"

(গত প্রকাশিতের শেষ।)

বৈদ্যনাথের পিতার অর্থের অনাটন নাই, বালককে পরে পরে সাহেব ও বাঙ্গালীর আরও ৪। ৫ স্কুলে ভরতি করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহার প্রকৃতি ক্রমে আরও বিকৃত হইতেছিল, সকল স্থান হইতেই তাহাকে বিদায় প্রাপ্ত হইতে হইল।

হরিশ বাবু এখন জানিলেন যে বঁদে বাস্তবিকই বখাটে হইয়াছে, তাহার আর কিছুই হইবে না। কিন্তু তাঁহার নিজেরত সময় নাই, যে তাহাকে শুধরাইবার উপায় করিবেন! এলাহাবাদে বৈদ্যনাথের এক মাতুল কর্ম্ম করিতেন, স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন সেইখানেই বৈদ্যনাথকে পাঠান যাউক, আফিসে কাজকর্ম্ম শিখিয়া দুটাকা আনিতে পারিবে, বিশেষতঃ বিদেশে গেলে মন ভাল হইতে পারে।

বৈদ্যনাথের ৫ জন বদ ইয়ার হইয়াছে; ইচ্ছা নয়, বিদেশে যায়। পদ্মাবতীও স্বামীকে বলিলেন "তুমি আপনার কাছে রাখিয়া কাজ কর্ম্ম শিখাও না কেন, বিদেশে গিয়া কোথায় কি কাণ্ড করিবে, বদ ছেলে, ইহাকে কে রক্ষা করিবে?" কিন্তু হরিশ বাবু যাহা ধরিয়াছেন ছাড়িলেন না, বিশেষতঃ সন্তান কাছে থাকিলে তাহার কথা সর্ব্বদাই শুনিয়া তাঁহার কাজের ক্ষতি হইবে, এজন্য নিশ্চিন্তমনে আপনার কাজ করিবার এইটী উৎকৃষ্ট উপায় স্থির করিলেন।

বৈদ্যনাথের মাতুল রাধানাথ বাবু এলাহাবাদের এক আফিসের হেড বাবু। তিনি কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, বৈদ্যনাথকে তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দেওয়া হইল। হরিশ বাবু এখন নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। আফিসে, সদাগরির অংশে এবং দোকানের লাভে তাঁহার মাসিক আয় এখন সহস্র মুদ্রার অধিক, কৃপণস্বভাববশতঃ ব্যয় অধিক নাই। অর্থোপার্জ্জনের আশা তথাপি নিবৃত্ত নহে, একটী দোকানের পরিবর্ত্তে ৪। ৫ টী দোকান খুলিয়া দিন রাত্রি পরিশ্রম পূর্ব্বক আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হরিশ বাবু শ্যালকের উপরেই জ্যেষ্ঠপুত্রের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মনে করিতেছেন সে এতদিনে অবশ্য ভাল হইয়া কাজকর্ম্মের নায়েক হইতেছে। একবৎসর তাহাকে বিদেশে রাখিয়া প:র আপনার একটি ব্যবসায়ের অধ্যক্ষ করিয়া দিবেন। এখন তাঁহার ভাবনা মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য। তাহারা কুসঙ্গে বেড়ায়, বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া অপব্যয় করে, এক স্কুল হইতে আর এক স্কুল করিয়া বেড়ায়, লেখা পড়ায় মনোযোগী নহে। গৃহিণী সন্তানদিগের কথা বলিয়া বলিয়া হার মানিয়াছেন, আর কিছু বলেন না। তিনি জানিয়াছেন তা[illegible]দিগের পিতাদ্বারা তাহাদিগের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগের অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে।

হরিশবাবু জ্যেষ্ঠপুত্রকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া অবধি তাহার কোন সংবাদ লন নাই। এক দিবস একখানি ইংলিসম্যান পত্র আফিস হইতে লইয়া সকাল সকাল বাটী আসিয়াছেন—পত্রখানি পড়িবেন এবং এক দিবস বাটীতে অধিক ক্ষণ বিশ্রাম করিবেন। স্বামী সকাল সকাল বাটী আসিয়াছেন, ইহাতে পদ্মাবতী কিছু বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিকটে উপবিষ্ট। হরিশ বাবু কৌতূহল সহকারে ইংলিসম্যানে একবার চক্ষু বুলাইতে উৎসুক; দেখিবেন, তাঁহার মালের জাহাজ কলিকাতায় কবে ফিরিয়া আসিতেছে। এমত সময় সেই পত্রের এক অংশে এলাহাবাদ লেখা দেখিলেন, তাহার সহিত বৈদ্যনাথের নাম, বৈদ্যনাথ এক হিন্দুস্থানীর বাটী চড়াও হইয়া দাঙ্গা করিয়াছে, শেষে হত হইয়াছে। হরিশবাবু ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। পদ্মাবতীর পুত্রবৎসল হৃদয়ে আর কিছু বুঝিবার বাকী রহিল না। বজ্রাহত হইয়া বলিয়া উঠিলেন আমার বৈদ্যনাথের কোন অমঙ্গলের সংবাদ পাইয়াছ কি না সত্য করিয়া বল। হরিশবাবু আর কি বলিবেন, ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রোরুদ্যমান স্ত্রীর নিকট সংবাদ পত্রের লিখিত সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। এই সময় রাধানাথবাবুর একখানি পত্র ডাকে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিশ বাবু তাহা পাঠ করিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং স্ত্রীকে শুনাইলেন। পদ্মাবতী পুত্রশোকে পাগলিনী হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন

"বাছা আমাদের হতেই মরেছে, আগে তার প্রতি যত্ন করিলে বাছা বুঝি ভাল হইত, এমন করিয়া মরিত না।"

হরিশ বাবুর এখন চক্ষু ফুটিল। পদ্মাবতী যে বলিয়াছিলেন "বঁদে মরিলে তোমার সময় হইবে" সেই কথা মনে পড়িয়া তিনি আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতে ও আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। 'বঁদের মৃত্যুর কারণ আমি ও আমার পাপের চাকুরী ও দোকান' এই বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন!

হরিশ বাবু চাকরীতে জবাব দিলেন [illegible]ব দোকান ঘুচাইয়া একটী দোকান রাখিলেন এবং সুরনাথ ও হেমনাথ যদি ভাল হয়, এই বলিয়া বাটীতে অধিক সময় থাকিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তাহারা দুই ভাইও লেখা পড়া করিত না, বিশেষতঃ হেমনাথ সহরের মন্দ ছেলেদিগের সঙ্গে মিশিয়া মদ খাইতে শিখিয়াছিল। যক্ষ্মাকাশ হইয়া কিছুদিনের মধ্যে মরিয়া গেল। সুরনাথের বিশেষ কোন বদ খেয়ালি অভ্যাস হয় নাই, কিন্তু তাহার লেখা পড়া আর হইল না। হরিশ বাবু তাহাকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া দোকানের কাজ শিখাইতে লাগিলেন, সে অল্পদিনে তাহাতে পরিপক্ক হইয়া উঠিল এবং সকল কার্য্য নিজে চালাইতে লাগিল। হরিশ বাবু এখন সকল কাজ হইতে অবসর লইয়া বাটীতে রহিলেন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের তত্ত্বাবধান জন্য সময় পান নাই, কিন্তু এখন তাহাদিগের জন্য শোক করিবার যথেষ্ট সময় পাইলেন।

নগদ টাকা নোট ও কোম্পানির কাগজ।

(১৯৭ সংখ্যা, ৪৯ পৃষ্ঠার পর।)

নোটের সম্বন্ধে অনেক লোকেরই একটী মস্ত ভ্রম আছে। তাঁহারা মনে করেন যে কোম্পানি একখণ্ড করিয়া কাগজ দিয়া আমাদের সমুদয় টাকা ফাঁকি দিয়া লইতেছেন। এরূপ অন্যায় বিশ্বাসকে মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান দেওয়া উচিত নহে। কোম্পানি নোট বাহির করিয়া আমাদের টাকা ফাঁকি দিয়া লইতেছেন না। কারণ আমরা যখনই কোন নোট

ভাঙ্গাইতে ইচ্ছা করি, কোম্পানি তৎপরিবর্ত্তে টাকা দিতে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত ও বাধ্য। ফলতঃ যত নোট বাহির হয়, তাহার অধিকাংশই স্বল্পদিনের মধ্যে কোম্পানির ঘরে ফিরিয়া যায় এবং আমরা তৎপরিবর্ত্তে নগদ টাকা পাইয়া থাকি। অবশ্য, ইহাতে কোম্পানিরও লাভ আছে। সেই লাভ কিরূপ তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। পাঠিকাবর্গ ইহাদ্বারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।

বিবেচনা কর গবর্ণমেণ্ট একলক্ষ টাকার নোট ছাপাইলেন, এবং কর্ম্মচারীদিগের বেতন নগদ টাকায় না দিয়া তাহাদিগকে সেই নোট দিলেন। গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ একলক্ষ টাকা লাভ করিলেন, কারণ নোট না থাকিলে কর্ম্মচারীদিগের বেতন নগদ টাকায় দিতে হইত। উল্লিখিত হইয়াছে যে যত নোট বাহির হয় তাহার অধিকাংশই পুনরায় কোম্পানির ঘরে ফিরিয়া যায়। কিন্তু একবার নোট বাহির হইলে তাহা পুনরায় গবর্ণমেণ্টের হস্তে ফিরিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়; এবং সেই নোট না ফিরিতে ফিরিতে পুনরায় নূতন নোট বাহির হয়। সুতরাং নোটের দরুণ সর্ব্বদাই গবর্ণমেণ্টের হস্তে কিয়ৎ পরিমাণে নগদ টাকা থাকে। নোট না থাকিলে গবর্ণমেণ্টকে এই নগদ টাকা খরচ করিতে হইত। যিনি অর্থের ব্যবহার জানেন তাঁহার হস্তে অর্থ থাকিলেই লাভ। গবর্ণমেণ্ট যত টাকার নোট বাহির করেন, ততগুলি করিয়া টাকা কিছুদিনের জন্য তাঁহাদের হস্তে থাকে। সেই টাকা তাঁহাদিগকে শীঘ্রই ফিরাইয়া দিতে হয়, কারণ যাবতীয় নোট অনতিকালমধ্যে পুনরায় গবর্ণমেণ্টের হস্তে ফিরিয়া আইসে এবং তাঁহাদিগকে সেই সকল নোটের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা দিতে হয়। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত নোট পুনরায় না ফিরিয়া আইসে ততদিন গবর্ণমেণ্ট তৎপরিমাণ টাকা ইচ্ছামত খরচ করিতে পারেন। নোট ছাপাইয়া গবর্ণমেণ্ট নিয়ত এই লাভ করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, সুতরাং মূর্খের মত আমরা যেন কখন এরূপ না ভাবি যে গবর্ণমেণ্ট নোট ছাপাইয়া আমাদের টাকা ফাঁকি দিয়া লইতেছেন।

নোট ও নগদটাকা এই দুইয়ের একটী কাগজে এবং অন্যটি মূল্যবান্ ধাতুতে প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে অন্য কোন প্রভেদ লক্ষিত

হয় না; কারণ নগদ টাকায় যে কার্য্য হয়, নোটের দ্বারাও ঠিক সেই সকল কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু কোম্পানির কাগজের প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বস্তুত ইহা অলঙ্কার ভূমি প্রভৃতির ন্যায় সম্পত্তি মাত্র। পাওনা টাকা নগদ না দিয়া যদি কেহ নোট দেয়, তাহা হইলে নোট বলিয়া আপত্তি করিলে সে আপত্তি কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। বিবেচনা কর কোন ব্যক্তির নিকটে তুমি একশত টাকার সামগ্রী ক্রয় করিয়া মূল্যস্বরূপ তাহাকে একশত টাকার নোট দিলে। বিক্রেতা তোমার সেই নোট লইতে বাধ্য। কিন্তু তুমি যদি তাহাকে নোট না দিয়া একখানা একশত টাকার কোম্পানির কাগজ দিতে চাও, তাহা হইলে বিক্রেতা ইচ্ছা করিলে তাহা না লইতে পারে। নোটের বেলায় তুমি জোর করিয়া বলিতে পার যে তোমাকে ইহা লইতে হইবে; কিন্তু কোম্পানির কাগজের বেলায় তোমার এ জোর খাটিবে না। পুনশ্চ, গবর্ণমেণ্ট নোটের পরিবর্ত্তে টাকা দিতে সর্ব্বদাই বাধ্য। যখনই তুমি নোট লইয়া গবর্ণমেণ্টের করেন্‌সি নামক আফিসে বদ্‌ল করিতে যাইবে, গবর্ণমেণ্ট তখনই সেই নোটের টাকা না দিয়া নিস্তার পাইবেন না। কিন্তু কোম্পানির কাগজের নিয়ম এরূপ নহে। গবর্ণমেণ্ট প্রজার দ্বারে টাকা ধার করিয়া দলিল স্বরূপ এক এক খণ্ড করিয়া কাগজ দেন। এই কাগজের নাম কোম্পানির কাগজ। ইহার সুদ তুমি নিয়মিত সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট জোর করিয়া লইতে পার, কিন্তু মূলটাকার বেলায় সে জোর খাটিবে না। সে টাকা গবর্ণমেণ্ট আপনার ইচ্ছানুসারে সুবিধামত পরিশোধ করিবেন। বস্তুতঃ গবর্ণমেণ্ট চিরকাল কোম্পানির কাগজের সুদ মাত্র দিয়া ক্ষান্ত থাকেন; মূল টাকা প্রায়ই পরিশোধ করেন না। তবে তোমার টাকার প্রয়োজন হইলে তুমি বাজারে গিয়া ভূমি বাটী প্রভৃতি সম্পত্তির ন্যায় কাগজ বিক্রয় করিয়া টাকা পাইতে পার। কোম্পানির কাগজের বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা গণ উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যহ বহুসংখ্যক কাগজ বাজারদরে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে।

উল্লিখিত হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট কোম্পানির কাগজের কেবল সুদ দেন, মূলটাকা প্রায়ই ফিরাইয়া দেন না। সুতরাং এস্থলে বলিতে পারা যায়

যে গবর্ণমেণ্ট কলে কৌশলে আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে একথাও অতি অন্যায়। গবর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক আমাদের কাছে টাকা লইতেছেন না। আমরা ইচ্ছা করিয়া কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিতেছি, তবে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের দোষ কি? যখন অন্য সম্পত্তির অপেক্ষা কোম্পানির কাগজের জন্য আমাদের এত আগ্রহ, তখন তাহাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে অপরাপর সম্পত্তির অপেক্ষা কোম্পানির কাগজে আমাদের অধিক সুবিধা। যাঁহার সুবিধা বোধ না হইবে তিনি ক্রয় না করিলেই হইল। যখন কেহ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রয় করাইতে পারে না, তখন তিনি কোন্ মুখে গবর্ণমেণ্টের নামে অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়ান? বস্তুতঃ নগদ টাকা নোট ও কোম্পানির কাগজের প্রকৃতি ভাল রূপে অনুশীলন না করিলে মনুষ্য অতি সহজেই এরূপ ভ্রমে পড়িতে পারে এবং এই জন্যই আমরা এই প্রবন্ধ লিখিলাম। যদি এতদ্দ্বারা পাঠিকা বর্গের কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সফল হইয়াছে।

বঙ্গ-সংসার।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা এই দুইটী সমাজের উন্নতি-পথের প্রধান অবলম্বন। যতদিন আমাদিগের সমাজে এই দুইটীর আদর না হইবে, ততদিন আমরা কোন প্রকারে উন্নতির আশা করিতে পারি না। কেবল সমাজের উন্নতি এরূপ নহে, ইহা হইতে আমাদের সংসারও সুখময় স্থান হইবে। এই দুইটীর অভাবে আমরা সুখে জীবন যাপন করিতে অক্ষম। স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়ে একরূপ শিক্ষিত ও স্বাধীনভাবে চিন্তাশীল হইলে, আমাদের সংসার কি অপূর্ব্ব সুখের স্থান হইত!

অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামী সুশিক্ষিত, স্ত্রী অশিক্ষিত। সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সহবাস কখনই মঙ্গলজনক হয় না। স্বামী যে পথের পথিক হইতে ইচ্ছা করেন, স্ত্রী সে পথের পথিক হইতে ইচ্ছা

করেন না। তিনি স্বামীর সহকারিতা করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অক্ষম। তিনি স্বামীর মানসিক বৃত্তির অনুসরণ করিতে অক্ষম, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে কি প্রকারে সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? স্বামীর যেরূপ আশা, উদ্যম ও উৎসাহ, তাহাতে যদি স্ত্রীও সেইরূপ আশা, উদ্যম ও উৎসাহ লইয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশ অতিশীঘ্রই উন্নতি লাভ করিবে। নতুবা আমরা কোন প্রকার উন্নতির আশা করিতে পারি না। কেন না, একে আমাদের মনোবল অধিক নয়, তাহাতে যদি প্রতিপদে প্রতিকূলতার সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হয়, তাহা হইলে, সেই মনোবল আরও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমরা যাহা করিব বলিয়া মনে করি, তাহা ঐ প্রকারে সুসাধিত হয় না। অনেক স্থলে উৎসাহশীল যুবক উচ্চ আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দেয়; এবং শোকে ও পরিতাপে চিরকাল জীবনপাত করে।

কেবল ইহাই নয়; আমরা আরও দেখিতেছি, সভ্যদেশে স্ত্রী ও স্বামী যেরূপ বিশুদ্ধ আমোদে নিযুক্ত থাকেন, আমাদের দেশে সেরূপ হয় না। স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে আশানুরূপ আমোদ প্রাপ্ত হন না। স্ত্রী প্রায়ই অশিক্ষিত; অশিক্ষিতের নিকট হইতে সুশিক্ষিত ব্যক্তি কখনই তৃপ্তিকর আলাপ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সেই জন্য সেই স্বামী সংসারের কার্য্য সমাপন করিয়া বিশ্রাম লাভের জন্য প্রায়ই অন্যত্র গমন করেন। গৃহ তাঁহার পক্ষে শান্তিময় স্থান না হইয়া, বরং অশান্তিকর হইয়া উঠে।

আজকাল শিক্ষার গুণে বঙ্গযুবকের মন উচ্চতর পথে ভ্রমণ করে। কামিনীগণ সুশিক্ষিত হন না; তাঁহারা স্বীয় স্বীয় স্বামীর মনকে কি প্রকারে অনুসরণ করিতে পারিবেন? এই কারণে বঙ্গসংসার সুখের আকর না হইয়া, দুঃখের নিদান হইতেছে। ইহার কারণ অন্বেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সর্ব্বত্র সমভাবে প্রচারিত না হওয়ায় এই সকল অমঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে। এবং যে স্থলে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে স্ত্রী ঐ দুইটীর মর্ম্ম বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন না, সুতরাং আশানুরূপ ফল উৎপন্ন হয় না। এই বিপদে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই সাবধানে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমাদের

দেশে অনেক দিন ঐ দুইটী রত্নের অভাব। আমরা উহাদের মূল্য কি প্রকারে বুঝিব? এক দিনে বা একেবারে আমরা আশায় সফলতা লাভ করিতে পারি না। সকল বিষয়ই সময় সাপেক্ষ। ক্রমে যখন শিক্ষা ও স্বাধীনতা বঙ্গের সকল গৃহে প্রবেশ করিবে, এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে ইহাদের মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইবেন, তখন আমরা আর এরূপ অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিতে পাইব না।

এরূপ মঙ্গলময় ঘটনার সময় অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে। সম্প্রতি এ বিপদে আমাদের কিরূপ কার্য্য করা উচিত? যুবকগণ চিত্ত-শান্তির জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিবার পরিবর্ত্তে, যদি আপনাদের মনোভাব ও আশা আপন আপন স্ত্রীর নিকট ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে সরল-হৃদয়া কামিনীগণ সাবধান হইবেন ও আপনাদিগকে স্বামীর উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই।

এ স্থলে কামিনীগণের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। তাঁহাদের নিশ্চিন্ত থাকা কোন ক্রমে বিধেয় নহে। তাঁহাদের উপর বঙ্গসংসারের ভাবী-মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। বেশভূষার আমোদে মত্ত না হইয়া তাঁহারা যদি আপন আপন কর্ত্তব্য-সাধনে তৎপর হন, তাহা হইলে বঙ্গসমাজ শীঘ্রই উন্নতি-পথে উত্থান করিতে সক্ষম হইবে। কেবল যুবকগণ হইতে আমরা কোন প্রকার আশা করিতে পারি না। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া, তাঁহারা যদি আপন আপন স্বামীর সহযোগিতা সম্পাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই সকল যুবক অকর্ম্মণ্য না হইয়া কর্ত্তব্যের সুসাধন জন্য কটিবদ্ধ হইবেন।

এতকাল পুরুষগণ, নারীগণের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া কষ্ট পাইতে-ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু বিকসিত হইয়াছে। কামিনীগণের সহযোগিতার ফল বুঝিতে পারিয়াছেন; কামিনীগণের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার জন্য তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া আছেন, এই সময়ে তাঁহারা নিশ্চিন্ত না থাকিয়া যদি পুরুষগণের সহিত যোগ দেন, তাহাহইলে তাঁহারা আপনাদিগের অভিপ্রেত কার্য্যসাধনে তৎপর হইবেন, এবং সকল কার্য্যে আশানুরূপ ফললাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই জন্য আমরা বিনীতভাবে আবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন আর পুরুষগণের নিকট

হইতে দূরে থাকিয়া কায না করেন। বরং আশ্বাস-বাক্যে তাঁহাদের দুর্ব্বল মনকে সর্ব্বক্ষণ সবল করিতে চেষ্টা করেন।

পোর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার।

(১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের ৫৪ পৃষ্ঠার পর)

১৪৯৮ খৃঃ অব্দের ২৪এ ফেব্রুয়ারী তারিখে এই স্থান হইতে পুনরায় জাহাজ ছাড়িল। যাইবার কালে অধ্যক্ষ সেই নদীর নাম "সুলক্ষণা" রাখিয়া গেলেন। পাঁচদিনের পর তাঁহারা দুইটী ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী এক বন্দরে আসিয়া পৌঁছিলেন; ইহা ভূভাগ হইতে প্রায় ২॥০ ক্রোশ। এই স্থানের নাম মোজাম্বিক, ইহা বিপুল বাণিজ্যের আবাসভূমি এবং তৎকালে কুইলোরা রাজের অধীন ছিল। অতঃপর এইস্থান পূর্ব্ব-আফ্রিকায় পোর্ত্তুগীজ উপনিবেশসমূহের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। এইস্থানে নৌকারোহণে তত্রত্য অধিবাসিবর্গ জাহাজ দেখিতে আসিল। তাহাদিগের পরিধান উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র, মস্তকে বার্ব্বরীদেশীয়দিগের ন্যায় রেশমী পাগড়ী। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া জাহাজীয়দের মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইল, যে তাঁহারা বর্ব্বররাজ্য অতিক্রম করিয়া সুসভ্য জনপদে উপনীত হইয়াছেন। তখন তাঁহাদের মনে উদয় হইল না যে ধর্ম্ম ও জাতি সম্বন্ধীয় বিদ্বেষ রূপ প্রবল শত্রুর সহিত এক্ষণে সংগ্রাম করিতে হইবে। জাহাজের অধ্যক্ষ কে এবং তথায় কি করিতে আসিয়াছেন, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি উত্তর করিলেন তিনি পোর্ত্তুগালেশ্বরের প্রজা, ভারতবর্ষে বিশেষতঃ কলীকট্টে কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা আহারীয় জল এবং দুইজন পথ-প্রদর্শক প্রাপ্তির উদ্দেশে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। যাহার সহিত কথা হইতে ছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ সে ব্যক্তি ফেজ প্রদেশের অধিবাসী; তদ্দেশীয়-দিগের সহিত পোর্ত্তুগীজদিগের বিষম সংগ্রাম চলিতেছিল, সে জন্য

ধর্ম্মবিদ্বেষের উপর আবার পোর্ত্তুগীজদিগের প্রতি তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল। কথোপকথন কালে যদিও তাহার আকারেঙ্গিতের কথঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল, তথাপি সে ব্যক্তি যথাসাধ্য বন্ধুভাবে আলাপ করিল এবং তাঁহার অভীপ্সিত সমুদায় অভাব পূরণের আশা দিয়া গেল। তৎপরে উভয় জাতির মধ্যে পতিবিধি প্রতিষ্ঠাপিত হইল এবং স্বল্পদিন পরেই তত্রত্য "জেক" অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা জাহাজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার পরিধান উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র ও মখমলের পরিচ্ছদ, মস্তকে সুবর্ণখচিত রেশমী পাগড়ী; এই সাক্ষাৎ উভয় পক্ষে বন্ধুভাবে সম্পন্ন হইল। এতাদৃশ সম্প্রীতির মধ্যেও কতক কতক আশঙ্কার কারণ ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তিন জন আবিসিনিয়ার অধিবাসী ছিল। ইহারা খৃষ্টানধর্ম্ম হইতে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত! জাহাজের পশ্চাতে স্বর্গীয় দূত গ্যাব্রিয়েলের একখানি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল; তদ্দর্শনে পূর্ব্বস্মৃতি উদিত হইয়া তাহাদিগকে এতাদৃশ বিচলিত করিল যে বর্ত্তমান ভুলিয়া তাহারা জানু পাতিয়া উহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে তাহাদিগের পূর্ব্বতন ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িলে পোর্ত্তুগীজদিগের মনে স্বতঃই কৌতূহল জন্মিল এবং তাঁহারা ইহাদের সহিত অধিকতর ঘনিষ্টরূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মূরেরা * এই সকল জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে জাহাজ হইতে দূর করিয়া দিল এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের সহিত উহাদের সংস্রব রহিত করিয়া দিল। এইরূপ প্রতিকূল আচরণেও কাষ্ঠ ও জল আহরণের নিমিত্ত গামাকে প্রত্যহ দুই নৌকা লোক কূলে প্রেরণ করিতে হইত। তথায় তিনি স্বল্পমূল্যে এই সকল দ্রব্য পাইতেন। একদা নৌকা গুলি জাহাজ হইতে অধিক দূরে গিয়া পড়িলে সাতখানি বৃহৎ নৌকা আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং বর্শা ও তীর বৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পোর্ত্তুগীজেরা আগ্নেয়াস্ত্রের বলে তাহাদিগকে নিরস্ত ও দূরীভূত করিয়াছিলেন এবং "জেক্‌ও" এই আচরণ তাঁহার অনুমোদিত নয় বলিয়া প্রকাশ করিলেন। উভয়ের মধ্যে পুনরায় কারবার চলিল, অনেকবার অনেক প্রতিজ্ঞা বন্ধন ও

* আফ্রিকা দেশীয় মসলমানদিগকে সাধারণতঃ মূর বলিয়া থাকে।

তাহার ভঙ্গ হইল; অবশেষে ভাস্ক তাহাদিগকে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রভাব ও মোজাম্বিককে ভস্মীভূত করিবার ভয় দেখাইয়া আপনার অভিলষিত দ্রব্যাদি ও মোম্বাজায় যাইবার জন্য একজন পথ-প্রদর্শক পাইলেন। তথায় গেলে ভারতবর্ষে যাইবার কার্য্য কুশল পথ-দর্শক পাইবেন এরূপ আশা ছিল।

মোজাম্বিক সন্নিহিত সেণ্টজর্জ্জ নামক দ্বীপ হইতে গামা ১লা এপ্রিল তারিখে পুনর্বার যাত্রা করিলেন এবং আফ্রিকার কূল-সন্নিধান দিয়া যাইতে লাগিলেন। একটী প্রবল স্রোতে তাঁহাকে কুইলোয়া ছাড়াইয়া লইয়া ফেলিল, ইহাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইলেন কারণ তিনি পথদর্শকের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন, উক্ত স্থান খৃষ্টীয়গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত। কিন্তু তাঁহার দুঃখ করিবার কোনও কারণ ছিল না, যেহেতু সে ব্যক্তি মিথ্যা করিয়া তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার জন্য ওরূপ কহিয়াছিল।

কিয়দ্দিনের মধ্যেই পোতপ্রপঞ্চ মোম্বাজায় আসিয়া পৌঁছিল। এই নগর দ্বীপাকৃতি এক উচ্চ স্থলভাগের উপর গঠিত; ইহার অট্টালিকা সমুদায় প্রস্তর নির্ম্মিত, উহার ছাদ ও বাতায়ন সমূহ পোর্ত্তুগেলের সদৃশ; দূর হইতে এই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া নাবিকেরা আনন্দিত হইল, বিশেষতঃ আপন জন্মভূমির সাদৃশ্যহেতু ইহা বিশেষরূপে তাহাদের মনকে আকৃষ্ট করিল। অল্পক্ষণমধ্যে ৪ জন সম্ভ্রান্ত আরোহী লইয়া একখানি নৌকা আসিয়া পৌঁছিল; ইহারা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া কহিল যে তাঁহাদের আগমনে তাহারা ও সেই দেশের রাজা বিশেষ সম্প্রীত হইয়াছেন এবং তথায় তাহারা আপনাদিগের প্রয়োজনানুরূপ তাবৎ বিষয় প্রাপ্ত হইবেন। মোজাম্বিক হইতে আনীত বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শকের সহিত ইহাদের সংস্পর্শ বিশেষরূপে নিবারিত হইল, তথাপি তাহারা ঐ ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে ছাড়িল না। তাহারা স্থলে রাখিবার জন্য পোতাধ্যক্ষকে বার বার অনুনয় করিতে লাগিল, এবং অপর একদল লোক তাহাদের সহিত এই নিমন্ত্রণে যোগ দিল, তথাপি তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, এবং নিজের পরিবর্ত্তে অপর দুইজন নাবিককে চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করিবার জন্য স্থলে পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া সাতিশয় সম্প্রীত হইল। তথাকার রাজা ইহাদিগের

সহিত না হইলেও সাতিশয় অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক সমাদর করিয়াছিলেন। গুজরাটের বণিকবর্গের সহিত তাহাদের দেখা শুনা হইল; তাহারা আপনাদিগকে খৃষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিল; এবং কূলে নামিলে ঐ মতাবলম্বী বহুতর লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিল। এবম্বিধ বহু প্রলোভনে অধ্যক্ষের মন ভিজিল; তিনি তীরে নামিতে স্বীকৃত হইয়া জাহাজ বন্দরে লাগাইতে অনুমতি দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে জাহাজ তীরের নিকটবর্ত্তী হইবার সময়ে চড়ায় আটকাইবার উপক্রম হইল। এই বিপৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাহাজ নঙ্গর করা হইল। এই কার্য্য করিবার সময় ইউরোপীয় নাবিকেরা জাহাজের উপরে দৌড়া দৌড়ী ও ভয়ঙ্কর চিৎকার করিয়া থাকে; এই চীৎকারে ভয়গ্রস্ত হইয়া মূরেরা জাহাজ হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তীরে সাঁতরাইয়া উঠিল। এইরূপে তাহাদিগের অন্তঃকরণ মধ্যে যে গূঢ় অভিসন্ধি ছিল, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং গামাও যে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারিলেন। পরে তিনি পুনরায় পূর্ব্বস্থানে যাইলেন। মূরদিগের বিশ্বাসঘাতকতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ সাবধান হইয়া থাকিতে হইল। তাহারা জাহাজের দড়ী কাটিবার এবং জাহাজ আক্রমণ করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিল। অবশেষে গামা ১৩ জন আরোহী সমেত তাহাদের একখানি নৌকা ধরিয়া ফেলিলেন এবং উহাদিগকে জাহাজে আটক করিয়া রাখিলেন। ইহাদিগের প্রতি তিনি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং ইহাদিগের দ্বারা তিনি মেলিন্দার পথ দেখাইয়া লইয়া ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

লেডি বর্লের দানশীলতা।

মহর্ষি ঈশার এক উপদেশের মধ্যে আছে "যখন তুমি দান কর, তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তোমার বামহস্ত তাহা যেন জানিতে না পারে।" বর্ত্তমান সময়ে এই অমূল্য উপদেশের মত কার্য্য আমরা অল্প দেখিতে পাই।

এখন বদান্যতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় বটে, কিন্তু অনেক স্থলে তাহা নাম বা সুখ্যাতির জন্য। লোকে আমার দানের কথা কিছুই জানিবে না, সংবাদপত্রে আমার প্রশংসাবাদ হইবে না, অথচ যথার্থ দুঃখীদিগের দুঃখ মোচনের জন্য গোপনে গোপনে অর্থব্যয় করিব, এরূপ নিঃস্বার্থ দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অতি অল্প লোকের মতি হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ দান দ্বারাই প্রকৃত পুণ্যলাভ হয়। প্রাচীন কালে আমাদিগের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও এইরূপ দানধর্ম্মের অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা এই প্রস্তাবের শিরোদেশে যে মহিলার নাম অঙ্কিত করিয়াছি, তিনিও এইরূপ দানশীলতার আদর্শ।

এই মহিলা ইংলণ্ডরাজ্ঞী এলেজেবেথের প্রধান ধনাধ্যক্ষ লর্ড বর্লের সহধর্ম্মিণী। ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, নানাবিধ সৎকার্য্যে তাঁহার অর্থের সার্থকতা সাধন করিয়া ছিলেন, কিন্তু এরূপ সঙ্গোপনে সেই কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেন, যে তাঁহার স্বামী পর্য্যন্ত তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারেন নাই। ইহাঁর মৃত্যুর পর সেই সকল কার্য্য প্রকাশিত হইলে স্বামী যারপর নাই আশ্চর্য্য হইয়া রমণীর গুণাবলী আলোচনা পূর্ব্বক আপনার শোকার্ত্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা করিতেন। তাঁহার জীবৎকালে তিনি পতির সহিত দয়া সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন করিতেন এবং বিদ্যার্থিদিগকে সাহায্য দান, দরিদ্রদিগের অভাব মোচন প্রভৃতি অতিশয় সুখকর কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, কিন্তু তাহাতে স্বামী এইমাত্র বুঝিতেন যে এইসকল সৎকার্য্যে তাঁহার ইচ্ছা ও অনুরাগ আছে, তিনি যে বস্তুতঃ সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতেছেন, স্বামী তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

লেডী বর্লের সহিত অনেক বিদ্যালয় ও ধর্ম্মমন্দিরের অধ্যক্ষদিগের বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল, তিনি উহাঁদিগের হস্ত দিয়া আপনার অন্তরের শুভ ইচ্ছা সাধন করিতেন এবং তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুত করিতেন যে তিনি যতদিন জীবিত আছেন, তাঁহার দানের কোন কথা তাঁহারা অপরের নিকট ব্যক্ত করিবেন না। কেম্ব্রিজের সেণ্টজন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদ্বারা তিনি তত্রত্য দুইটী ছাত্রের ভরণপোষণ ও শিক্ষার উপযোগী স্থায়ী বৃত্তি স্থাপন

করেন। ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের ধর্ম্মাধ্যক্ষের নামে কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া তাহার আয়দ্বারা এই বৃত্তির সংস্থান করিয়া দেন। পল ও ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের ধর্ম্মযাজক এবং আডার্লী নামক আর একটী ভদ্রলোকের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া লণ্ডনের শ্রমজীবীদিগের জীবিকার জন্য একটী বিশেষ উপায় করেন। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা কর্ম্মকার, সূত্রধার, তন্তুবায় বা তদ্রূপ কোন ব্যবসায় অবলম্বনে ইচ্ছুক হইত, তিনি দুই বৎসর অন্তর তদ্রূপ ৬ ব্যক্তির প্রত্যেককে ২০০ টাকা করিয়া ধার দিয়া সাহায্য করিতেন। চেষ্টনট ও উথামে আর ছয় ব্যক্তিকে প্রায় ১৫০ টাকা করিয়া দিয়া সাহায্য করিতেন। প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবার চেষ্টনটে ২০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। সেণ্ট জন কলেজের প্রচারকেরা তিন মাস অন্তর এক একটী বিশেষ ধর্ম্মোপদেশ দিবেন, এজন্য বার্ষিক প্রায় ৫০ টাকা প্রদান করিতেন। তাঁহার এইরূপ সদনুষ্ঠান যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, চলিয়াছিল।

বৎসরের মধ্যে চারিবার তিনি লণ্ডনস্থ দরিদ্রদিগের ভোজের জন্য অর্থ দান করিতেন, তদ্দ্বারা প্রায় ৪০০ ব্যক্তির পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন হইত। মধ্যে মধ্যে তিনি লণ্ডন ও চেষ্টনটের দরিদ্রদিগের জন্য পরিধেয় বস্ত্র ও জামা বিতরণ করিতেন।

সেণ্ট জন কলেজের হলে অনেক সময় আগুন থাকিত না, এজন্য ছাত্রদিগের ক্লেশ হইত, তিনি তথায় সকল সময় অগ্নি রক্ষার জন্য কয়লা ক্রয়ের টাকা পাঠাইয়া দিতেন।

কেম্ব্রিজের সাধারণ বিদ্যালয়সকলে যাইবার জন্য একটী পথ ও গৃহ নির্ম্মাণ হয়, তিনি আপনা হইতে তাহার ব্যয় পূরণ করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অব্ সেণ্ট জন্‌স, অক্‌সফোর্ডের ক্রাইষ্ট চর্চ, সেণ্ট জন্স কলেজ এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার কলেজের পুস্তকালয়ে তিনি অনেক মূল্যবান পুস্তক প্রদান করিয়া উক্ত পুস্তকালয় সকলের উন্নতি সাধন করেন।

চেষ্টনট পল্লীর গরিব স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ তিনি প্রতিবৎসর তাহাদিগকে পশম ও পাট বিতরণ করিতেন, তদ্দ্বারা তাহারা যে কাজ করিত তাহা দর্শন করিতেন। অনেক স্থলে তাহাদিগের প্রস্তুত বস্ত্রাদি

ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন।

তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে প্রভূত পরিমাণে গম ও সর্ষপ ক্রয় করিয়াছিলেন, ইহাদ্বারা আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষে দরিদ্রদিগের সাহায্য করিবেন এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার মৃত্যুসময়ে ইহা ভাণ্ডারজাত ছিল, তাঁহার স্বামী পশ্চাৎ তাহা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

অদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্য।

সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে এ দেশের শিল্পীদিগের সুখ্যাতি আছে। পারস্যের এক রাজদূত ঢাকাই কাপড়ের এক পাগড়ী আপনার রাজার জন্য উপহার লইয়া যান, ইহা রত্নমণ্ডিত একটী নারিকেলের খোলের মধ্যে ছিল; লম্বে ৩০ গজ, কিন্তু এরূপ সূক্ষ্ম যে স্পর্শদ্বারা কিছুমাত্র বোধগম্য হয় নাই। কার্পাসের ন্যায় এ দেশে রেশমেরও অতি সূক্ষ্ম কাজ হইত। অরম নামক ভ্রমণকারী বঙ্গদেশের রেশম সূত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন "এ দেশীয় স্ত্রীলোকেরা গুটী হইতে রেশমের সূতা বাহির করে। একটী গুটী হইতে স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে ২০ প্রকার সূত্র উৎপন্ন হয়। এই স্ত্রীলোকদিগের স্পর্শশক্তি এরূপ আশ্চর্য্য যে অঙ্গুলি দিয়া সূতা এত দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে যে চক্ষে দেখা যায় না, অথচ এই সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলিস্পর্শে বিভিন্ন প্রকারের সূতা পৃথক্ পৃথক্ সংগৃহীত হইতেছে। রেশমের পরিপাটী বস্ত্র এবং কাশ্মীরী সূক্ষ্ম শিল্পজাত শাল ভারতবাসীদিগের আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্যের অদ্যাপি সাক্ষ্য দান করিতেছে। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে গহনা এবং ধাতু ও কাষ্ঠময় দ্রব্যের আশ্চর্য্য সূক্ষ্মকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, উৎসাহদানের অভাবে এ দেশীয়দিগের প্রতিভা খুলিতে পারিতেছে না।

যাহা হউক সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে ইউরোপীয় শিল্পকারদিগের ক্ষমতার প্রশংসা করিতে হয়। প্লিনী এবং ইলিয়ান লিখিয়াছেন মার্ম্মিসাইডেরা হস্তিদন্তে চারিচাকা ওয়ালা চারিঘোড়ার গাড়ী এবং মাস্তুল রজ্জু প্রভৃতি সহিত

জাহাজ এরূপ সূক্ষ্মরূপে প্রস্তুত করিয়াছিল যে একটী মৌমাছির দুই পাখায় তাহার সমুদায় ঢাকিয়া যাইত। রাজ্ঞী এলিজেবেথের রাজত্বের ২০ বর্ষে মার্ক স্কেলিয়ট নামক এক জন ইংরাজ কর্ম্মকার লৌহ, ইস্পাত ও পিত্তলের একটী চমৎকার কুলুপ তৈয়ার করে, তাহা ১১ খানি স্বতন্ত্র ধাতুখণ্ডে গঠিত, কিন্তু চাবি সহিত ওজনে ১ ধান মাত্র। এই শিল্পী ৪৩টী শিকলী দিয়া এক ছড়া সোণার চেইন তৈয়ার করে, উক্ত কুলুপ চাবির সহিত এই চেইন এক মাছির গলায় বাঁধিয়া দিলে সে অনায়াসে ইহা টানিয়া লইয়া যায়। চেইন, কুলুপ, চাবি ও মাছি মোটে ওজনে ১৷৹ ধান মাত্র।

হেড্রিয়েনস্ জুনিয়স মেকলিন নগরে একটী আশ্চর্য্য ক্ষুদ্র ঝুড়ী দেখেন। চেরি ফলের বীচি হইতে শাঁস বাহির করিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। এই ঝুড়ীর মধ্যে চৌদ্দ যোড়া পাশা দৃষ্ট হয়। পরিষ্কার চক্ষে প্রত্যেক পাশা ও তাহার দাগগুলি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

পোপ পঞ্চম পলের সময়ে মিটেল ব্রাচের সাড নামক এক ব্যক্তি এক অত্যদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। একটী গোল মরিচের খোলের মধ্যে ১৬০০ খানি ডিস বা পাত্র রক্ষিত হইয়াছিল। এই পাত্রগুলি এত সূক্ষ্ম যে চক্ষে দেখা যায় না, পোপ চসমা চক্ষে দিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তিনি নিকটস্থ আরও কয়েক ব্যক্তিকেও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলেন। তাহারা সকলেই স্বচক্ষে দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করে।

টুরিয়ান নামক এক শিল্পকার এত ক্ষুদ্রাকার লোহার জাঁতা তৈয়ার করিয়াছিলেন যে তাহা দস্তানার ভিতর লইয়া যাওয়া যাইত, কিন্তু তাহার জোর এত অধিক যে এক দিনে ৮ জন লোকের আহারোপযোগী শস্য গুঁড়া করিত।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর ৩য় জর্জ্জের জন্মদিনে আর্ণোল্ড নামক লণ্ডনের এক শিল্পী এক আশ্চর্য্য ঘড়ী প্রস্তুত করিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। ঘড়ীটী আকারে দুআনির অপেক্ষাও অনেক ক্ষুদ্র, তাহার মধ্যে ১২০টী ভাগ স্পষ্টরূপে অঙ্কিত, ওজনে আধ কাঁচ্চা মাত্র। ইহা দেখিয়া রাজা ও রাজপরিবারস্থ সকলে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হন।

অল্প স্থানের মধ্যে সূক্ষ্মলিপি সম্পাদন বিষয়ে অনেক ব্যক্তি আশ্চর্য্য

নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এলিজেবেথের রাজত্বকালে এক ব্যক্তি একটী ডবল পয়সার মধ্যে দশ আজ্ঞা, ধর্ম্মমত, পেটার নষ্টর, রাজ্ঞীর নাম এবং খ্রীষ্টাব্দ প্রভৃতি লেখেন, এক যোড়া চসমার সাহায্যে রাজ্ঞী প্রত্যেক অক্ষর স্পষ্টরূপে পাঠ করেন। লণ্ডনের ডেবিস নামক একজন খোদকার অর্দ্ধ দু-আনির (রৌপ্য পেনি) মধ্যে প্রায় ঐ সমস্ত লেখা সম্পন্ন করেন। লিবারপুল-নিবাসী এক শিল্পকার দীর্ঘে প্রস্থে ৩ বুরুল স্থানের মধ্যে গোল্ডস্মিথের 'ট্রাবেলার' নামক কাব্য অর্থাৎ ৪৮৮ পঁক্তি পদ্য লেখেন, এইরূপ অন্যান্য কাব্যও সূক্ষ্ম লিপিতে লিখিত হইয়াছে। ফ্রাঙ্কো প্রসিয়ান যুদ্ধে ফরাসিরা পায়রার গলায় চিঠি বাঁধিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করিত। এই চিঠি এরূপ সূক্ষ্ম অক্ষরে লিখিত হইত যে খোলা চক্ষে কিছুই দেখা যাইত না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহা পাঠ করা যাইত।

দেশ ভ্রমণ।

কাঁথী।

আমরা কলিকাতা হইতে কোন কার্য্যোপলক্ষে হিজলী-কাঁথী অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। এই স্থান বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত এবং এক সময় লবণ-পোক্তানের জন্য অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। বঙ্গদেশের এক প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য যে লবণ ছিল, তাহা এই অঞ্চলে উৎপন্ন হইত। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, তাহা হইতে অতি সহজ কৌশলে ইহা প্রস্তুত হইত। দেশবাসী নিম্নশ্রেণীর সহস্র সহস্র লোক * এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রতিপালিত হইত এবং ইহার দেওয়ানী প্রভৃতি কার্য্য করিয়া দেশস্থ অনেক ভদ্রলোক † প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় [illegible] বিলাতী লবণের আমদানী হওয়া অবধি দেশীয় লবণ উৎপাদন রীতি রহিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকের জীবিকার পথ লোপ পাইয়াছে।

* যাহারা লবণ প্রস্তুত করিত, তাহারা মলঙ্গী নামে উক্ত হইত। † সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর নেমক মহলের দেওয়ান ছিলেন।

লবণ পোক্তানের জন্য নেমক মহলে যে লোক সমাগম, কারখানার ব্যস্ততা এবং সাহেব ও দেশীয় ভদ্রলোকদিগের উপার্জন ও কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত ছিল, তাহা রুদ্ধ হইয়াছে—স্থানে স্থানে কেবল এক একটী পরিত্যক্ত অট্টালিকা বা ভগ্ন ইষ্টকরাশি গত ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

কাঁথী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। মেদিনীপুরে ঘাটাল, তমলুক এবং কাঁথী এই তিনটী সবডিবিসন বা উপবিভাগ আছে। কলিকাতা হইতে মেদিনীপুরে ষ্টিমারযোগে যাইবার সুবিধা আছে। প্রথমে কলিকাতা হইতে উলুবেড়েতে যাইতে হয়, তথা হইতে নূতন কেনাল বা খাল দিয়া দুই দিনের মধ্যে মেদিনীপুরে উপস্থিত হইতে পারা যায়। কিন্তু কাঁথী যাইবার এ পথ নয়। উলুবেড়ের আরও অনেক দক্ষিণে 'গেঙ্গোখালী' নামক একটী স্থান আছে, তথায় রূপনারায়ণ নদ ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই পথ দিয়া কাঁথী যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে গেঙ্গোখালী পর্য্যন্ত একটী ষ্টিমার প্রত্যেক সোম, বুধ ও শুক্রবার যায় এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া থাকে। আমরা ২০এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার ৯টার সময় ষ্টিমারে যাত্রা করিলাম, পথে বাঁউড়ের কল, ব[illegible]উনি এবং উলুবেড়ে দর্শন করিলাম। ইহার নিকটে দামোদর নদ ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। উলুবেড়ে পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতেই গঙ্গার জল লবণে ভরা, আর মুখে দেওয়া যায় না। বেলা ৫॥০টার সময় আমরা গেঙ্গোখালীতে পৌছিলাম। এখানে দক্ষিণদিকে ভাগীরথী প্রবাহিত, পশ্চিমে রূপনারায়ণ অসীম বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছে। ষ্টিমার নদীর উপরে রহিল, জালীবোটে করিয়া আমাদিগকে কিনারায় নামিতে হইল।

গেঙ্গোখালী একটী অতি সামান্য স্থান। তথায় একটী বাজার আছে কতকগুলি বিদেশী ব্যবসাদার পুরুষ এবং স্ত্রীলোক আছে। তাহাদিগের অনেকের আচার ব্যবহার এবং চরিত্র দেখিয়া বড় ভাল বোধ হয় না। কলিকাতা হইতে গেঙ্গোখালী ২০। ২২ ক্রোশ মাত্র। কিন্তু এই স্থান হইতে মনুষ্যের চেহারা ও ভাষার পরিবর্ত্তন স্পষ্ট অনুভূত হয়। বাঙ্গালী ক্রমে উড়ের রূপ ধরিতেছে এবং বাঙ্গালা ভাষা ক্রমে উড়িয়াত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। গেঙ্গোখালীতে বিদেশীয়ের বাস করা যেরূপ শঙ্কাজনক, সেখানে

সুবিধা মতে নৌকাদি প্রাপ্তিরও সেইরূপ অসুবিধা। আমাদিগকে গেঙ্গোখালী হইতে কাটা খাল দিয়া কাঁথী অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে অধিক ভাড়া স্বীকার করিয়াও নৌকার যোগাড় করিতে পারিলাম না। তথায় একটী নৌকার ঘাট আছে, কিন্তু তাহাতে অধিকাংশ ধান্য চাউল প্রভৃতির ভারী নৌকা আসিয়া থাকে, ভাউলে বা পান্‌সী প্রভৃতি পাইবার আদৌ সুবিধা নাই। সৌভাগ ক্রমে ঘাটের দারোগা অতি সদাশয় লোক, তিনি আমাদিগের অবস্থা দেখিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া একজন মাজি ঠিক্‌ করিয়া দিলেন। প্রথমে এক খোলা নৌকায় আমাদিগকে মহিষাদল পর্য্যন্ত আসিতে হইল, তথা হইতে ছৈওয়ালা এক নৌকা পাইলাম এবং তদ্দ্বারা কাঁথীর অনতি-দূরবর্ত্তী কালীনগর পর্য্যন্ত গমন করিলাম। গেঁওখালী হইতে খালকাটা হইয়া কাঁথীতে আসিবার অনেক সুবিধা হইয়াছে। কালীনগর কাঁথী হইতে ৫ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী, ইহার মধ্যে রাস্তা পথ আছে। খাল কাঁথী পর্য্যন্ত কাটা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সকল সময়ে নৌকা গমনাগমনের সুবিধা হয় না। কালীনগর হইতে বালেশ্বর পর্য্যন্তও একটী খাল কাটা হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ হইলে কলিকাতা হইতে বালেশ্বর পর্য্যন্ত এককালে জলপথে যাওয়া যাইবে। জগন্নাথ ক্ষেত্রের যাত্রীরা এই কাঁথীর পথ দিয়াই পুরীতে যায়, তাহাদিগের পথের এখনও এত ক্লেশ রহিয়াছে যে দেখিলে অত্যন্ত দুঃখ হয়।

গেঁওখালী হইতে কালীনগরে যে কেনাল গিয়াছে, তাহার জল মেদিনী-পুরের খালের ন্যায় মিঠা নহে, সুতরাং তাহাদ্বারা কৃষিকার্য্যের কোন উপ-কারের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু জলপথে গমনাগমন ও বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। এই খালের মধ্যে মধ্যে কবাটী কল আছে, তাহাদ্বারা স্থানে স্থানে জলের অনাটন হইলে তাহা দূর করা হয়। কালীনগরে যাইবার পূর্ব্বে কালী বা হল্‌দী নামে একটী নদী পার হইতে হয়, ইহার জল প্রায় সর্ব্বদা হরিদ্রা বর্ণ দেখায়। এই নদী অতি প্রশস্ত এবং ইহাতে প্রায় সর্ব্বদাই তুফান উপস্থিত হয়, এ জন্য অতি সাবধানে ইহা পার হইতে হয়। খালে নৌকা চালাইতে কোন ভয় নাই, একটী বালকও ইহা চালাইয়া

লইয়া যাইতে পারে এবং দাঁড়ীরা প্রায় দাঁড় না বাহিয়া গুণ টানিয়া লইয়া যায়। বায়ু অনুকূল হইলে পাল তুলিয়া দিয়া কেবল হালটী ধরিয়া থাকিলেই হয়, আর কিছুই করিতে হয় না। কিন্তু পাল তুলিয়া এই হল্দী নদী পার হইতে বুক কাঁপিতে থাকে। এই খালপথে মহিষাদল ভিন্ন আর কোথাও খাদ্যাদি পাইবার যো নাই। গুমো চিড়া, পচা নারিকেল, দুর্গন্ধ দধি, কোতরা গুড় বা বাতাসা সুখাদ্যের মধ্যে ইহাই দুই এক স্থানে পাওয়া যায়। হুড়ুম নামে এক প্রকার চাউল ভাজাও পাওয়া যায়। পূর্ব্ব হইতে রন্ধনের উপকরণ বা খাদ্যাদি সঙ্গে না লইলে প্রায় উপবাস-ব্রত পালন করিতে হয়। এ অঞ্চলের সুলভ দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ ও মৎস্য, কিন্তু হাটের দিন ভিন্ন তাহা পাইবার বড় সুবিধা নাই, সুতরাং পথিক লোকের পক্ষে তাহা পাওয়া দুর্ঘট। গেঁঙ্গোখালী হইতে কালীনগর প্রায় ১২ ক্রোশ, আমরা মধ্যে মধ্যে অনুকূল বায়ু পাওয়াতে ২০ ঘণ্টায় উত্তীর্ণ হইলাম, নতুবা আরও ১০। ১২ ঘণ্টা বিলম্ব হইতে পারিত।

কালীনগর হইতে কাঁথী পাঁচ ক্রোশ পথ, ইহার মধ্যে কাঁচা রাস্তা। আমাদিগের যাইবার জন্য এক টমটম গাড়ী ছিল, কিন্তু বৃষ্টি হইয়া রাস্তা এমনি কর্দ্দমময় হইয়াছিল যে গাড়ী টানিয়া লওয়া ভার, চাকার প্রতি আবর্ত্তনে ১মণ, ২মণ মাটী তাহার গায় সংলগ্ন হইয়া চলিল। এজন্য গাড়ীকে বিরাম দিয়া অনেক পথ পদব্রজে যাওয়াই আমরা শ্রেয়স্কর বোধ করিলাম।

বৃহস্পতিবার ঠিক্ সন্ধ্যার সময় আমরা কাঁথীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পথে আসিতে আসিতে জলবায়ু এবং দেশের প্রকৃতি যেরূপ অনুভূত হইতেছিল তাহা বড় উপাদেয় নহে, কিন্তু কাঁথীতে পৌছিয়া তাহার বিপরীত বোধ হইল। ইহার কারণ আছে। কাঁথী হিজলী অঞ্চলের মরুদ্বীপ স্বরূপ। এ স্থানটী সমুদ্র হইতে ২॥ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী হইলেও বালুগিরির উপর সংস্থাপিত। বালুকাময় পাহাড়ের মালা ইহার চারিদিকে, তদুপরি বিবিধ বৃক্ষও উৎপন্ন হইয়াছে। বৃষ্টি হইলে ইহা ধুইয়া অতি সুন্দর হয়। অন্য সময়ে বালুকা সকল রাশীকৃত হইয়া এমনি থাকে যে পথে চলিতে তাহাতে পা ডুবিয়া যায়, কিন্তু বর্ষাকালে বালুকাময় পথ

অতি সুদৃশ্য ও সুখগম্য হয়। এখানে গভীর কূপ খনিত হইয়া থাকে এবং পুষ্করিণীর জল অপেক্ষা তাহার জল পরিষ্কৃত, সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যজনক। এই সকল কারণে চারিদিকের জলাভূমির মধ্যে কাঁথি স্বাস্থ্যপ্রধান স্থান হইয়া আছে, ম্যালেরিয়া বা কোন সংক্রামক রোগ এখানে কখন দেখা দেয় নাই।

কাঁথীর প্রধান শোভা ইহার বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেটী কুঠী। ইহা এক সময় লবণ-পোক্তানের রাজপাঠ ছিল এবং অনেক সাহেব এখানে অধিষ্ঠান করিয়া রাজত্ব করিয়াছেন। এই কুঠী একটী বৃহৎ অট্টালিকা, উচ্চ বালুগিরির উপরে সংস্থাপিত, অনেক অর্থব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং চৌরঙ্গীর একটী উৎকৃষ্ট প্রাসাদের সহিত ইহার তুলনা করা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আশ্বিনে ঝড়ে ইহার স্থানের স্থানের বারাণ্ডা ভগ্ন হওয়াতে ইহাকে সময় সময় ঝড় বৃষ্টির উৎপাত সহ্য করিতে হয়। অট্টালিকার চারি ধারে প্রশস্ত প্রান্তর, ঝাউ বৃক্ষ দ্বারা শোভিত, দুই প্রান্তে মেওয়া বৃক্ষের বাগানের ভগ্নাবশেষ আছে। এই প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে মুন্সেফী কাছারী, খাসমহলী কাছারী, ইঞ্জিনিয়ারের আফিস, পুলিস, পোষ্ট আফিস প্রভৃতি সরকারী প্রায় সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কাঁথী একটী ক্ষুদ্র উপনগর, তত্রত্য অধিকাংশ লোকই প্রবাসী, কর্ম্মোপলক্ষে এখানে বাস করিয়া থাকেন। সরকারী কর্ম্মচারী এখানে অনেকগুলি আছেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এখানকার প্রধান রাজকর্ম্মচারী। বরাবর সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এখানে ছিলেন, সম্প্রতি তৎপদে বাঙ্গালীকে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে সাহেব আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন,তৎপরিবর্ত্তে এক্ষণে বাঙ্গালী আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন। এখানে মুন্সেফ ৩ জন আছেন। খাসমহলের প্রজাদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের মকর্দ্দমা উপস্থিত হওয়াতে একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সবডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর, খাসমহলের ম্যানেজার, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনস্পেক্টর প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মচারী এবং কয়েকটী কৃতবিদ্য উকীলও আছেন। কাঁথী ক্ষুদ্র স্থান হইলেও

অনেকগুলি ভদ্রলোকের সমাগমে ইহা অতি সুন্দর বাসযোগ্য স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

কাঁথী-প্রবাসী সরকারী ও ভদ্রলোকদিগের যত্নে এখানে একটী উচ্চ-শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এখানে ব্রাহ্মসমাজও আছে, দুইটী ভদ্রলোকের বাটীতে সপ্তাহে দুই দিবস নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। ব্যায়াম প্রদর্শক যুবকদল, যাহারা নাটকদলের মত দেশ-ভ্রমণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, আমরা দেখিলাম, তাহাদিগের এক দলও কাঁথীতে উপস্থিত। এক রজনীতে ব্যায়াম প্রদর্শন হয়, দূর স্থান হইতেও লোক সকল উৎসাহ সহকারে ইহা দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিল।

কাঁথী হইতে ২॥ ক্রোশ দূরে জনপুট নামক স্থানে গমন করিলে সমুদ্র বা বঙ্গোপসাগর দর্শন করা যায়। রাত্রিকালের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে এই সমুদ্রের হু হু শব্দ কাঁথী হইতে বেশ শুনা যায় এবং মাজেষ্ট্রেটের কুঠীর ছাদ হইতে ইহার তীরবর্ত্তী বাঁদ দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁথী হইতে জনপুটে যাইবার পথ অতি সঙ্কীর্ণ ও কর্দ্দমময়, না গাড়ী যোগে না পদব্রজে তথায় যাইবার সুবিধা দেখা যায়।

আমরা একটী হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তথায় গমন করিলাম। কাঁথীর আশপাশের লোকদিগের আকৃতি প্রায় উড়িয়া, ভাষা উড়িয়া মিশ্রিত বাঙ্গালা, যখন তাহারা আপনা আপনি কথাবার্ত্তা বলে ঠিক্ উড়িয়া বলিয়া বোধ হয়। জনপুটের পথে ইহাদের আলাপাদি শুনিতে শুনিতে আমরা আমোদে যাইতে লাগিলাম। জনপুটের বাঁধের নিকট একটী পাকা বাঙ্গালা আছে, তথায় বিশ্রামাদি করিতে পারা যায়। আমরা বাঁধ পার হইয়া তিন দিকে কূল কিনারা নাই সমুদ্র দর্শন করিলাম। প্রথমে প্রসারিত বালুভূমি, তৎপরে জল অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইতেছে। জল ঘোলাটে, তরঙ্গ সকল উচ্চশৃঙ্গ হইয়া তীরে আসিয়া পড়িতেছে। আমরা জলের উপর দিয়া প্রায় অর্দ্ধপোয়া পথ গমন করিলাম, তাহাতে এক কোমর মাত্র জল হইল। তরঙ্গমালা একের পর আর ক্রমাগত উত্থিত হইয়া শরীর ভাসাইয়া তুলিতে এবং মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। ঢেউ খাইতে এবং তরঙ্গে ভাসিতে

খুব আনন্দ হইল, কিন্তু অল্পক্ষণ লোণাজলে চক্ষু মুখ জ্বলিতে থাকে এবং একটু জল গলাধঃকরণ হইলে বমনের উদ্রেক হয়। সমুদ্রে স্নান করিয়া অপর জলে গাত্র ধৌত করিতে হইল। জনপুট হইতে গঙ্গাসাগরের দ্বীপ অতি নিকটে; তত্রত্য লাইটহাউস এ স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

(ক্রমশঃ)

বর্ণ।

এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের অনুপম সৌন্দর্য্য বাহুল্যরূপে বর্ণ-বৈচিত্রের উপর নির্ভর করে। যদি সকল পদার্থ একবর্ণের হইত, তাহা হইলে এ সৌন্দর্য্যের কিছুই থাকিত না। নিরন্তর একরূপ বর্ণ দেখিতে দেখিতে শীঘ্রই নয়ন মন ক্লান্ত হইয়া পড়িত। বিশাল সমুদ্র, বিপুল মরুভূমি, কেন্দ্রপ্রদেশের তুষার রাশি ইত্যাদি দৃশ্য বর্ণ-বৈচিত্রের অভাবেই ভয়ঙ্কর ও নয়নের পক্ষে ক্লেশকর প্রতীয়মান হয়। আর সন্ধ্যাগগনের বিচিত্র মেঘচ্ছটা, বায়ু-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত শস্য-ক্ষেত্রের শ্যামল শোভা, সুরম্য উদ্যানের বিচিত্র রূপ, কুসুম-দলের মৃদু মাধুর্য্য, ময়ূরপুচ্ছের সৌন্দর্য্যবিভা এবং সর্ব্বোপরি মনুষ্য মুখের স্বর্গীয় শ্রী এই সকল বর্ণ-বৈচিত্র হেতু অপরূপ শোভায় বিভূষিত দেখায়। এই বর্ণ কি? ইহার তত্ত্ব জানিতে সকলেরই স্বতঃ কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। আমরা এই প্রস্তাবে সংক্ষেপে এবং সরল ভাবে ইহার স্থূল বিষয় গুলি প্রকাশ করিব।

বর্ণজ্ঞানলাভের জন্য তিনটী বিষয়ের প্রয়োজন:—১ম, আলোক; ২য় পদার্থ; ৩য় চক্ষু। বর্ণজ্ঞানলাভের জন্য এই তিনটিরই সত্তা অবশ্য প্রয়োজন; ইহার মধ্যে একের অভাবে কোনও মতে বর্ণের উপলব্ধি সম্ভব-পর নহে। চক্ষু আছে, পদার্থ আছে, কিন্তু আলোক নাই, তুমি কি দেখিবে? সকলই ঘোর অন্ধকার! কোন বস্তু, যে বর্ণের হউক না কেন, তোমার নয়ন পথে পতিত হইবেনা। আবার আলোক আছে, চক্ষু আছে, পদার্থ নাই কি দেখিবে? সকলই শূন্য! আলোক আছে, পদার্থ আছে, কিন্তু চক্ষু নাই; সে অবস্থাতেও বর্ণজ্ঞানলাভ অসম্ভব। এই তিনটীরই

প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু দৃষ্টি ও বর্ণজ্ঞান বিষয়ে আলোকের যত প্রয়োজন, অন্য কিছুরই তত নহে, সে জন্য আলোককে দৃষ্টি ও বর্ণজ্ঞানের মুখ্য কারণ বলা যাইতে পারে।

কতকগুলি পদার্থ স্বতঃ আলোকময়, এবং অপর কতকগুলি প্রতিফলিত আলোকে আলোকময়। সূর্য্য, নক্ষত্র, অগ্নিশিখা প্রভৃতি স্বতঃ আলোকময়, ইহাদিগকে দেখাইবার জন্য অন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু চন্দ্র সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হওয়াতেই মনুষ্য চক্ষুর গোচর হয়। গৃহদ্বার, পশু, পক্ষী, মানব প্রভৃতি পদার্থ ও জীবের মধ্য হইতে কোন আলোক বহির্গত হয় না; অন্য আলোক ইহাদের উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হওয়াতেই ইহারা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এ জন্যও আলোককে দর্শনের মুখ্য কারণ বলা যায়।

আলোক নানাবর্ণের; রক্ত, হরিত, পীত ইত্যাদি। সূর্য্যালোক শ্বেতবর্ণ; বিবাহ এবং পর্ব্বের সময় দীপক জ্বালিয়া নানাবর্ণের আলোক দেখান যায়; গন্ধক জ্বালিলে নীলবর্ণের আলোক উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে আলোক কি? এবং এই সকল নানাবর্ণের আলোক কিরূপে উৎপন্ন হয়?

আলোক কি? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা সহজ নহে, এবং একাল পর্য্যন্ত ইহার স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া "ইথার" নামে এক অতি সূক্ষ্ম, স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট পদার্থ আছে। ইহার কম্পনেই আলোকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বামাবোধিনীর পাঠিকাবর্গ ইতিপূর্ব্বে শব্দের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিষয়ে কতক কতক অবগত হইয়াছেন। বায়ুর কম্পনে শব্দের উৎপত্তি হয় এবং এই কম্পনের সংখ্যানুসারে শব্দের তীব্রতা ও মৃদুতা হয়—অর্থাৎ ১ সেকেণ্ডে ৩২ বার বায়ুর বিকম্পন হইলে নীচু স্বর এবং উক্ত সময়ের মধ্যে কয়েক সহস্রবার কম্পন হইলে তীব্র স্বর উৎপন্ন হয়, বোধ হয় এ বিষয় তাঁহাদিগকে পুনরায় বুঝাইতে হইবে না। বায়ুর কম্পনে যেরূপ শব্দের উৎপত্তি, "ইথারের" কম্পনে আলোকের উৎপত্তিও তদনুরূপ এবং এই কম্পনের সঙ্খ্যানুসারে নানা বর্ণের আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্তবর্ণ আলোক নিম্ন স্বরের

সহিত এবং বায়লেট বর্ণ আলোককে তীব্রস্বরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রথমোক্ত বর্ণ প্রতি সেকেণ্ডে ৪৫৭.০০ লক্ষ গুণ ইথারের বিকম্পনে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং শেষোক্তটি প্রায় ইহার দ্বিগুণ সংখ্যক বিকম্পনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্বেতবর্ণের আলোক সমস্ত বর্ণের আলোকের সমষ্টি এবং ইহার বিকম্পনে অন্য সমস্ত বর্ণের বিকম্পন একত্রিত আছে। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। কায়স নামক স্থানে সম্প্রতি ভূমিকম্প হইয়া ৪১৮৯ জন হত, ১০১৫ জন আহত হইয়াছে। ১৪০০ গৃহ ভগ্ন এবং ৩। ৪ কোটী টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

২। লণ্ডনে ৪ লক্ষের অধিক শ্রমজীবী রমণী আছে, তন্মধ্যে ২, ২৬, ০০০ স্ত্রীলোক পরিচারিকা,১৬০০০ শিক্ষয়িত্রী, ৫১০০ দপ্তুরী এবং ১৪৮০০ দরজীর কার্য্য করে। ৪৫০০ কৃত্রিম পুষ্প তৈয়ার করে; ৫৮,৫০০ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে, ২৬৮০০ কামিজ তৈয়ার, ও ৪৮০০ বুট তৈয়ার করে; ১০৮০০ সেলাই যন্ত্র চালায় এবং ৪৪০০০ ধোপানীর কাজ করে।

৩। বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যাদ্বয় দেশীয় পরিচ্ছদে পুনরায় ইংলণ্ডেশ্বরীর গৃহে নিমন্ত্রণে উপস্থিত হন। তাঁহাদিগের বেশ দেখিয়া অনেকে প্রশংসা করিয়াছেন।

৪। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড বিকন্সফিল্ড (ডিসরেলী) নিজে যেমন ভাগ্যধর পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেইরূপ ভাগ্যবতী। তিনি প্রথম বয়সে এক পোষাক-বিক্রেতার দোকানে কর্ম্ম করিতেন, পরে মহারাণীর সহচরী হন।

৫। ১৮৮০ অব্দে লাপলাণ্ডে একটী ঈগল পক্ষী গুলিদ্বারা হত হইয়াছে, ইহার বয়স শতাধিক বর্ষ হইবে অনুমান করা হইয়াছে। এই পক্ষীটী দীর্ঘে ৭ ফুট হইয়াছিল। ১৭৯২ অব্দে আণ্ডারসন নামক এক ব্যক্তি এই পক্ষীকে ধৃত করিয়া দিনামার ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া

একটী ক্ষুদ্র টীন বাক্সের মধ্যে পূরিয়া ইহার গলায় বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেন। ঈগল গরুড়ের বংশ সন্দেহ নাই।

৬। বস্ত্র ধৌত করিবার এক সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। অর্দ্ধ সের সাবানে অর্দ্ধ ছটাক সোহাগা মিশাইয়া বস্ত্র ধৌত করিলে তাহা উত্তমরূপ পরিষ্কার ও শুভ্র হয়। শুদ্ধ সাবান দিয়া ধৌত করিতে যে পরিমাণ সাবান লাগে, সোহাগার যোগে তাহার অর্দ্ধেকে কার্য্য হয়, পরিশ্রম অল্প হয়, অথচ বস্ত্র অধিক পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

৭। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সকলি কৃত্রিম হইয়া দাঁড়াইতেছে। ফরাসী বিবীদিগের যাঁহাদিগের কাণের গঠন ভাল নয়, তাঁহারা কাণের উপর এক প্রকার সুগঠিত কৃত্রিম কর্ণ ব্যবহার করিতেছেন। কৃত্রিম চুল, দাঁত, চক্ষু যখন হইয়াছে, তখন কৃত্রিম কর্ণ হইবে আশ্চর্য্য কি?

৮। আমেরিকার একটী রমণী রাজদূতের পদ প্রার্থনা করিয়াছেন। ইনি একজন আটর্ণি। রাজদূতের কার্য্য অতিশয় গুরুতর হইলেও তাহাতে যে সকল গুণ আবশ্যক, তাহা অধিকাংশ স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকদিগের আছে। বিদ্যাবতী রমণী কেন না এ কার্য্যের যোগ্য হইবেন!

৯। কিছু দিন হইতে আকাশের উত্তর পশ্চিম কোণে একটী ধূমকেতুর উদয় হইতেছে। সন্ধ্যার পরে ইহা দেখা যায়। ইহার লাঙ্গুল অধিক দীর্ঘ নহে এবং তাহার উজ্জ্বলতাও অধিক নহে।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। কল্পনা—সমালোচনী মাসিক পত্রিকা, শ্রী হরিদাস বন্দোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত। এই পত্রিকার কয়েক সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। লেখা সরস ও সুপাঠ্য হইতেছে এবং লেখকদিগের যে কল্পনাশক্তি আছে, মধ্যে মধ্যে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

২। বসন্তোপহার—রায়যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৷৹ আনা। সামান্যতঃ যে সকল পদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তদপেক্ষা এখানি উচ্চ দরের। ইহা পাঠ

করিয়া লেখকের কবিত্ব-শক্তি দর্শনে আমরা আনন্দিত হইলাম। কবিতাগুলি হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাবোচ্ছ্বাসের পরিচয় দিতেছে। লেখকের প্রথম চেষ্টার ফল যেরূপ উপাদেয় হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে তিনি একজন সুকবি বলিয়া গণ্য হইতে পাবিবেন আশা করা যায়।

বামাগণের রচনা।

প্রভাতে মনের প্রতি।

ধীরে, ধীরে চলে যায়, শশী সুশীতল।
শর্ শর্ স্বরে বায়ু, বহিছে শীতল॥
ক্রমে দেখ পূর্ব্বদিক্, ফরসা হইল।
জাগরিত হয়ে সবে, অমনি উঠিল॥
শাখা হতে পাখিগণ, উড়ে নানা স্থান।
মন-সুখে নেচে নেচে, করে বিভুগান॥
শশী ভয়ে যেন রবি, ছিল পলায়িত।
প্রভাত হইবা মাত্র, হইল উদিত॥
কি সুন্দর শোভা এবে আকাশ উপর।
উজ্জ্বল হইয়ে রবি উঠিছে সত্বর॥
প্রকৃতির শোভা আহা! দেখিতে কেমন।
রক্তবর্ণ হয়ে যেন শোভিল ভুবন॥
শুন কত পাখী মিলি ঈশ করে গান॥
মন, তুমি এ সময়ে থেকে না অজ্ঞান
যাঁর দয়া বলে নিশি, করিলে যাপন।
তাঁর পদে কৃতজ্ঞতা কররে অর্পণ॥
অতএব উঠ মন, কত নিদ্রা যাও।
পরমেশ-পদে এবে মিনতি জানাও॥

১২৮৭ ১লা চৈত্র, কালীগঞ্জ। শ্রীমতী সুশীলা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯৯ সংখ্যা। | শ্রাবণ ১২৮৮—আগষ্ট ১৮৮১। | ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ষ্টিনোগ্রাফিক মেসিন নামে এক যন্ত্র ফরাসী দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা এক আশ্চর্য্য মুদ্রাযন্ত্র। এক ব্যক্তি যেমন কথা কহিয়া যাইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার কথা মুদ্রিত হইবে। যে কোন ভাষায় কথা কহা যাউক, তাহা যদিও মুদ্রাকারের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হয়, তথাপি তিনি কথাগুলি মুদ্রিত করিতে পারেন। এই যন্ত্র একটী চাবিদ্বারা পরিচালিত হয়। বর্ণ-মালার ৬টী অক্ষরের সাহায্যে ৭৪টী শব্দ যোজিত হইতে পারে; তদ্দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয়। অন্ধদিগের শ্রবণ-শক্তি অধিক তীক্ষ্ণ, এই জন্য কাহার কাহার মতে অন্ধেরা মুদ্রাকার হইলে এ কার্য্য অতি সুন্দররূপে চলিতে পারে।

অগ্রে গোরু ঘোড়াতে গাড়ী টানিত, পরে যখন কল টিপিয়া তাহার গতি সম্পন্ন হইতে লাগিল, তখন কত আশ্চর্য্যের বিষয় হইল! তার পর ধোঁয়া ও বাষ্প দিয়া রেলের গাড়ী চলা কত সুবিধাজনক ও আশ্চর্য্য। এখন আবার তাড়িত-রেলগাড়ীর সৃষ্টি হইয়াছে, যে তাড়িতদ্বারা তারে খবর যায়, তাহার জোরে রেলগাড়ী চলিতেছে। ইহার ক্ষুদ্রাকার নমুনা, আমাদিগের

পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা আলীপুর 'জুওলজীকেল গার্ডেনে' (পশুশালায়) সম্প্রতি গিয়াছেন, দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহার রীতিমত কার্য্য বার্লিন নগরের নিকট চলিতেছে। তথায় একটী রেলওয়ে কৃতকার্য্য হওয়াতে দ্বিতীয় তাড়িত-রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে। আকাশের বিদ্যুৎকে মানুষ বিজ্ঞানবলে যখন দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন তাহাদ্বারা কত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইবে কে বলিতে পারে ?

ইচ্ছাবল যে কি শক্তিশালী তাহা আমরা সচরাচর অনুভব করি না। জগদীশ্বরের ইচ্ছাবলে সমুদায় বিশ্বকার্য্য চলিতেছে, কিন্তু মানুষেরও ইচ্ছা বল সামান্য নহে। ইচ্ছাবল প্রভাবে অনেক দুরাত্মা ব্যক্তির জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং পৃথিবীতে অনেক অসম্ভব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এক ব্যক্তি কেবল ইচ্ছাবলে অপরের রোগ আরোগ্য করিতে পারে, আমরা ইহার দৃষ্টান্তও পাঠ করিয়াছি, সম্প্রতি যে একটী ঘটনা হইয়াছে, ইহাদ্বারা এইমত দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। আমাদিগের কোন সহযোগীর কার্য্যালয়ের নিকটস্থ এক পুষ্করিণীতে ৩ বৎসরের একটী বালিকা জলমগ্ন হয়। তাহাকে যখন তোলা হয়,তখন তাহার পেট জলে পরিপূর্ণ এবং তাহাকে দেখিতে ঠিক মৃত। ইহা দেখিবার জন্য অনেক লোক জড় হয়, তন্মধ্য হইতে একব্যক্তি বালিকাটীকে ধরিয়া বসাইবার ভাবে রাখে এবং সেই শিশুর উপর কিয়ৎক্ষণ কটমট করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুভাবে পেটের উপর হাত বুলাইতে থাকে। ১০ মিনিট পরে বালিকাটীর নাক দিয়া নিশ্বাস চলিতে লাগিল, তৎপরে সে ভাত ও জল বমন করিল, ১৫ মিনিটের মধ্যে কাঁদিতে লাগিল এবং অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল। এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দেন, যে তিনি ইচ্ছাবলে শিশুটীকে আরোগ্য করিয়াছেন। অনেক সময় যাহাকে মন্ত্রবল মনে করা হয়, সে এই ইচ্ছাবল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

গত ১৭ই জুলাই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছাত্রদিগের উপাসনা সভায় এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা

করিয়াছেন। তাহাতে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক সময়ের এবং বঙ্গদেশ ও অপরাপর প্রদেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার ছবি উজ্জ্বল বর্ণে প্রদর্শন করেন। শাস্ত্রীয় বচনসকল দ্বারাও সপ্রমাণ করেন, যে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ভারতবাসীদিগের অতি হীন ভাব। গবর্ণমেণ্ট সিন্ধুদেশ-বাসী মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রীহত্যা এবং রাজপুতানাবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে নৃশংস কন্যাহত্যা প্রথা নিবারণ করিয়া যে মহোপকার করিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে বিবৃত করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির হীনাবস্থা, সভ্য-প্রধান ইংরাজ জাতিও অদ্যাপি স্ত্রী-জাতিকে ক্রীড়া পুত্তলিকারূপে দর্শন করেন, তাহাদিগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব সাধনের প্রতি উদাসীন, প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাও বর্ণনা করেন। বক্তৃতার উপসংহারে বলেন "The cause of woman is not only the cause of man, but the cause of God." স্ত্রীলোকদিগের কল্যাণ সাধন চেষ্টায় পুরুষদিগের কল্যাণ সাধিত হইবে, অনেকের এই মত, কিন্তু স্ত্রী-জাতির কল্যাণ সাধন ঈশ্বরের কার্য্য; ইহা জানিয়া সকলে এই পুণ্যকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

বড়লোকে যা করেন, অপর লোকে তাহার কার্য্য কারণ বিবেচনা না করিয়া তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। সচরাচর ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা অশ্বের যে পার্শ্বে পা ঝুলাইয়া বসেন, সম্প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা বধূ তাহার বিপরীত দিকে বসিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া লণ্ডনের অনেক মহিলা সেই রূপে বসিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের বিবেচনায় ইহাই উৎকৃষ্ট ফ্যাসন!

গ্রীষ্মাবকাশের পর বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। কয়েকবার অধিক সঙ্খ্যক সভ্যের আগমন ও উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগের কার্য্য সম্পাদনের সংবাদ শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গত ৯ই জুলাই আলোচনা সভায় একজন সভ্য 'সৌন্দর্য্য' বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট রচনা পাঠ করেন। ১লা আগষ্ট বঙ্গমহিলা সমাজের বয়ঃক্রম দুই বৎসর

পূর্ণ হইল, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ইনি দীর্ঘজীবিনী হইয়া আপনার মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করুন্, সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদিগের এই প্রার্থনা।

এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও উন্নতি লইয়া বিলাতেও আলোচনা হইয়া থাকে, এ সংবাদ শুনিয়া আমাদিগের পাঠিকাগণ অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। ভারতহিতৈষিণী মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের স্থাপিত ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন নামক সভা এ বিষয়ের প্রধান সহায়। গত ২৩এ মে উক্ত সভায় সি, এন্ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতবর্ষীয় মহিলাদিগের গৃহশিক্ষা' বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। স্ত্রীলোকদিগের গৃহ শিক্ষার সম্পূর্ণ বর্ণনা যদিও ইহাতে দেখিতে পাইলাম না, এবং স্থানে স্থানে একদেশ-দর্শিতার পরিচয় যদিও পাওয়া গেল, কিন্তু ইহাতে এ দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় আছে এবং বক্তা তৎসংগ্রহে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে হয়। উক্ত সভার মুখপাত্র পত্রিকার জুন সংখ্যায় এই বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরের প্রাচীন বিবরণ।*

বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন নগর বিষ্ণুপুর দেশীয় পূর্ব্বতন রাজন্যবর্গের একটী প্রসিদ্ধ রাজধানী ছিল। অদ্যাপি ইহা উক্ত প্রদেশের অগ্নিকোণস্থিত ধলকেশ্বর নদের কতিপয় ক্রোশ দক্ষিণে একটী সমৃদ্ধিশালী নগররূপে অবস্থিত আছে। ১৮৭২ সালের গণনানুসারে ইহাতে ৪০০৭টী গৃহ এবং ১৭৪৩৬ জন হিন্দু ও ৬১১ মুসলমান অধিবাসী, সাকল্যে ১৮০৭৪ লোক সংখ্যা দৃষ্ট হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৮৮৬৯ জন পুরুষ এবং ৯১৭৪ জন স্ত্রীলোক।

বিষ্ণুপুরের রাজবংশ অতি প্রাচীন এবং পূর্ব্বতন বঙ্গীয় হিন্দু রাজকুলের মধ্যে অতি প্রধান বলিয়া গণ্য। ইহাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ জনপ্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

---

* Hunter's Annals of Rural Bengal. হইতে সঙ্কলিত।

বিষ্ণুপুর-রাজকুলের আদিপুরুষ রঘুনাথ সিংহ। তিনি বৃন্দাবন-সমীপবর্ত্তী জয়নগরের রাজবংশোদ্ভব। জয়নগরাধিপতি বিভিন্ন প্রদেশ দর্শনাভিলাষী হইয়া পুরুষোত্তম যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পথিমধ্যে বিষ্ণুপুর পরিদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। যৎকালে তিনি তত্রত্য এক নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে বিশ্রামার্থ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী একটি পুত্র প্রসব করেন। রাজা সন্তান সমভিব্যাহারে গমন করা কষ্টসাধ্য বিবেচনা করিয়া উক্ত শিশু সন্তান এবং তাঁহার জননীকে বনমধ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গন্তব্য পথে অগ্রসর হন। ঈদৃশ অমানুষিক পরিবর্জ্জনের কথা অদ্যাপি শ্রুত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরাও তীর্থ যাত্রা সময়ে সন্তানের প্রতি এতাদৃশ ক্রূরাচরণ করেন, অর্থাৎ পথিমধ্যে সন্তান প্রসূত হইলে তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যান।

পিতার প্রস্থানের অব্যবহিত পরে শ্রীকাসমেটিয়া নামক জনৈক বাগ্‌দি ইন্ধনসংগ্রহার্থ সেই বিশ্রামস্থলের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে এই অসহায় নবপ্রসূত সন্তানকে একাকী সন্দর্শন করিল। তাহার জননীর কথা অতঃপর আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় নাই। তিনি বন্য পশুদ্বারা ব্যাপাদিত হইয়াছিলেন, কি সমীপবর্ত্তী জনপদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় অদ্যাপি গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। যাহাহউক, প্রাগুক্ত শ্রমজীবী এই নবজাত শিশু সন্তানকে স্বালয়ে আনয়ন করিয়া সাত বৎসর পর্য্যন্ত লালন পালন করে। এই সময় তত্রত্য জনৈক ব্রাহ্মণ, এই বালকের রূপে মুগ্ধ হইয়া এবং ইহার অঙ্গে সমস্ত রাজোচিত লক্ষণ সন্দর্শন করিয়া ইহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন।† কিন্তু দরিদ্রতানিবন্ধন তিনি ইহার জীবিকা নির্ব্বাহার্থ স্বীয় ধেনুপালের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই বালক ক্রমে বাগ্‌দি (আদিম নিবাসী) দিগের এতদূর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, যে তাহারা ইহাকে 'প্রভু রঘুনাথ' বলিয়া ডাকিত এবং সর্ব্বদা ইহার আহার সামগ্রী আনিয়া যোগাইত।

† পুরাণে আর্য্যজাতির এদেশে আগমনের ইহাই প্রথম আভাস। বর্ণিত মহাত্মা কোনও রূপে বিজয়ী নহেন, প্রত্যুতঃ তিনি এক সামান্য উপনিবেশিক মাত্র ছিলেন।

একদা তত্রত্য বৃদ্ধ মেষপালকের সমক্ষে অপরাপর রাখাল বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিবার সময় সে স্বীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা সকলের মন সমাকৃষ্ট করিল। অবশেষে বয়োজ্যেষ্ঠেরা দিবাবসান সময় আগত দেখিয়া অসংখ্য পশুপাল সমভিব্যাহারে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। পথিমধ্যে রঘুর যূথ হইতে একটী গাভী পথভ্রান্ত হইয়া অন্যত্র গমন করায় সে তাহার অনুসন্ধানে নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উর্দ্ধাধঃ নিরীক্ষণ ও ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক বিফল-মনোরথ ও ক্লান্ত-কলেবর হইয়া বিমর্ষ ভাবে এক তরুতলে উপবেশন করিল। অনতিবিলম্বে সে নিদ্রাকৃষ্ট হইল এবং এক প্রকাণ্ড অজগর সর্প তৃণগুচ্ছের উপর দিয়া শনৈঃ শনৈঃ তথায় আগমন করিল, কিন্তু বালককে দংশন না করিয়া তাহার মুখমণ্ডলোপরি স্বকীয় ফণা বিস্তার পূর্ব্বক তাহার আতপত্র স্বরূপ হইয়া রহিল।* ইতিমধ্যে তাহাব ধর্ম্মপিতা তাহার অদর্শনে সাতিশয় দুঃখিত এবং কাতর হইয়া সত্বর তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইলেন এবং সভয়ে সেই মৃতকল্প সর্পকর্তৃক আক্রান্ত শিশুকে সন্দর্শন করিয়া "প্রিয় সন্তান, আমি কি উন্মাদগ্রস্ত হইয়া তোমাকে বনে প্রেরণ করিয়াছিলাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে সর্প তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া ফণা সঙ্কোচন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে তথা হইতে চলিয়া গেল এবং বালকও ছায়া প্রত্যাহৃত হওয়ায় চমকিত হইয়া গাত্রোত্থান করিল। বৃদ্ধ, কৃতজ্ঞতা রসে অভিষিক্ত হইয়া আর কখনও উহাকে বনে প্রেরণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'হায়! যদি আমি তোমাকে হারাইতাম, তাহাহইলে আমার কি দশা হইত? তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি নয়নের অন্তরাল করিতে পারি না। যে দিন আমি তোমাকে জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত বাগ্দি কর্তৃক প্রতিপালিত অবস্থায় স্বীয় আলয়ে আনয়ন করিয়াছি, সেই দিন হইতে তোমার প্রতি আমার অটল ও অনির্ব্বচনীয় স্নেহ জন্মিয়াছে। তোমার সুচন্দ্রবদন এবং বাষ্প-বারি-বিগলিত নয়নদ্বয় কখনও বিস্মৃত হইবার নহে।'

* জন প্রবাদান্তর্ব্বর্ত্তী বিবিধ দৈব ঘটনার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

একদা এই বালক, জলপ্রবাহমধ্যে একটি সুবর্ণ-গোলক প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রভু সন্নিধানে আনয়ন করিল। ইহাই বালকের ভাবী মহত্ত্বের লক্ষণ মনে করিয়া তিনি অপরিসীম সন্তোষ সহকারে উহা গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তদ্দেশাধিপতির লোকান্তর হইলে মহাড়ম্বর সহকারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইল এবং বিবিধ জনপদ হইতে লোকগণ তাঁহার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে আগমন করিল। প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ, দারিদ্র্যনিবন্ধন রঘুর সমভিব্যাহারে তথায় গিয়াছিলেন। যখন ব্রাহ্মণের ভোজনের অর্দ্ধাবশেষ রহিয়াছে, এমন সময় রাজহস্তী রঘুকে শুণ্ডে উত্তোলন করিয়া রিক্ত সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইল। কি জানি হস্তী এক আঘাতেই বালককে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এই ভাবিয়া সকলেরই নিতান্ত ভয় ও বিস্ময় জন্মিল। কিন্তু যখন রাজমাতঙ্গ নিরতিশয় সতর্কতা সহকারে বালককে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইল, তখন সমগ্র লোকমণ্ডলী ঈদৃশ অসম্ভাবিত প্রকারে ঈশ্বরেচ্ছা সম্পন্ন হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং মন্ত্রিগণ এই বালককেই সিংহাসনোপবিষ্ট রাখিতে সম্মত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা তাহাকে তৎপ্রদেশের রাজপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহকারে তান লয় মান সুসঙ্গত সঙ্গীত এবং তৎসঙ্গে সুমধুর বীণাধ্বনি হইতে লাগিল, তন্ত্রীগণ স্ব স্ব যন্ত্রসংযোগে শ্রবণ-বিবরে অপূর্ব্ব সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল এবং এই অভূতপূর্ব্ব আলৌকিক কাণ্ডের পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল।

প্রাচীনকালে এ দেশের অনেক স্থলে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল, যে রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রিয় হস্তীকে বিবিধ মণি মাণিক্যে বিভূষিত করিয়া রাজধানীর প্রশস্ত বর্ত্মে ছাড়িয়া দেওয়া হইত এবং সমস্ত রাজপারিষদবর্গ তাহার অনুগামী হইতেন। এই জনতার মধ্য হইতে সে যাহাকে স্বীয় পৃষ্ঠোপরি উপবেশন করাইত, তাহাকেই তাঁহারা রাজা বলিয়া গ্রহণ এবং রাজপদে অভিষেক করিতেন। তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব রাজার উত্তরাধিকারিগণকে কদাপি রাজত্ব প্রদান করিতেন না এবং ঈদৃশ কাণ্ডই ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং উল্লিখিত নিয়মানুসারে রঘুনাথ সিংহই বিষ্ণুপুরের প্রথম আর্য্যবংশোদ্ভব রাজা হইলেন। ইতিহাসে তিনি বাগ্‌দি বংশীয় প্রথম

রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই বংশ প্রায় একাদশ শত বর্ষ ব্যাপিয়া রাজত্ব করিয়াছে। কথিত আছে তিনি দৈববাণী কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বিষ্ণুপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজ্য বহুকাল মালভূমি (মল্ল স্থান) নামে পরিচিত ছিল। অতঃপর জঙ্গল মহল্ (বন প্রদেশ) নামে অভিহিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে উহা বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলা ভুক্ত হইয়াছে।

বীরভূম, বাগ্‌দি বীরপুরুষগণের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। তাহারা দীর্ঘকেশ ধারণ করিত এবং সাধারণতঃ লৌহ ভূষণে বিভূষিত হইত। অবস্থানুসারে রৌপ্যবালাও ব্যবহার করিত। তাহারা স্বভাবতঃ শল্য এবং বল্লমধারী ছিল। মল্ল-বিদ্যায় পারদর্শিতানিবন্ধন রাজারা তাহাদিগকে প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত করিতেন। তাহারা বন্যজাতিদিগের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে অপরের সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক নিরীহ প্রতিবেশিগণের ভীতি উৎপাদন করিত। যুদ্ধকালে মুর্শিদাবাদের নবাব প্রয়োজনানুসারে তাহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। যৎকালে নবাব, মারহাট্টাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন তিনি অধীনস্থ রাজন্যবর্গকে তাঁহার সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে বিষ্ণুপুরাধিপতি একদল প্রবল সাহসী যোদ্ধ পুরুষকে নবাবের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। তাহাদিগের অপরিসীম শৌর্য্যে অচিরে মারহাট্টাগণ পরাজিত হয়, এবং সেই সময় হইতেই নবাবের করদ রাজগণ মধ্যে বিষ্ণুপুরাধিপতি সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।

বাঁকুড়া জেলার কালেক্টরী কাছারীতে রাজা গোপাল সিংহ কর্তৃক লিখিত বিষ্ণুপুর রাজন্যবর্গের একখানি ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রধানতঃ সেই গ্রন্থ অবলম্বন এবং অন্যান্য নানাবিধ বিবরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া হণ্টার সাহেব যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা হইতে রাজাদিগের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ গৃহীত হইল।

এই রাজগণ মহর্ষিবংশের কৌথুমি শাখা হইতে উদ্ভূত। কেটি জাতীয় অকলঙ্ক ও পুরা ইহাদিগের উপাস্য দেব ও দেবী। ইহারা শম্বদের শিষ্য এবং বিশ্বামিত্রই ইহাদিগের সর্ব্বপ্রধান ঋষি। যে সকল ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপূজা করেন, তাঁহারাই ইহাদিগের পুরোহিত। ইহাদিগের পবিত্র ভাষার নাম গাথা। রাজারা উপনয়নের সময় উহা শিক্ষা করিতেন এবং অদ্যাপি উহা প্রচলিত

আছে। ইতিহাসে রাজা রঘুনাথ সিংহের সময় হইতেই বিষ্ণুপুরের নাম দৃষ্ট হয়। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি আদিমল্ল (প্রথম মল্ল) বলিয়া অভিহিত হইতেন :—

১। আদিমল্ল বা রঘুনাথ সিংহ—এই রাজা বঙ্গীয় ১২২ শকে (৭১৫ খ্রীঃ অব্দে) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ললাটে রাজচিহ্ন বিদ্যমান ছিল, এবং তিনিই বিষ্ণুপুরের প্রথম আর্য্য রাজা হয়েন। তিনি ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মহিষী চন্দ্রকুমারি চন্দ্রবংশোদ্ভব রাজা ইন্দ্র সিংহের দুহিতা ছিলেন, পাম্বেশ্বরী দেবীর অর্চ্চনার্থ তিনি একটি দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। লাউগ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল।

২। রাজা জয়মল্ল।—ইনি বঙ্গীয় ১৫৬ শকে (৭৪৯ খৃঃ অব্দে) জন্ম-গ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুপুরীয় ৩৪ শালে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। ইনি ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়া বিষ্ণুপুরীয় ৬৪ সনে লোকান্তর গমন করেন। ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজা দিনু সিংহের দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শত শক বেহারীর উপাসনার্থ রাজা জয় সিংহ একটি দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। ভাগী-রথী-গোপ ইহার কামদার অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি অথবা মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মল্লভূমির রাজস্ব পাইতেন। এই রাজার দুই পুত্র ছিল; জ্যেষ্ঠ সিংহাসনাধি-রোহণ করেন এবং কনিষ্ঠ ভূতিভুক্ স্বরূপ থাকেন। ইনি অতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং ইহার সৈন্যসংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

৩। রাজা অম্বুচল্ল (অথবা বেণীমল্ল) ইনি ৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুপুরীয় ৬৪ সালে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করণানন্তর ইনি ৭৬ সনে কালগ্রাসে নিপতিত হয়েন। ইহাঁরও লাউ-গ্রামে রাজধানী ছিল। ইহাঁর মহিষী কাঞ্চনমণি, চন্দ্রবংশীয় মতিয়ার সিংহের দুহিতা ছিলেন। ভূতপূর্ব্ব রাজার জনৈক পদস্থ কর্ম্মচারী ভাগীরথী সিংহ ইহাঁর কামদার ছিলেন। এই রাজার পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজা এবং অবশিষ্টেরা বেতনভোগী হয়েন। ইহাঁদিগের আর কোন উত্তরাধি-কারী ছিল না।

এইরূপে পণ্ডিত হণ্টার, রাজগণের এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রদান করিয়াছেন। এই রাজারা সকলেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থিত আর্য্যবংশোদ্ভব

ক্ষত্রিয় রাজকন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা সর্ব্বদাই সমীপবর্ত্তী রাজগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিতেন। প্রতিদ্বন্দী রাজগণের অধিকাংশই আদিম নিবাসী ছিল, ক্বচিৎ আর্য্যবংশীয়ও দৃষ্ট হইত। প্রাগুক্ত রাজগণ প্রধানতঃ আর্য্য দেবতা গণের উপাসনার্থই দেবালয় নির্ম্মাণ করিতেন, কিন্তু দেশীয় আদিমনিবাসীদিগের প্রচলিত রীত্যনুসারে সময়ে সময়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রেতাত্মার উদ্দেশেও মঠ নির্ম্মিত হইত। আমরা নিদর্শন পত্র সকল পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, আদিম অধিবাসীদিগের প্রাধান্য ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উল্লিখিত পণ্ডিতের অনুবর্ত্তী না হইয়া আমরা ইতিহাস অনুসারে ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত কতিপয় বিখ্যাত রাজার দৃষ্টান্ত মাত্র পশ্চাৎ প্রদর্শন করিব।

ক্রমশঃ

বড় লোক।

নশিবাবু বড়লোক। তাঁহার পিতা বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ সঙ্গতি রাখিয়া গিয়াছেন। নশি বাবুর সুন্দর সুন্দর গাড়ি আছে, ঘোড়া আছে, অসংখ্য দাস দাসী আছে; সকাল সন্ধ্যা নিয়তই দুই চারিজন লাভের প্রত্যাশায় তাঁহার উমেদারি করিয়া যায়,—নশি বাবু মনে মনে ভাবেন 'আমি বড়লোক' এবং পাড়ার পাঁচজনেও তাহাই বলিয়াথাকে। সুতরাং প্রথমে আমরাও স্থির করিয়াছিলাম যে নশিবাবু অবশ্যই একজন বড়লোক হইবেন। কিন্তু পরে আমাদের জানিতে ইচ্ছা হইল যে কেমন করিয়া তিনি বড়লোক বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁহার অবশ্যই বিশেষ কোন গুণ থাকিবে, নহিলে লোকে তাঁহাকে বড়লোক বলিবে কেন?

এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য আমরা নশিবাবুর কয়েকটি প্রতিবাসীর নিকট সন্ধান লইলাম। আমরা প্রথমেই তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু যে পরিচয় পাইলাম তাহাতে বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল না। পরে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করায়

যাহা যাহা শুনিলাম তাহাতে পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা টুকু ছিল তাহাও আর রহিল না। নশিবাবু বিপুল অর্থের অধিপতি, সুতরাং বিষয় কর্ম্মে তাঁহার কিরূপ পারদর্শিতা তাহারও সন্ধান লইলাম। কিন্তু শুনিলাম যে তাঁহার হস্তে পড়িয়া পৈতৃক সম্পত্তির হ্রাস বৈ বৃদ্ধি কস্মিন্ কালে হয় নাই। তথাপি নশিবাবু বড় লোক। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি অতি সামান্য, তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ না করাই ভাল, তাঁহার বিষয় বুদ্ধিও তথৈবচ,—কিন্তু তাহা হইলেও নশিবাবু একজন বড়লোক, কারণ তাঁহার বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আছে, তাঁহার সুন্দর সুন্দর গাড়ি ঘোড়া আছে; তাঁহার অনেক জমিদারি ও কোম্পানির কাগজ আছে। বড়লোক হইবার জন্য ইহার অধিক তুমি আর কি চাও?

উপস্থিত বিষয়টি লিখিতে লিখিতে হঠাৎ একটী অনেক দিনের কথা মনে পড়িতেছে। আমি বাল্য কালে যখন শুনিতাম যে 'অমুক মহাশয় একজন বড়লোক,' 'তাঁহার প্রতিবাসী কিম্বা আত্মীয় অমুক মহাশয়ও খুব্ একজন বড়লোক,' আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিতাম 'বড়লোক কাহাকে বলে?' পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম যে 'যাঁহারা বড়লোক বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের দেহ আর সকল মানুষের দেহাপেক্ষা দীর্ঘে প্রস্থে অবশ্যই অনেক বৃহৎ হইবে, নহিলে লোকে বড়লোক বলিবে কেন? হয়ত তাঁহাদের মস্তক কড়িকাষ্ঠে গিয়া লাগে; হয়ত তাঁহাদের জন্য ঘরের স্বতন্ত্র দ্বার রাখিতে হয়।' পাঠিকা! বড়লোকের এই অর্থ পড়িয়া বোধ হয় তুমি মনে মনে হাসিবে। তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কারণ আমি নিজে মধ্যে মধ্যে না হাসিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বেস্ বুঝিতে পারিবে যে যাঁহারা সচরাচর বড়লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই এই দরের বড়লোক। সুবোধ পাঠিকা, তুমি অবশ্যই অনেক 'বড়লোক' দেখিয়াছ, এবং হয়ত মনে মনে ভাবিয়াছ যে 'ইহারাই সমাজের মস্তকস্বরূপ, ইহাদের অবর্ত্তমানে সমাজ একদিনের জন্য জীবিত থাকিতে পারে না।' অতএব অনুরোধ করিতেছি একবার ভাবিয়া দেখ যথার্থ বড়লোক কাহাকে বলে। যাঁহারা পৈতৃক ধনে ধনী, যাঁহারা সেই ধনের কিরূপে সদ্ব্যবহার করিতে

হয় তাহা জানেন না, যাঁহারা স্বহস্তে কখন একপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন না, তাঁহারা যদি বড়লোক হইলেন তবে জগতে বড়লোক নহে কে? মনুষ্য হইলেই যদি বড়লোক হয়, তবে অবশ্য তাঁহারাও বড়লোক। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে যদি কোন প্রভেদ থাকে, এবং সেই প্রভেদ দেখিয়াই যদি একজনকে বড়লোক বলি এবং আর একজনকে বলি না, তাহা হইলে অতি সাবধান হইয়া বড়লোক শব্দটী ব্যবহার করা উচিত।

যদি বড়লোক বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পরিশ্রমকে সহায় করিয়া স্বহস্তে উপার্জ্জন করিতে শিক্ষা কর। যিনি ন্যায় পথে থাকিয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম, তিনি অবশ্যই বড়লোক, কারণ বহু সদ্‌গুণ না থাকিলে কেহই এই ব্রতে সফল হইতে পারে না। শুধু উপার্জ্জন করিতে শিখিলেই যথেষ্ট হইল না, উপার্জ্জিত অর্থের কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও শিক্ষা কর।

অর্থোপার্জ্জনের অপেক্ষা বড়লোক হইবার আরও অনেক উৎকৃষ্টতর উপায় আছে। বড়লোক হইতে হইলে মন, হৃদয়, বিবেক ও আত্মাকে বড় করিতে হয় অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া মনের উন্নতি করিতে হয়, সকলকে ভাল বাসিয়া ও সকলের মঙ্গল সাধন করিয়া হৃদয়কে প্রশস্ত করিতে হয়, ন্যায় ও সত্য পথে অটল থাকিয়া বিবেককে জয় যুক্ত করিতে হয় এবং পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের পুণ্যভাবের মধ্যে আত্মাকে নিমগ্ন রাখিয়া পুণ্য জীবন ধারণ করিতে হয়। পাঠিকা! যদি তোমার বড়লোক হইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা প্রশংসা বৈ নিন্দার কথা নহে। কিন্তু এইটী নিশ্চয় জানিও যে কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ব্যতীত জগতে কেহ কখন বড়লোক হইতে পারে নাই। আলস্য ভুলিয়া যাও, দীর্ঘসূত্রতা তুলিয়া দাও, এবং এই সকল ভুলিয়া গিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে মনোনিবেশ কর, নীতিশাস্ত্রের দৃঢ় বন্ধনে হৃদয়কে সবল কর, পরের দুঃখে কাঁদিতে শিখ, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখ, ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া জীবনের সকল কার্য্য সাধন কর, তাহা হইলে তুমি 'বড়লোক' হইবে——ভগ্নি, তোমার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইবে।

ফ্ল্যাক্স্‌ম্যান্‌ ও তাঁহার পত্নী আন্‌ ডেন্‌ম্যান্‌

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে সার্‌ যশুয়া রেণলডস্‌ নামে এক জন বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁহার যশের সৌরভে ইউরোপ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এবং অদ্যাপি তাঁহার নাম সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রের নিকট বিশেষ পরিচিত। সার্‌ যশুয়া শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য বিপুল পরিশ্রম করিতেন। অধিক কি, পাছে সংসারে বিব্রত হইয়া পড়িলে শিল্পানুশীলনে ব্যাঘাত জন্মে, এই আশঙ্কায় তিনি স্বয়ং কখন দার পরিগ্রহ করেন নাই, এবং অপরাপর শিল্পীদিগকেও দার পরিগ্রহ করিতে সর্ব্বদা নিষেধ করিতেন। তৎকালে জন্‌ ফ্ল্যাক্স্‌ম্যান্‌ নামে এক যুবক শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। সপ্তবিংশ বৎসর বয়সে তিনি আন্‌ ডেন্‌ম্যান নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ফ্ল্যাক্স্‌ম্যান্‌ তৎকালে প্রসিদ্ধনামা শিল্পী বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন নাই। বিবাহের কিছু দিন পরে সার্‌ যশুয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উল্লিখিত সার্‌ যশুয়া শিল্পীদিগকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিতেন। সুতরাং তিনি ফ্ল্যাক্স্‌ম্যান্‌কে দেখিয়া বলিলেন—‘ফ্ল্যাক্স্‌ম্যান্‌, শুনিলাম তুমি না কি বিবাহ করিয়াছ? তাহা যদি করিয়া থাক, তবে নিশ্চয় জানিও যে শিল্প বিদ্যায় তুমি কস্মিন্‌ কালে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।’ সার্‌ যশুয়া এক জন বিখ্যাত শিল্পী, সুতরাং তাঁহার কথা শুনিয়া ফ্ল্যাক্স্‌ম্যানের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। তিনি বিষণ্ণ বদনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় তাঁহার পত্নী আন্‌ ডেন্‌ম্যান্‌কে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় প্রেমে উথলিয়া উঠিল। তিনি কোন কথা না বলিয়া পত্নীর পার্শ্বে গিয়া বসিলেন, এবং তৎপরে তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মধুর সম্ভাষণ করিয়া করুণস্বরে বলিলেন—‘আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শিল্প বিদ্যার সমস্ত আশা ভরসা চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইয়াছে।’ প্রিয়কারিণী আন্‌ ডেন্‌ম্যান্‌ স্বামীর দুঃখে অতীব দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—জন্‌! এমন সর্ব্বনাশ কে করিল? জন্‌ ফ্ল্যাক্স্‌ম্যান্‌ পুনরায় করুণস্বরে বলিলেন—‘উপাসনা মন্দিরে (১) আমার এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এবং

(১) উপাসনা-মন্দিরে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আন্ ডেন্‌মান্ তাহার কারণ।' এই কথা শুনিয়া ডেন্‌ম্যানের মনে বড় কষ্ট হইল। অন্য কোন স্ত্রী হইলে হয়ত এ অবস্থায় স্বামীর উপরে রাগ করিতেন। কিন্তু ডেন্‌ম্যান্ রাগ করা দূরে থাকুক, বরং আপনাকে অপরাধিনী ভাবিয়া কি অপরাধ করিয়াছেন জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তখন ফ্লাক্স্‌ম্যান্, সার্ যশুয়া যাহা বলিয়াছিলেন ও তাঁহার বাক্যের যে গূঢ় তাৎপর্য্য, তাহা পত্নীকে সবিশেষ বুঝাইয়া বলিলেন। শিল্প-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে অনন্যমনে তাহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত, এবং রোম নগরে যাইয়া সেখানকার জগদ্বিখ্যাত শিল্প কার্য্য সমূহ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। যিনি সংসার চিন্তায় ব্যস্ত থাকিবেন, তাঁহার পক্ষে ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ডেন্‌ম্যান্ স্বামীর বাক্যে আশ্বস্তা হইয়া উত্তর করিলেন—'জন্, ইহার আর ভাবনা কি? আমি বলিতেছি তুমি নিশ্চয়ই রোম নগরে যাইতে পারিবে।' ফ্লাক্স্‌ম্যান্ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন করিয়া?' ডেন্‌ম্যান্ পুনরায় বলিলেন—'অর্থোপার্জ্জন কর, এবং বুঝিয়া ব্যয় কর।'

পত্নীর আশ্বাস বাক্যে ফ্ল্যাক্স্‌ম্যানের অন্তরে এক নূতন জীবন-সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন 'আমি অচিরে রোমে যাইব এবং সার্ যশুয়াকে দেখাইব যে বিবাহ করিয়া লোকের মঙ্গল ব্যতীত কদাচ অমঙ্গল হয় না।' তদবধি পাঁচ বৎসরকাল তাঁহারা কঠিন পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কাহাকে কোন কথা বলিলেন না। অবশেষে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল। ফ্লাক্স্‌ম্যান্ সস্ত্রীক রোম নগরে যাত্রা করিলেন, এবং সেখানকার মনোহর শিল্পকার্য্য সমুদয় অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং একজন প্রতিভাশালী শিল্পী বলিয়া সকলের নিকট আদরণীয় হইলেন।

ফ্লাক্স্‌ম্যানের নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এই খ্যাতির প্রধান কারণ সেই গুণশালিনী আন্ ডেন্‌ম্যান্। যখন নৈরাশ্যে স্বামীর হৃদয় নিশ্চেষ্টপ্রায় হইল, ডেন্‌ম্যান্ তখন তাঁহার অন্তরে নবোৎসাহ সঞ্চার করিতে লাগিলেন। তিনি আশা ভরসা দিয়া স্বামীকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিলেন, এবং আহ্লাদের সহিত তাঁহার ক্লেশভাগিনী হইলেন। কিসে ভর্ত্তা কিঞ্চিৎ সঙ্গতি করিয়া রোম নগরে যাত্রা করিতে পারেন, কিসে

তাঁহার মহদুদ্দেশ্য সফল হয়, তিনি অনুক্ষণ এই চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া কেবল যাহাতে স্বামীর যশোলিপ্সা চরিতার্থ হয়, যাহাতে স্বামীর নাম দেশ বিদেশে বিখ্যাত হয়, সেই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ ডেন্‌ম্যানের চরিত্র অধ্যয়ন করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বামীর উদ্দেশ্য সিদ্ধি ব্যতীত অন্য চিন্তা, অন্য আশা, অন্য অভিলাষ, তাঁহার হৃদয়ে কিছুমাত্র ছিল না। পত্নীর একটী প্রধান কর্ত্তব্য কি তাহা ডেন্‌ম্যান্ যথার্থই বুঝিয়াছিলেন। স্বামীকে স্নেহ ও মমতা করা স্ত্রীর পরম ধর্ম্ম বটে, কিন্তু শুদ্ধ তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল না। স্বামীর হৃদয় যে সকল গভীর চিন্তায় আলোড়িত হয়, যে সকল অসাধারণ ও অত্যুচ্চ আশায় উৎক্ষিপ্ত হয়, যে সকল মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাকুল হয়, তাহাতে যিনি সহকারিণী হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ পতিব্রতা রমণী। আন্ ডেন্‌ম্যান্ এই প্রকৃতির পত্নী ছিলেন। পাঠিকা, বলিতে পার তাঁহার মত রমণী বঙ্গদেশে কয়জন আছেন?

গার্হস্থ্য-শিক্ষা।

তৃতীয় অধ্যায়।

(১৮৫ সংখ্যা, ৪১ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্বকালের স্ত্রী-জাতির মধ্যে কিরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত ছিল, গৃহিণীরা বালক-বালিকাদিগকে কি প্রকার ভাষায় উপদেশ দিতেন, তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত "গার্হস্থ শিক্ষা" নামক প্রস্তাব সঙ্কলিত হইয়া আসিতেছে। সেকালের প্রাচীনা স্ত্রীলোকদিগের যে সকল সারগর্ভ উপদেশ অদ্যাপি স্ত্রী-সমাজে প্রচলিত আছে, তৎসমুদায় বাক্যকে এক প্রকার কবিতা বলিলেও বলা যায়, ইহা দেখিয়া আমরা সেই কবিতা রচয়িত্রীদিগকে "স্ত্রী-কবি" আখ্যা প্রদান করিয়াছি। পুরুষেরা ভাষায় পণ্ডিত, সুতরাং তাঁহাদের ভাষা সুশ্রাব্য। স্ত্রীলোকদিগের ভাষাধিকার অল্প; এজন্য তাঁহাদের কবিতা

তত সুশ্রাব্য নহে। স্ত্রী-ভাষা যেন স্বতন্ত্র ভাষা, কিন্তু তাহার মধ্যে যে অমূল্য ভাব আছে, তাহা কখন উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

অনেকে বুঝিয়া রাখিয়াছেন, লিখিতে ও পুস্তক পড়িতে পারিলেই জীবনের সমস্ত শিক্ষণীয় সম্পন্ন হইল। এটি বড় ভ্রম। গুটিকতক অক্ষর আঁকিতে পারা ও পাখীর ন্যায় পড়িতে শেখাকে কোন ক্রমেই জীবনের প্রধান কার্য্য বলা যাইতে পারে না। অক্ষর অভ্যাস করিয়া অলস, দুর্ব্বল, অহঙ্কারী, বিদ্যাভিমানী, পরিশ্রমাক্ষম, ও বিলাসী হওয়া অপেক্ষা কার্য্যশিক্ষা বা অধ্যয়নের ফল শিক্ষা করা ভাল। অনেকে কিছুমাত্র লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, সারল্য, ও দয়াদি স্বর্গীয় গুণে পরিপূর্ণ। এই সকলই লেখাপড়ার অমৃত তুল্য উৎকৃষ্ট ফল, ইহা সহজে পাইবার জন্যই লেখাপড়ার সৃষ্টি। পাখীর মত পড়ায় ও আঞ্চোড়নের ন্যায় লেখায় কোন সুফল নাই। পূর্ব্বকালের নারীরা অক্ষর আঁকিতে জানিতেন না; হুড় হুড় করিয়া পড়িতেও পারিতেন না। কিন্তু শুন দেখি, তাঁহাদের মুখ হইতে কেমন একটি উপদেশপূর্ণ আশ্চর্য্য কবিতা বাহির হইয়াছিল, যাহা শত শত জ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়নের ফল !!—

" সুখ্ সুখ্ মনের সুখ্, যার আছে তার আছে
দুঃখের ভিতর সুখ"

" সুখ্ কি অম্‌নি হয় ? কর্‌তে জান্‌লে হয়।"

" যদি থাকে মন, কি করিবে ধন ?"

" যার নেই উত্তর পূব, তার মনে সদাই সুখ।"

এই কয়েকটী স্ত্রী-কবিতার মধ্যে কি আশ্চর্য্য জ্ঞানরত্নের জ্যোতি নিহিত আছে, একবার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ। সুখ কি পদার্থ, কেমন করিয়া তাহা ভোগ করিতে হয়, অনেকে তাহা জ্ঞাত নহেন। নিরন্তর সুখ-তৃষ্ণায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবল দুঃখেই দগ্ধ হইতে থাকেন। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সুখও শিক্ষা ও অভ্যাসের অধীন। শিক্ষা না করিলে, অভ্যাস না করিলে, ধনী ব্যক্তিও সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন না। সুখে কাল কর্ত্তনের জন্য কি কি শিক্ষা ও অভ্যাস করিতে হয়, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। ধন সুখের উপকরণ বটে, কিন্তু সুখভোগের পন্থা না জানিলে তদ্দ্বারা সুখী

হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বাক্যব্যয় করিতে হয় না, মদমত্ত ধনীদিগের পরিণাম দোষেই প্রতীত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত স্ত্রী-কবিগুলি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, যে সুখ মনের ধন, বহির্বিষয় সকল অনুকূলভাবে অনুভব করাই সুখ; অভাবের অভাব, যাহাকে শান্তি বলে, তাঁহাই সুখ। শান্ত, সহিষ্ণু, ধীর, অচঞ্চল, অলোভী ব্যক্তিরাই তাহা সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকে। অতএব, সুখী হইবার ইচ্ছা থাকিলে ঐ সকল গুণ আয়ত্ত করা আবশ্যক। এই কয়েকটি কবিতা হইতে ইত্যাকার অনেক প্রকার উপদেশ বাহির করা যাইতে পারে।

শিক্ষা ও অভ্যাস গুণে যেমন স্বল্প বিষয়েও সুখী হওয়া যায়, সেইরূপ দুঃখেরও লাঘব করা যাইতে পারে। তাহারই নাম "দুঃখের ভিতর সুখ।" ধননাশ, বন্ধু-বিচ্ছেদ, ও রোগ প্রভৃতি বিবিধ কারণে দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে; পরন্তু পুরুষ কি স্ত্রী যদি শিক্ষিত বা অভ্যাস-পটু হন, তাহাহইলে কখনই দুঃখভারে অভিভূত হইয়া মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অতএব দুঃখের মধ্যে সুখ অনুভব করিবার জন্য সহিষ্ণু অর্থাৎ সহ্য-গুণ-সম্পন্ন হইতে হয়। স্ত্রী-কবিও তাহাই বলেন, যথা—

"শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াও তাই সয়।
"যে সয় সেই রয়"
"সহ্য গুণ বড় গুণ, যার আছে সেই জন।"

(সওয়াও—সহ্য করাও। সয়—সহ্য হয়। সয়—সহ্য কর। রয়—অর্থাৎ সে অভিভূত বা নষ্ট হয় না। সেই জন—অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই সুখী)

ইত্যাদি ইত্যাদি স্ত্রী-কবিতা পাঠে জানা যায় যে, জ্ঞান-ধন পূর্ব্বকালের অনক্ষরা স্ত্রী-হৃদয়েও আশ্রয় পাইত। আমাদের প্রার্থনা এই যে এক্ষণকার রমণীগণ অক্ষর পড়িতে শিখিয়াছেন বলিয়া যেন প্রকৃত বিষয়ে অন্ধ ও বধির না হন। তাঁহারা যেমন লেখা পড়া শিখিয়া সভ্য ও বিদ্যাবতী হইতেছেন, সেইরূপ প্রকৃত জ্ঞান ও নীতিরত্নে আপনাদের জীবনকে বিভূষিত করুন।

চতুর্থ অধ্যায়।

সুস্বাদু ও গুণকর অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করা ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে বিধেয়। তাদৃশ অন্নব্যঞ্জন আঢ্য ব্যক্তিদিগের গৃহেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, ধনহীন ব্যক্তিদিগের গৃহে সেরূপ অন্নবাঞ্জন দুর্লভ; কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাদেরও তাদৃশ হিতকর অন্নবাঞ্জন ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য এবং তাহা কোন কৌশল অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাহ করা আবশ্যক। সে কৌশল পাক বিদ্যার প্রশাখা। পাকবিদ্যা জানা থাকিলে অতি যৎসামান্য দ্রব্যকেও সুরস ও হিতকর করিয়া লওয়া যাইতে পারে—বনজ শাক পাত, মিঠাই মণ্ডা অপেক্ষা তৃপ্তিকর হইতে পারে।

স্বাদু ও গুণকর অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করিলে শরীর ভাল থাকে; মন ভাল হয়; বল, বর্ণ, তেজঃ, দৈহিক কান্তি বা লাবণ্য সমস্তই বৃদ্ধি পায়; আর বিস্বাদ দুষ্পাচ্য কদর্য্য অন্ন ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিলে শরীর ক্রমে রুগ্ন হইতে থাকে; বর্ণের মালিন্য জন্মে; কান্তি থাকেনা; মন ও ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইতে থাকে; সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ক্রমে দুর্লভ হইয়া পড়ে।

দুষ্পাচ্য কদর্য্য অন্ন ভদ্রলোকের পক্ষে যত অহিতকর, কৃষকাদি শ্রম-জীবিদিগের পক্ষে তত নহে। তাহার কারণ এই যে, ব্যায়াম বা পরিশ্রমের দ্বারা তাহাদের শিরা প্রভৃতি সবল ও জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত থাকে। সুতরাং সহজে পরিপাক করিবার শক্তি প্রবল হইয়া থাকে। এই জন্য তাহারা কুৎসিত অন্ন ভক্ষণ করিয়াও অবসন্ন হয় না। যতই কেন মন্দ ভক্ষ্য হউক না, যদি তাহা উত্তমরূপে জীর্ণ হয়, তাহা হইলে এমন কি বিষও অনিষ্ট আনয়ন করিতে পারে না। যাঁহারা সুনিয়মে পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের শরীর দৃঢ়, অস্থি কঠিন, শিরাসকল সতেজ থাকে এবং রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশ অবস্থার লোকের পক্ষে কঠোর খাদ্যও উপকার বর্জ্জিত হয় না। কারণ, তাহাদের সতেজ জঠরাগ্নিতে যাহা পড়িবে তাহা সুনিয়মে জীর্ণ হইয়া রস রক্তাদি উৎপাদন করিবে। কিন্তু যাঁহাদের নিয়মিতরূপে শারীরিক পরিশ্রম করা ঘটিয়া উঠে না, তাঁহাদের পক্ষে বিস্বাদ ও কদর্য্য খাদ্য অত্যন্ত দূষণীয়।

মনুষ্যের ক্ষুধা একটি রোগ বিশেষ। রোগ হইলে যেমন ক্লেশ, বলক্ষয়, ও বিবর্ণতাদি জন্মে—ক্ষুধাও স্থায়ী হইলে সেইরূপ অর্থাৎ ক্লেশ, বলহানি এবং বিবর্ণতাদি জন্মাইয়া থাকে। এই ক্ষুধাস্বরূপ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ অন্ন। আর ব্যঞ্জনাদি তাহার অনুপান মাত্র। অতএব, ব্যঞ্জন যত ভাল হউক বা না হউক—অন্ন যাহাতে ভাল অর্থাৎ নির্দোষ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। "ব্যঞ্জন অনুপান" তাই বলিয়া তাহাকে অযত্ন করিতে বলিতেছি না, অনুপানের গুণেও ঔষধের বীর্য্য বিশেষরূপে বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কাযে কাযেই অন্ন ও ব্যঞ্জন উভয়বিধ ভক্ষ্যেরই গুণ দোষ দেখা আবশ্যক; পরন্তু অন্ন ব্যঞ্জনের দোষ গুণ নির্ব্বাচন করা পাকবিদ্যা না জানিলে অসাধ্য হইয়া উঠে।

বল, বর্ণ, তেজ;—সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অরোগিতা,—সমস্তই এমন কি জীবন পর্য্যন্ত যাবতীয় দৈহিককাণ্ড সমুদায়ই আহারের অধীন। এতাদৃশ আহারের ভার এ দেশে নারীজাতির উপরেই নির্ভররূপে স্থাপিত আছে। সুতরাং বালক, বালিকা, রুগ্ন, ভুগ্ন, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের জীবন নারীজাতির হস্তে বলিলেও বলা যায়। একারণ, আহারীয় বিষয়ে নারীদিগের বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। কিন্তু পাকবিদ্যা না জানিলে তদ্বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি উদ্রেকের সম্ভাবনা নাই।

যদিও আঢ্য-গৃহিণীগণের পাক করিতে হয় না, তথাপি, তাঁহাদেরও পাকবিদ্যায় মূর্খ থাকা উচিত নহে। বাটীর কর্ত্তা বা কর্ত্রী অজ্ঞ হইলে তদীয় ভৃত্যেরা যে সুচারুরূপে কার্য্য করে না, তাহা ব্যক্তিমাত্রেই বিদিত আছেন। কর্ত্রী যদি রন্ধন বিষয়ে সুশিক্ষিতা থাকেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় পাচক বা পাচিকার দ্বারা বিনা অপব্যয়ে ইচ্ছানুরূপ উত্তম উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারেন। অনভিজ্ঞা হইলে পাচক যাহা দিবে, তাহাই গৃহপালিত পক্ষিশাবকের ন্যায় হাঁ করিয়া খাইতে হইবে। অতএব কি ধনী, কি দরিদ্র. সকল শ্রেণীর নারীদিগেরই পাক-বিদ্যা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে দেখা যায় যে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজপত্নীরাও পাকবিদ্যায় নিপুণা ছিলেন, এবং বহুতর পাচক পাচিকা সত্ত্বেও তাঁহারা স্বয়ং ইচ্ছানুরূপ পাক করিয়া দাস দাসী ভৃত্য অমাত্য প্রভৃতিকে স্বহস্তে

ভোজন করাইতেন। পাণ্ডবপত্নী কৃষ্ণা, রামবনিতা সীতা, কৃষ্ণভার্য্যা রুক্মিণী, নল-ললনা দময়ন্তী প্রভৃতি রাজপত্নীরা তাহার দৃষ্টান্ত। ইদানীন্তন কালেও ভাস্কর-কন্যা লীলাবতী পাকবিদ্যায় বিলক্ষণ পণ্ডিতা হইয়াছিলেন। শুনা যায় যে, ইহাদের রচিত পাক-শাস্ত্র অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মনে করিও না যে, পাকবিদ্যা আবার বিদ্যা! ইহা বিলক্ষণ উন্নতিশীল বিদ্যা। তোমরা যাহাকে রসায়নবিদ্যা বলিয়া জ্ঞাত আছ, ইহা তাহারই এক শাখা, অতএব ইহাকেও এক প্রকার রসায়ন বিদ্যা বলা যাইতে পারে। ইহা "পাক-বিজ্ঞান" বা "রান্ধনিক-রসায়ন" নামে উল্লেখ করিবার যোগ্য।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে এ পর্য্যন্ত একটীও স্ত্রী-কবির উল্লেখ করা হয় নাই। পাক-বিদ্যা যে সহজ নহে—তাহার উদাহরণ স্বরূপ স্ত্রী কবির একটী বচন প্রদত্ত হইল।

"রান্না বাড়না ঘরকন্না,
না জান্‌লে পায় কান্না।"

রান্না—রন্ধন। বাড়না—পরিবেশনাদি কার্য্য। ঘরকন্না।—গৃহধর্ম্ম। এ সমস্ত শিক্ষা না করিলে "কান্না" ক্রন্দন করিতে হয় অর্থাৎ অভ্যাস ও জ্ঞান না থাকিলে উহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যায় না।

পাকবিদ্যা শিক্ষিত ও অভ্যস্ত থাকায় অপর কতকগুলি আনুষঙ্গিক ফল আছে, তাহা এইস্থানেই প্রদর্শিত হইতেছে। স্ত্রীজাতির শরীর ব্যায়াম যোগ্য নহে। নারীগণ যদি পুরুষের ন্যায় ব্যায়াম চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের লাবণ্য হ্রাস ও শারীরিক মানসিক কোমলতা নাশ প্রভৃতি অনেক অগুণ উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের স্কন্ধে উপার্জ্জনের ভার অধিক থাকে না যে তদুপলক্ষে কথঞ্চিৎ ব্যায়াম সদৃশ শ্রম করিতে হইবে। গৃহকর্ম্ম ও পাক ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন উপলক্ষে ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অথচ ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম দেহধারীর পক্ষে অতীব আবশ্যক। এমন আবশ্যক উপকারী পদার্থ যাঁহারা আলস্যে গা ঢালিয়া পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা জগতে কতপ্রকার সুখ আছে তাহা কিছুই জানেন না, রোগীর ন্যায় কেবল শয্যা সুখই জানেন। যাহাইহউক, পাকবিষয় জানা থাকিলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কিছু না কিছু

ব্যায়াম চর্চ্চা হয়। ঘর্ম্ম হবে, কাপড়ে দাগ লাগিবে, চক্ষে ধূম লাগিবে, নবনীত গাত্রে অগ্নির উত্তাপ লাগিবে এ সকল আপত্তি অলস-প্রকৃতি নারীর এবং স্ত্রী 'ননীর পুতলী' শ্রম করিতে গেলে গলিয়া যাইবে এ কথা পুরুষের মুখ হইতেই উত্থিত হইয়াছে। ফলতঃ বিশেষরূপে পাকবিজ্ঞান জ্ঞাত হইলে তদ্দ্বারা নারীগণের আমোদ, প্রমোদ, ব্যায়াম, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি সকল উপকারই সাধিত হইবার সম্ভাবনা।

(ক্রমশঃ)

হৃদয়োচ্ছ্বাস।

ইংলণ্ডগামী কোন একটী বন্ধুকে অবলম্বন করিয়া এই কবিতাটী লিখিত হইল।

১

দীপিছে প্রচণ্ড শিখা জ্বলন্ত অঙ্গারে,
উদ্গীরিয়া ধূমরাশি শৈলের আকার,
প্রচালক ক্ষিপ্রকরে অঙ্গুলি সঞ্চারে,
খুলিল বাষ্পের বেগ প্রবল দুর্ব্বার।

২

যন্ত্রেতে যন্ত্রেতে গতি প্রতি রন্ধ্রে তার
ছুটে যেন মেঘদল তড়িত* তাড়িত,
জড়ের কায়ায় হল জীবন সঞ্চার
ভীষণ পরিধি চক্র বেগে বিঘূর্ণিত।

৩

ছুটিল বাষ্পীয় যান অতি দ্রুতগতি
সরিৎ সলিল রাশি করি খান্ খান্,
উত্থিত ধূমের-স্তম্ভ না লভি বিরতি,
আকুলিত করি এক মানবের প্রাণ।

---

* বিদ্যুৎ।

৪

তীরেতে দাঁড়ায়ে নর চিন্তায় বিধুর,
ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে আছে বাষ্পযান প্রতি,
উপেক্ষিয়া সে নরের দৃষ্টি তৃষাতুর,
ছুটিছে বাষ্পীয় যান তীরপক্ষ গতি।

৫

যানের উপরে এক যুবক রতন,
কৃষ্ণবর্ণ নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্রকায়,
চাহিয়া তীরের পানে, সতৃষ্ণনয়ন,
সবিষাদে একখানি রুমাল উড়ায়।

৬

আহা সেই তীরগত মানবের মন
এসময় কতরূপ চিন্তায় ব্যথিত,
সেই জানে এইরূপে যদি কোন জন,
সমদুঃখে সমভাবে হয়েছে দুঃখিত।

৭

এই বাষ্পযানে যুবা ইংলণ্ড গমনে,
করিয়াছে যাত্রা, বহু শিক্ষা লাভ আশে,
দুঃখিনী জননী তার অতি ক্ষুণ্ণ মনে,
পড়ে আছে একস্থানে আঁধার আবাসে।

৮

পড়ে আছে একস্থানে আঁধার আবাসে,
কাঙ্গালিনী বেশে জায়া শোক-বিষাদিনী,
নিকটে তনয়া শিশু মৃদু মৃদু হাসে,
সেতো নাহি জানে কভু দুঃখের কাহিনী।

৯

সে কিবা জানিবে দুঃখ, আহা মাতা তার,
বিশুষ্কা কনক-লতা বিমলিন-কায়া,

পড়ে আছে. শূন্য মনে করি চিন্তা সার,
সুষুমার ছবিখানি সারল্যের ছায়া।

১০

বহুদিন হতে কান্ত শিথায়েছে তায়,
করিতে কঠোর প্রাণ—অটল, অচল,
কিন্তু উপদেশ গুলি আজি কেন হায়
বিশ্লথ হৃদয়ে তার নাহি দেয় বল ?

১১

সার কথা উপদেশ সুমিষ্ট বচন,
সাধিতে কঠিন কিন্তু কার্য্যের সময়,
অথবা বিপদে কভু হইলে পতন,
থাকে কি মনের তেজ, সবল হৃদয় ?

১২

তাহাতে অবলা নারী পরাধীনা প্রায়,
বুঝেও বুঝেনা কেবা করিবে সান্ত্বন ?
পুরুষে যে মনোবেগ সহা নাহি যায়,
রমণী কেমনে তাহা করিবে ধারণ !

১৩

ওগো পুত্রগত-প্রাণা তাপসি জননি !
শান্তির আশ্রয় মাতা করগো গ্রহণ,
অবশ্য আসিবে তব পুত্র গুণমণি,
বিষাদ-রজনী তব রবে না তখন।

১৪

ওগো বিমলিনা সতি ! বিশ্লথ হৃদয়,
ভাবনা-সাগরে তুমি পাবেনাক কূল,
পরিতাপাতপ, অতি তীব্র তেজোময়,
এ আতপে শুষ্ক হয় জীবন-মুকুল।

১৫

তাই বলি উঠ মাতঃ! পুত্রবধূ সনে,
গৃহকার্য্যে দেহ মন, দিবা অবসান,
খসিল একটী দিন পুত্রের মিলনে,
দিন দিন যাবে দিন, তিল পরিমাণ।

১৬

দিনে দিনে দিন গত, মাস গত আর,
দুমাস, ছমাস, পরে বিগত বৎসর,
ক্রমে নিরখিবে মাতঃ আসা পথ তার,
গৃহে প্রত্যাগত হবে তনয় তোমার।

১৭

ওহে বিশ্বেশ্বর বিধি কর অতঃপর
এই দুঃখী পরিবারে সান্ত্বনা বিধান,
গৃহে প্রত্যাগত পুনঃ হউক সত্বর,
এ গৃহের গৃহস্বামী তব সুসন্তান।

দেশভ্রমণ।

কাঁথী।

কাঁথীর নিকট সমুদ্রতীরে বাঁধ নির্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ইতিপূর্ব্বে সমুদ্রতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া তীরস্থ ভূমিখণ্ড সকলকে প্লাবিত করিত, লবণাক্ত জলে চাষ বাস নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু এই বাঁধ হইয়া অবধি প্লাবন নিবারণ হইয়াছে, অতিবৃষ্টিহেতু অধিক জল জমিলে তাহা কবাটী কলদ্বারা বাহির করিবারও সুবিধা হইয়াছে। ইহাতে স্থানীয় কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নিকটস্থ জমিদারদিগকে অতি স্বল্পহারে হিজলী অঞ্চল বিলী করিয়াছিলেন, কিন্তু সমুদ্রজলে ফসলের পুনঃ পুনঃ হানি হওয়াতে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া জমি ছাড়িয়া দেন এবং তাহা

গবর্ণমেণ্টের খাসমহলে পরিণত হয়। সরকার হইতে বাঁধ নির্ম্মিত হইয়া এই খাসমহল বিলক্ষণ উর্ব্বর ও লাভকর হইয়াছে। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের রাজস্ববৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টাপর হইয়াছেন। ২০। ২৫ হাজার প্রজার বিরুদ্ধে খাজনা বৃদ্ধির অভিযোগ হয়, প্রজারা সমবেত হইয়া আত্ম-পক্ষ সমর্থনেরও উপায় অবলম্বন করে। তাহারা চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা হইতে বারিষ্টার লইয়া যায়। যদিও অধিকাংশ স্থলে প্রজাগণের বিরুদ্ধে মীমাংসা হইয়াছে, তাহারা এককালে বিফল—মনোরথ হয় নাই এবং মুন্সেফ আদালতের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যখন অপর জমীদারদিগকে প্রজাশাসনের উপদেশ দিয়া থাকেন, তখন নিজে জমীদার স্থানীয় হইয়া খাসমহলের প্রজাদিগের প্রতি যতদূর সাধ্য সদয় ব্যবহার করিবেন, ইহা অবশ্যই আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি। সত্যবটে বাঁধ নির্ম্মাণে গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় হইয়াছে, এবং ইহা দ্বারা ভূমির উন্নতি হইয়া যখন প্রজাগণ লাভবান হইয়াছে, তখন লাভের কিয়দংশ রাজপদে অর্পণ করা তাহাদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাদিগের পক্ষে সহ্য হয়, ক্রমশঃ এইরূপ আয়োপায় অবলম্বন করা রাজার বিধেয়। বাঁধ নির্ম্মিত হইয়া প্রজাদিগের পক্ষে কেবলই যে সুফল লাভ হইয়াছে তাহা নহে, বৃষ্টির আধিক্য হইলে জল শীঘ্র নির্গত হইতে পারে না, ইহাতেও প্রজাদিগের শস্য ও গৃহাদির অনিষ্ট করিয়া থাকে। বাঁধ না থাকিলে জল অবিলম্বে সমুদ্রে গিয়া পড়িত। বাঁধদ্বারা আর একটী সাধারণ অনিষ্ট এই হইয়াছে, যে ইহাদ্বারা বাধা পাইয়া সমুদ্রের জল এক দিকে যেমন উঠিতে পারে না, সেইরূপ অধিকতর বেগে অন্য দিকে প্রবাহিত হইয়া তদঞ্চলের ভূমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্লাবিত ও ভগ্ন করিতেছে। কালে ইহাদ্বারা অনেক ভূমি জলধিসাৎ হইবে।

সমুদ্রের বাঁধ অতি উন্নত ও প্রশস্ত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা যে শীঘ্র ভগ্ন হইবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। বাঁধের স্থানে স্থানে জল নির্গমের উপায় আছে। একটী স্থানে এই জল নির্গম সেতু অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য। শুনা যায় পৃথিবীতে ইহার তুলনা স্থল কেবল আর একটী আছে, তাহা আমেরিকাতে, তাহার নিম্নে ইহাকে গণনা করা যায়।

কাঁথী অঞ্চলে অত্যন্ত কুমীরের প্রাদুর্ভাব। কুমীর সমুদ্রের লোণাজলে দৃষ্ট হয় না। কালীনগরের নিকটস্থ কালীনদীতে ইহা এত সংখ্যক বাস করে, যে লোকে তাহার জলস্পর্শ করিতে ভয় পায়। জলে নামিলেই তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয়। ইহার নিকটে স্থানে স্থানে জঙ্গল আছে, তাহাতে ব্যাঘ্রের ভয়ও বিলক্ষণ আছে।

কাঁথী হইতে গেঙ্গোখালীতে আসিবার পথে মহিষাদল। ইহা একটী দর্শনীয় স্থান এবং নগর নামে উক্ত হইতে পারে। ইহার বাজারে অনেক-গুলি দোকান দৃষ্ট হইল এবং প্রায় সকল প্রকার খাদ্য তথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহিষাদলের রাজবাটী যাইতে হইলে একটী অতি উচ্চ সুন্দর ও বৃহৎ সেতু পার হইয়া যাইতে হয়, ইহা তত্রত্য একটী প্রধান কীর্ত্তি, রাজ-সরকারের অনেক অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। সেতু পার হইয়া রাজকীয় পথে প্রবেশ করিয়া প্রথমে একটী হস্তিশালা দেখা যায়,তথায় একটী বৃহৎকায় হস্তী দৃষ্ট হইল। তৎপরে একটী সুন্দর অট্টালিকা, ইহা অনেকটা ইংরাজী ফ্যাসনের এবং ভূতপূর্ব্ব রাজার বৈঠকখানা ছিল, এক্ষণে কোর্ট অব ওয়ার্ডের সাহেবের কুঠী হইয়াছে। ইহার পার্শ্বে কয়েকটী পাকাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। কুঠী পার হইয়া গিয়া দেবালয়ে উপস্থিত হওয়া যায়। দেবমন্দিরটী সুন্দর ও দৃঢ়রূপে গঠিত। দেবালয় হইতে কিয়দ্দূর গিয়া রাজপ্রাসাদ নয়নগোচর হয়। ইহা দেখিয়া বড় শ্রদ্ধার উদয় হইল না। বাঙ্গালিদিগের অন্দরমহল যেরূপ সঙ্কীর্ণ ওমলিন,ইহাও প্রায় সেইরূপ দেখা গেল। মহিষাদলের ভূতপূর্ব্ব রাজা বাল্যকালে সন্ন্যাসী ছিলেন, ভাগ্যক্রমে রাজাধিকারী হন। শুনা যায় এই রাজবংশের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না, বালক সন্ন্যাসী রাজবাটীতে অতিথি হইলে পরিচয়ে জানা যায়, তিনি পশ্চিমদেশীয় এবং এই রাজকুলের জ্ঞাতি; ইহাতেই তাঁহাকে রাজা করা হয়। তাঁহার মহিষী রাণী নিস্তারিণী দানশীলতা ও সৎকার্য্যে উৎসাহিতার জন্য অনেক স্থানে বিখ্যাত হইয়াছেন। রাণীর তিনটী নাবালক পুত্র আছেন। তাঁহারা এতদিন কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া করিতেছিলেন, ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসন উঠিয়া যাওয়াতে ইহাদিগের পাঠের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে।

সরোজ।

সরোজ মাতৃহীন। তাহার সুকুমার গোলাপ কান্তি হৃদয়ের পবিত্র স্বর্গীয় ভাবের উদ্দীপক। তাহার চক্ষুর্দ্বয়ের স্নিগ্ধ দীপ্তি সুমধুর ও কোমল।

যে গৃহে সরোজ বাস করে তাহা সুসজ্জিত, বিবিধ মূল্যবান সামগ্রীতে সুশোভিত। গৃহতল মহামূল্য গালিচায় মণ্ডিত। প্রাচীর সকল অশেষ প্রকার মনোহর ছবি দ্বারা বিভূষিত। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, কারু-কার্য্যের অভাব নাই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সরোজ মাতৃহীন। ইহা কি সত্য? ঐ যে রমণী দেখিতেছি উনি কে? সরোজের প্রবাল ওষ্ঠ, আরক্ত লোচন, সুগঠন দেহ সকলেতেই যে ইঁহার সাদৃশ্য, ইঁহার প্রতি যতদৃষ্টি কর ততই নূতন সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। প্রকৃতির অপরিমেয় দানে এই রমণী অলঙ্কৃত, সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষে সকলেই ইঁহার নিকট ম্লান। জ্ঞানে কয় জন ইঁহার সমকক্ষ? এ প্রকার জননী কয় জনের? কিন্তু তথাপি আমরা বলি সরোজ মাতৃহীন, কারণ ঐ রমণীর সকল থাকিয়াও একটী বিষয়ের অভাব ছিল। প্রকৃতি সমুদয় বিধান করিয়া একটী বিষয়ে অপূর্ণ রাখিয়া ছিলেন—সরোজের মাতা ধার্ম্মিকা ছিলেন না।

সত্যই কি তিনি সরোজের প্রতি স্নেহশূন্য? স্বীয় শিশু সম্বন্ধে উদাসীন? তাহা নহে। সরোজের সুন্দর শ্রী মাতার যত্নে অধিক মনোহর ভাব ধারণ করিত। কখনই তিনি তাহার সেই কোমল চিক্কণ কেশগুচ্ছ পরিষ্কার করিতে অমনোযোগী হইতেন না। বলিতে কি কন্যার বেশ, ভূষা, অলঙ্কার এ সকল বিষয়ে কখন তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল না, বরং তিনি এসকল সম্বন্ধে বিশেষ তৎপর, সমধিক উদ্বিগ্ন। ধনের প্রাচুর্য্য, মাতার যত্ন, দাস দাসী—সরোজের সকলই আছে—তবুও বালিকা মাতৃহীন। ঐ দেখ বালিকা উচ্চ প্রাসাদের গবাক্ষ দ্বারে দণ্ডায়মান, মুখখানি ম্লান, কোমল শ্বেতহস্ত কেশদামে স্থাপিত, চক্ষু দুইটী আস্বাভাবিক উজ্জ্বল, কপোলদেশ

কখনও শ্বেত—কখনও আরক্তিম। একদৃষ্টে অপরাহ্লের পশ্চিমাকাশের প্রতি চাহিয়া আছে নভোমণ্ডলের প্রত্যেক শোভা হৃদয়কে বিকম্পিত ও স্তম্ভিত করিতেছে। চকিতের ন্যায় বালিকার দৃষ্টি প্রকৃতির শোভাতেই ন্যস্ত। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে মাত্র। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা শোভা বিলীন হইল। অন্ধকার এবং তৎসঙ্গে আকাশ পটে দুই একটী নক্ষত্র দেখা দিল।

নির্দ্দোষ বালিকা জানে না কেন তাহার হৃদয় কোন অদ্ভূত আনন্দে পূর্ণ—চক্ষুর্জল ভার স্তম্ভিত—অনেকক্ষণ এইরূপে গেল। হঠাৎ তাহার ভাই পশ্চাতে আসিয়া বলিল "সরোজ! তোমার একা থাকিতে ভয় করে না? সন্ধ্যা হইয়াছে, মা ডাকিতেছেন চল গাড়ী প্রস্তুত, আমরা বেড়াইতে যাইব; এতক্ষণ আমাদের যাওয়া হইত, কিন্তু তোমার জন্যই এত দেরী হইল।"—বালিকা চমকিয়া উঠিল, সে এক দৃষ্টিতে আকাশের শোভা, নক্ষত্রের দীপ্তি দেখিতেছিল, ভ্রাতার কথা কর্ণেও গেল না, মুগ্ধের ন্যায় চাহিয়াই রহিল এবং ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "দাদা! মাসীমা বলিতেন আমরা কখন একা থাকি না, যেখানেই যাই, যে ঘরেই থাকি, পরমেশ্বর আমাদের কাছে থাকেন, আর মাসীমার কাছে ইহাও শুনিয়াছি যে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি দেখা দেন।" নক্ষত্র শোভিত নীলাকাশের প্রতি চাহিয়া আবার বলিল "দাদা! আমার বড় ইচ্ছা করে আমিও ঐখানে যাই; কারণ এ কথা মাসীমাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে ঈশ্বর ঐখানে থাকেন এবং আমাদের মত ছোট ছেলেকে ভাল বাসেন। মাসীমাও কি তাঁর কাছে গিয়াছেন? আমার খুব ইচ্ছা করে আমার মাসীমাকে দেখি, তাঁর কথা শুনি, তিনি যে সকল কথা বলিতেন এখন আর কেহ আমাকে তেমন সব কথা বলে না।" যে ভাবে শিশুর মুখ হইতে এইবাক্য গুলি উচ্চারিত হইল, তাহাতে তাহার বালক ভ্রাতাও অবাক্ হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সরোজের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল এবং সে অধিকতর আগ্রহের সহিত নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

১। লণ্ডনের 'কিংস কলেজ' বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সভা স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার উন্নতি বিধান করিবেন, স্থির করিয়াছেন।

২। অল্প দিন মধ্যে অনেক স্থানে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জাপানে এক ভূমিকম্প হইয়া তত্রত্য এক পাহাড় দোফাঁক হইয়া তাহার মধ্য হইতে এক জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে! আমেরিকার হেটাইতে প্রবল ঝটিকা সহ এক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে পাহাড়ের অংশ সকল ভাঙ্গিয়াছে এবং অনেক পশুর মৃত্যু হইয়াছে। তুরুস্কের আর্ম্মেয়িণা প্রদেশে এক ভূমিকম্প হইয়া ভান হ্রদের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ৩৪টী গ্রাম এককালে ধ্বংস হইয়াছে ও অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। যাহারা জীবিত আছে, তাহারা নিরাশ্রয় হইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের দুর্দ্দশার অবধি নাই।

৩। পরলোক গত রঘুনাথ জনার্দ্দনের পত্নী লক্ষ্মীবাই পুনা বিজ্ঞান কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিঙ্ বিদ্যার অনেক গুলি মূল্যবান্ পুস্তক প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

পারিবারিক ঘটনা।

৪। গত ১৫ই শ্রাবণ (২৯এ জুলাই) শুক্রবার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা গৃহে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর কন্যা শ্রীমতী লীলাবতীর সহিত ময়মন সিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রের শুভবিবাহ কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে ও সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। প্রাকৃতিক ভূ-বিবরণ—শ্রীগৌরকিশোর কর বি,এ, প্রণীত বসুপ্রেসে, মুদ্রিত, মূল্য ।/০ আনা। প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ে আর দুই তিন খানি গ্রন্থ থাকিলেও এখানি স্বল্পমূল্য এবং সহজ ভাষায় লিখিত। ইহা ছাত্রদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

২। মানস কুসুম—শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৵৹ আনা। সিরাজসমাধি, রাধাকৃষ্ণ, জয়দ্রথ বধ, ভারতের বিলাপ ইত্যাদি ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নানা বিষয় পদ্যচ্ছন্দে লিখিত] হইয়াছে। কবিতাগুলি অধিকাংশ মন্দ হয় নাই, কোন কোনটী বেশ সুন্দর হইয়াছে।

৩। রাজপুর বান্ধব পুস্তকালয়ের চতুর্থ সাংবৎসরিক বিবরণ—এই পুস্তকালয়ে প্রায় সহস্র খণ্ড পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা চারি বৎসর কাল চলিয়াছে এবং কয়টী সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি ইহার অধ্যক্ষতা করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমরা ইহার স্থায়িত্বের আশা করিতে পারি। রাজপুরের ন্যায় ভদ্রপ্রধান স্থানে একটী পুস্তকালয় দ্বারা যে জ্ঞানালোচনার বিশেষ সাহায্য হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

বামাগণের রচনা।

সুখ—মনের প্রতি।

হায়রে অবোধ মন—
নিয়ত ব্যাকুল তুমি সুখের লাগিয়ে,
ভ্রমিছউন্মত্ত প্রায় বল কি বুঝিয়ে,
কি সুখ সংসারে মন, ভুলিয়ে জীবন ধন ?
মরুভূমে জল আশা কর কি কারণ ?
ভাঙ্গিবে না তৃষা তব বৃথা আকিঞ্চন! ১

কেমন পাগল তুমি ?—
বৃথা চিন্তা সুখ আশা ভুলি সেই জনে,
শান্তি কভু দিতে পারে যশঃ মান ধনে ?
সুখ সুখ করি মন, ব্যস্ত তুমি অনুক্ষণ,
কিন্তরে জান না তুমি সুখের উপায়,
ধর্ম্মহীন জনে সুখ আছেরে কোথায় ? ২

ধরম রতন ত্যজি—

বিমল সুখের আশে করিলে ভ্রমণ,
তাহাতে কি আছে লাভ ও অবোধ মন!
পাপেতে মলিন হয়ে,   অশেষ যাতনা সয়ে,
নিজ দোষে সুখ সঙ্গে নাহিক দর্শন,
অমৃত ত্যজিয়া কর গরল ভোজন !!   ৩

আজো মনঃ চিনিলে না—

বিশাল জগৎ মাঝে কে হয় আপন,
ইহ পরকালে হয় বন্ধু কোন্ জন ?
পাপেতে কাতর হলে,   কে লয় তখন কোলে,
পাপ হৃদে শান্তি বারি কে সিঞ্চন করে,
অনল সমান জ্বালা বল কে নিবারে ?   ৪

অনিত্যে মজিলে হায়—

কি হবে উপায় মন! ভাব একবার,
এই রূপে দিন কিছু যাবে না তোমার,
শেষের সময় মন,   কেন না কর স্মরণ,
সেই দিনে কে রাখিবে বল না তোমায় ?
কে হইবে সঙ্গী তব কে হবে সহায় ?   ৫

কে আছে এমন বল,—

ভয়ঙ্কর সেই দিনে দিবে হে অভয়,
হেন প্রিয়তম তব কে আছে ? হৃদয়,
এখন দেখিছ মন,   আছেরে অনেক জন,
কিন্তু সেই দিনে বল কেবা কোথা আর,
ফুরালে ভবের খেলা, অন্য ব্যবহার।   ৬

অবোধ হৃদয় দেখ—

জীবন হইলে গত কি সম্বন্ধ তবে,
তুমি আমি এ বন্ধন ছিন্ন হবে ভবে,

তুমি হে রয়েছ যার, যে জন হয় তোমার,
ঘুচিবে সম্বন্ধ হায়, 'তোমার' 'আমার'
ফুরাবে এ কথা হবে সব শূন্যাকার, ! ৭

সকলি স্বপন প্রায়—

সহে না যাহাতে ক্লেশ তিল অত্যাচার,
ভাবরে চরমে দশা কি হবে তাহার,
পরের কথায় হেন, বজ্রাঘাত হয় যেন,
রাগ, অভিমানে মত্ত আছ সর্ব্বক্ষণ,
হৃদয় ! স্বভাব তব কেমন ! কেমন ! ৮

বুঝালে বুঝ না মন—

কিসের লাগিয়ে কর এত অহঙ্কার,
কি কারণে এত দম্ভ, গৌরব তোমার,
আপন মঙ্গল মন, কেন না কর চিন্তন,
থাকিতে নয়ন তুমি, হলে অন্ধপ্রায়,
আপনি না চিন্ত কেন আপন উপায় ? ৯

সময় থাকিতে মনঃ—

ভাব সেই প্রেমময়ে প্রেমের সাগরে
সহায় যেজন তব চিরদিন তরে,
ক্ষণস্থায়ী সুখ লাগি, চিরদিন তরে ভুগি,
অনন্ত কালের সুখ না কর সঞ্চয়,
দুদিনের তরে আর ভুলনা হৃদয়। ১০

কোথায় পাপীর বন্ধু !—

পাপে কলুষিত নাথ হৃদয় আমার,
তোমা বিনা এ যাতনা কে দেখিবে আর ?
পাপ অনলেতে মন, জ্বলিতেছে অনুক্ষণ,
নিবাওহে পাপনল কৃপাজল দিয়ে,
জুড়াক সকল জ্বালা শান্তি পাক হিয়ে। ১১

হরিমতি।

// বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০০ সংখ্যা।	ভাদ্র ১২৮৮—সেপ্টেম্বর ১৮৮১।	২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম লাহোরে একটী বিধবাবিবাহ সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ, হিন্দুসমাজ ও শিখসমাজ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহার সভ্য হইয়াছেন। সুবিজ্ঞ দেশহিতৈষী বাবু নবীনচন্দ্র রায় যিনি অনেক দিন হইতে অর্থব্যয় ও বিপুল পরিশ্রম-সহকারে বিধবাবিবাহের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন, তিনি ইহার প্রধান উদ্যোগী এবং এই সভার প্রধান সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। যে সকল বিধবা বিবাহার্থিনী এবং যে সকল পুরুষ বিধবা বিবাহার্থী, এই সভা হইতে তাহাদিগের নামের তালিকা সংগ্রহ হইবে এবং পরে যোগ্য বিবেচনায় পরস্পরের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। পঞ্জাব, মান্দ্রাজ, বোম্বাই সর্ব্ব স্থানেই হতভাগ্য হিন্দু বিধবাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে, বঙ্গদেশ কেবল কি নীরব থাকিবে? বঙ্গদেশে একটী বিধবা-বিবাহ সাহায্যকারী সভা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদি তাহা না হয়, সহৃদয় বঙ্গবাসীগণ পঞ্জাবসভার সহিত যোগ দিয়া কার্য্য করুন, উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইতে পারিবে।

যে ইংরাজ জাতি নারীগণকে উচ্চতর সম্মান দান করিয়া আপনাদিগের সভ্যতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই মধ্যে নারীজাতির প্রতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিবার কুপ্রথা রহিয়াছে ইহা কি লজ্জা ও ঘৃণার কথা! পত্নীকে প্রহার করা এই কুপ্রথা। লণ্ডনের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্র লিখিয়াছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ের জন্য অনেক গুলি অভিযোগ হইয়াছে এবং অত্যাচারী স্বামীদিগের দোষ সপ্রমাণ হইয়া ২।৩ মাস করিয়া কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। এই অত্যাচার গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া উক্ত পত্র ইহা নিবারণার্থ একটী স্বতন্ত্র আইন করিবার আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন। যে দেশে হউক, এরূপ পশুবৎ আচরণের বিশেষ শাসন হওয়া একান্ত আবশ্যক তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা যতদূর জানি বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগত সহধর্ম্মিণী রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গ রমণীদিগের মধ্যে প্রথম বিলাতে পদার্পণ করেন, তৎপরে কয়েকটী বঙ্গবালা তথায় গমন করিয়াছেন। আজি কালি, বিলাতগামী স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিলাতকে এক প্রকার ঘর করিয়াছেন এবং তথা হইতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছেন। আমরা আশা করি ইংলণ্ডগামিনী বঙ্গাঙ্গনাগণ তত্রত্য সুনীতি সুপ্রথা ও সদ্‌গুণ সকল শিক্ষা করিয়া স্বদেশীয়াদিগের মধ্যে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও তাহাদের দুরবস্থা মোচনের সহায়তা করিবেন।

আমাদিগের রাজ্যেশ্বরী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া অবসর পাইলেই ভারতবর্ষের প্রতি স্নেহ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী দেশহিতৈষী ভারতসন্তানকে তাঁহার সহিত দেখা ও সম্ভাষণ করিতে দিয়াছেন। বিলাতস্থ কোন কোন ভারতকন্যা তাঁহার গৃহে প্রকাশ্যরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি মিস্ বিবলী নাম্নী একটী বিবি লক্ষ্ণৌ হইতে বিলাতে গিয়াছেন, মহারাণী তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া এ দেশের অন্তঃপুরের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় ঔৎসুক্য

সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন। মহারাণীর এরূপ সহৃদয়তার কথা শ্রবণ করিয়া কে না প্রীত হইবেন?

বামাবোধিনীর ঊনবিংশ জন্মোৎসব।

বামাবোধিনী অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ঊনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। আজি বামাবোধিনীর হিতৈষী বন্ধুগণ আমাদিগের সহিত এক-হৃদয় হইয়া ইহার কল্যাণ প্রার্থনা করুন। সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বর, যিনি দুর্ভাগিনী বঙ্গ-বালাগণের একমাত্র সহায়, যিনি তাহাদিগের সেবার জন্য এই বামাবোধিনীকে উদিত করিলেন, বার বার মৃত্যুমুখ হইতে ইহাকে রক্ষা করিলেন এবং সকল বিপদ বিঘ্নের মধ্যে তাঁহার মঙ্গল ছায়াতে ইহার ক্ষুদ্র জীবনকে রক্ষা করিয়া তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা সাধনে ইহাকে প্রবর্ত্তিত রাখিয়াছেন, আজি আমরা সমুদায় হৃদয় মন ও প্রাণের সহিত তাঁহার চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করি। কৃপাসিন্ধু এই পত্রিকাকে আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহার কৃপায় ইহা যেন দীর্ঘজীবিনী হয়; ইহার প্রতি ইহার হিতার্থী বন্ধুগণের শুভ ইচ্ছা যেন চিরকাল বিদ্যমান থাকে, যাঁহা-দিগের কল্যাণ একমাত্র সঙ্কল্প করিয়া ইহার জীবন ধারণ, সেই সোদরো-পমা কোমলহৃদয়া বঙ্গনারীগণের স্নেহ ও ভালবাসা যেন ইহার প্রতি দিন দিন বর্দ্ধিত হয় এবং এই পত্রিকা যেরূপ আপনার কর্ত্তব্য সাধনের অতি প্রশস্ত ক্ষেত্র লাভ করিয়াছে, সেইরূপ উৎসাহ, যত্ন ও অনুরাগ সহকারে যেন আপনার কর্ত্তব্য সাধনে দিন দিন অধিকতর উপযুক্ত ও সমর্থ হইতে পারে।

আজি বামাবোধিনীর জন্ম দিনে আমরা কিছু আনন্দের চিন্তা করিব। বামাবোধিনী যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন সমাজের অবস্থা এক প্রকার ছিল, এখন অনেক অংশে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন আমরা যে আশা মনে ধারণ করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, ঈশ্বর প্রসাদে তাহা অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইতেছে, এবং সেই সঙ্গে নবতর উন্নততর আশা আমাদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতেছে। কন্যাগণকে শিক্ষা দান

করা অন্যায় ও অনাবশ্যক, এক সময়ে এই কুসংস্কার দেশব্যাপী ছিল, এখন আমরা আনন্দের সহিত দেখিতেছি, প্রায় প্রত্যেক নগর ও গ্রামে বালিকাদিগের শিক্ষা বিধানার্থ সদুপায় হইতেছে এবং অনেক স্থলে পিতা মাতারা যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। অনেক শিক্ষিত পতি এখন গৃহে পত্নীর জ্ঞানোন্নতি সাধনার্থ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া বা স্বয়ং শিক্ষক হইয়া অথবা পুস্তক ও পত্রিকা পাঠের সাহায্য করিয়া তাঁহাকে আপনার সঙ্গিনীর উপযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অনেক বালিকা এখন প্রকাশ্য পরীক্ষায় বালকদিগের সহিত প্রশংসিত রূপে প্রতিযোগিতা করিতেছেন, অনেক রমণী সৎ প্রস্তাব লিখিয়া এবং গ্রন্থ-রচয়িত্রী হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছেন। বঙ্গনারীগণ আপনাদিগের উন্নতি জন্য স্থানে স্থানে সভা করিয়া সম্মিলিত ভাবে আপনাদিগের ও সমাজের হিত-সাধনে চেষ্টিত হইয়াছেন। অনেকে ইউরোপীয় মহিলাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এমত সাহসবতী রমণী সকলও দৃষ্ট হইতেছে, যাঁহারা পতি সমভিব্যাহারে বা স্বাধীন ভাবে সুদূর ইংলণ্ড ভূমিতে বিচরণ করিয়া জ্ঞান ও সভ্যতা উপার্জ্জনে উৎসুক হইয়াছেন। নারীগণ অনেক স্থলে উপযুক্ত বয়সে যোগ্য পতির পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার জীবন সঙ্গিনী হইতেছেন। দুঃখিনী বালবিধবাগণ পুনরায় পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া দুঃখের জীবনে সুখ লাভ করিতেছেন। নারীজাতি সম্বন্ধে অনেকের যে কুসংস্কার ছিল তাহা দূর হইয়া তাহাদিগের প্রকৃত উন্নতির জন্য অনেকের বাসনা ও চেষ্টা হইয়াছে। আমরা যে সকল উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম, এ সকল যদিও বালুকারণ্যস্থ মরুদ্বীপের ন্যায় অতি বিরল, এবং তাহা অনেকস্থলে সমাজ সংস্কারকদিগের সঙ্কীর্ণ-শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ, তথাপি ইহা দেখিয়া বামাহিতার্থীর হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। যাহা এক সময় স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাহা এখন প্রত্যক্ষ করিয়া মনের আশা শতগুণ বর্দ্ধিত হইতেছে। আজি এই আশা ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তিনি এ দেশের নারীগণের সৌভাগ্যের যে উষা প্রভাত করিয়াছেন, তাহা উজ্জ্বল করিয়া দিন, বঙ্গসমাজ হইতে সমুদায় অন্ধকার দূর হউক, নারীগণের অজ্ঞানতা, কুআচার ও অধীনতা-বন্ধন মুক্ত

হউক, উন্নত নারী-চরিত্র ও নারী-জীবন ভারতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়া ইহার গৌরব ও চির সৌভাগ্যের কারণ হউক।

মানুষ কত দিন বাঁচে ?

পৃথিবীর আর আর সকল জীব অপেক্ষা মনুষ্য যেমন বুদ্ধি ও ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ, তেমনি তাহাদিগের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যের জীবনসীমা ১০০ বৎসর নির্ণীত হইয়াছে। সকল জাতির পুরাণে মনুষ্যের সহস্র, দশ সহস্র বা লক্ষ বৎসর জীবন ধারণের কথা লিখিত আছে এবং ব্যক্তি বিশেষ অমর বলিয়াও বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহা যে কল্পিত ও অসম্ভব ইহা বলা বাহুল্য। মনুষ্যের শরীরের গঠন প্রণালী যেরূপ এবং বাহ্য প্রকৃতির সহিত তাহার যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে শরীররূপ কল অধিক কাল চলিতে পারে না। কিছুকাল ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরে হ্রাস ও ভগ্ন হইয়া যাইবে, ইহা স্বভাবের অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

প্রাচীনকালের লোকের যে দীর্ঘ জীবনের প্রবাদ বর্ণিত আছে, তাহা অনেক স্থলে বুঝিবার ভ্রমবশতঃ ঘটিয়াছে। পুরাকালের অনেক জাতির সময় নিরূপণের কোন উপায় ছিল না, সুতরাং অনুমান সিদ্ধান্ত যতদূর সত্য হইতে পারে, তাঁহাদের গণনা ততদূর সত্য। অনেক জাতি এক এক বংশ যতকাল বিদ্যমান থাকিত, তাহার আদিপুরুষের বয়স তত বলিয়া বর্ণনা করিত। অদ্যাপি আরবদিগের মধ্যে এই প্রথা বর্ত্তমান দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বকালে চান্দ্র-মাস দ্বারা বা অন্য রূপে বৎসর গণনা হইত, সৌর মাসে তাহা ধরিয়া লইলে সময় অনেক কমিয়া যাইবে। তবে আদিম অবস্থায় লোকে যখন স্বভাবের নিয়মে অধিক চলিত, তখন বর্ত্তমান সময়ের অপেক্ষা অধিক সুস্থ ও পূর্ণবয়স্ক হইত, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে।

রিলী নামক এক ভ্রমণকারী পণ্ডিত বলেন, বালুকারণ্যবাসী আরবেরা ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। পৃথিবী পর্য্যটনকারী হম্‌বোল্‌ড বলেন আমেরিকার আদিমবাসীরা সচরাচর ১০০ বৎসর এবং তাহার অধিকও

বাঁচিয়া থাকে। তিনি কতকগুলি বয়সের তালিকা দেন, তাহাতে ১৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত মনুষ্য বাঁচিয়াছে দেখা যায়। রুসিয়াতে অনেক দীর্ঘজীবী লোকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করা যায়। তত্রত্য এক ধর্ম্মসমাজ ১৮২৭ সালের বিবরণে প্রকাশ করিয়াছেন কেবল গ্রীকধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মধ্যেই ৮৪৮ জন শতাধিক বৎসর বাঁচিয়াছে, তন্মধ্যে ৩২ জন ১২৯, ৪ জন ১৩০ হইতে ১৩৫ বৎসরে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। ১৮২৬ সালের গণনানুসারে এক জন ১৬০ বৎসর বাঁচিয়াছিল।

আফিকার তীরবর্ত্তী কৃষ্ণবর্ণ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পায়ু বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা ৪৫ বৎসরে বৃদ্ধ হয়। কিন্তু আফ্রিকার অভ্যন্তর দেশবাসীরা শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। বর্চেল বলেন হটেনটট জাতিরা শতাধিক বৎসর বাঁচে। আমেরিকার পশ্চিম ভারত-দ্বীপস্থ দাসেরা ১৩০ হইতে ১৫০ বৎসর বাঁচে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য।

মনুষ্যের শৈশবাবস্থায় অধিক মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহার কারণ তৎকালের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জীবন ধারণের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে এবং তৎকালের পীড়া ঠিক্ বুঝাইয়া বলিতে পারা যায় না। যত সন্তান জন্মে, তাহার অর্দ্ধেক ২৬ এবং দশ আনা ৫০ বৎসরের পূর্ব্বে মরিয়া যায়। তের আনা ৭০ এবং ১৫ আনা ৮০ বৎসরের পূর্ব্বে মরে। সচরাচর ৯০ বৎসরের মধ্যে অবশিষ্ট এক আনা ফুরাইয়া যায়, এক আধটী গড়াইয়া গড়াইয়া ১০০ বৎসর বা তাহার কিছু অধিক বাঁচে। ৮০ বৎসরের পর জীবন ভোগের বিষয় না হইয়া কর্ম্ম-ভোগের কারণ হয়। তখন ইন্দ্রিয় সকল ক্ষীণ, ধমনী অসাড়, মাংসপেশী ও অন্যান্য কোমল শরীরাংশ কঠিন, মস্তিষ্ক অস্থীভূত হইয়া যায়। তখন স্মরণশক্তি হ্রাস হইয়া ভীমরতি উপস্থিত হয়। তখন জীবন মৃত্যুর ছায়ামাত্র।

এক জন শারীরবিদ্ পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন, বালক বালিকা ১ লক্ষ জন্মিলে এক মাস বয়সে ৯০,৩৯৩ হয় অর্থাৎ দশাংশের একাংশ কমিয়া যায়, দ্বিতীয় মাসে ৮৭৯৩৭, তৃতীয় মাসে ৮৬১৭৫, চতুর্থ মাসে ৮৪৭২০, পঞ্চম মাসে ৮৩৫৭১, ষষ্ঠ মাসে ৮২,৫২৮ এবং এক বৎসরে ৭৭৫২৮ হয়। পঞ্চম বৎসর বয়সের পূর্ব্বে লক্ষ শিশুর ৩৭৫৫২ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া

৬২,৪৪৮ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ২৫ বৎসর বয়সে ৪৯,৯৯৫ অর্থাৎ প্রায় আধ লক্ষ হইয়া যায়। ৫২ বৎসরে তৃতীয়াংশ, ৫৮ বৎসরে চতুর্থাংশ, ৬৭ বৎসরে পঞ্চমাংশ, ৭৬ বৎসরে দশমাংশ, ৮১ বৎসরে বিশাংশ, মাত্র থাকে, ১০০ বৎসরে লক্ষের মধ্যে দশটী জীবিত থাকে!

মনুষ্যের শরীরের বৃদ্ধি যৌবনারম্ভে অর্থাৎ ১৬ বৎসরের পরেই অধিক হইয়া থাকে, ২০ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে শরীরের গঠন একপ্রকার সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের বর্দ্ধন ক্রিয়া চলিতে পারে। ৩৬ বৎসর বয়সে কৃশ স্থূল এবং স্থূল কৃশ হইতে পারে। ৪৩ হইতে ৫০ বৎসরের মধ্যে ক্ষুধা মান্দ্য, মুখশ্রীর বিবর্ণতা, গ্রন্থির শিথিলতা, তেজের হ্রাসতা এবং নিদ্রার হানি হইয়া থাকে। দুই এক বৎসর এইরূপ ভাবে গিয়া পুনঃ নূতন বল-সঞ্চার হইয়া ৬০। ৬১ বৎসর পর্য্যন্ত চলে। তৎপরে পূর্ব্বের ক্ষীণতা ও নিস্তেজভাব অধিক পরিমাণে অনুভূত হয়। বার্দ্ধক্য সেই সময়ে আসিয়া শরীরকে অধিকার করে। জরার আগমনে কেশ পলিত, দন্ত গলিত, মাংস লোলিত হয়, অবশেষে কালরূপী মৃত্যু আসিয়া মনুষ্যের ধূলার শরীরকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়।

মনুষ্যের জীবন আলোচনা করিলে তাহা যে কত অনিত্য, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমাদিগের বয়সের কত লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, আমরা যে বাঁচিয়া আছি ইহাই আশ্চর্য্য এবং ইহার জন্য জীবনদাতা পরমেশ্বরের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা চিরজীবী হইতে ইচ্ছা করিলেও চিরকাল কখন বাঁচিব না, জন্মিয়াছি, মরিবার জন্য—কোন্ মুহূর্ত্তে মৃত্যু আসিয়া আক্রমণ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। অতএব লক্ষ মনুষ্য-সন্তানের মধ্যে ১০ জন যদি ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে, আমি সেই দশজনের একজন হইব, কিরূপে আশা করিতে পারি? এ শরীরকে মৃত্যুর হস্তে অর্পণ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং জীবন থাকিতে থাকিতে ইহজীবনের কার্য্য যত সাধন করিতে পারি, তাহার জন্য সত্বর ও সচেষ্ট হইতে হইবে, নতুবা মৃত্যু আসিয়া সকল আশায় নিরাশ করিবে।

কিন্তু একটী বিষয় বিবেচনা করিবার আছে; মনুষ্যের শরীর কল

যদিও শত বা দুইশত বৎসরের মধ্যে বিকল ভগ্ন হইয়া যাইবে, এই শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছে, তাহা অমর ও চিরজীবী। জ্ঞানে ও ধর্ম্মে এই আত্মাকে যদি আমরা উন্নত করিতে পারি, তাহা হইলে শরীরের বিনাশে দুঃখ কি? আমরা ঈশ্বর কৃপায় অনন্ত জীবনের অধিকারী হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিব।

সরোজ।

(১৯৯ সংখ্যা, ১২৪ পৃষ্ঠার পর।)

জননী, যাঁহার ক্রোড়ে শিশু বর্দ্ধিত, যাঁহার স্তন-দুগ্ধ পান করিয়া শিশুর ক্ষীণ দেহ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, যাঁহার যত্ন, আদর ও স্নেহে লালিত পালিত হইয়া শিশু দিন দিন সৌন্দর্য্যে বর্দ্ধিত হইয়া গৃহের শোভা সম্পাদন করিতেছে এমন জননী বর্ত্তমানে শিশুকে মাতৃহীন বলা ইহার অর্থ কি? পাঠিকা ভগিনি! বিরক্ত হইবেন না। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁহারা সন্তানের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে বিশেষ ব্যস্ত, কিসে তাহারা সুন্দর দেখাইবে কেবল সেই ভাবনা; মনোহর বেশ ভূষায় তাহাদিগকে সজ্জিত করিতে পারিলেই অনেক জননী আপনাদিগকে ভাগ্যবতী মনে করেন। পরিচ্ছন্নতা, সুরুচি প্রশংসনীয় গুণ, কিন্তু অবিনাশী আত্মার উন্নতিসাধন পক্ষে অন্য উপাদান প্রয়োজনীয়। আহা! আমার বাছার একখানি ভাল কাপড় কি গহনা নাই বলিয়া কত জননী কত সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন, কিন্তু সন্তানের আমার এই গুণ গুলি নাই একথা কি মনে করিয়া সেরূপ ব্যস্ততা দেখা যায়? শিশু হৃদয়ের নির্দ্দোষ সজীবতা বৃদ্ধি করিতে কয়জন জননী ব্যস্ত? সেই পবিত্র অবিনশ্বর কুসুম কলিকার পূর্ণ-বিকাশ ও মনোহর শোভা বর্দ্ধিত করিতে কয়জন বা উদ্বিগ্ন?

আদরের বালিকা সরোজা কোন্‌সময় একটী ভালকথা শুনিয়াছিল, তাহার শিশু হৃদয়ে হঠাৎ তাহা উদিত হইয়া তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল, সে শিশুসুলভ আগ্রহে বলিয়া উঠিল " আমার খুব ইচ্ছা হয় আবার সেই ভাল কথা গুলি শুনি। মাসিমা কেমন ভাল কথা বলিতেন, তেমন আর কেহ

বলে না। মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা কিছু বলেন না, বরং ধমকাইয়া থাকেন। বাবার কাছে গেলে বাবা বলেন এখন সময় নাই—কাকে জিজ্ঞাসা করি? আহা! এ জগতে আমার দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী কেহ নাই। মাসী মা মরিয়া গিয়া আমি মাতৃহীনা হইয়াছি।

সরোজের মাসী মা সরোজাকে স্বর্গের কথা বলিয়াছিলেন, স্বর্গের দিকে তাহার আত্মাকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ঘরে ঘরে অনেক সরোজা আছেন যাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয় উচ্চ বিষয় জানিতে ব্যস্ত হয়, সরল ভাবে মাতার নিকট যায়, হয়ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু অনেক সময় সহানুভূতি না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া থাকে। যে সকল কথা জানিলে জীবন গঠিত হয়, শিশু হৃদয়ের স্বভাবগত বিশুদ্ধতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর বর্দ্ধিত হয়, নির্ব্বোধ জননী তৎসম্বন্ধে উদাসীন! মাতা বর্ত্তমানে সন্তান মাতৃহীন কোথায়? যেখানে মাতা সন্তানের আত্মার কুশল চিন্তায় বিরত, তাহার হৃদয় ক্ষেত্রে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিতে অক্ষম, তাহার নীতিশিক্ষায় অমনোযোগী।

নারী-চরিত।

কৃষ্ণকুমারী।

রাজপুতানার পশ্চিম অংশে মিবর নামে একটী প্রদেশ আছে। উদয়পুর নগর এই প্রদেশের রাজধানী। উদয়পুরাধিপতি সুবিখ্যাত রাণাবংশ অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিল। রাজস্থান রঙ্গভূমিতে এই বংশের অনেক বীর-পুরুষ ও বীর-নারী অদ্ভুত কার্য্যের অভিনয় করিয়াছেন। রাজস্থানের ইতিহাসে ইহাঁদিগের চরিত পাঠে অনেক মৃত হৃদয়ে অগ্নিময় উৎসাহের সঞ্চার হয়।

১৭৭৪ খ্রীঃ অঃ রাণা ভীমসিংহ মিবরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ভীম সিংহ আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ইহাঁর মাতা ইহাঁকে রাজকার্য্য শিক্ষা দেন। ভীম সিংহ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় সাহসী ছিলেন না, তাঁহার রাজত্ব সময়ে মিবর রাজ্যের অতিশয় দুর্দ্দশা

উপস্থিত হয়। তাহাঁর ভীরুতা ও তাঁহার রাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া অন্যান্য দেশীয় রাজগণ প্রবল পরাক্রমে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থান করিল। রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। গৃহ বিবাদে ভারতের সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। স্বার্থপর রাজগণ আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষোচিত বীরত্ব ও স্বদেশ-হিতৈষিতা বিস্মৃত হইয়া আপনাদিগের স্বার্থ সাধনে রত হইল। সিন্দিয়া, হোলকার ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী রাজগণ আসিয়া মিবর আক্রমণ করিল। কে না জানে যে গৃহবিবাদেই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল! যদি জয়চাঁদ ও পৃথ্বী রাজের সহিত কলহ না হইত, তাহা হইলে কি মুসলমানগণ "হো আকবর" বলিয়া পশ্চিম তোরণ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল্লী নগরে প্রবেশ করিতে পারিত?

রাণা ভীম সিংহ নানা প্রকারে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা একটী অধিকতর ভয়ানক বিপদ তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাণা ভীম সিংহের একমাত্র কন্যা কৃষ্ণকুমারী। সম্ভবতঃ কৃষ্ণকুমারী ১৭৯০। ৯১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণকুমারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার অমানুষিক সৌন্দর্য্যের কথা ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল। ভারতে তিনি সেই সময়ে সৌন্দর্য্যে অনুপমা ছিলেন, কেবল সৌন্দর্য্য নয়, তাঁহার ন্যায় একটী বীরবালা ও সদ্‌গুণসম্পন্ন মহিলা রাজস্থানে সেই সময়ে ছিল কি না সন্দেহ। এই জন্যই লোকে কৃষ্ণ কুমারীকে "রাজস্থান কুসুম" নাম দিয়াছিল। কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যই তাহার কাল হইল। কৃষ্ণকুমারীর যখন ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময়ে চতুর্দ্দিকের রাজগণ কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণার্থী হইয়া তাঁহার পিতার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কেবল দূত প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, অনেকে সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া উদয়পুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জয়পুরের রাজা কৃষ্ণকুমারীর পাণি ভিক্ষার্থী হইয়া বরসজ্জায় উদয়পুরের নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। এদিকে কৃষ্ণকুমারীর পিতা সাহাপুরের রাজাকে আপন কন্যা দান করিবার সম্মতি-সূচক পত্র লিখিয়াছেন। মাড়ওয়ার-অধিপতি রাজা মান ভীম সিংহের নিকট তাঁহার দুহিতার পাণিগ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন "যে আপনি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাকে কন্যা দান

করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, আমি তাঁহার উত্তরাধিকারী, সুতরাং আপনার কন্যাকে আমার বিবাহ করিবার অধিকার আছে।” কি চমৎকার যুক্তি! চণ্ডাউত নামে একটী জাতি ছিল, ইহাদের অধিপতি আজিত এই সময়ে মাড়ওয়ার অধিপতির পক্ষ সমর্থন করিলেন। গোয়ালিয়র অধিপতি মহারাজ সিন্ধিয়া এই সময়ে ভারতবর্ষে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার ভয়ে অনেক রাজা সশঙ্কিত ছিল। বস্তুতঃ তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় পরাক্রান্ত রাজা আর কেহ ছিল না। যৎকালে জয়পুরাধিপতি বিবাহার্থী হইয়া রাণার রাজধানীর নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন, সিন্ধিয়া তাঁহার নিকট কিছু অর্থ চাহিতেছিলেন; কিন্তু জয়পুরাধিপতি জগৎসিংহ অর্থ প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন। সুতরাং সিন্ধিয়ার সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। সিন্ধিয়া জয়পুরাধিপতিকে নিরাশ করিবার জন্য মাড়ওয়ারের রাজা মানের সহিত মিলিত হইলেন; এবং রাণা ভীম সিংহকে বলিলেন ‘জয়পুরের রাজা আপনার কন্যার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া আপনার রাজ্যে যে দূত প্রেরণ করিয়াছেন, সেই দূতকে আপনি শীঘ্র বিদায় দিন। রাজা মানের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ স্থির করুন।’ রাণা একজন বিখ্যাত রাজার দূতকে অবমানিত করা অন্যায় মনে করিয়া সিন্ধিয়ার কথায় সম্মতি দিলেন না, খল সিন্ধিয়া তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্যসামন্ত লইয়া রাণার রাজধানী আক্রমণ করিলেন। রাণার সৈন্যগণ অধিকক্ষণ সম্মুখ সংগ্রাম করিতে পারিল না, সুতরাং রাণা বাধ্য হইয়া জয়পুরের দূতকে বিদায় দিলেন এবং সিন্ধিয়া যাহা যাহা বলিলেন তাহা করিতে সম্মত হইলেন।

জয়পুরাধিপতি অত্যন্ত অবমানিত ও নিরাশ হইলেন এবং ইহার উপযুক্ত প্রতিহিংসা লইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা মানের রাজ্য আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জয়পুরাধিপতি ১২০০০০ এক লক্ষ বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া রণ-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরেই মাড়ওয়ার সৈন্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মাড়ওয়ারপতি রাজা মান অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে আত্মহত্যা সাধনে উদ্যত হইলেন। এ সময় ভাগ্যক্রমে

তাঁহার কয়েকটী মন্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন এবং তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। জয়পুর সৈন্যগণ রাজধানী লুণ্ঠন করিল। যোধপুরের অভেদ্য দুর্গে মাড়ওয়ার সৈন্যগণ আশ্রয় গ্রহণ করিল, শত্রুগণ আর অধিক অনিষ্ট সাধন করিতে পারিল না। এই স্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, মাড়ওয়ারেরাজ রাজা মান কেবল আপনার অসিবলেই সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন এবং যৎকালে জয়পুররাজ জগৎ সিংহের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল, মাড়ওয়ারবাসী অনেক সম্ভ্রান্ত লোক রাজা মানকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিবার সংকল্প করিয়াছিল। এই অভিপ্রায়ই তাহারা একদল সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টা সফল হইল না। আমির খাঁ নামক এক জন ভয়ানক দুরাত্মা তাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, এই নরাধম রাজা মান প্রদত্ত অর্থের লোভে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আপন পক্ষের বিনাশ সাধন করিয়াছিল। এক দিবস আপন পক্ষীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে এক তাম্বুতে গীত বাদ্য শ্রবণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। সকলেই আমোদে উন্মত্ত, এমন সময়ে আমির খাঁ কোন ছলনা পূর্ব্বক শিবির হইতে বাহির হইল। তৎক্ষণাৎ তাম্বু ভাঙ্গিয়া পড়িল, হতভাগ্য মাড়ওয়ার বাসীগণ জীবন হারাইল। দুরাচার আমির খাঁর ষড়যন্ত্র এইরূপে সিদ্ধ হইল। রাজস্থানের কয়েকটী সুবিখ্যাত বীর আমির খাঁর চক্রে পড়িয়া বিনষ্ট হইলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা একটী মহত্তর জীবন বিনাশ ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। যে কারণে এত যুদ্ধ বিবাদ—রাজ্য ছারখার হইল, রাজধানী লুণ্ঠিত হইল, সেই কারণের অবসান হইল না। কৃষ্ণকুমারীই এই সকল দুর্ঘটনার মূল। তাহার করাভিলাষী রাজাদিগের মধ্যে আর শত্রুতা দুর হইল না। স্বার্থপর কাপুরুষগণ কৃষ্ণকুমারীকে ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে দিবে না, কৃষ্ণকুমারীর পিতা রাণাকেও উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিতে দিবে না। আহা! রাজস্থানের কি পরিবর্ত্তন! যে রাজস্থানবাসী রাজগণ ত্যাগস্বীকার, নিস্বার্থতা ও দেশহিতৈষিতার জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন, দেশের হিতের জন্য মৃত্যুকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াছেন, সেই রাজপুতবংশজ কয়েকটা কাপুরুষ মাংসলোভী সারমেয়ের ন্যায়

একটী স্বদেশীয় রাজাকে জঘন্য স্বার্থ বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিতেছে এবং ভারতের একটী ললনা-ললামকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। রাজস্থান, বীরপ্রসূ রাজস্থান, স্বর্ণময় রাজস্থান, ভারত-গৌরব রাজস্থান! তোমার গর্ভে কি প্রকারে এত কাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিল! তোমার বক্ষে এক সময়ে সতীত্বের ধ্বজা উড়াইয়া পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী, তারা প্রভৃতি বীরবালাগণ ক্রীড়া করিয়াছিল! ভীম পরাক্রমশালী ভীম সিংহ, মহা প্রতাপশালী প্রতাপ প্রভৃতি বীর যে রাজস্থান রঙ্গভূমিতে অদ্ভুত বীরত্বের অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই রাজস্থানে কতকগুলি নরাকার পিশাচ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নিষ্কলঙ্ক রাজস্থানকে কলঙ্ক কালিমায় রঞ্জিত করিতেছে।

কৃষ্ণকুমারীর ভবিষ্যৎ যে ভয়ানক অন্ধকারময় তাহা কে জানিত? এক ষড়যন্ত্র দ্বারা আমির খাঁ রাজা মানের বিপক্ষীয়দিগকে বিনষ্ট করিয়াছিল, অন্য একটী দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য রাণার রাজধানী উদয়পুরে আসিয়া উপনীত হইল। কপট পাঠান ছদ্মবেশ ধারণ করিল। তাহার শান্ত প্রকৃতি, বিনয়, সম্মান ও যশের প্রতি নিঃস্পৃহতা, ধর্ম্মোৎসাহ, এই সকল দেখিয়া সকলে তাহাকে সমাদর করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার অন্তরে যে ভয়ানক গরল রহিয়াছে, অন্তর্যামী ব্যতীত আর কে জানিবে? পাঠান আমির খাঁ রাণা ভীম সিংহের নিকট এই কথা বলিলেন যে কৃষ্ণকুমারীকে রাণা মানের করে সমর্পণ করা উচিত, নতুবা কৃষ্ণকুমারীর প্রাণ বিনাশ দ্বারা রাজ্যের শান্তি রক্ষা করা উচিত। এই কয়েকটী কথা দুরাচার পাঠান অতি শান্ত ও বিনীতভাবে বলিল এবং রাণার হৃৎপ্রত্যয়ের জন্য অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিল। রাণা ভীম ভয়ানক বিপদে পতিত হইলেন। কি করিবেন স্থির করা দুরূহ হইয়া উঠিল। এক দিকে রাজা মানকে কন্যা সম্প্রদান করিলে সম্মানের খর্ব্বতা হয়, অন্য দিকে তাহাকে কন্যা দান না করিলে রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন হয়। অনেক বিবেচনার পর স্থিরীকৃত হইল যে কৃষ্ণকুমারীর বিনাশ সাধনই কর্ত্তব্য, নতুবা শত্রুগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করিবে এবং তাহা হইলে রাজ্য রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিবে। সামান্য রাজ্যের জন্য নিষ্ঠুর পিতা স্বাভাবিক স্নেহ ও দয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার কন্যাকে বলিদান করিবেন স্থির করিলেন।

কার্য্য স্থিরীকৃত হইল, কিন্তু কে সম্পাদন করিবে? এরূপ পাষাণ-হৃদয় কে আছে যে ঐ অলৌকিক কমনীয় সৌন্দর্য্য রাশি দেখিয়া বিমোহিত না হয়? এ স্বর্গীয় রূপ দেখিয়া পাপী আততায়ীরও শরীর কম্পিত হয়, সাধ্য কি আর হস্তোত্তোলন করে? বস্তুতঃ কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। প্রথমতঃ একটী স্ত্রীলোককে এই জঘন্য কার্য্য সম্পাদন করিবার অনুমতি করা হইল; কিন্তু সে অস্বীকৃত হইল। মহারাজা দৌলত সিংহ নামে রাণার একজন কুটম্ব ছিলেন, মিবার রাজ্যের ইনি একজন প্রকৃত হিতৈষী। পূর্ব্বোল্লিখিত স্ত্রীলোকটী প্রস্তাবিত কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলে রাণা দৌলৎকে এই লোমহর্ষণ কার্য্য সম্পাদনের অনুরোধ করিলেন। দৌলৎ রাগে ও ভয়ে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "যে ব্যক্তি এইরূপ ঘৃণাকর কার্য্য করিতে আদেশ করিতে পারে, তাহাকে ধিক্।" অনেক বীর এ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। অবশেষে মহারাজা জওবান দাস নামক এক ব্যক্তিকে এই কার্য্যের জন্য অনুরোধ করা হইল এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা তাঁহাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। অনেক অনুরোধ ও যুক্তি তর্কের পর জওবানদাস স্বীকৃত হইলেন। পাষাণ-হৃদয় জওবান অস্ত্র লইয়া কৃষ্ণকুমারীকে বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যখন সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য রাশির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, জওবানের হৃদয় বিগলিত হইল, ভয়ে শোকে বিহ্বল হইলেন, হস্ত হইতে অস্ত্র পতিত হইল, কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিতে গিয়া হত্যাকারী নিজেই মৃতপ্রায় হইয়া ফিরিয়া আসিল। রাণার দুরভিসন্ধি প্রচারিত হইল, কৃষ্ণকুমারীও এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিলেন। কিন্তু বীরবালা কৃষ্ণকুমারী কিঞ্চিৎমাত্রও বিচলিত হইলেন না। তাঁহার মৃত্যুতে পিতৃ-রাজ্যের উদ্ধার হইবে, রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইবে এই সকল বিষয় শুনিয়া তিনি আপনার জীবন উৎসর্গে কৃতসংকল্প হইলেন। আপনার জীবন দিলে দেশ রক্ষা পায়, রাজপুত বালার পক্ষে এরূপ মৃত্যু সৌভাগ্য ভিন্ন দুঃখের কারণ নহে। এরূপ মৃত্যুকে রাজপুত বীর বালাগণ সহাস্যমুখে আলিঙ্গন করে। এরূপ অদ্ভুত কার্য্য দ্বারা রাজস্থানের ইতিহাসের প্রতি পত্র অনুরঞ্জিত রহিয়াছে। কৃষ্ণকুমারীও স্বদেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন

করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর জননীর হৃদয়-বিদারক রোদন ধ্বনিতে ও রাজপুরবাসিনী মহিলাদিগের বিলাপে রাজধানী একটী ভয়ানক আকার ধারণ করিল। কৃষ্ণকুমারীর জননী রাণার নিকট কৃষ্ণকুমারীর জীবন ভিক্ষা চাহিলেন; কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। কৃষ্ণকুমারী বুঝিতে পারিলেন শুধু কেবল তাঁহারই জন্য তাঁহার পিতা চতুর্দ্দিক্ হইতে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহারই জন্য রাজ্যে এরূপ ভয়ানক অশান্তি,এবং ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার মৃত্যু ব্যতীত আর রাজ্য রক্ষার উপায় নাই। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া কৃষ্ণকুমারী আপন মৃত্যু স্থির করিলেন। এদিকে রাজব্যবস্থায় মৃত্যুর হস্ত হইতে তাঁহার আর রক্ষা নাই, অস্ত্রাঘাত হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন,কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বিষ পাত্র প্রস্তুত হইতেছিল। বিষপাত্র প্রস্তুত হইলে একজন দূত কৃষ্ণকুমারীর নিকট সেই পাত্র লইয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল যে আপনার পিতা ইহা প্রেরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণকুমারী সহাস্য মুখে তাহা পান করিলেন এবং পারলৌকিক সুখ ও শান্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার মাতা এই কথা শ্রবণ করিবা মাত্র উন্মত্তপ্রায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকুমারীর চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দুও পতিত হইল না, তিনি তাঁহার জননীকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "জননি! আপনি কেন এত শোক প্রকাশ করিতেছেন? আমার জীবনের দুঃখের অবসান হইতে চলিল। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। আমি তোমার কন্যা হইয়া মৃত্যুকে কেন ভয় করিব? রাজমহিলারা তাহাদিগের ত্যাগ স্বীকারের জন্যই প্রসিদ্ধ"—এইরূপে অবিচলিত ভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন। যে বিষপান করিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবন বিনাশ করিতে পারিল না। আর একটী বিষ পাত্র প্রদত্ত হইল, তাহাও নিষ্ফল হইল। কিন্তু দুরাচার পাঠান ও তাহার সহচর আজিব তাহাদের দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য ব্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় বার বিষ সেবনেও তাহাদের আশা নিষ্ফল হইল দেখিয়া তৃতীয় পাত্র প্রস্তুত করিল। এই বারে ভয়ানক মারাত্মক বিষ কৃষ্ণকুমারীকে প্রদত্ত হইল। তৃতীয়পাত্র কৃষ্ণকুমারীর হস্তে অর্পিত হইলে তিনি একটু হাসিয়া উহা পান করিলেন।

এই মহা বিষেই তাঁহার জীবন গ্রন্থি ছিন্ন হইল। তিনি নিদ্রাভিভূতা হইলেন, সেই নিদ্রা আর ভগ্ন হইল না। পাপাত্মাদিগের পাপ আশা পূর্ণ হইল। একটী অমূল্য জীবন-কুসুম দুরাশয়দিগের কঠোর করে পেষিত হইল। দুহিতা বিরহ-ব্যথিতা জননী অধিকদিন জীবিত ছিলেন না, শোক তাপে বিহ্বল হইয়া অচিরেই পরলোকে গমন করিলেন, দুহিতার সহিত অনন্তলোকে মিলিত হইলেন।

সহৃদয়া পাঠিকাদিগের সম্মুখে কৃষ্ণকুমারীর একখানি সংক্ষিপ্ত চিত্র স্থাপিত হইল। পাঠিকাগণ দেখিবেন কৃষ্ণকুমারীর সুচরিত্রের কি মনোহারিতা! প্রকৃত দেশহিতৈষিতার নিকট জীবন কি তুচ্ছ পদার্থ! যদি জীবন দিয়া রাজ্যের মঙ্গল হয়, বীরবালা আনন্দের সহিত তাহাতে প্রস্তুত। সেই ভারতবর্ষ এখনও আছে, সেই রাজস্থান এখনও রহিয়াছে। কিন্তু আর সেই রাজস্থান উদ্যানে সেইরূপ মনোহর কুসুম জন্মে না, ভারতের বায়ু আর সেরূপ পরিমল বহন করে না!!

বিষ্ণুপুরের প্রাচীন বিবরণ।

(১৯৯ সংখ্যা, ১০৬ পৃষ্ঠার পর।)

১৮। রাজা জগৎমল্ল—এই রাজা বিষ্ণুপুরীয় ২৭৫ সনে (৯৯০ খৃঃ অব্দে) জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩১৮ শালে (১০৩৩ খৃঃ অব্দে) সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া ৩৩৬ শকে (১০৫১ খৃঃ অব্দে) পরলোক গত হয়েন। বিষ্ণুপুর ইহাঁর রাজধানী ছিল। ইনি গোলন্দ সিংহের দুহিতা চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজত্বের প্রথমাবস্থায় ইনি রাধা বিনোদ ঠাকুরের উপাসনার্থ এবং রাস মণ্ডপের জন্য দুইটি প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। গোপালসিংহ ইহাঁর কামদার ছিলেন। ইহাঁর তিন পুত্র ছিল। কথিত আছে তৎকালে বিষ্ণুপুর ভূমণ্ডলে যাবতীয় রাজ্য অপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল এবং ইহার অনুপম সৌন্দর্য্য ইন্দ্রের অমরাবতীর শোভাকেও পরিহাস করিত। এই সকল অট্টালিকা বিশুদ্ধ শ্বেত মার্ব্বল প্রস্তরে খচিত এবং ইহার

প্রাচীরের অভ্যন্তর প্রদেশে নাট্যশালা, সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ, এবং বেশ-বিন্যাসোপযোগী প্রশস্ত গৃহ সমুদায় বিরাজিত ছিল। এতদ্ব্যতীত হস্তি-শালা, অশ্বশালা, সৈন্যাবাস, শস্ত্রাগার, কোষাগার, রাজভাণ্ডার এবং একটী দেবালয় ছিল। এই রাজা নগরের সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রভূত যশের অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। ইঁহার রাজত্বকালে একদল বিদেশীয় বণিক্ নগরে বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করে।

৩৩। রাজা রাম মল্ল (ক্ষেত্রনাথ মল্ল?) এই রাজা ৫৬৪ সনে (১২৭৭ খৃঃ অব্দে) সিংহাসনারোহণ পূর্ব্বক ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৫৮৭ সনে (১৩০০ খৃঃ অব্দে) লোকান্তর গমন করেন। নন্দলাল সিংহের কন্যা সুকুমারী বাই ইঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে অসংখ্য মুদ্রা ব্যয় করিয়া রাধাকান্ত জিউর (জনৈক বীরের প্রেতাত্মা) নামে একটী দেবালয় উৎসর্গ করা হয়। জগুমন্ধর গুহ ইঁহার কামদার ছিলেন। এই রাজার চারি পুত্র ছিল। এই সময়ে দুর্গসংস্কার, উহার বিশেষ উন্নতি সাধন এবং নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্র আনীত হইয়াছিল। সৈনিকগণের সুশিক্ষা এবং তাহাদিগের সাম্য সম্পাদনার্থ একজন সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন। সৈন্যেরাও রণবিদ্যায় সমধিক পারদর্শিতা লাভ করে; এমন কি তাহাদিগের সমর-কুশলতার সংবাদ ভীষণাকৃতি আদিম নিবাসীগণের অন্তঃ-করণেও ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। ইঁহার রাজত্ব সময়ে কোন বৈদেশিক জাতিই বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিতে সাহসী হয়েন নাই।

৪৮। রাজা বিরহাম্বর—ইনি বিষ্ণুপুরীয় ৮৬৮ শকে জন্মগ্রহণ ও ৮৮১ শকে (১৫৯৬ খৃঃ অব্দে) রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। ইঁহার চারি স্ত্রী এবং দ্বাবিংশতি পুত্র ছিল। ইঁহার রাজত্বকাল ২৬ বৎসর; এই সময়ের মধ্যে তিনটী দেবালয় প্রতিষ্ঠাপিত হয়। ইঁহার রাজত্ব সময়েই দুর্গের শেষ সংস্কার এবং দুর্গপ্রাচীরে কামান সুরক্ষিত হয়। ইনি মুর্শিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার প্রাধান্য বুঝিতে পারিয়া ১,৩৭,০০০ টাকা কর প্রদান পূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ ইঁহার কামদার ছিলেন।

৫৪। রাজা গোপাল সিংহ—এই রাজা বিষ্ণুপুরীয় ৯৭৫ সনে জন্মগ্রহণ

করেন এবং ৩৮ বৎসর রাজত্বের পর ১০৫৫ (১৭০৮ খৃঃ অব্দে) ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইনি তুঙ্গভুমেশ্বর রাজা রঘুনাথ তুঙ্গের দুহিতাকে বিবাহ করেন। ইহাঁর রাজত্বকালে পাঁচটী দেবালয় নির্ম্মিত হয়। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ ভাস্কর পণ্ডিতকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করিয়া বিষ্ণুপুর দুর্গের দক্ষিণ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজাও স্বীয় সৈন্যদল সমভিব্যাহারে তাহাদিগের সম্মুখীন হন, কিন্তু বিজয়শ্রী প্রথমতঃ শত্রুপক্ষেরই অঙ্কশায়িনী হইলেন। অবশেষে লোকের বিশ্বাস, মদনমোহন দেবের অনুগ্রহে মনুষ্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া তোপ সমস্ত উদ্গীরিত হইতে লাগিল; ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি নিহত হইলেন এবং বিষ্ণুপুরের সৈন্যগণ শত্রুপক্ষের সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কেহ কেহ বলেন, রাজা স্বীয় পরাক্রমে বহুতর শত্রু নিপাতিত করেন, কিন্তু সেনাপতি রণে অশক্ত, সুতরাং দ্বিতীয় বার যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া দুর্গে পলায়ন করেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ পুনর্ব্বার দুর্গ আক্রমণ করে, কিন্তু প্রাগুক্তরূপে তোপ কর্ত্তৃক প্রতিহত হয়। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচাঁদ বাহাদুরও বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়া অত্রত্য রাজাকে পরাজিত করেন, কিন্তু অবশেষে ইহাঁর সহিত মিলিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়েন। এই রাজার দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সিংহাসনাধিরোহণ করেন; কনিষ্ঠ কাঁদির জায়গীর প্রাপ্ত হন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

ইতিহাসে এইরূপ অন্যান্য রাজগণের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। কোন রাজা পুষ্করিণী খনন, বিগ্রহ নির্ম্মাণ এবং দেশীয় প্রচলিত প্রথানুসারে দেবার্চ্চনা করিতেন; কোন রাজা বাণিজ্য বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতেন; কেহ বা সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রই সর্ব্বত্র পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতেন; কনিষ্ঠেরা উপযুক্ত বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন। বিষ্ণুপুর রাজবংশ, মুসলমান নবাবদিগের কখনও শত্রু, কখনও মিত্র, কখনও বা করদ হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা তৎকালীন ইংরাজদিগের ন্যায় চিরকাল মুর্শিদাবাদের রাজ দরবারে প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্ব্বক স্বকীয় উপস্থিতি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন। কথিত আছে, কতিপয় রাজা বাণিজ্যের উৎসাহ সংবর্দ্ধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের রাজত্বকালে বৈদেশিকেরা রাজধানীতে

উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। জনৈক রাজা, দুর্গের জীর্ণ সংস্কার এবং দুইটী বিচারপতি নিযুক্ত করেন। এই রাজগণের পঞ্চাশৎ পুরুষ পরে (বিষ্ণুপুরীয় ৯২২ এবং খ্রীষ্টীয় ১৬৩৭ অব্দে) ইহাঁরা মল্ল উপাধি (দেশীয় পূর্ব্বতন শক্তির অন্যতম চিহ্ন) পরিত্যাগ করেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই রাজবংশ পতনোন্মুখ হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণ ইহাঁদিগের সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠন করে। ১৭৭০ সনের দুর্ভিক্ষের করাল কবলে জনসংখ্যা হ্রাস হইয়া যায় এবং ইংরাজগণ এই করদ রাজগণের প্রতি সামান্য জমিদারের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে হীন করিয়া ফেলেন।

প্রাগুক্ত পণ্ডিত এইরূপে তাঁহার বিবরণের উপসংহার করিয়াছেন :— মদনমোহনের বিগ্রহ বিষ্ণুপুর হইতে স্থানান্তরিত হইলে এই রাজ্যের ধ্বংস হইতে আরম্ভ হয়। রাজা স্বকীয় দারিদ্র্য নিবন্ধন কলিকাতার গোকুলচন্দ্র মিত্রের নিকট উক্ত বিগ্রহ বন্ধক রাখেন। কিয়ৎকাল পরে এই হতভাগ্য রাজা অশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক উহাকে মুক্ত করিবার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় মন্ত্রীকে উক্ত বন্দকী বিগ্রহ আনয়নের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরণ করেন। গোকুল, টাকা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু বিগ্রহ প্রত্যর্পণে অস্বীকার করিল। অবশেষে কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়া রাজার পক্ষেই বিচার নিষ্পত্তি হইল। কিন্তু গোকুল, মূল বিগ্রহ না দিয়া তাহার অবিকল প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করাইয়া রাজাকে প্রদান করিল।

বিষ্ণুপুর নগর এবং ইহার প্রধান প্রধান বাটীর নিম্নলিখিত বিবরণ, কর্ণেল গেষ্টারেলের রেবিনিউ সারভে রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত হইল :—

স্থানীয় পরম্পরাগত শ্রুতিবাদ অনুসারে এই রাজ্য খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আদিমল্ল কর্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছিল। কথিত আছে, ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে আদিমল্লের বংশোদ্ভব রাজা বরসিংহ স্বকীয় সৌজন্য, বদান্যতা, সরোবর নির্ম্মাণ, প্রভৃতি সুমহৎ গুণ ও কার্য্যে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ও প্রথিতনামা হইয়াছিলেন। তিনি বহুতর দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে চৈতন সিংহ নামক রাজাও তদ্রূপ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত জঙ্গল মহলের (বাঁকুড়ার পূর্ব্বতন

নাম) দশশালা বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরকালীন বংশধরগণ অপব্যয় করিয়া ধনসম্পত্তি নিঃশেষ করিয়াছিল, এবং অবশেষে রাজস্বের ঋণের জন্য সমস্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইয়া গেল।

কর্ণেল গেষ্টারেল বলেন, একদা বিষ্ণুপুর সাত মাইল দীর্ঘ প্রাচীর, উচ্চ বুরুজ এবং পরিখা পরিবেষ্টিত ছিল। বহিঃস্থ প্রাচীরের অভ্যন্তর প্রদেশে এবং নগরের পশ্চিমাংশে দুর্গ অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ঐ সকল দুর্গের কতিপয় ভগ্নাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুর্গের অভ্যন্তর প্রদেশে রাজভবন স্থাপিত ছিল। রাজ্যের সমৃদ্ধিসময়ে ইহার কীদৃশী অবস্থা ছিল, বর্ণনা করা সুকঠিন। বর্ত্তমান সময়ে রাশি রাশি ইষ্টক প্রাচীন প্রাসাদনিচয়ের ভগ্নাবশেষ চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীন প্রাঙ্গণের প্রাচীরসমূহ এক্ষণে প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া গিয়াছে এবং যে সকল তোরণ দ্বার এক সময়ে অতীব দৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত ছিল, এক্ষণে তাহা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়া গিয়াছে। দুর্গের অভ্যন্তরে এবং বর্ত্তমান নগরীর উত্তর পার্শ্বে প্রাচীন দেবালয় পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান আছে। দুর্গাভ্যন্তরস্থ গৃহগুলি এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় জঙ্গলাবৃত হইয়া রহিয়াছে। গড়ের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের বহির্দ্দেশে কিঞ্চিৎ দক্ষিণস্থটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীতে বিনির্ম্মিত। উহার ভিত্তিদেশ দীর্ঘ প্রস্থে ১০০ এবং উচ্চে প্রায় ৭ ফিট হইবে এবং উহা সমচতুষ্কোণ সুদৃঢ় প্রস্তর খণ্ডে বিনির্ম্মিত। উহার ৯।১০ ফিট উচ্চে তিন শ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খিলান সংযুক্ত স্তম্ভ ঊর্দ্ধদেশে বিরাজমান ছিল। এই সকল স্তম্ভের মধ্যে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ অর্দ্ধ প্রকোষ্ঠ ছিল। এই সকল খিলান এবং স্তম্ভ সমস্তই ইষ্টক নির্ম্মিত। বহিঃস্থ স্তম্ভশ্রেণীর হিন্দুস্থপতি চিত্তানুরূপ শূকর পৃষ্ঠাকৃতি গুম্বজবৎ ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট গুলির পিরামিডের ন্যায় সূক্ষ্ম অগ্রভাগ ছিল। এই সমস্ত দেবালয় একত্র গ্রথিত এবং ইহার সকল গুলিতে একরূপ চূনকাম করা ছিল। এই সকল মন্দিরে প্রবেশের একমাত্র প্রস্তর নির্ম্মিত অপ্রশস্ত দ্বার ছিল। অধিকাংশ দেবালয়ই উৎকৃষ্ট ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহাতে নানাবিধ পশু পক্ষী ও অন্যান্য

অত্যুৎকৃষ্ট প্রতিমূর্ত্তি সকল অঙ্কিত ছিল। ঐ সকল এমন সুসজ্জিত হইয়াছিল, যে তাহা সকলের আদর্শস্থানীয় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে। কতকগুলি সমচতুষ্কোণ দেবালয়ের চতুর্দ্দিকস্থ চূড়ার প্রারম্ভ হইতে যে সকল গুম্বজ উত্থিত হইয়াছে, তাহা এবং ঐ সকল চূড়া একবিধ প্রণালীতে নির্ম্মিত নহে।

দুর্গের দক্ষিণ দ্বার সমীপে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর বিশিষ্ট দ্বারবিরহিত একটী অদ্ভুত গৃহ দৃষ্টিগোচর হয়। এই গৃহের উপরিভাগে ছাদ নাই। প্রবাদ আছে, অপরাধী ব্যক্তিগণকে তথায় নিক্ষেপ করিয়া অনাহারে প্রাণদণ্ড করা হইত। কথিত আছে, উহার নিম্নভাগ লৌহ শলাকাদ্বারা কণ্টকিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই। আজিও দক্ষিণদ্বার সমীপে ভূরি ভূরি শস্যাগারের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। অদ্যাপি দুর্গের অভ্যন্তর প্রদেশে জঙ্গল মধ্যে একটী সুবৃহৎ কামান নিপতিত রহিয়াছে। বাহ্যদৃষ্টে উহা ৬৪টী লৌহচক্রের সংযোগে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয় এবং আজিও ঐ সকল চক্রের একত্র গ্রন্থনের চিহ্ন সমুদয় সুস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। উহা দৈর্ঘ্যে ১২ ফিট ৫॥ ইঞ্চি, উহার নলের মুখাগ্রভাগের ব্যাস ১১॥ ইঞ্চি এবং অবশিষ্ট ভাগের ব্যাস ১১॥ ইঞ্চি পরিমিত। কিংবদন্তী আছে যে, এইটি এবং ঈদৃশ আর একটি কামান, কোন দেবতা বিষ্ণুপুরের জনৈক প্রাচীন রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, অপর কামানটী কোন হ্রদের তলায় অবস্থিত আছে। এইটি যদিও সর্ব্বদাই অনাবৃত থাকে, তথাপি সম্পূর্ণরূপে মরিচা হইতে বিনির্ম্মুক্ত এবং মার্জ্জিত অবস্থায় রহিয়াছে।

এই নগরের সীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থানের মধ্যে ৭টী বাজার, একটি ডাকঘর, একটি বিচারালয়, একটি থানা, এবং একটি গবর্ণমেণ্ট ও কতকগুলি অন্যদীয় বিদ্যালয় আছে। এখানে অসংখ্য মুসলমান মসজিদ বিশেষতঃ অসংখ্য হিন্দু দেবালয় বর্ত্তমান আছে। ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে এক্ষণে এত অধিক সংখ্যক সমৃদ্ধিশালী লোক অবস্থান করিলেও নগরে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ অতি বিরল দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকে বলেন, ভূতপূর্ব্ব রাজগণের অবৈধ অত্যাচারই ইহার প্রধান কারণ, যেহেতু ধন সম্পত্তির চিহ্ন প্রদর্শিত হইলেই তাহার প্রতি ভয়ানক দৌরাত্ম্য হইত। এমত অবস্থায়

ইষ্টক এবং চূন হইতে তৃণ ও পত্র অনেকাংশে নিরাপদ। কিন্তু যদিও উল্লিখিত কারণ বহুদিন অন্তর্হিত হইয়াছে, তথাপি সন্তানগণ আজিও তাহাদিগের পিতৃগণেরই পদানুসরণ করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের আড়ম্বর বিহীন বাসস্থানেই থাকিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল যাইবার সৈনিকদিগের প্রাচীন প্রশস্ত বর্ত্ম বিষ্ণুপুর নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং তথা হইতে উহার অন্য এক শাখা দক্ষিণ দিকে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

আইসলণ্ড দ্বীপের গয়সর।

পৃথিবীতে যত উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তন্মধ্যে আইসলণ্ড দ্বীপের গয়সর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। দেশীয় ভাষায় গয়সর অর্থ বিদারণ। প্রবল তেজে ভূমি বিদারণ করিয়া এই প্রস্রবণ সকল উত্থিত হইয়াছে, এই জন্য ইহারা এইরূপ নামে অভিহিত। আইসলণ্ড দ্বীপে নানা স্থানে বহুসংখ্যক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তন্মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগে উপত্যকা ভূমিতে প্রধান প্রস্রবণ গুলি দৃষ্ট হয়। ইহারা হেকলা নামক আগ্নেয়গিরি হইতে প্রায় ৩৬ মাইল দূরস্থ। এই স্থানে এক ক্রোশের মধ্যে শতাধিক প্রস্রবণ আছে, তাহাদের কতকগুলির জল অনবরত ফুটিতেছে, কিন্তু তাহা হইতে কোন পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হইতেছে না, অন্য গুলি হইতে ফোয়ারার ন্যায় জল উচ্চ হইয়া আকাশে উঠিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, তাহাদিগের নাম মহাগয়সর ও নবগয়সর। তাহাদিগের হইতে যে বাষ্প স্তম্ভ উত্থিত হয়, পথিকগণ তাহা অনেক দূর হইতে দেখিতে পান। হেণ্ডারসন্ সাহেব বলেন পর্ব্বতের পাদদেশ অতিক্রম করিয়াই এত বাষ্প রাশি আকাশ মার্গে উঠিতেছে দেখিলাম, যে তদ্দ্বারা সেই স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণের অস্তিত্ব অনায়াসে অনুমান করিতে পারিলাম।" গয়সরদ্বয় হইতে জল অবিরত উত্থিত হয় না, মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। মহাগয়সর যখন স্থির থাকে, তখন ইহা দেখিতে বৃহৎ গোলাকার মৃত্তিকার স্তূপ স্বরূপ, মৃত্তিকার স্তূপের উপর উঠিলে নিম্নে একটি কুণ্ড দৃষ্ট হয়, তাহার

আইসলণ্ড দ্বীপের গয়সর।

কতক অংশ কাচবৎ স্বচ্ছ উষ্ণ জলে পরিপূর্ণ, তাহাতে বুদ বুদ সকল উত্থিত হইতেছে। এই কুণ্ডের মধ্যস্থলে ৮০ ফিট গভীর এবং ২৪।২৫ ফিট পরিধিবিশিষ্ট একটী গহ্বর বা কূপ। কলুদিগের তৈল ঢালিবার কাঁপার ন্যায় ইহা উপরিভাগে প্রশস্ত, নিম্নে ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুণ্ডটী জলে পরিপূর্ণ থাকিলে তাহার বেড় ১০৫ ফিট এবং গভীরতা ৪ ফিট মাত্র। জল কখন কখন মৃত্তিকাস্তূপ ছাপাইয়া বাহিরে প্রবাহিত হয়, তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ শৈবাল, ঘাস প্রভৃতি প্রস্তর ২. ত আবৃত হয়, কখন কখন আশ্চর্য্যরূপে প্রস্তরীভূত হইয়া যায়। গয়সরের নিদ্রিত অবস্থার দৃশ্য এইরূপ. কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইহা যখন জাগ্রত হয়, তখন আর এক প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করে। কামান শব্দের ন্যায় ভূগর্ভমধ্যে ঘন ঘন ভয়ঙ্কর ধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। তাহাতে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, নিকটস্থ অধিবাসীরা অগ্ন্যুৎপাতভয়ে দূরে পলায়ন করে। তখন কুণ্ডস্থ জল ক্রমশঃ অধিকতর আন্দোলিত হয়, টগ বগ করিয়া ভয়ঙ্কর ভাবে ফুটিতে থাকে এবং ধারার আকারে আকাশ-পথে উত্থিত হয়। প্রথম ধারা সকল সূক্ষ্ম থাকে, ক্রমে তেজস্বী হয় এবং মধ্যস্থল হইতে দৈত্যের আকারে এক বৃহৎ জল স্তম্ভ আকাশের উচ্চদেশ স্পর্শ করিয়া থাকে। ইহা দেখিলে অন্তর যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে পূর্ণ করে, তাহার মধ্য দিয়া জলস্তম্ভ সকল ফেণা উদ্গীরণ করিতে করিতে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয় এই সময়ে উৎক্ষিপ্ত ও নিপতিত জলকণাতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া যে অত্যাশ্চর্য্য মনোহর বর্ণ সকল উৎপাদন করে, তাহা দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নিম্নে উজ্জ্বল নীল, হরিৎ, প্রভৃতি বর্ণ, উর্দ্ধদেশে সুবিমল শুভ্রবর্ণ যেন অপরূপভাবে খেলিতে থাকে এবং উৎকৃষ্ট তুপড়ী বাজীর সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতে থাকে। গয়সরের জলধারা সকল সময় সমান তেজে ও সমান উচ্চ হইয়া উঠে না। ভ্রমণকারী ওলাক সেন ও পবেল সেন ৩৬০ ফিট, ১৭৭২ সালে ভন ট্রয়ল ৯২, ১৭৮৯ সালে সার জন ষ্টানলী ৯৬, ১৮০৪ সালে দিনামার সেনাপতি ওলসেন ২১২, ১৮০৯ সালে হুকার শতাধিক এবং ১৮১০ সালে সার জর্জ মেকেঞ্জী ৯০ ফিট পর্য্যন্ত উঠিতে দেখিয়াছেন।(ক্রমশঃ)

বাণী।

ভবে এসে দুরাশার কুহকে পড়িয়া
বিপত্তি বিষম গিরি লঙ্ঘনে অপার,
ক্লান্ত প্রাণ শ্রান্ত কায়. [illegible] গ্রন্থি সমুদায়,
হৃদয় বিশুষ্ক হায় !- [illegible] আকার !
এইবার মরিলাম, সব শূন্যময়,
'মরিবে না' কে আমায় বলে এ সময় ? ১

ঐ যে আসীনা বাণী, সতী কণ্ঠাসনে ;
আশ্বাসের স্নিগ্ধ নীর কে সিঞ্চিবে আর
নিরাশের চিত্তোদ্যানে ; ইনি বিনা, মর প্রাণে
অমর সুখের আশা কে করে সঞ্চার ?
বল দেবি ! কি কৌশলে মধুর বচন
আলাপি, হরিলে তুমি মম প্রাণ মন ! ২

বসন্তে কানন মাঝে কোকিলার তান,
কুসুমিত লতা বনে মধুর কূজন,
নির্ঝর কমলপরে, কত অলি গান করে,
কত দিন কত স্থানে করেছি শ্রবণ ;
কিন্তু দেখি নৈসর্গিক চারু স্বর যত,
ও মিষ্ট বচন কাছে হ'ল পরাহত। ৩

পারিবে কি কভু নর, কারু বিদ্যাবলে,
ওই কণ্ঠসম যন্ত্র করিতে সৃজন ?
শুনে যার তান লয়, দুঃখে হবে সুখোদয়,
শোকীর হৃদয় ব্যথা হইবে মোচন ?
বামাকণ্ঠে তুমি বাণী বিধাতার বীণা,
মোহন মুরলীসহ তোমার তুলনা। ৪

কিন্তু এই খেদ দেবি !—তব দিব্য ভাব,
সকল রমণী কণ্ঠে প্রকাশ না হয় ·

মৃদু মন্দ সমীরণ, সকলেরি হরে মন;
কিন্তু কুষ্ঠ-রোগি দেহ শব গন্ধময়,
পরশিয়া করে তার স্বভাব আবিল,
বমন কারণ হয় মধুর অনিল। ৫

তুমি বাগী সুরপুর মলয় সমান,
আলাপ সুরভি গুণে হর সর্ব্ব মন;
যে নারী হৃদয় ঘরে, দয়া ক্ষমা না বিহরে,
দ্বেষ রাগে করে যার অন্তর শোষণ,
তার মুখে কি দুর্গতি!—তুমি বিষময়,
ফণিমুখে হয় কবে অমৃত উদয়? ৬

কিন্তু ধন্য দয়াবতী,—কুসুম সমান
যাহার হৃদয় কম, বিনয় প্রতিমা,
সার্থক রসনা তার, ঢালয়ে সুধার ধার,
শুনি জগজন গায় তোমার মহিমা;
কর তবে সতীকণ্ঠে নিত্য প্রেমালাপ,
কর্কশ-ভাষিণী শুনে করুক বিলাপ। ৭

বাজাও বাজাও সতি! বীণা সপ্তস্বরা,
ক্ষরে যাহে পুণ্য সুধা, মোহে দেবচিত,
ভুলুক নারকী পাপ, হোক তার অনুতাপ;
বিষয়ীর বজ্রহৃদি হোক্ বিগলিত,
সরল মধুর বাণী শুনিয়া তোমার,
বিভু প্রেমে মত্ত হোক্ অখিল সংসার॥ ৮

সীতা উদ্ধারে কাট বিড়ালরে সেতু বন্ধন।

রাম পঞ্চবটী বনে বসতি করিতেছেন। কৈকেয়ীর শঠতাজালে তিনি সিংহাসনচ্যুত হইয়া বনবাসী হইয়াছেন। দণ্ডিত অপরাধীর ন্যায় লোকালয়

হইতে তাড়িত হইয়া তাঁহাকে অরণ্য সার করিতে হইয়াছে। পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য তিনি অম্লানবদনে সর্ব্ব ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। যে জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের অপেক্ষাও গরীয়সী, তদুভয়ই তাঁহাকে বহুকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। তথাপি তিনি সুখী। রাজ-প্রাসাদ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বৃক্ষমূল অবলম্বন করিয়াও তিনি মনের সুখে দিনাতিপাত করিতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহার কিসের দুঃখ? সঙ্গে যাঁহার ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ, সঙ্গে যাঁহার ত্রিলোকদুর্লভা জানকী, তাঁহার দুঃখ কিসের? জানকীর সুগভীর প্রণয়-সাগরে তিনি সর্ব্বদুঃখ বিসর্জন করিয়াছেন—জানকীর প্রণয়ে তিনি ভীষণ দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করিয়াও অক্ষুব্ধ-হৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

অচিরে দুর্ভাগ্য রামের কপাল ভাঙ্গিল। তাঁহার জীবনের একমাত্র সুখ জানকী, বিধাতা সে সুখেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন। সোণার হরিণ দেখিয়া সীতা মুগ্ধ হইলেন। রাম লক্ষ্মণ সেই হরিণ ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ইত্যবসরে কপট চোর রাবণ তাঁহার কুটীরে প্রবেশ করিল। রাম প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন তাঁহার কুটীর শূন্য। সীতা কোথায়? তাঁহার সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিনী জানকী কোথায়?—রামের সীতা চুরি গিয়াছে। রাম নিঃসহায়, ভিখারী। নিঃসহায় রামের সহায় হইয়া সীতা উদ্ধার করিবে কে?

কেন, সীতা উদ্ধারের জন্য ভাবনা কি? সূর্য্যবংশের মূর্ত্তিমতী সুকৃতি, ভারতভূমির বহুকাল সঞ্চিত পুণ্য ফল-রূপিণী সীতাদেবী রাবণের হস্তে পড়িয়াছেন—এ কথা শুনিয়া কোন্ বীর-হৃদয় না নাচিয়া উঠিবে? সূর্য্য-কুলবধূ লঙ্কায় আবদ্ধা রহিয়াছেন, এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য কে না অম্লানবদনে জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইবে? হনুমান্, জাম্বমান্, নল, নীল প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের বীরশ্রেষ্ঠগণ সীতা উদ্ধারের জন্য স্বদলে সমাগত হইতে লাগিলেন। কবির প্রতিভাবলে ইঁহারা এক প্রকার অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা এক্ষণে ইঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া, সীতা উদ্ধার সম্বন্ধে এক জীবের অধম জীবের আখ্যায়িকা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বীরগণ ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া অবশেষে সমুদ্র উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে উত্তাল তরঙ্গায়িত দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র অতিক্রম করা আবশ্যক, নচেৎ সমুদয় আয়োজনই বৃথা। বীরগণ দেখিলেন যে যদি সমুদ্র বন্ধন করিতে পারা যায়, তবেই মঙ্গল, নহিলে সীতা উদ্ধার চেষ্টা সকলই বিফল হইবে। সুতরাং রাম ও তাঁহার অনুচরবর্গ অনুক্ষণ এই চিন্তাতেই ব্যস্ত রহিলেন। অচিরে ইহারও উপায়োদ্ভাবন হইল। বিশ্বকর্ম্মা-তনয় নল সেতুবন্ধন দ্বারা অজেয় অলঙ্ঘ্য সমুদ্রকে স্বায়ত্ত করিবার মানস করিলেন, এবং বীরগণ মহোৎসাহে সেতু বন্ধনোপযোগী সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিশ্বকর্ম্মা-তনয়ের বুদ্ধি বলে সমুদ্রে শিলা ভাসিতে লাগিল। বীরগণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সেতু বন্ধনে ব্যাপৃত রহিলেন।

'প্রসিদ্ধনামা মহাতেজা বীরগণ সীতার উদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তবে কি ইহাতে দুর্ব্বলের করণীয় কিছুই নাই? যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা উচিত?' জীবের অধম এক ক্ষুদ্র কাট বিড়াল এই কথা এক দিন মনে মনে ভাবিল। অবশেষে তাহার স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইল যে জানকীর জন্য—আত্ম বিসর্জ্জন জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সত্য সে অতীব দুর্ব্বল প্রাণী, তাহার ক্ষমতা অতি অল্প, তথাপি ঈশ্বর তাহাকে যতুটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন, তদনুযায়ী চেষ্টা কি বলিয়া সে না করিবে? না করিলে সে ধর্ম্মে পতিত হইবে। কাট বিড়াল এইরূপ তর্ক করিয়া আত্মীয় কুটুম্বের সহিত রামের সেতু বন্ধনে সহায়তা করিতে চলিল।

কাট বিড়াল সেতু বন্ধন করিতে চলিল, কিন্তু কি করিলে রামের উপকার করা হয়, ইহা সে শীঘ্র স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। অনেক ক্ষণ পরে সে একটী পন্থা অবলম্বনের মানস করিল। সেতু বন্ধনের জন্য জলের প্রয়োজন। কাটবিড়ালগণ সকলে একত্রিত হইয়া সমুদ্রে অবতরণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইতে লাগিল, এবং তৎপরে সেতুর উপরে গিয়া আপনাদের দেহ ঝাড়িতে লাগিল। কেহ কেহ বা বালুকার উপর শরীর লুণ্ঠিত করিয়া গাত্রস্থ ধূলা সেতুর উপর

ঝাড়িয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হইল। এই কার্য্য তাহারা অবিরত করিতে লাগিল। গুণগ্রাহী রামচন্দ্র অবজ্ঞা না করিয়া তাহাদের সেই যৎসামান্য সহায়তা সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং অবশেষে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

ইহাকেই কাট বিড়ালের সেতু বন্ধন কহে। পাঠিকা! এই গল্পটি আমরা শৈশবাবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত কতবার যে শুনিয়াছি তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু এই সামান্য গল্পের মধ্যে যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট উপদেশ লুক্কায়িত রহিয়াছে বোধ হয় তাহা আমরা অনেকেই চিন্তা করি না। এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া যদি তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারাযায়, তাহাহইলে শত শত নৈতিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে উপকার না হইবে ইহাতে ততোধিক উপকার দর্শিবে। গল্পটী কি উৎকৃষ্ট! কোথায় ক্ষুদ্র হেয় কাট বিড়াল, আর কোথায় বিশাল সমুদ্র ও তাহাতে সেতু বন্ধন। কিন্তু তথাপি কাটবিড়াল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল না। রামচন্দ্রের দুঃখে তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ কাঁদিল, সে তাহার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল। এই সংসার-ক্ষেত্রে সত্য ও ধর্ম্মের উদ্ধার জন্য কত দুষ্কর সেতু বন্ধন আবশ্যক। মহাত্মাগণ এই কার্য্যে ব্রতী হইলেও আমাদেরও কাট বিড়ালের ন্যায় হওয়া উচিত। মনুষ্যের পক্ষে সংসার কর্ত্তব্য কর্ম্মে পরিপূর্ণ। কিন্তু আমরা এমন অলস, স্বার্থপর, ও কঠিনহৃদয় যে আমরা অন্যের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হই না, আমাদের অবশ্যকরণীয় কার্য্যে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহি। আমি দুর্ব্বল, আমি সম্পত্তি-বিহীন, আমি স্থূলবুদ্ধি, আমার দ্বারা সংসারের কি উপকার হইবার সম্ভাবনা,— ইত্যাদি কাল্পনিক আপত্তির দ্বারা আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার চেষ্টা করি। মানিলাম তুমি দুর্ব্বল, তুমি সম্পত্তি-বিহীন, তুমি স্থূলবুদ্ধি। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি নিশ্চেষ্ট থাকিবে কেন? তোমার দ্বারা জগতের কতটুকু উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই; ঈশ্বর তোমাকে যে পরিমাণে ক্ষমতা দিয়াছেন, তুমি তাহার সদ্ব্যবহার করিলে কি না তাহাই দেখ। তাহা যদি না করিয়া থাক, তবে তুমি অবশ্যই ঈশ্বরের নিকট অপরাধী;

এবং সেই অপরাধের যদি মার্জ্জনা চাও, তাহাহইলে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যথাসাধ্য জগতের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হও।

কৌতুক কথা।

আমেরিকার এক জজ কোর্টের এক স্ত্রীলোক বারিষ্টারকে বলেন "সন্তান প্রসব করা আপনাদিগের কার্য্য, আদালতে বারিষ্টারী করিতে কেন আসিয়াছেন?" রমণী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "আপনার ন্যায় সন্তান প্রসব করা অপেক্ষা যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহাই নারীর পক্ষে গৌরবের বিষয়।"

এক বাটীর কর্ত্তা বড় ধার্ম্মিক, লোকের প্রতি দুর্ব্বাক্য বলিতে বা দুর্ব্যবহার করিতে জানেন না। বাটীর দাসী প্রতিদিন দুধ হইতে সর চুরি করিয়া খায়। ইহা জানিতে পারিয়া একদিন দাসী যখন চুরির অভিপ্রায়ে রন্ধন শালায় প্রবেশ করিয়াছে, তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে গমন করিলেন এবং সর চুরি করিতেছে দেখিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কঠোর বাক্য না বলিয়া ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা তাহাকে অনুতাপিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন "দেখ বাছা! আমাকেই যেন তুমি ভয় কর না, কিন্তু উপরে কে একজন আছেন তাহা জান, যিনি সব জানিতে পারেন, যাঁহার নিকট আমি কীটানুকীট।" দাসী অপ্রতিভ না হইয়া বলিল "আজ্ঞে তা জানি তিনি গিন্নি মা।"

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৮ জুলাই হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে খুলিয়াছে। এখন কলিকাতা হইতে রেল গাড়ীতে চড়িয়া একবারে হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশে উপনীত হওয়া যায়।

২। বোম্বাইয়ে সম্প্রতি গুজরাটী বেণিয়া জাতির মধ্যে একটী বিধবা বিবাহ হইয়াছে, তত্রত্য শতাধিক সম্ভ্রান্ত লোক বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। বরের নাম

বোমানজি গোবর্দ্ধন, কন্যার নাম বাই মানকোর।

৩। গত ১লা আগষ্ট বঙ্গমহিলা সমাজের জন্ম দিন উপলক্ষে মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে বিশেষ উৎসব হয়। সভ্যগণ ব্যতীত কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা এবং দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভারম্ভে প্রথমতঃ একটী সঙ্গীত হয়। তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত স্বর্ণপ্রভা বসু সংক্ষেপে একটী প্রার্থনা করিয়া সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। ইউরোপীয় শ্রোতৃগণের বোধসৌকর্য্যার্থ বাবু আনন্দ মোহন বসু তাহার মর্ম্ম ইংরাজিতে প্রকাশ করেন। পরে অন্যতর সম্পাদিকা কুমারী কাদম্বিনী বসু একটী উৎসাহকর প্রস্তাব পাঠ করেন। অতঃপর কয়েকটী বালিকা গ্রন্থোদ্ধৃত কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব মৌখিক আবৃত্তি করেন। মধ্যে মধ্যে ও সর্ব্বশেষে সঙ্গীত হয়। অবশেষে জলযোগ হয় এবং ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি প্রদর্শন হয়। উপস্থিত সকলেই এই উৎসবে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

৪। চট্টগ্রামে একটী বৃহদাকার সর্প ছাগল গিলিতেছিল, এমত সময়ে তাহাকে মারিয়া ফেলা হয়। আলীপুরের পশু শালায় এতবড় সর্প আসে নাই।

৫। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মহাত্মা গ্লাডষ্টোন যেমন উদারচেতা, তাঁহার পত্নীও সেইরূপ। তিনি সাধারণের উপকারার্থ হাওয়ারডন নামক গ্রামে একটী অনাথনিবাস ও একটী কফি হাউস স্থাপন করিয়াছেন।

৬। পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন আমেরিকার লোকে খড় জমাট করিয়া এরূপ কাষ্ঠ ও তক্তা প্রস্তুত করিতেছেন যে তাহা চাঁচিয়া মসৃণ করা যায় ও তাহাতে প্রেক পোতা যায়, তাহা রসে না এবং তাহাতে জল ঢালিলে একপিঠ হইতে অন্যপিঠ ফুঁড়িয়া বাহির হয় না।

৭। বিছা কামড়াইবার কয়েকটী ঔষধ প্রকাশিত হইয়াছে:—(১) কেরোসিন তৈল ক্ষত স্থানের উপর কয়েক মিনিট মালিস করিতে হয়। (২) এক খণ্ড ফটকিরী আগুন তাতে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষত স্থানে ধরিলে অতি শীঘ্র আরাম হয়। (৩) তেঁতুল ও লবণ একত্র বাটিয়া ক্ষত স্থানে মাখিতে হয়। (৪) ক্লোরোফরমও সেবন করিলে উপকার হয়।

৮। গত ১২ই ভাদ্র বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক সভা সিটি কলেজ ভবনে অতীব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে বিক্রমপুরের পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলা ও বালিকাদিগকে অনেকগুলি পারিতোষিক প্রদান করা হইয়াছে। আমরা স্থানাভাবে এবার এ সভার কর্য্যের বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর ৪র্থ বার্ষিক কার্য্য বিবরণ—আমরা অনেক দিন এই বিবরণ পাইয়াও হস্তান্তরিত থাকাতে ইহার সমালোচনা করিতে না পারিয়া দুঃখিত আছি। এই সভার ৩টি উদ্দেশ্য (১) শ্রীহট্টবাসী ছাত্রদিগের আত্মোন্নতি; (২) তাহাদিগের মধ্যে ঐক্যবন্ধন; (৩) সাধ্যানুসারে শ্রীহট্টের হিতসাধন। এই সকল বিষয়ে সভা অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। স্ত্রীশিক্ষা বিধান সভার একটী প্রধান কার্য্য। অন্তঃপুরস্থ মহিলা ও বালিকাদিগের শিক্ষা ৫টী শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া তাহার পরীক্ষা হয়। ১১৮ জন পরীক্ষার্থিনীর ৯১ জন পরীক্ষা দেন, তন্মধ্যে ৭৭ জন প্রথম ও ২০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ৩৫ জন সধবা, ১০ জন বিধবা, ৪৬ জন অবিবাহিত। কলিকাতায় ইঁহাদিগের পুরস্কার বিতরণ কার্য্য বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই সভা হইতে ন্যাসন্যাল ইনষ্টিটিউসন নামে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় শ্রীহট্টে স্থাপিত হইয়া অল্পকাল মধ্যে বিশেষ উন্নতির পরিচয় দিয়াছে। সভা হইতে কয়েকটী যুবক স্থানে স্থানে জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রচারাদিরও সহায়তা করিয়াছেন। সভার বার্ষিক মোট আয় ২৭৭৮৶৹ ও ব্যয় ২০৮৷৶৫ হইয়া ৬৯৷৶১৫ হস্তে স্থিত আছে। শ্রীহট্টের যুবকগণ আপনাদিগের আন্তরিক যত্ন, চেষ্টা ও ত্যাগস্বীকার দ্বারা যে মহৎকার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা দেশহিতৈষী মাত্রেরই অনুরাগভাজন হইয়াছেন।

২। কণ্ঠসঙ্গীত ১ম ভাগ—শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ঘোষাল কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ৶১৹ আনা। বিনা গুরুপদেশে সঙ্গীত শিক্ষা হয় এই উদ্দেশে গ্রন্থকার ইহা প্রচার করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

সুখ স্বপ্ন।

আইল রজনী সঙ্গি-গণ-লয়ে
দেখাতে আপন শোভা,
ফিরে কি নয়ন সে শোভা নেহারি,
ভাবুকের মনো লোভা। ১

কিবা মনোহর রজনী সুন্দর
সুন্দর শশাঙ্ক কোলে,
যেন মরি হায় কৌস্তুভের মণি
ঝলসে মাধব গলে। ২

ঘুমঘোরে ঢলি পড়য়ে সকলে
তোমার মায়ার বশে,
তব যাদু মন্ত্রে হারায়ে চেতন
পড়য়ে তোমার ফাঁসে। ৩

চাপিয়ে রজনী ধরিল যে মোরে
ফেলিলে শয্যার পাশে,
ঘুমে অচেতন, কি দেখিনু হায়
কি সুখ হৃদয় বাসে! ৪

দেখিনু স্বপন অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব
ভাবেতে হইয়ে ভোর,
বিহ্বল হইনু সুখের নেশায়
বাড়য়ে নেশার ঘোর। ৫

সহসা কেনরে উঠিনু চমকি
চারি দিক পানে চাই,
নয়ন ফিরায়ে সুখের স্বপন
নাহিক দেখিতে পাই। ৬

না জানি নিশায় কতইরে সুখ
ভুঞ্জিনু অপার হায়,
নিদ্রায় থাকিয়া সহসা কেনরে
চমক ভাঙ্গিয়া যায়। ৭

হয় যে হৃদয়ে ব্যথার সঞ্চার,
জাগিয়া প্রাণ যে জ্বলে,
মর্ম্মের পীড়নে হইনু অধীর,
ভাসিনু নয়ন জলে। ৮

ভাবিনু আমার হৃদয়ের সুখ
মরি কে কাড়িয়া নিল,
অন্ধকারময় দেখিনু সকল
হায় হায় একি হোলো। ৯

এ বসুধাময় ঘুরিয়ে আবার
পুন কি দেখিব হায়,
স্বপনের ধন, অপূর্ব্ব রতন,
মন যে উদাসী তায়। ১০

এই মত ভাবে হয়ে অচেতন
নাহি কোন সুখ মনে
গেলরে রজনী প্রিয় শশি লয়ে
চাহিনু আকাশ পানে। ১১

দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইল,
হইল অরুণোদয়,
সুখের স্বপন অস্তাচলে গেল,
জগৎ আঁধারময়। ১২

শ্রীমাতঙ্গিনী।

A VISIT TO HATFIELD HOUSE.

(Contributed by an English Lady.)

On a fine Summer afternoon in July, a party of English ladies and Indian and English gentlemen started by train from London on an excursion to Hatfield, which is a small country town about 20 miles from the Metropolis and is reached in about an hour. The journey was a pleasant one, for when the outskirts of London were passed, the country looked extremely pretty, the fields of grass were just beginning to be cut, and the hay to be made; beautiful dog-roses were in bloom in the hedges. The corn also was just turning a little golden and giving good promise for the future harvest. The Railway often crosses a beautiful river which much improves the scene. Indeed it was quite the ideal of an English Country Landscape. The Alexandra Palace was soon passed which is much used for concerts and flower shows, also many fine displays of fire works are given there. The palace contains some nice pictures and statuary and many shops, but it is not so interesting as the Crystal Palace at Sydenham. Then we came to Hornsey with its old church, all covered with ivy. In the church-yard is buried the celebrated English poet Rogers.

Barnet and South mimes being passed the train soon arrived at Hatfield. The party after a short time having all collected and being joined by a few more people, proceeded to an Inn, called the Red Lion, where a nice luncheon was served. After every one had partaken of it, a start was made to see the "Old House." The present house was built in the year 1611 by Sir R. Cecil afterwards Earl of Salisbury, but the gate way and west end of the house, which are still standing, are the remains of a much older one in which Queen Elizabeth when she was Princess resided, or in fact was kept in custody, during the reign of her sister Mary. The trunk of the old oak is to be seen in the park under which Elizabeth was sitting when she heard she was Queen of England in consequence of Mary's death. The house still belongs to the Marquis of Salisbury and he and his family often live there; he is very kind and allows the house to be shewn to visitors when he is not at home. We first enter a marble dining hall with a large table, chairs, and other furniture, and an immense fireplace in which huge logs of wood are used to be burnt. There are some fine portraits on the walls, of Queen Elizabeth and Mary of Scots, taken just before her death and of Mary Queen of England and her husband Philip. This hall is now used when the Marquis gives grand dinner parties to distinguished guests. We now come to the armoury; at one end of the hall, is a grand gilt brazier given to the Marquis by the Sultan of Turkey in 1876. The view from one end to the other of this long but narrow hall is most beautiful and grand.

We now come to the private chapel which is very pretty, and has comfortable seats covered with red velvet. Some of the painted glass windows in it are very old. They are beautifully painted with Scripture subjects. There is some fine oak carving in the chapel, but it is only a small place. We then went up a fine oak stair-case, which had to be ascended with care as it was so very slippery, and entered the bedrooms which are large and spacious and communicate with one another. Most of them are named from the wood work in them, such as the oak dressing room, and bed room, and the Walnut bed room in which the grandmother of the present Marquis was burnt to death in 1835, when quite an old woman, in consequence of the plumes she wore taking fire, and the whole of this wing of the house was burnt down. There is a portrait of her as a beautiful child in this room, and from here a fine view is seen over the long walk in the garden with rows of beautiful trees on both sides. We then passed to the long gallery which is 160 feet long and is very fine, the roof is magnificent being richly gilt, the floor is of oak and beautifully polished. It is sometimes used as a ball room, but when the Marquis and family are at home, it is their morning sitting room. There are interesting pictures on the walls, of the Kings of England.

We were then shown the library, in which there are a great many books some of them very rare; albums and photographs, chess and draught boards were lying on the tables. From the windows of this room, the private garden is to be seen laid out in the old fashioned style of Queen Elizabeth, in little beds of flowers with narrow gravel walks between. At the corners of the garden are four mulberry trees planted by James the first. We next came to the winter dining room with its great fire-place, which is very necessary in this cold climate when the snow is sometimes on the ground for more than a week together. There are many historical pictures in this room of great interest. In a small hall near was shown a wooden cradle in which Queen Anne slept when an infant. It is very roughly made and does not look at all comfortable. A village child would have a better cradle in these days. But we must remember, this was made in the 17th century and everything has much improved since then.

We visited a pretty suite of rooms beautifully furnished and kept in readiness for the Prince and Princess of Wales who sometimes visit the Marquis. Here was the bed room occupied by her Majesty the Queen and the Prince Consort when they visited the house in 1846. The bedstead is covered with a splendid counter-pane, richly embroidered with gold on velvet. In the dressing room are portraits of the Queen and Prince Consort drawn in pencil, taken while they were staying here. We next saw James 1st bed room, the bed on which he used to sleep, the chest of drawers, the old arm chair and other chairs he used to use. We then entered King James' room, or the winter drawing room. This is the best furnished room in the

house and contains a great number of curiosities. Some relics of old times kept in a glass case, such as the first pair of hand knitted stockings worn in England by Queen Elizabeth, a crystal faced watch of the time of James 1st, and Queen Mary's string of diamonds. There were some beautiful Cashmere table-covers and many handsome things from India, China and Japan. We descended to the ground floor by another handsome oak stair-case. Then we went to the yew room, where there is a very curious portrait of Queen Elizabeth in a dress covered with peacock's feathers, eyes and ears, and serpents, emblematic of her various qualities ; meaning that she was as proud as a peacock, cunning as a serpent, and all eyes and ears because she could not be deceived, she is holding a rainbow as a pledge of peace.

Lastly we visited the charming sitting room of Lady Salisbury. It contains beautiful furniture ; among other things a handsome silver box of Indian workmanship given by Lord Lytton as a Christmas present to Lady Salisbury. We then came again into the armoury having made the tour of the house. We went into the Park which is very fine. There are splendid avenues of trees some of them being limes which were just in blossom and gave a lovely scent to the air. We soon left the avenue and turned into a path that led us through the fern and brought us out just opposite the old oak, where Queen Elizabeth was when she heard of her sister's death. There is only the trunk remaining, the tree is quite dead. We then proceeded towards the grove and stood on the sloping bank of a river from which we had a splendid view. This ended the day's excursion. We walked slowly to the station and we were soon in the train which took us all back to London after having had a very pleasant day in the country.—C. T., *July* 1881.

Italy is following the example of England in promoting the higher education of women. Two Italian ladies, the Sigrorine Evangelina Battero and Carolina Magistrelli, have lately obtained University degrees in Physical Science and their theses written for the degrees have been printed. We learn moreover, that, whereas an attempt to form a girls' class for the study of Latin, only three years ago, provoked a storm of sarcastic criticism in the liberal papers of Rome, these late successes achieved by women have been announced by the Italian papers with the same satisfaction that Miss Scott's success in the Mathematical Tripos excited in the English Press.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০২ সংখ্যা। } কার্ত্তিক ১২৮৮—নবেম্বর ১৮৮১। { ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম মাদাগস্কার দ্বীপের রাজ্ঞী তাঁহার রাজ্যে অহিফেনের ব্যবসায় না হইতে পারে, তজ্জন্য নিম্নলিখিত আদেশ ঘোষণা করিয়াছেনঃ—

"মাদাগাস্কার রাজ্যে পোস্তের চাষ নিবারিত হইল; যে কেহ এ নিয়ম ভঙ্গ করিবে, তাহাকে ১০০ ডলার মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে—দিতে না পারিলে প্রত্যেক ।০ আনা বাকীর জন্য একদিন করিয়া শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে।"

আমরা শুনিলাম উক্তরাজ্যে গাঁজা ও মদের বিরুদ্ধেও আইন হইয়াছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কবে দেশের অশেষ অমঙ্গলের কারণ মাদকতা নিবারণে এইরূপ যত্নবান্ হইবেন?

কলিকাতার মেডিকাল কলেজ হাঁসপাতালে স্ত্রীলোক এবং শিশু সন্তান দিগের ক্লেশ হয় বলিয়া গবর্ণমেণ্ট উহার কিছু দক্ষিণ পশ্চিমে একটী অতি বৃহৎ ও সুন্দর চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইহাতে যেরূপ অনেক টাকা ব্যয় হইতেছে, সেইরূপ ইহাদ্বারা যে বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। এই গৃহের পারিপাট্য সাধনের জন্য ৩০ সহস্র

টাকার প্রয়োজন, তাহা সাধারণের নিকট চাঁদা করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। আমরা আশা করি দানশীলা মহিলাগণ এ শুভকার্য্যে সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

মান্দ্রাজে একটী প্রথা আছে বালিকাবিদ্যালয়ে বালকেরা এবং বালকবিদ্যালয়ে বালিকারা অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ১৮৭৮-৭৯ সালে ৫৫৪টী বালক এবং ৮৩৫৯টী বালিকা এইরূপে শিক্ষালাভ করিয়াছে। মান্দ্রাজে বালিকাদিগের স্বতন্ত্র বিদ্যালয় সংখ্যা তত অধিক নহে, মুসলমানদিগের মধ্যে ইহা আরও অল্প। ১৮৭৫ সালে আরকটের রাজকন্যা একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। ইহার নাম হোবার্ট স্কুল। মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড হোবার্টের স্মরণার্থ ইহার এই নাম হইয়াছে। তাঁহার পত্নী ইহার সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগিনী। লেডী হোবার্ট ইহার উন্নতি কল্পে ১০,০০০ টাকা এবং আরকট রাজকন্যা ৭০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য আছে। এ বিদ্যালয়টী তত্রত্য মুসলমান বালিকাদিগেরই জন্য।

গত ২৭এ আগষ্ট মহাসভা পার্লেমেণ্টের অধিবেশন হইয়া আগামী ১২ই নবেম্বর পর্য্যন্ত তাহা বন্দ রহিয়াছে। বন্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ডেশ্বরী যে বক্তৃতা করেন, তাহার সারাংশ এই:—

"বিদেশীয় রাজাদিগের সহিত আমার সদ্ভাব ও আন্তরিক প্রীতি সম্বন্ধ আছে। গ্রীশের সীমা লইয়া তুরুষ্কের সহিত যে বিবাদ হয়, তাহা মিটিয়াছে। টিউনিস ও ট্রিপলির শান্তি সম্বন্ধে ফ্রান্স আশ্বাস দিয়াছেন। কন্দাহার হইতে ইংরাজ সৈন্য সকল প্রত্যানীত হইয়াছে, আমীর ও য়াকুব খাঁর মধ্যে যে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছে, তাহাতে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমার শান্তি ভঙ্গের কারণ নাই। আফগানস্থানের স্বাধীনতা রক্ষা করা যেমন আমার উদ্দেশ্য, তেমনি তথায় শান্তিস্থাপনের অবসর উপস্থিত হইলে আমি তাহার সহায়তা করিব। আয়র্লণ্ডের ভূমি সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে আমার পার্লেমেণ্ট যেরূপ শ্রমস্বীকার করিয়াছেন, ইহাদ্বারা দেশবাসীদিগের সেই পরিমাণে উপকার হইবে। আশা করি আয়র্লণ্ডের অবস্থা এরূপ উন্নত হইবে, যে তথায় বলপ্রয়োগপূর্ব্বক যে আইন জারী করিতে হইতেছে, তাহার আর প্রয়োজন হইবে না।"

গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট আফিস সংক্রান্ত নূতন নিয়ম অবগত হইয়া আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ-হৃদয় হইলামঃ—

ঊর্দ্ধকল্পে ৩১দিন অন্তর যে সকল সাময়িক পত্র বাহির হয় অর্থাৎ প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক পত্র সকল ওজনে ৩ তোলার অধিক না হইলে এক পয়সা, মাসুলে যাইবে, ১০ তোলা পর্য্যন্ত ৴১০ মাসুল যাইবে। বিনিময়ে যে সকল পত্রিকা প্রেরিত হয়, তাহার মাসুল লাগিবে না।

ডাকমাসুল কম হইলে যেমন পত্র প্রেরক ও গ্রাহকদিগের পক্ষে সুবিধা, গবর্ণমেণ্টেরও তাহাতে ক্ষতি না হইয়া বরং লাভ হইয়া থাকে, কারণ এইরূপ ব্যবস্থাদ্বারা অধিকসংখ্যক পত্র ডাকে যায়। ডাক মাসুল কমাইয়া ইংলণ্ডের পোষ্ট আফিসের আশ্চর্য্য শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তথার সংবাদ পত্র যেমন এক একখানি ৪০ হাজার, ৮০ হাজার করিয়া বিলী হয়, ডাকেচিটী পত্রও এত আদান প্রদান হয় যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গত বৎসর গ্রেট ব্রিটেনের পোষ্ট আফিসে ১১৭, ৬৪, ২৩, ৬০০ চিটী এবং ১২ কোটীর অধিক পোষ্টকার্ড ডাকঘর দিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষেও ডাকমাসুল যত কমান হইতেছে, চিটীর সংখ্যা তত অধিক বিলী হইয়া পোষ্ট আফিসের আয় বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে।

কাশীর গঙ্গার উপর একটী সেতু নির্ম্মাণ হইতেছে। গঙ্গা ৩০০০ ফিট প্রশস্ত এবং তাহার তীর বালুকাময়, এজন্য ইহার উপর সেতু নির্ম্মাণ করা কঠিন। সেতুর উপর দিয়া রেলওয়ে যাইবে এবং মনুষ্য ও গাড়ী প্রভৃতি চলিবারও পথ থাকিবে। ইহার নির্ম্মাণের ব্যয় ৪২,৫০,০০০ টাকা অনুমিত হইয়াছে।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট গারফিল্‌ডের মৃত্যুতে সমুদায় সভ্যজগৎ শোকার্ত্ত হইয়াছে। যে ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার দীর্ঘকাল শত্রুভাব ছিল, সেই ইংলণ্ডের রাজপরিবার ইহঁার মৃত্যুতে এক সপ্তাহ কাল শোক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন। মার্কিনদেশীয় এক দুরাত্মা কোন স্বার্থ

সাধনে বিফল মনোরথ হইয়া ইহাঁকে গুলি করে। তাহাতে প্রথমে জীবনাশা ছিল না, পরে চিকিৎসার গুণে কিছু দিন বাঁচিয়াছিলেন এবং এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন আশা হইয়াছিল। কিন্তু গুলির ঘা বৃদ্ধি হইয়া ইহাঁর মৃত্যু সংঘটন করিল। ইনি যেমন বিদ্বান, রাজনীতিজ্ঞ ও কার্যদক্ষ ছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মপরায়ণও ছিলেন। ইহাঁদ্বারা উচ্চতম পদের শোভা হইয়াছিল, অধিক দিন রহিল না, ইহাই নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

ক্রোরীয়ান্ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

সুবিখ্যাত নবদ্বীপের অগ্নিকোণে কামারকুলি নামক ক্ষুদ্র গ্রামে কোন বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে ১১০০ সালে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন; যৎকিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমির উপস্বত্ব হইতে কোনরূপে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। মাতা অতিশয় সাধ্বী ও পতি-পরায়ণা। গোবিন্দ বালক কালে যার পর নাই দুষ্ট ছিলেন, লেখাপড়ায় কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেন না, কেবল নানাবিধ দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইতেন।

একদিন, বাল্য সখাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে কে কি দিয়া ভাত খাইয়াছে, সেই কথা আরম্ভ হইল। সকলের কথা শেষ হইলে একটী বালক কহিল, “আমার মা যেমন লাউ চিঙড়ি রাঁধিয়া ছিলেন, তেমন লাউ চিঙড়ি তোমরা কেহই খাও নাই।” গোবিন্দ এই কথা শুনিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং মাতার নিকট লাউচিঙড়ি খাইবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। হাতে কপর্দ্দক মাত্র না থাকায় জননী বড় বিপদে পড়িলেন। গোবিন্দও “নাছোড়” হইয়া ধরিলেন। এই সময়ে হঠাৎ একজন মৎস্য বিক্রয়িণী তাঁহাদের বাড়ী উপস্থিত হইল। জননী কোন রূপে বালককে লাউ চিঙড়ি ভুলাইতে না পারিয়া কি করেন? ধারে মৎস্য ক্রয় করিলেন। তাহাকে বলিয়া দিলেন “ফিরিয়া যাইবার কালে দাম লইয়া যাইও।” লাউ চিঙড়ির যোগাড় হইল দেখিয়া গোবিন্দ বড়ই

আনন্দিত হইলেন। সঙ্গিগণকে এই সংবাদ দিবার জন্য আবার পাড়ায় বাহির হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭। ৮ বৎসর।

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। জননী পাক প্রস্তুত করিলেন। মেছুনী পাড়ায় পাড়ায় মাচ বেচিয়া পয়সা লইতে উপস্থিত হইল। মা ঠাকুরাণী কহিলেন,—"বাছা, কড়িত জুটাইতে পারি নাই,—কাল দিব,—আজ এস।" মেছুনি বিরক্ত হইয়া বঁকাবকি করিল,—গালি দিল। কেহ কেহ বলেন, মেছুনী রন্ধন করা মৎস্যই ফেরত লইয়া গিয়াছিল। কর্ত্তাটী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বড়ই বিরক্ত হইলেন। পুত্রের জন্য ছোট লোকের গালি খাইতে হইল বলিয়া গোবিন্দের উদ্দেশে গৃহিণীর সমক্ষে বহুতর তিরস্কার করিলেন। ইতিমধ্যে গোবিন্দ বাড়ী আসিয়া জননীর নিকট অন্ন চাহিলেন। জননীও তাঁহাকে খাইতে দিলেন। গোবিন্দ আহার করিতে করিতে কহিলেন "মা, মাছ কই?" জননী রোদন করিতে করিতে মেছুনীর বৃত্তান্ত কহিলেন। কেহ কেহ বলেন কর্ত্তার আদেশে গোবিন্দের পাতের এক পাশে জননী এক মুঠা ছাইও দিয়াছিলেন। গোবিন্দ দেখিলেন, অর্থ না থাকা বড়ই ক্লেশের বিষয়। আহার ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "মা, যদি টাকা রোজগার করিতে পারি, তবে বাড়ী ফিরিয়া আসিব; নহিলে জন্মশোধ বিদায় হইলাম, আমার জন্য ভাবিও না।" এই বলিয়া সেই আট বৎসর বয়স্ক বালক গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

গোবিন্দ কোথা যাইবেন,—কি করিবেন তাহার ঠিকানা ছিল না। ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটা তাল গাছে পাখীর বাসা হইয়াছে। পাখীর ছাঁ পাড়িবার জন্য গাছে উঠিয়া যেমন বাসায় হাত দিবেন, অমনি তাহা হইতে একটা সর্প বাহির হইয়া তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। এমন অবস্থায় ভয়ে অভিভূত হইয়া গাছ হইতে পড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। কিন্তু গোবিন্দ পড়িয়া না গিয়া সাপের গলা টিপিয়া ধরিলেন। সাপও লাঙ্গুল দ্বারা তাঁহার হস্ত জড়াইয়া ধরিল। গলা ছাড়িয়া দিলে সর্পে দংশন করে, এই জন্য লাঙ্গুলের এক এক পেঁচ যেমন খুলিতে লাগিলেন, তেমনি তালের খাঁজে কাটিয়া ফেলিয়া দিতে

লাগিলেন। তলা হইতে এক সন্ন্যাসী এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহাকে গাছ হইতে নামিতে কহিলেন। গোবিন্দ সাপকে খণ্ড খণ্ড রূপে কাটিয়া তলায় ফেলিয়া দিয়া বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলেন। সন্ন্যাসী গোবিন্দকে কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমার ভাল হইবে।" গোবিন্দ কহিলেন,—"যদি আপনি আমাকে পাখীর ছাঁ দিতে পারেন, তবে আমি আপনার সঙ্গে যাই।" সন্ন্যাসী পক্ষিশাবকের লোভ দেখাইয়া গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিছু দিন পরে সন্ন্যাসী ঠাকুর গোবিন্দকে মন্ত্র দিয়া কহিলেন, "তুমি যদি রীতিমত এই মন্ত্র যপ করিতে পার, তাহাহইলে অতিশয় বড় লোক হইবে; কিন্তু অস্ত্রাঘাতে তোমার মৃত্যু হইবে।" কথিত আছে, এই সন্ন্যাসীর সহিত গোবিন্দ দিল্লী গমন করেন।

গোবিন্দ দিল্লী গিয়া পরম যত্নে অল্প দিনের মধ্যে আরবী ও পারসী ভাষায় উত্তমরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক দিন বাল্য স্বভাবের বশীভূত হইয়া আরবীয় সুললিত কবিতা গান করিতে করিতে দিল্লীর নগর পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাহা সম্রাটের বার বাঁইয়ার কর্ণগোচর হইলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া গোবিন্দকে নিকটে আহ্বান করিলেন। দেওয়ান আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া গোবিন্দকে বড় ভাল বাসিলেন। আপনার আশ্রয়ে রাখিয়া নানাপ্রকারে তাঁহার উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ এইস্থানে থাকিয়া অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত নানা বিদ্যা ও বিবিধ বিষয় কার্য্য শিক্ষা করিলেন। দেওয়ানের অনুগ্রহে ক্রমে কাজ কর্ম্মও পাইলেন। এখানেই তাঁহার যাবতীয় ভবিষ্যৎ উন্নতির সূত্রপাত হইল। অনেকে সহায় নাই বলিয়া আক্ষেপ করেন। কিন্তু প্রায়ই কেহ কাহার অকারণ সহায় হন নাই। দেওয়ানজী সহায় হইয়াছিলেন বলিয়াই যে, গোবিন্দের তাদৃশী উন্নতি হইয়াছিল, তাহা নহে। গোবিন্দের গুণ ও ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, দেওয়ানজী তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। গোবিন্দের বিষয় ক্রমশঃ দেওয়ানজীর দ্বারা সম্রাটের গোচর হইল। তৎকালীন সম্রাট গোবিন্দকে দেখিতে চাহিলেন। দেওয়ানজী গোবিন্দের রাজ-দরবারে গমনোপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন, গোবিন্দ সম্রাট সাক্ষাতে গমন করিলে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও কার্য্যক্ষমতা দর্শনে তাঁহার

প্রতি সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ হইল। গোবিন্দের সমক্ষে "বাঙ্গালা,—বিহার,—উড়িষ্যা" এই তিনটী শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পদ সঞ্চালনে নিকটস্থ তিনটী তাকিয়ে স্থান ভ্রষ্ট করিয়া গোবিন্দকে বিদায় দিলেন। গোবিন্দ ইহার অর্থ কিছু বুঝিতে না পারিয়া দেওয়ানজীর নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

গোবিন্দের "তিন তাকিয়ে ইলাম" হইয়াছে শুনিয়া দেওয়ানজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পূর্ব্বতন সম্রাটগণের সিংহাসনের নিকটেই কতকগুলি তাকিয়ে থাকিত এবং ঐ সকল তাকিয়ে এক এক সুবার নামে অভিহিত হইত। সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া কাহাকে পুরস্কার দিবার ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্তরূপে তাকিয়ে সঞ্চালন করিতেন। তাকিয়ে সঞ্চালনের নাম, "তাকিয়ে ইলাম।" তাকিয়ে ইলামের অর্থ এই যে, যাহার উদ্দেশে কোন সুবার নাম করিয়া যে তাকিয়া সঞ্চালিত হইত, তাহার সেই সুবার কোন উচ্চ পদ পাইবার অধিকার জন্মিত। "তিন তাকিয়ে ইলাম" হওয়ায় গোবিন্দ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার ক্রোরীয়ান্ (১) হইলেন। ক্রোরীয়ান্, নামে বাঙ্গালার সুবাদারের অধীন ছিলেন, কিন্তু তিনি একরূপ স্বাধীন ভাবেই কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বস্থলীতে আসিয়া আপনার প্রধান কার্য্যস্থান নির্ণয় করিলেন। গঙ্গা গর্ভসাৎ হওয়ায় কামার-কুলির বাটী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বস্থলীতেই বাস বাটী নির্ম্মাণ করেন। এই বাটীর পূর্ব্ব দিক্ ব্যতীত অপর তিন দিকে গড় কাটিয়াছিলেন, পূর্ব্ব দিকে স্বয়ং ভাগীরথী গড়ের কার্য্য করিতেন। বাসবাটী ব্যতীত গঙ্গাতীরে অট্টালিকাময় ঠাকুর বাটী ছিল। ঠাকুর বাটীতে এক শত আটটী শিবমন্দির ছিল। তদ্ব্যতীত রাধাকান্ত, রাধাবল্লভ, কৃষ্ণদেব ও মদনগোপাল এই চারিটী দেব বিগ্রহ ছিলেন। গোবিন্দ দিল্লী হইতে দেশে আসিবার সময় তৎকালীন জয়পুর-পতির নিকট প্রথম, বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। দেবালয়ের সহিত সংযুক্ত অতিথিশালা ছিল। গোবিন্দ, দেব সেবা ও অতিথি সেবা মহা সমারোহে

(১) রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রধান কর্ম্মচারী। রাজস্ব নির্ণয়, আদায়, তৎসংক্রান্ত মোকর্দ্দমা করা তাঁহার কার্য্য।

সম্পন্ন করিতেন। এ সকল ছাড়া, অন্যান্য সৎ বিষয়েও অজস্র দান করিতেন। পাঠিকাগণ, দেখ! গোবিন্দ কিরূপে আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বহইতেই বঙ্গদেশ দ্বাদশটী ক্ষুদ্র রাজ্যে (২) বিভক্ত ছিল। এক এক জন রাজা ঐ সকল রাজ্য শাসন করিতেন। ঐ বার জন রাজার বারটী বাসা বাটী ছিল। রাজগণের কর্ম্মচারীরা স্ব স্ব প্রভুর রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যাদি নির্ব্বাহ জন্য ঐ সকল বাটীতে বাস করিতেন। ক্রোরীয়ানগণের সহিত সাক্ষাৎ মানসে কখন কখন স্বয়ং রাজারাও পূর্ব্বস্থলীতে আসিয়া প্রয়োজন মতে ঐ সকল বাটীতে অবস্থিতি করিতেন।

বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, ও বৈদিক এই তিনটী শ্রেণী আছে। ইঁহাদিগের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য কিছুই নাই বলিলেই হয়; তথাপি এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বিশেষরূপে আহার ব্যবহার কি বিবাহাদি প্রথা প্রচলিত নাই। অথচ ইহাদিগের মধ্যে এক শ্রেণী আর আর এক শ্রেণীর অন্ন গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের জাতিপাত হয় না এবং রাঢ়ীয় ও বৈদিকের মধ্যে গুরু শিষ্যের প্রথাও প্রচলিত আছে। এমন স্থলে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি প্রথা প্রচলিত না থাকা অন্যায়। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে পারিলে ব্রাহ্মণজাতির বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে। এই বিবেচনায় গোবিন্দ স্বয়ং তিন শ্রেণীর কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার এই তিন পত্নীর গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার বৈদিকী পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ব্যতীত আর কোন সন্তানই জীবিত ছিল না। ঐ পত্নীর গর্ভে তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মিয়া ছিল; জ্যেষ্ঠের নাম রূপরাম, কনিষ্ঠের নাম মুকুট রাম। বোধ হয়, কর্ম্মসূত্রে, রাজসংসার হইতে 'রায়' উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার বংশীয়েরা রায় বলিয়াই

(২) বর্দ্ধমান, যশোহর, পাটলি, কৃষ্ণনগর, সাতসইকে, সমুদ্রগড়, আশাস কিতব, মক্ষপুর ইত্যাদি।

খ্যাত হইয়াছিলেন। এই কার্য্য দ্বারা গোবিন্দের বিশেষ মহত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

কথিত আছে গোবিন্দ কোন ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে আহ্নিক পূজাদি করিতেন। একদা সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি আহ্নিক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন না। পরে পরিবারেরা দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া দেখে, তিনি ছিন্নমস্তক হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ছিন্নমস্তার মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, এই জন্য তাঁহার ঐরূপে মৃত্যু হইয়াছিল। অপরে কহেন, মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে এক জন মুসলমান নবাবের সহিত তাঁহার মনোবাদ হয়, সেই নবাব কর্ত্তৃকই তাঁহার ঐরূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছিল। যে রূপেই হউক, তাঁহার শৈশব গুরু সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছিল। সুজাউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইবার কিছু পূর্ব্বে এই ঘটনা হয়।

পূর্ব্বস্থলীতে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ভদ্রাসন মহা সমৃদ্ধির সহিত নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাসবাটী, দেবায়তন, কাছারী বাড়ী, নহবৎখানা, হাওয়া-খানা, ইত্যাদি নানাবিধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা সকল প্রস্তুত হইয়াছিল। এই সমস্ত অট্টালিকাই, এক অত্যুচ্চ দুরারোহ প্রাকারে বেষ্টিত ছিল। তাহাকে "চৌদানী" কহিত। পাঠান জাতীয় সৈনিকেরা বাটীর দক্ষিণদিকস্থ তোরণ দ্বার রক্ষা করিত। উত্তরে বাগদী জাতীয় তীরন্দাজ ও তলোয়ার-বাজ চোয়াড়েরা খড়কী দ্বার রক্ষা করিত। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে অন্যান্য কর্ম্মকর ও কায়স্থাদি জাতির বাসাবাটী সকল অবস্থিত ছিল। কালক্রমে ঐ সকল জাতি তত্তৎ স্থানের অধিবাসী হইয়া গিয়াছে। অদ্যাপি পূর্ব্ব-স্থলীতে ঐ সকল অধিবাসীর অবশেষ বর্ত্তমান আছে।

গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপরামের গোপাল রায়, চাঁদরায়, বেণীরায় এবং কেশব রায় নামে চারিটী পুত্র হয়। ঐ বেণী রায়ের বংশে সূর্য্যকুমার রায় নামক একটী স্ত্রীপুত্র বিহীন পুরুষ ১২৮০ সাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার দ্বারাই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর জীবন চরিত সঙ্কলিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকা সকলের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পূর্ব্বস্থলীর গঙ্গাতীরে

দৃষ্ট হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, গোবিন্দের তাদৃশী উন্নতি, তাঁহার জনক জননী দেখিতে পান নাই।

পাঠিকাগণ, দেখ! গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর জীবন-চরিত কেমন অপূর্ব্ব! অধ্যবসায়, সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আত্মাবলম্বন এই কয়টী গুণ থাকিলে মানুষের কতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা দেখ।

চাঁদবিবি।

(২০১ সংখ্যা পৃষ্ঠার পর।)

মোগল সৈন্যদিগের প্রতিগমনের অল্পকাল পরেই পুনর্বায় কলহ আরম্ভ হইল। সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মহম্মদ খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে চাঁদবিবি আহম্মদ নগরের প্রধান সচীবের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই দুর্নীত ব্যক্তির স্বার্থপরতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা দ্বারাই আহম্মদ নগর রাজ্যের বিনাশ সাধিত হইল। এই ব্যক্তি গোপনে গোপনে চাঁদবিবির বিরুদ্ধে নানা প্রকার চক্রান্ত করিতে লাগিল এবং স্বদেশ-দ্বেষী জঘন্য অভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য সম্রাট-কুমার মুরাদের শরণাপন্ন হইল। এই সময়ে বেরার দেশের সীমা লইয়া দাক্ষিণাত্যবাসী রাজাদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল। সম্রাট-পুত্র মুরাদও এই সমরে লিপ্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি মহম্মদ খাঁর প্রার্থনানুসারে আহম্মদ নগরে গমন করিতে পারিলেন না। এক শত্রুকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া বিজয়পুর, আহম্মদ নগর ও গোলকণ্ডার রাজা একতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং মোগল সৈন্যদিগকে নর্ম্মদা নদী পার করিয়া দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইলেন। গোদাবরী নদী তীরে সৌনপত্ত নামক স্থানে মোগলদিগের সঙ্গে একটী যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় পরাজয় হয় না; অথচ উভয় পক্ষই বলিল যে অপর পক্ষ পরাজিত হইয়াছে। আত্ম-কলহ প্রযুক্ত এই সময়ে মোগল সৈন্যদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, অবশেষে আকবর সাহ স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তিনি আপন

পুত্র দানিয়াল ও জনৈক কর্ম্মচারীর অধীনে আহম্মদ নগর আক্রমণের জন্য সৈনা প্রেরণ করিলেন। তৎকালে গৃহবিচ্ছেদ দ্বারা আহম্মদ নগর রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। মহম্মদ খাঁর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া প্রধান প্রধান সেনাপতিগণও স্বদেশের বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করিতেছিল। রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান লোক বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। সকলেই স্বার্থপরতায় অন্ধ ; দেশের হিতাহিতের প্রতি কাহার দৃক্‌পাত নাই, কি রূপে আপন দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে এই প্রশ্ন লইয়াই সকলে ব্যস্ত। এই গৃহ বিচ্ছেদেই আহম্মদ নগর শত্রু-করগত হইল। মোগলদিগের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিবা মাত্র আহম্মদ নগরের প্রধান প্রধান সেনাপতি সসৈন্যে রণক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইল। এরূপ ভয়ানক বিপদ দেখিয়া চাঁদবিবি মোগলদিগের সহিত সন্ধি প্রস্তাব করিলেন। এই সময়ে তাঁহার স্বদেশীয় স্বার্থপর ও বিশ্বাসঘাতক শত্রুগণ একটী ভয়ানক নিষ্ঠুরতার কার্য্য সম্পন্ন করিল। কতকগুলি সৈনিক চাঁদবিবির শত্রুদিগের কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল ও ঘাতকের ন্যায় তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। পামরগণ আপনাদিগের পদে আপনারাই কুঠারাঘাত করিল ; স্বদেশের স্বাধীনতা হারাইল ও দেশের একটী অমূল্য রত্নকে পদতলে নিষ্পেষিত করিল। বিশ্বাসঘাতকদিগের পাপাচারের ফল শীঘ্রই ফলিল ; মোগল সৈন্য উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া অধিকতর উৎসাহ ও পরাক্রমের সহিত আহম্মদ নগর আক্রমণ করিল, রাজ্য সম্পূর্ণ রূপে মোগল সিংহের পদানত হইল। বালক রাজা বন্দী-দশায় গোয়ালিয়রের দুর্গে প্রেরিত হইলেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আহম্মদ নগরের সৌভাগ্য-শশী চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। আমরা চাঁদবিবির সংক্ষেপ জীবনী শেষ করিলাম।

চাঁদবিবি একটী রমণী রত্ন। ভারতে যে সকল বীরাঙ্গনা স্বদেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যাঁহারা দেশ-হিতৈষিণীর অদ্ভুত জীবন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, চাঁদবিবি যে সে সকল বীর-বালার মধ্যে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এ বিষয়ে কে সন্দেহ করিবেন ?

ইহাঁর অসাধারণ বীরত্বের বিষয় পাঠ করিয়া কে না মোহিত হয় ? মোগল সম্রাট্ কত পরাক্রান্ত সাহসী নরপতিকে সহজে পদানত করিয়াছেন,

কিন্তু যে রমণীশ্রেষ্ঠ সেই মোগল-রাজকে পরাভূত করিয়াছেন, তাঁহার বীরত্ব, সাহস, তেজ ও শক্তি কি অদ্ভুত নহে? ভারত-রমণী স্বহস্তে তরবারি গ্রহণ করিয়া অমিততেজে সমরক্ষেত্রে আসিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, আপন সেনাদিগকে চালাইতেছেন, ইহা কি সামান্য বীরত্বের কার্য্য? চাঁদবিবির কর্ত্তব্য-পরায়ণতা অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার হস্তে আহম্মদনগরের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার ভার অর্পিত হইয়াছিল; এই কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সাধন করিবার জন্য কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, এবং এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি নিঃস্বার্থভাবে রাজ্যের হিতসাধনে যত্নবতী ছিলেন। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা না থাকিলে একজন পরাক্রান্ত সম্রাটের সহিত শক্রতা সত্বেও এরূপ রাজ্যশাসন করিতে পারিতেন না। দুঃখের বিষয় যে চাঁদবিবির জীবনী লিখিয়া আমাদের তৃপ্তি হইল না। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ইতিহাসেও চাঁদবিবির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে। এমন কি, আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও চাঁদবিবির জন্মকাল স্থির করিতে পারিলাম না।

স্বপ্নে তাহাকে দেখিয়াছিলাম।

একদিন স্বপ্নে তাহাকে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু ঘুমের ঘোরে কি দেখিলাম তাহা ভাল করিয়া তখন বুঝিতে পারিলাম না। সে মানুষী না দেবতা? মানুষী ত কখনই নয়। তাহার মুখপদ্মে যে গাম্ভীর্য্য, যে সহিষ্ণুতা, যে বিশ্বব্যাপিনী ভালবাসা শোভিতেছিল, মানুষীর পক্ষে তাহা কি কখন সম্ভব? তবে কি সে দেবতা? তাহাও ত নয়। আহা! তাহার মুখ খানি যে ম্লান, চক্ষু দুটি যে ছল্ ছল্ করিতেছিল। সুরলোকে যে সকল কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, তাহাদের মধ্যে ত শোককীট কখন প্রবেশ করে না। তবে সে দেবতাও নয়, মানুষীও নয়। কি তবে? আমি তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না। ঘুমের ঘোরে আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম। আর, আমি ভাল

করিয়াও তাহাকে দেখি নাই। একবার শুধু থর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, অমনি তাহার চক্ষু দুটি আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিল। সেই অবধি তাহার মুখের দিকে চাহিতে আমার লজ্জা করিতে লাগিল। তবে কেমন করিয়া বলিব সে কি?

সে কি সন্ন্যাসিনী? কৈ, তাওত নয়। তাহার মস্তকে জটাভার নাই, তাহার অঙ্গে ছাই ভস্ম নাই, তাহার পরিধানে গৈরিক রাগও নাই। গৃহস্থের বাটীতে গৃহলক্ষ্মী, গৃহস্থের সুখে তাহার সুখ, গৃহস্থের দুঃখে তাহার দুঃখ। কঠোর-হৃদয় সন্ন্যাসীর সহিত তাহার কোন সহানুভূতিই নাই। জগতের দুঃখে সন্ন্যাসীর হৃদয় কবে কাঁদিয়াছে? জগতের সুখের জন্য সন্ন্যাসীর হৃদয় কবে ব্যাকুল হইয়াছে? কিন্তু আমি যাহার কথা বলিতেছি সে যে সংসারের দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধি চিন্তাতে দিবানিশি নিমগ্ন।—সন্ন্যাসিনী সে কথনই নয়।

তবে কি সে সংসারিণী?—না, তাও আমি বলিতে পারি না। এই বিপুল সংসারের চারি দিকে একবার চাহিয়া দেখ। সকলেই স্ব স্ব চিন্তায় ব্যস্ত। স্বার্থপরতা এই জগতের বীজমন্ত্র। এক জন মানুষ আমাকে দেখাইয়া দাও, যে প্রকৃতপক্ষে সংসারী অথচ স্বার্থশূন্য? কিন্তু আমি যাহার কথা বলিতেছি, তাহার অন্তরে স্বার্থচিন্তা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় না। তবে তাহাকে সংসারিণী বলিব কেমন করিয়া? সংসার সুখে তাহার কোন অভিলাষই নাই। তাহার সোণার অঙ্গে অলঙ্কারের লেশ-মাত্র নাই; অথচ তাহার যে অলঙ্কার, তাহা আর কাহার অঙ্গে দেখিতে পাইবে না। সে অলঙ্কার স্বর্গীয় পবিত্রতা। তাহার প্রতি লোমকূপ হইতে সেই পবিত্রতার সুস্নিগ্ধ জ্যোতি বিনির্গত হইতেছে, কিন্তু সংসার-চিন্তায় যাহাদের অন্তশ্চক্ষু একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহারা সে জ্যোতি কোন কালেও দেখিতে পায় না।

সে সন্ন্যাসিনী নহে; সংসারিণীও নহে। তবে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি? ওকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। আমি নীচাশয় স্বার্থপর ক্ষুদ্র মনুষ্য। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কথনই সম্ভব নহে। তবে আমি সেই স্বপ্নে তাহার সম্বন্ধে যৎ কিঞ্চিৎ যাহা দেখিয়াছি, ক্রমশঃ বলিতেছি।

আমার বোধ হইল রাত্রি অনেক হইয়াছে তৃতীয় প্রহরের কম নয়। চারিদিক নিস্তব্ধ ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কেবল একটী ঘরের ভিতরে একটী ক্ষীণপ্রভ আলোক জ্বলিতেছে। সেই ঘরের একপার্শ্বে একটী শয্যায় রহিয়াছে। তাহাতে অস্থিচর্ম্মাবশেষ এক হতভাগা বিছানার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, এবং তাহার পার্শ্বে সেই প্রসন্নমূর্ত্তি নিদ্রা ও বিশ্রাম ভুলিয়া গিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেছে। আহা! মুখখানি কি গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ; চক্ষুদুটী কি স্থির! আর সেই বিস্ফারিত চক্ষুদুটী কি স্নেহের সহিত রোগীর মুখের উপরে চাহিয়া রহিয়াছে। মানুষের হৃদয়ে কি এত ভালবাসা ধরিতে পারে? মানুষের হৃদয় কি পরের দুঃখে এত কাতর হয়? সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ নিশীথে সেই মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া আমার বোধ হইল যেন কোন দেবতা মনুষ্যের দুঃখে কাতর হইয়া মর্ত্ত্যালোকে আসিয়াছেন। নহিলে সেই স্নেহ, সেই পরদুঃখ-কাতরতা, সেই সহিষ্ণুতা পৃথিবীতে কেমন করিয়া আসিবে?

ব্যাধির যন্ত্রণায় সেই হতভাগা ব্যক্তি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে। যে কারুণ্য প্রতিমা তাহার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে সে শত্রুজ্ঞান করিয়া গালিবর্ষণ করিতেছে। কিন্তু তাহাতে সেই হিতকারিণীর হৃদয় অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহার চক্ষুদুটী অধিকতর করুণ ভাব ধারণ করিতেছে। গালিবর্ষণ করিয়াও সে ক্ষান্ত নহে। হতভাগা অবশেষে তাহার দুর্ব্বল হস্ত তুলিয়া তাহার প্রিয়কারিণীকে সজোরে আঘাত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার অঙ্গে না লাগিয়া তাহা সজোরে শয্যার কাষ্ঠে গিয়া লাগিল। অমনি সেই মৃতপ্রায় হতভাগা মুখবিকৃতি করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। আর সেই কারুণ্যময়ী—আহা তাহার মুখ খানিতে কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব দেখা দিল! সেই অস্থিচর্ম্মাবশেষ হাতখানি সে ব্যাকুল হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিল, তাহার বক্ষদেশ মুহুর্মুহু স্ফীত হইতে লাগিল, ও তাহার নয়নদ্বয় হইতে অনবরত বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

সেই স্বর্গীয় ভালবাসা, সেই পরদুঃখ-কাতরতা দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে কি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, তাহা বলিতে পারি না। আমি

সেরূপ শান্তি কখনও অনুভব করি নাই। আমার বোধ হইল তাহার নিঃশ্বাস বায়ুতে সে স্থানটী যেন পবিত্র হইয়াছে, ও তৎসান্নিধ্যবশতঃ আমার হৃদয়ের সমুদয় পঙ্কিল চিন্তা এককালে বিদূরিত হইয়াছে। ইতি মধ্যে হঠাৎ সেইদৃশ্য ইন্দ্রজাল প্রভাবে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। আমার বোধ হইল সন্ধ্যার সমাগম হইয়াছে, আকাশে দুই একটী তারকা দেখা দিতেছে, ও মৃদুবাহী সন্ধ্যা সমীরণ বৃক্ষপত্রকে ঈষৎ সঞ্চালিত করিতেছে। সেই সান্ধ্য অন্ধকারে একটী রমণী তাহার বালককে শাসিত করিতেছে। বালকটি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছে। সে চিৎকার করিতেছে, এক এক বার ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতেছে, উঠিয়া তাহার জননীকে প্রহার করিতেছে, ও পুনরায় ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। মাতা যত তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ততই তাহার কোপ বৃদ্ধি হইতেছে। এমন সময়ে সেই প্রশান্তমূর্ত্তি পুনরায় আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। এবার তাহার সেই মুখখানিতে স্নেহমাখা একটু হাসি দেখিলাম। সে তাড়াতাড়ি বালকের কাছে আসিল, এবং জোর করিয়া তাহাকে ভূমিহইতে তুলিয়া ক্রোড়ে লইল, ও বারম্বার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। সেই চুম্বনের কি আশ্চয্য গুণ! মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই দুষ্ট বালকের জ্বলন্ত ক্রোধ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গেল, এবং তাহার স্কন্ধে বাহু সংলগ্ন করিয়া সে তাহার বক্ষোপরি নিদ্রা যাইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। কি আশ্চর্য্য! মাতা বালককে শান্ত করিবার জন্য এত চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই সে থামিল না; বরং উত্তরোত্তর তাহার ক্রোধ বাড়িতে লাগিল। আর দ্বিতীয়া রমণী কে, যে তাহার স্পর্শমাত্রে বালকের সমুদায় কোপ একেবারে নির্ব্বাণ হইল, ও সে মুহূর্ত্তেক মধ্যে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল? মাতার অপেক্ষা বালকের যে অধিক প্রিয় তাহার ভালবাসা কিরূপ? আমি বিস্মিত হইয়া এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে আর একটী দৃশ্য দেখিলাম।

সেই সন্ধ্যা, সেই বালক ও তাহার জননী হঠাৎ অদৃশ্য হইল; ও তৎপরিবর্ত্তে এক বিকটাকার শীর্ণকায় ব্যক্তি দেখিলাম। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষততে পরিপূর্ণ, ও সেই সকল ক্ষত হইতে দিবানিশি পূয় ও দুর্গন্ধ বহির্গত

হইতেছে। কাহার সাধ্য যে তাহার কাছে গিয়া কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকে? তাহাকে দেখিবামাত্র লোকে অন্য দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। এইরূপে সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কেবল একজন পারে নাই। তুমি বুঝিতে পারিযাছ, আমি কাহার কথা বলিতেছি। পরের দুঃখ ও যন্ত্রণা দেখিলে যে তাহার হৃদয় ফাটিয়া যায়। পরের মঙ্গলের জন্যই যে সে পৃথিবীতে আসিয়াছে। সে তবে কেমন করিয়া সেই হতভাগাকে পরিত্যাগ করিবে। তাহার মনে কি কিছুমাত্র বিকার নাই? সেই দুর্গন্ধ তাহার পক্ষে আতর গোলাপের গন্ধের অপেক্ষাও প্রীতিকর। সেই পূয় ও রক্তে পরিপূর্ণ ক্ষত সে কত যত্নের সহিত পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। দেখিলে বোধ হয় তাহাতে তাহার যে সুখ, তেমন সুখ আর কিছুতেই সে পায় না।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমার হৃদয়ের ভিতরে কেমন কেমন করিতে লাগিল। আমি তখন বুঝিতে পারিলাম মানুষে মানুষে—আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানুষে, আর সেই মূর্তিমতী স্নেহ ও বিশুদ্ধতায়—প্রভেদ কত। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল একবার তাহার চরণে নিপতিত হইয়া অহঙ্কার চূর্ণ করি, একবার তাহার পাদস্পর্শে অপবিত্র দেহ পবিত্র করি। এই উদ্দেশ্যে আমি যেমন অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলাম, আর অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া দেখি চারি দিক্ অন্ধকারে পরিপূর্ণ—আর কিছুই নাই!

নিদ্রাভঙ্গ হইল, ও সেই স্বপ্নে যাহা যাহা দেখিলাম সমুদয় অন্ধকারে মিশিয়া গেল। কিন্তু তাহার এক প্রতিরূপ অদ্যাবধি হৃদয়ে সজীব রহিয়াছে, এবং যত দিন বাঁচিব—রহিবে। ভগ্নি! সেই স্বপ্নদৃষ্টা প্রশান্ত মূর্ত্তি কে? তাহা এইবার বলিব। তাহার নাম আজন্ম-বিধবা-হিন্দু-রমণী। প্রত্যেক হিন্দু গৃহে সে গৃহলক্ষ্মী স্বরূপা। সে তোমার আমার সুখের জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছে। সূর্য্যোদয় হইতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার মুখে একটী কথা নাই, কেবল তোমার আমার সুখের জন্যই অনুক্ষণ ব্যস্ত রহিয়াছে। আর—বলিতে লজ্জা করে—তোমার আমার হস্তেই তাহার সমুদয় দুর্গতি! এক খণ্ড বস্ত্রের, ও এক মুষ্টি অন্নেরও সে অধি-কারিণী নহে। সে সকলের, কিন্তু কেহ তাহার নহে। সে সকলের জন্য

লালায়িত, কিন্তু তাহার জন্য কে কবে ভাবিয়া থাকে?—ছি ছি, জগতে যাহা যত উৎকৃষ্ট, তাহারই তত দুর্গতি!

পরলোক বাসিনী।

১

ধীরপদে বিভাবরী নামিল ধরায়,
প্রসারিয়া শ্যামাঙ্গিনী তামস-অঞ্চল;
সুনীল কবরী ঘেরা তারকা-মালায়,
সীমন্তে খদ্যোতপাঁতি করে ঝলমল।

২

মলয় মারুত ছলে ছাড়িছে নিঃশ্বাস,
ফুলের সৌরভে মিশি শীত সুরভিত;
আতর গোলাব মাখি, পরি নীল বাস,
সুরঙ্গিণী রঙ্গস্থলে যথা উপনীত।

৩

একাকী শুইয়া আমি প্রকোষ্ঠে আমার;
কাতরে ঢালিয়া অঙ্গ পালঙ্ক-শয়নে,
ভাবী-ভূতপূর্ব্ব কথা; জ্বলি অনিবার
কুহকিনী ভুজঙ্গিনী স্মৃতির দংশনে।

৪

শয্যা-পার্শ্বে রজতের শুভ্র শামাদনে,
জ্বলিছে সুগন্ধি দীপ স্নিগ্ধভাবে ধীরে;
শিখা তার বিচঞ্চল অনিল-তাড়নে,
প্রেতবৎ নাচে ছায়া কক্ষের প্রাচীরে।

৫

অর্গলে আবদ্ধ দ্বার—মুক্ত বাতায়ন,
সহসা সমীর-স্রোত হ'ল প্রধাবিত,

নির্ব্বাপিত দীপালোক, সমস্ত ভবন
তিমির-সাগরে ঘোর হ'ল নিমজ্জিত।

৬

চিন্তা-অবসন্ন-চিতে—মুদিত নয়নে
হেরিতেছি সেই মূর্ত্তি কল্পনার বলে,
যে মূরতি একদিন জাহ্নবী-পুলিনে
হেরেছি হইতে ভস্ম দুরন্ত অনলে।

৭

স্মৃতি-চিত্রপটে হায়! কল্পনা তুলিতে,
না পারি আঁকিতে আর সে মুখ মোহন,
পড়িনু মূর্চ্ছিত হ'য়ে শয্যায় চকিতে—
"প্রাণাধিকে—প্রিয়তমে—কোথায় এখন!"

৮

কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম বিহ্বল
নাহি জানি, পরে যবে হইল চেতন,
মে'লিনু নয়ন ধীরে—একি—অচঞ্চল
সৌদামিনী—গৃহমাঝে—রমণী রতন।

৯

রূপের প্রভায় গৃহ হয়েছে উজ্জ্বল;
নাহি সে তিমির রাশি—নিশান্তে যেমন
উষার লাবণ্যে দীপ্ত হয় ভূমণ্ডল,
উদয়-অচলে যবে উদেন তপন।

১০

কোমল করুণাময় সস্নেহ নয়নে,
মম নেত্রে শান্তভাবে আছেন চাহিয়া;
স্বরগের শান্তি-ধারা এ দগ্ধ জীবনে,
বহুকাল পরে দেবি, দিলে গো ঢালিয়া।

১১

বিস্ময়-স্ফারিত নেত্রে চাহি ক্ষণকাল,
চিনিলাম সেই মোর জীবন-তোষিণী,
সুখ-হীন সংসারের শোক দুঃখ জাল
এড়ায়ে গেছেন যিনি—স্বরগ শোভিনী।

১২

উন্মত্ত—উচ্ছ্বাস-পূর্ণ অভাগা হৃদয়—
উন্মত্ত—মাতঙ্গ যথা বিমুক্ত-শৃঙ্খল;
উচ্ছ্বাসে জলধি যথা হেরি চন্দ্রোদয়;
(আছে কি জগতে কেহ—কঠিন-শীতল

১৩

নিরেট প্রস্তর সম—হৃদয় যাহার
নহে বিগলিত হেন সুখের মিলনে?)
লুটায়ে প'ড়িয়া দুটী চরণে তাঁহার
বলিলাম মুক্ত-কণ্ঠে কাতর বচনে—

১৪

"সতি—সাধ্বি চারুশীলে—এতকাল পরে
ভিখারী স্বামীরে তব পাড়ল কি মনে?"
কথা না হইতে সাঙ্গ, তিমির-সাগরে
জানি না সে দেবী-মূর্ত্তি মিশাল কেমনে।

১৫

বুঝেছি—ধরণী ধাম ছাড়িয়া পরাণী
লোকান্তরে গেলে চলে, তবুও সে জন
শোকার্ত্ত বান্ধবে শান্ত করিতে আপনি,
ছায়ারূপে নিশা-ভাগে দেন দরশন।

কেন এমন হইল ?

(২০১ সংখ্যা ১৭৯ পৃষ্ঠার পর।)

'কি হইল,ছেলেটা একেবারে গেল' এই বলিয়া নিত্যানন্দ বাবু হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমর্ষভাবে নিকটস্থিত চৌকীতে বসিয়া পড়িলেন। এত শাসনে রাখিয়াও বিনোদকে বশে আনিতে পারিলাম না ! ধর্ম্মে মতি হওয়া দূরে যাউক্, সে কি না এখন বলে আমি ও সব কিছু মানি না। একটী কথা বলিতে গেলে মান্য করিয়া শোনা দূরে থাকুক, রাগিয়া বলে এমন করেন ত আমি পৃথক্ হইব। কেবল বাবুগিরিতেই মন। দান ধ্যান দূরে থাকুক, এত কষ্টে মানুষ করিলাম, আমাকে একটী পয়সা দিতেও কৃপণতা দেখায়। পদে পদে স্বার্থপর কপট ব্যবহার করে। হায় ! আমার ভাগ্যেও এত ছিল! এত যত্নে শিক্ষা দিয়া শেষে কি না এই হইল। বলিতে কি নিত্যানন্দ বাবু ভাবিয়া হতবুদ্ধি যে তাঁহার সন্তান এ কুশিক্ষা কোথায় পাইল, সময় সময় বলেন অদৃষ্টের দোষ, নতুবা এমন কেন হইবে ?

কেবল শাস্তির ভয় দেখাইয়া, দিন রাত্রি প্রহার করিয়া, শিশুর হাস্য, ক্রন্দন বন্ধ করিয়া, স্বাভাবিক ভাবে তাহার সমুদয় মনোবৃত্তিকে কার্য্য করিতে না দিয়া নিয়ত দোষীর ন্যায় তাহার প্রতি রুক্ষ ব্যবহার ও অবিশ্বাস প্রকাশ দ্বারা যদি সন্তানের শিক্ষারও উন্নতিবিধানের সাহায্য হইত ; ক্রমাগত শুষ্ক মৌখিক বাক্য দ্বারা কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে এত দিন অনেক বড় লোক দেখা যাইত। কথার সময় দেবতা— কার্য্যকালে সংসারের সামান্য নীচাশয় মনুষ্য—সকল সময় উপদেশ, কাজের সময় বিপরীত আচরণ, যেখানে এরূপ দেখাযায়, সেখানে সন্তানের সুশিক্ষা কত আশাপ্রদ তাহা ভাবিতে অধিক আয়াস লাগে না। শত উপদেশ অপেক্ষা একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত অধিকতর ফলোপধায়ী,তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। যে গৃহে সন্তান পালনের, সন্তানের শিক্ষার প্রণালী প্রহার, তাড়না, ভয়-প্রদর্শনে পর্য্যবসিত, সে গৃহের সন্তান বয়ঃপ্রাপ্তে কি হয় অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন।

প্রচণ্ড ঝটিকাঘাতে কোমল কোরক অকালে দলিত হইলে যেমন মাধুর্য্য হীন হইয়া পড়ে, সুকুমার কান্তিতে বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার সমুদয় সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ শিশু-হৃদয়ে অপরিস্ফুট কোমলভাব সকলও প্রথম হইতে কঠোর ব্যবহার পাইয়া সম্যক্ বিকশিত হইতে পারে না। শিশুর বিশ্বাস পূর্ণ ক্ষুদ্র হৃদয় যত যত্ন, যত আদর, যত স্নেহ পাইবে, তাহার সারল্যের মধুরতা ততই মনোহরভাবে স্ফুরিত হইয়া দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। রাগের রূক্ষশাসন কোমল স্বভাব শিশুর জন্য নহে, স্নেহের বাক্য, সহানুভূতির দৃষ্টি, জীবন্ত দৃষ্টান্ত ইহাই শিশু জীবন গঠনের প্রকৃত উপাদান। নিজের দৈনিক জীবনের সদ্ভাবে তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করাই তাহাকে প্রকৃত মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করিবার স্থায়ী উপায়। ইহাদ্বারাই তাহার কোমল মনের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য বয়োবৃদ্ধি সহকারে স্নিগ্ধতর হয়। কেবল কর্কশ ব্যবহার, অবিশ্বাসের ভাব, অকারণ রাগ প্রভৃতির মধ্যে বর্দ্ধিত সন্তান বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদায়ই শিক্ষা করে এবং সময় আসিলে নিজের জীবনে তাহারই দৃষ্টান্ত দেখায়। শিশুর বিলক্ষণ মানাপমান বোধ আছে। বাল্যকাল হইতে সামান্য জীবের ন্যায় ব্যবহৃত, উপেক্ষিত হইলে নিজের মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি থাকে না, সুতরাং অন্যের প্রতিও সেইভাব আসিয়া পড়ে। কেন এমন হইল? পাঠিকা যদি এ কথার উত্তর জানিতে উৎসুক হয়েন, তাহাহইলে আমার উত্তর এই :—অতি শাসন, কঠোর আচরণ সন্তানের হৃদয়কে অস্বাভাবিক করিয়া দিয়াছে। অল্প বয়সে ভয়ের আধিক্যহেতু মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে সাহস ছিল না; যেই ভয় ভাঙ্গিয়া গেল, নিজমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া অনুচিত শিক্ষার বিষময় ফল উৎপাদন করিল। যাঁহারা মনে করেন, কেবল শাসনে রাখিলে সন্তানের প্রকৃত শিক্ষা হয়, তাঁহারা এই প্রস্তাবটি একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করেন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

ভ্রমণকারীর পত্র।

বম্বে।

(২০১ সংখ্যা ১৮৬ পৃষ্ঠার পর।)

এই দৃশ্য দেখিয়া আমি সমুদ্রতীরে বম্বের গড়ের নিকট কি কি আছে তাহা দেখিতে যাই। সমুদ্রের দৃশ্য তোমায় লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। যদি কখনও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হন, তবে আশা করি, ঈশ্বর কৃপায় স্বচক্ষে এই সকল দেখিয়া সুখী হইবে। সমুদ্রতীর হইতে পুনরায় বড়বাজারের মধ্য দিয়া আসিয়া ডাকঘরের সম্মুখের রাস্তায় পড়ি। সেখান হইতে ট্রামওয়ে চড়িয়া বম্বের মিউনিসিপাল বাজার দেখিতে যাই। কলিকাতার ট্রামওয়ে অল্পদিন হইল হইয়াছে; কিন্তু বম্বের ট্রামের বয়স প্রায় ৮।৯ বৎসর হইতে চলিল। দুই পয়সা দিয়া আমি ডাকঘরের নিকট হইতে বাজারে গেলাম।

বম্বের মিউনিসিপাল বাজারের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে এত প্রশংসার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজারের যে বাড়ী, তদপেক্ষা এখানকার বাজারের বাড়ী ছোট, এবং কলিকাতার বাড়ীটী যেমন সুসজ্জিত, এটী সেরূপ নহে। সর্ব্বপ্রথমে বাড়ীটীতে প্রবেশ করিয়াই ফলের বাজার দেখিতে পাইলাম। এখানকার কলা অতিশয় বিখ্যাত। খুব বড় বড় লাল কলা অনেক দেখিতে পাইলাম, অন্য রকম কলাও অনেক, কিন্তু শ্রীহট্টে যেরূপ কলা দেখিয়াছি, এখানকার কলা তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এখানকার জামরুল আমাদের জামরুল অপেক্ষা লম্বা, এবং আমাদের জামরুল যেরূপ শাদা বর্ণের, এগুলি সেরূপ নহে। এখানকার জামরুল লাল লাল, প্রথম দেখিয়া আমার জামরুল বলিয়াই বোধ হইল না। নূতন ফল বিবেচনা করিয়া দর করিলাম; আমার পোষাক দেখিয়া বোধ হয় অযথা দর বলিতে লাগিল—একটা ছপয়সা বলিল;—আমি অবাক্ হইলাম। আর এক দোকানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি অনুগ্রহ করিয়া

৶০ যোড়া বলিল। আমি ৷৴১০ বলিলাম,—তাহাতেই দিল। খাইয়া দেখিলাম আমাদের জামরুল যেরূপ জলের মত, সেগুলি সেরূপ নয়। ইহাতে বেশ একটু টক স্বাদ আছে, এবং আমাদের জামরুল অপেক্ষা এখানকার জামরুল অন্ততঃ আমারত খাইতে ভাল লাগিল। এখন ভাদ্রমাসের প্রথম—এই সময়ে শ্রীহট্টে পাকা কমলা লেবুর কথা দূরে থাকুক, বড় কাঁচা লেবুই পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে বহুল পরিমাণে লাল লাল বড় বড় সুপক্ক কমলালেবু দেখিয়া প্রথমতঃ আশ্চর্য্য হইলাম। কমলা-লেবুকে এখানে সান্ত্রা বলে। এই সকল নাগপুর হইতে আসে, এবং রা— মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, এখানে নাকি কমলালেবু বারমাস পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যাহা পাওয়া যায়, তাহা নাকি একেবারে অযথা পরিমাণে মিষ্ট। কমলালেবু দেখিয়া যে শ্রীহট্টের লোকের স্বভাবতই তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ৶০ দুআনা দিয়া দুটো কমলালেবু কিনিলাম; বাসায় গিয়া খাইয়া দেখিলাম যে, এই সকল লেবু সহজেই শ্রীহট্টের লেবুর সমকক্ষ হইতে পারে। আমি এতদিন ভাবিতাম, বিধাতার কৃপায় শ্রীহট্টের কমলালেবু যে একবার খাইয়াছে, সে ঐ ফল সম্বন্ধে শ্রীহট্টকে অদ্বিতীয় স্থান বলিয়া মনে করিবে। এই চিন্তায় মনে মনে শ্রীহট্টের লোক বলিয়া একটু অহঙ্কার হইত,—কিন্তু বম্বের লেবু খাইয়া সে অহঙ্কার চূর্ণ হইল। এখানকার লেবুর শ্রীহট্টের লেবুর উপরে প্রাধান্য এই যে শ্রীহট্টের লেবু কেবল শীতকালে পাওয়া যায়, এখানকার লেবু শীত গ্রীষ্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত বৎসর পাওয়া যায়।

ফলের বাজার ছাড়াইয়া মাছমাংসের বাজারে গেলাম। কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজারের মাংস ও মাছের দোকানে যেমন মারবেল পাথরের টেবিল আছে, এখানে তাহা নাই এবং এখানকার মাছ মাংসের বাজার সেখানকার বাজার হইতে অনেকটা অপরিষ্কৃত। মাংসের বাজারে দেখিবার কিছুই নাই—তোমায় জানিবার উপযুক্ত কিছুই নাই। কেবল এইমাত্র জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে এখানে মাংসের সের ।০ চারি আনা হইতে ।৶০ ছয় আনা পর্য্যন্ত। মাছের বাজারে দেখিবার কিছু আছে—তাহা সমুদ্রের মাছ। এ খানে যত মাছ সকলি সমুদ্রের। জেলেরা যে কি সাহসে

প্রাণ বাঁধিয়া অকূল ও তরঙ্গায়িত সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া মাছ ধরিতে যায়, তাহা ভাবিলেও প্রাণ—বিশেষতঃ ভীরু বাঙ্গালীর প্রাণ—শিহরিয়া উঠে। মাছের বিশেষ বর্ণনা করিতে পারিব না, তবে একরকম মাছ দেখিলাম যাহা তোমায় বলা উচিত। ইংরাজীতে এগুলিকে ফ্লাইং ফিশ (Flying Fish) বলে। ইহাদের ডানা আছে, এবং জল হইতে উঠিয়া, কতকদূর পর্য্যন্ত ডানার উপর ভর করিয়া, ইহারা উড়িয়া গিয়া আবার জলে প্রবেশ করে। ইহাদেব খুব লম্বা লম্বা লেজ থাকে। এইরূপ মাছ বাজারে কেবল একটী মাত্র দেখিলাম। ইহাদের স্বাদ কিরূপ, তাহা জানি না। বম্বেতে আরও অনেক বস্তু দেখিবার আছে।

বর্ণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইথারের এইরূপ বিকম্পনবৈচিত্র্যানুসারে বিভিন্ন বর্ণের আলোকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সকল প্রকার বিকম্পন একত্র সমবেত হইলে শ্বেতবর্ণের আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের আলোকে এই সকল বর্ণের আলোক বিমিশ্র-ভাবে অবস্থিতি করে। আমরা কৌশল করিয়া শ্বেত বর্ণের আলোককে ইহার উপাদানভূত বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করিতে পারি এবং এইসকল বিভিন্ন বর্ণ একত্রিত করিয়া শ্বেত বর্ণের উৎপত্তি করিতে পারি।

সূর্য্যালোক শ্বেত বর্ণ, ম্যাগনিসিয়ম্ নামে একপ্রকার ধাতু আছে তাহা দগ্ধ করিলে অতি পরিষ্কার শ্বেতবর্ণের আলোক উৎপন্ন হয়; এক খণ্ড চূর্ণ দহ্যমান অম্ল-জল-জান বাষ্পের উৎকট উত্তাপে ধরিলে শ্বেতবর্ণের আলোক উৎপাদন করে এবং অন্যান্য উপায়েও শ্বেতালোক পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক ইহাদের মধ্যে সূর্য্যালোক সহজে প্রাপ্য, অতএব সকলেই ইহা লইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

দিবাভাগে একটি গৃহের দ্বার জানালা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া গাঢ় অন্ধকার করিবে, কেবল একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া সূর্য্যের অত্যল্প

কিরণ আসিতে দিবে, এবং ত্রিপলবিশিষ্ট এক কাচ খণ্ডের [১ম চিত্র] অগ্রভাগের মধ্য দিয়া এই আলোক যাইতে দিবে; এবং সেই আলোক সম্মুখস্থ দেয়ালে অথবা একখানি পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া তাহার উপর পড়িতে দিবে। তাহাহইলে দেখিবে সূর্য্যের শ্বেতালোকের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় চিত্রের অনুরূপ একটী নানা বর্ণের আলোকের পেটি উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ পেটিতে নিম্ন লিখিত সাতটী বর্ণ যথাক্রমে দৃষ্ট হইবে; (১) লোহিত; (২) পাটল; (৩) পীত; (৪) হরিত; (৫) নীল; (৬) ধূসর; (৭) বেগুনী। এই সপ্ত বর্ণের আলোক-পেটিকে ইংরাজীতে স্পেক্ট্রম্ (Spectrum) কহে। বঙ্গভাষায় ইহাকে বর্ণফল বলা যাইতে পারে।

১ম চিত্র

ক	ঘ
১ লোহিত	
২ পাটল	
৩ পীত	
৪ হরিত	
৫ নীল	
৬ ধূসর	
৭ বেগুনী	
খ	গ

২য় চিত্র

রামধনুতেও এই সাত বর্ণ যথাক্রমে দৃষ্ট হইয়া থাকে। জলবিন্দু সমূহে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া যে রামধনুর সৃষ্টি হয় তাহা বোধহয় পাঠিকাগণ অবগত আছেন, অতএব রামধনুর রঙ্গের সহিত উক্ত বর্ণফলের রঙ্গের ঐক্য হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

যেরূপ শ্বেত বর্ণের আলোক হইতে উক্ত সপ্ত বর্ণের আলোক পাওয়া যায়, সেইরূপ উক্ত সপ্তবর্ণের আলোক একত্রিত করিলেও শ্বেতালোকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উহা এইরূপে পরীক্ষা করা যাইতে পারে: পূর্ব্বোক্ত বর্ণফলকে একবারে দেয়ালে বা পর্দ্দায় না ফেলিয়া একখানি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়িতে দাও। ঐ প্রতিবিম্ব অবিকল প্রথম বর্ণ ফলের অনুরূপ হইবে। এখন ক খ রেখা যে ভাবে লম্বমান, ঐ দর্পণকে সেইদিকে এরূপ ভাবে নাড়িতে থাক যেন বর্ণফলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণ গুলি একের উপর আর একটি পড়িয়া মিশিয়া যাইতে পারে। এইভাবে অত্যন্ত বেগে নাড়িলে দেখা যাইবে সপ্তবর্ণের পেটীর পরিবর্ত্তে কেবল শ্বেতবর্ণের একটি পেটী উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু যদি ওরূপভাবে না নাড়িয়া খ গ রেখার অনুযায়ী নাড়া যায়, তাহা হইলে শ্বেতালোকের উৎপত্তি হইবে না। কেবল ঐ পেটী তৃতীয় চিত্রের অনুরূপ আরও চৌড়া দেখা

হইবে; যেহেতু এমন করিয়া নাড়িলে সাতটী বর্ণ একত্র মিশিতে পাইবে না, স্বতন্ত্রই থাকিবে।

১
২
৩
৪
৫
৬
৭

৩য় চিত্র

অন্যরূপেও ইহা পরীক্ষা হইতে পারে, যথাঃ— একখানি পুরু তাসের কাগজ অথবা পাতলা তক্তা গোল করিয়া কাটিয়া তাহাতে বর্ণফলের পর্য্যায়-ক্রমে [৪র্থ চিত্র] লোহিত পাটল ইত্যাদি সাতটি বর্ণ চিত্রিত কর এবং কেন্দ্র স্থির রাখিয়া চক্রখানি বেগে ঘুরাও। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে ঐ বিভিন্ন বর্ণ মিলিয়া কেবল শ্বেত বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ এবং অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে শ্বেতবর্ণ বর্ণফলের সাতটী স্বতন্ত্র বর্ণ একত্র সমাবিষ্ট হইয়া জন্মে।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
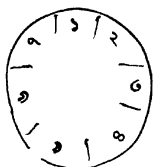
৪র্থ চিত্র

বর্ণফলে যে সাতটি বর্ণ আছে তন্মধ্যে লোহিত পীত ও নীল এই তিন বর্ণকে মূলবর্ণ বলিলেও বলা যাইতে পারে। যেহেতু এই বর্ণগুলি স্বতন্ত্র ও স্ব-ভাব বিশিষ্ট, কিন্তু অপর গুলি সেরূপ নহে। পাটল লোহিত ও পীতের মধ্যবর্ত্তী, ইহাতে ঐ উভয়েরই আভা বর্ত্তমান আছে। সেইরূপ পীত ও নীলের সমবায়ে হরিত এবং নীল ও লোহিতের সমবায়ে বেগুণীর উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে যে কোন বর্ণের আলোক হইতে পারে, তাহা এই কয়েকটীর সমবায় মাত্র। কৃষ্ণ কোনও স্বতন্ত্র বর্ণ নহে; ইহা অন্ধকারের প্রতিরূপ মাত্র। আলোকের অভাবই অন্ধকার।

(ক্রমশঃ)

কৌতুক কথা।

১। এক দিবস ইউরোপীয় কোন সুবিখ্যাত রাজ্ঞী কোন সেনাপতির রণকৌশলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "সেনাপতে! তোমার রণদক্ষতায় আমি একান্ত মোহিত হইয়াছি; যে রমণী তোমার মন হরণ করিয়াছে, সেই জগতে ধন্য ও সুখী। তোমার প্রণয়িনীকে একবার দেখিতে

আমার বড় সাধ হইয়াছে।" সেনাপতি উত্তর করিলেন, "আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি কাহাকেও তাহার নাম বলি নাই, সেখানত পরের কথা। তবে যখন অনুগ্রহ করিয়া আপনি এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, আগামী কল্য আমি তাহার প্রতিমূর্ত্তি পাঠাইয়া দিব।" রাজ্ঞী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। পরদিবস বস্ত্রাবৃত প্রতিমূর্ত্তি আসিবা মাত্র রাজ্ঞী খুলিয়া দেখেন, যে, প্রতিমূর্ত্তি নাই, একখানি দর্পণ মাত্র; তাহাতে তাঁহার নিজেরই প্রতিমূর্ত্তি পড়িয়াছে। রাজ্ঞী সেনাপতির বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

২। জনৈক স্ত্রীলোক তাঁহার স্বামীকে পাঠে অত্যন্ত মনোযোগী দেখিয়া বলিল, "নাথ! আমার বড় ইচ্ছা হয় যে, আমি পুস্তক হই; তাহা হইলে সারাদিন তোমার হাতে হাতে থাকিতে পাইব।" স্বামী বলিল, "পুস্তক হওত পঞ্জিকা হইও, বৎসর বৎসর নূতন হইবে।"

৩। ইউরোপের কোন কোন দেশে পূর্ব্বে এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার করিলে সে পাপের ক্ষালন হয়। একদা একটী স্ত্রীলোক তাহার পুরোহিতের নিকট আপনার পাপকার্য্য স্বীকার করিতে গিয়াছিল। পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?" স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "মহাশয় আমার নামে কোন পাপ নাই।"

৪। একজন অর্দ্ধপণ্ডিত বলেন, "প্রাণ থাকিতে বিবাহ করিও না; বিবাহ করিলে তোমার স্ত্রী, হয় মহৎকুলোদ্ভব হইবে, নতুবা নীচ কুলোদ্ভব হইবে, হয় ধনী হইবে, নতুবা দরিদ্র হইবে। মহৎকুলোদ্ভবা হইলে ভাব দেখি সে কত অহঙ্কারী হইবে! নীচ কুলোদ্ভবা হইলে ভাব দেখি তোমার কত মান হানি! পণ্ডিত হইলে তুমি তাহার কাছে তৃণবৎ হইবে; মূর্খ হইলে তোমার কোন উপকারেই আসিবে না; ধনী হইলে সে তোমাকে দাসবৎ আচরণ করিবে; দরিদ্র হইলে তোমার বিপদ কালে তাহার নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও সাহায্য পাইবে না।

৫। এক জন কাবেলী যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক পাটী জুতা পাইয়া তাহা পায়ে দিয়া চলিতেছিল। জনৈক স্ত্রীলোক তাহার এক পায়ে জুতা দেখিয়া পরিহাস করিয়া তাহার সঙ্গিনীকে বলিল, "দেখ, এক পায়ে

জুতা।" কাবেলী শুনিতে পাইয়া উত্তর করিল, "হামারাতো এক পায়ে হ্যায়, তোমারাতো ছু পায়ে নেই হ্যায়"

৬। জনৈক স্ত্রীলোক তাহার মূর্খ স্বামীর নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "চল চল বাড়ীতে চল, আমার গোপালকে সাপে কামড়েছে।" মূর্খ বলিল "আঁা কোথায় কামড়েছে?" স্ত্রী বলিল "পায়ে।" স্বামী বলিল, "আঃ বাঁচলেম, প্রাণে ধড় এল, চক্ষু ছুটী ত আছে?"

৭। জনৈক রাজা তাঁহার একজন সৈন্যাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সৈনাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধা কে?" সৈনাধ্যক্ষ বলিল, "আজ্ঞে মোহনলাল দ্বিতীয়।" রাজা বুঝিতে পারিলেন, যে সৈন্যাধ্যক্ষ আপনাকেই প্রথম বলিতেছে।

নূতন সংবাদ।

১। গবর্ণর জেনারল লর্ড রিপণের সহধর্ম্মিণী একজন অতি দয়াশীলা রমণী। তিনি সম্প্রতি সিমলা পাহাড়ের অনাথাশ্রমবাসীদিগকে একটী ভোজ দিয়াছেন।

২। পুটিয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী ভারত-সভার সাহায্যার্থে এককালীন ৫০০ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন।

৩। সম্প্রতি মান্দ্রাজে ১৩শ বর্ষীয়া একটী ব্রাহ্মণ বিধবার বিবাহ হইয়াছে। বোম্বাইয়ে ২ মাসের মধ্যে ৫টী বিধবা বিবাহের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৪। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ডবলিনের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের কন্যা কুমারী লী মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ করিতেছেন। তাঁহার শিক্ষক মৃত্যুকালে তাঁহাকে এই অনুরোধ করিয়া যান।

৫। মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম। মহারাণী যেমন সদাশয়া ও উদার-হৃদয়া, ইনি তাঁহার উপযুক্ত মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী ছিলেন। আমরা আশা করি নূতন দেওয়ানজী ইহাঁর ন্যায় যোগ্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণের সুখ্যাতিভাজন হইবেন।

৬। শুনা যায় ট্যানার নামক এক সাহেব ২ মাস উপবাস করিয়াও জীবিত আছেন, এই বার তিন মাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

সময়। *

সময় অমূল্য ধন, ইহা প্রায় অনেকেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু কিপ্রকারে যে ইহার সদ্ব্যবহার করিতে হয় তাহা কয় ব্যক্তি চিন্তা করেন?

সময় জীবনের অংশমাত্র। যেমন প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি, সেইরূপ আমাদের এই জীবনও কতিপয় দিবসের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়। কোন পদার্থের যেরূপ একটী মাত্র পরমাণুও স্খলন হইলে তাহার কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হয়, সেইরূপ অতি অল্পতম সময়ও অতীত হইয়া গেলে আমাদের এই প্রিয়তম জীবনেরই কিয়দংশ ক্ষয় হয়। এইজন্য পণ্ডিতেরা বলেন যে এমন বহুমূল্য সময় বৃথা ক্ষেপণ করা ও নিজ জীবনকে ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করা উভয়ই তুল্য।

আমরা সর্ব্বদাই প্রায় এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকি যে "আমার সময় নাই" কিন্তু সময় যে কেন নাই তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা সময়ের ব্যবহার জানি না বলিয়াই যে আমাদের নিকট সময় এত অল্প বলিয়া বোধ হয় তাহা ভ্রমেও ভাবি না। সত্য কথা বলিতে কি আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাস্তবিক কয়ঘণ্টা কার্য্যে নিযুক্ত থাকি? যে বুদ্ধিমান সময়ের সদ্ব্যবহার জানেন, তাঁহার নিকট অল্প সময়ও দীর্ঘ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে যত কার্য্য করেন, অন্যলোকে তাহার চতুর্গুণ সময়েও তত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

যদিও দেশীয় জলবায়ু এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা আমাদিগকে শ্রমকাতর করিবার যথেষ্ট কারণ বটে কিন্তু শিক্ষার দোষ যে সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। যে হেতু শৈশব হইতে সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা না করিলে মনুষ্য কখনই ভবিষ্যতে শ্রমক্ষম ও কার্য্যকুশল হইতে পারে না। অতএব প্রত্যেক জননীর কর্ত্তব্য তাঁহার সন্তানগণকে শিশুকাল হইতেই সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেন এবং নিজেও সেইমত কার্য্য করেন। নতুবা তিনি যদি স্বয়ং শ্রমকাতরা ও অনর্থক সময় যাপনে অনুরাগিণী থাকিয়া

* বঙ্গমহিলা সমাজের অধিবেশনে পঠিত।

পুত্র কন্যাকে কেবল মুখে পরিশ্রমী হইতে বলেন, তাহাহইলে তাঁহার সেই বাক্য ছিন্নবৃক্ষ মূলে জল সেচনের ন্যায় কোন কার্য্যেরই হয় না। সেই পুত্রকন্যা আপন মাতার উপদেশ অপেক্ষা তাঁহার আচরণই যে অবিলম্বে শিক্ষা করে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, যেহেতু উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তই সর্ব্বস্থানে অধিক কার্য্যকারী।

মাতা যেরূপ প্রকৃতির হয়েন, তাঁহার সন্তানও যে তদনুরূপ হয় ইহা কে না স্বীকার করিবেন? মনিকার ন্যায় ধার্ম্মিকা মাতা না পাইলে আগষ্টিন কি কখন তাদৃশ দেবজীবন লাভ করিতে সক্ষম হইতেন? স্বদেশ হিতৈষিণী কর্‌নিলিয়ার পুত্র না হইলে গ্র্যাকাই নামক ভ্রাতৃদ্বয় জন্মভূমি রক্ষা হেতু কি জীবন দানে সাহস পাইতেন? কখনই না।

অতএব জননীর গুণেই যে সন্তানগণ সৎ হয়, এবং তাঁহার চরিত্রই যে তাহাদের একমাত্র আদর্শ ইহা বলা কেবল বাহুল্য। কারণ মানব প্রকৃতি কিছু মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলেই এই বাক্যের সত্যতা সম্যক্‌ উপলব্ধি হইতে পারে।

এক্ষণে সময়ের সদ্ব্যবহার কাহাকে বলে এবং কিরূপেই বা এইসদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে, সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রকৃত অর্থ এই যে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে সময়কে নিয়োগ করা। যাহা কিছু আমাদের বিবেক-সম্মত, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা যে আহার করি, নিদ্রা যাই, সন্তান পালন করি, গৃহকার্য্য দেখি বা অন্যান্য কার্য্য করি, নিশ্চয়ই এইসকল কার্য্য পরোপকার, উপকারীর প্রত্যুপকার, গুরুজনের সেবা প্রভৃতি সৎকার্য্যের ন্যায় ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এ নিমিত্ত বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই সকল কার্য্যে উপযুক্ত সময় নিয়োগ করিলে কখনই সময়ের অপব্যবহার করা হয় না। তবে যদি কোন ব্যক্তির ৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাইলেই যথেষ্ট শরীর সুস্থ থাকে, কিন্তু সে আলস্যের বশীভূত হইয়া আরও দুই ঘণ্টা অধিক নিদ্রা যায়, তাহা হইলে যেমন ঐ অতিরিক্ত দুইঘণ্টা তাহার অপব্যয় করা হয়, সেইরূপ যে কোন সময় আমরা ঈশ্বরাভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপণ করি সেই সময়টিই আমাদের বৃথা নষ্ট করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত মধ্যে মধ্যে আত্ম-চিন্তায় নিযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ আমি কতদিনের জন্য এ সংসারে আসিয়াছি, কি লইয়াই বা পরলোকে গমন করিব এবং আমার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই বা কি? এই সকল বিষয় স্থিরচিত্তে চিন্তা করা। কারণ এইরূপে আত্ম-চিন্তা করিলে মানবজীবন যে ক্ষণস্থায়ী ও ঈশ্বরলাভই যে তাহার এক মাত্র লক্ষ্য ইহা বিলক্ষণরূপে প্রতীতি হইতে পারিবে এবং তাহাহইলে এই অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে নিশ্চয়ই যে আপনা হইতে অভিলাষ জন্মিবে তাহতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তৃতীয়তঃ, কার্য্য সকল শৃঙ্খলাপূর্ব্বক করিবার জন্য সময়ের বিভাগ করা। কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে তাহা স্থির থাকিলে সকল কার্য্যই সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় এবং সময়েরও অপব্যয় হয় না। এই পৃথিবীতে যত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রায় কার্য্যের কোন না কোন প্রকার নিয়ম ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। যে হেতু নিয়মপূর্ব্বক না চলিলে এই ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবনে কর্ত্তব্য সকল পালন করা অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের অধিপতি রাজা আল্‌ফ্রেড্‌ যাঁহার নাম এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার স্বদেশবাসীগণের অন্তরে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, তিনি নিয়মপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া নিজের ও নিজরাজ্যের কি পর্য্যন্ত না কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন!

উক্ত মহাত্মা দিন ও রাত্রিকে ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া একাংশ ঈশ্বরোপাসনা ও অধ্যয়ন, অপরাংশ রাজকার্য্য ও স্বদেশোন্নতি এবং অবশিষ্টাংশ আহার নিদ্রা ও ব্যায়ামে অতিবাহিত করিতেন। আমার বিবেচনায় গৃহিণীগণ নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে চলিতে পারিলে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম হইতে পারেন।

নিদ্রা ৭ ঘণ্টা, স্নান আহার প্রভৃতি ৩ ঘণ্টা, গৃহকার্য্য, সন্তান পালন ও তাহাদের শিক্ষাদান ৭ঘণ্টা, ঈশ্বর চিন্তা জ্ঞানচর্চ্চা ও অন্যান্য সৎকার্য্য ৭ঘণ্টা।

চতুর্থতঃ, সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে গেলে অবকাশকালে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। কারণ এই সময়ই পাপ ও পুণ্য উভয় পথের মধ্যস্থল। মনুষ্য এইসময়ে যেরূপ চরিত্রশোধন ও আত্মোন্নতি সাধনে সক্ষম হইতে

পারেন, সেইরূপ এই কালেই তাঁহার কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্তি জন্মিবার অধিক সম্ভাবনা। দুঃখের বিষয় এই অধিকাংশ লোকই অবকাশকালের প্রকৃত ব্যবহার জানেন না। ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহার যত অবসর তাঁহার ততই আলস্য ও বিলাসাসক্তি। ইহা কে না জানেন যে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নিষ্কর্ম্মা ধনাঢ্যের অপেক্ষা শ্রমজীবী দরিদ্র কৃষক অনেকাংশে সচ্চরিত্র?

এই অবকাশকাল কিরূপে যাপন করিলে পাপপথ হইতে রক্ষা পাইয়া, পুণ্যপথে অগ্রসর হইতে পারা যায় তাহা সকলেরই বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। মনুষ যে সময়ে এই কোলাহল-পূর্ণ সংসার হইতে অবসর প্রাপ্ত হয়েন, সেই সময়ে যদি তিনি অনন্যমনে পরম পিতা পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারেন, তাহাহইলে তাঁহার জীবন যে কত মধুর ও পবিত্র হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অহা! এরূপ ব্যক্তির হৃদয় পার্থিব সুখ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যে কি এক অনুপম স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে তাহা দেবতাদিগের বাঞ্ছনীয়!

অবসর কালে যতক্ষণ মনের একাগ্রতা রক্ষা করিতে পারাযায়, ততক্ষণ ঐরূপ ঈশ্বর সাধনে উৎসর্গ করিয়া অবশিষ্ট সময় সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত সদালাপ করা সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা জ্ঞান-ধর্ম্মে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের সহিত মধ্যে মধ্যে সৎপ্রসঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই মনুষ্য উন্নতি লাভ করিতে পারেন। যেমন চুম্বকের ঘর্ষণে সামান্য লৌহখণ্ডও উহার অপূর্ব্ব গুণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সাধু ব্যক্তির সহিত সদালাপে অতি অধম চরিত্রও পবিত্রতা লাভ করে

সাধুসঙ্গের ন্যায় সদ্ভাবপূর্ণ পুস্তক পাঠেও বিশেষ উপকার দর্শে। উত্তম গ্রন্থ নীরবে মনুষ্যকে হিতশিক্ষা প্রদান করে এবং সত্যের পথ দেখাইয়া দেয়। ইহার বলে লোকের বিবেক শক্তি স্ফূর্ত্তি পায় এবং কুপ্রবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হয়। অবকাশ কালে এইরূপ ঈশ্বর সাধন, সদালাপ এবং সৎগ্রন্থ পাঠের ন্যায় পরহিতানুষ্ঠান, পবিত্রভাব-পূর্ণ সংগীত গান, প্রেমার্দ্রচিত্তে প্রকৃতির শোভাদর্শন, চিত্র বা শিল্প চর্চ্চা প্রভৃতিতে অতিবাহিত করিলে নিশ্চয়ই মনুষ্য সৎ ও সুখী হইতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীরমাসুন্দরী ঘোষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০৩ সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ ১২৮৮—ডিসেম্বর ১৮৮১।	২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এবৎসর তত্রত্য বালিকাগণ নারীজাতির গৌরব বিশেষরূপে বর্দ্ধন করিয়াছেন। বি এ অনর পরীক্ষায় (যাহা বস্তুতঃ এম্ এ পরীক্ষা) ইংরাজীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৬জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন, তন্মধ্যে ৩জন রমণী এবং ইহঁাদের মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। জর্ম্মণ ভাষাতে ৪জন উত্তীর্ণের মধ্যে ২জন রমণী, গণিতে ৩জনের মধ্যে ১জন রমণী, কিন্তু তিনিই প্রথম স্থানীয়। এম বি (চিকিৎসা বিদ্যায়) শারীর বিধান অনর পরীক্ষায় ৩জন উত্তীর্ণ হন, তিনটীই বালিকা। দ্রব্যগুণ ও রসায়নের অনর পরীক্ষায় ৩জন উত্তীর্ণ হন তন্মধ্যে একটী রমণী। যাঁহারা উচ্চশিক্ষা বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর বুদ্ধিকে হীন বলিয়া বিচেনা করেন, তাঁহারা এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শনে আপনাদিগের ভ্রম দূর করুণ।

আমরা সংবাদ পত্রে দর্শন করিলাম, গবর্ণমেণ্ট বহুবাজার বালিকা-বিদ্যালয়ে ১০ সহস্র টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। কলিকাতার একমাত্র বেথুন স্কুল দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার সকল অভাব মোচন হইতে পারে না,

সুতরাং গবর্ণমেণ্ট অন্যত্র যে সাহায্য করিতেছেন, ইহা আবশ্যক বটে। কিন্তু উক্ত বিদ্যালয় সকলে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করা না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয়ে সাধারণের উপকার দর্শিবে না।

পূর্ব্বদেশীয় রাজাদিগের অন্তঃপুরে ক্রমশঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবিষ্ট হইতেছে। মিশর রাজের (খিডিব) এক মাত্র পত্নী ইউরোপীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সন্তানেরা ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রীর অধীনে শিক্ষিত হইতেছে। ইউরোপীয় শিক্ষা লাভ করা ভাল, কিন্তু জাতীয় ভাব লোপ না পাইলে হয়।

কলিকাতা অপেক্ষা মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজ এক বিষয়ে উৎকৃষ্ট, তথায় রীতিমত চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থ রমণীদিগের প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। এ বৎসর কলেজ খুলিবা মাত্র ৩টী ছাত্রী তাহাতে প্রবিষ্ট হন, ৫ দিবস পরে মফস্বল হইতে একটী হিন্দু যুবতী আসিয়া ভরতি হইয়াছেন, আর একটী রমণীর শীঘ্র আসিবার কথা আছে। কলিকাতা মেডিকাল কলেজে ধাত্রীশ্রেণী হইয়া অনেক উপকার হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে স্ত্রীলোক ডাক্তারের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব একটী স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিয়া তাহার উপযোগী ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক।

লণ্ডনে স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে চিকিৎসা বিদ্যালয় আছে, তথায় আনি বার্কার নাম্নী একটী রমণী এক বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতার মধ্যে বলেন "স্ত্রীচিকিৎসকদিগের বিরুদ্ধে পুরুষদিগের যে কুসংস্কার আছে, পুরুষচিকিৎসকের বিরুদ্ধে স্ত্রীলোকদিগেরও সেইরূপ আছে, এরূপ প্রতি-গ্লানি না করিয়া স্ত্রী চিকিৎসকেরা নিষ্ঠার সহিত আপনাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন এবং স্ত্রীজনোচিত কোমলতা ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করুন, তাহা হইলেই জনসমাজের কুসংস্কার তিরোহিত হইবে।"

গার্হস্থ্য-শিক্ষা।

(২০১ সংখ্যার ১৭২ পৃষ্ঠার পর।)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিমাত্রেরই সুস্বাদু ও হিতকর অন্ন ব্যঞ্জন ভক্ষণ করা আবশ্যক। কিন্তু তাদৃশ অন্ন ব্যঞ্জন ধনহীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। তাহাদেব মনে ধারণা আছে যে, অনেক প্রকার মশলা সংযোগ ব্যতীত সুস্বাদু পাক হয় না এবং অর্থব্যয় ব্যতীত গুণকর দ্রব্য আহরণ করা যায় না; সুতরাং তাহারা যেন তেন প্রকারেণ শাক শব্জী সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা উদর পোষণ করে। সত্যবটে, অল্পব্যয়ে উত্তম খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে না; কিন্তু উপায় অবলম্বন, কৌশল জানিলে, তাদৃশ উত্তম না হউক, অল্পব্যয়ে অতি সামান্য দ্রব্যেরও অপেক্ষাকৃত উত্তমতা সম্পাদন করা যাইতে পারে, সদোষ দ্রব্য নির্দ্দোষ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি কোন গৃহিণী জিজ্ঞাসা করেন যে, কি উপায়? কি কৌশল? তাঁহাকে আমরা বলি, পাকবিদ্যা শিখ—পাকবিদ্যা শিখিলে সমস্ত উপায় ও কৌশল জানিতে পারিবে। পাকবিদ্যা শিখিলে অতি যৎসামান্য কদর্য্য দ্রব্যকেও সুস্বাদু ও গুণকর করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশের পাক-পটু গৃহিণীরা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন।—

"মাচ্ পচা? না রাঁধুনী পচা?
তেল ঘিয়ে কি হয়? রাঁধতে জান্‌লে হয়।"

বস্তুতঃ অনেক স্ত্রীলোক পচা মৎস্য পাইলে ঘৃণা বা উপেক্ষা না করিয়া অতি আনন্দের সহিত পাক করিয়া থাকেন এবং তাহা জীবন্তমৎস্য অপেক্ষাও উত্তম হয়। কি প্রকারে ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে পচামাছের দোষ যায়, দুর্গন্ধ যায়, এবং আস্বাদ উত্তম হয়, তাহা তাঁহারাই জানেন, সকলে জানেন না। যাঁহারা পাককৌশল জ্ঞাত নহেন, তাঁহারাই পচামাচ্ ফেলিয়া দেন। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার অপকৃষ্ট দ্রব্যই পাক-কৌশলে আস্বাদে উত্তম ও গুণে উত্তম হইতে পারে, ইহা নিশ্চিত জানিবে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে আরও বলা হইয়াছে যে, বিস্বাদ ও দুষ্পাচ্য কদর্য্য দ্রব্য

ভক্ষণ করা উচিত নহে। কেন না, তাদৃশ অন্ন ব্যঞ্জন নিয়ত ভক্ষণ করিলে শরীর ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, আহারের দোষেই বর্ণের মালিন্য, কান্তির বা লাবণ্যের হ্রাস, মনের ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় নিচয়ের গ্লানি, কথায় কথায় রোগ, ইত্যাদি অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। যদি বল, চাষা বা ছোটলোকেরা সকলইত কদর্য্য অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। থাকে সত্য, কিন্তু সেই জন্যই তাহাদের মন অনুন্নত, ইন্দ্রিয় অপ্রসন্ন, কান্তি বা লাবণ্য হীনতা, বুদ্ধির জড়তা, বর্ণ মলিনতা দৃষ্ট হয়। তবে তাদৃশ কুৎসিত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াও যে তাহাদের শরীর দৃঢ় ও রোগ শূন্য থাকে তাহার অন্য কারণ আছে। তাহারা নিয়মিত রূপে ব্যায়াম বা পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহারা উক্তদোষে পতিত হয় না। ইহাও সত্য জানিবে যে, দুষ্পাচ্য কদর্য্য অন্নভক্ষণ ভদ্রলোকের পক্ষে যত অহিতকর, শ্রমজীবীদিগের পক্ষে তত নহে। নিয়মিত পরিশ্রম করায় তাহাদের জঠরাগ্নি বা পরিপাক শক্তি সতেজ বা উদ্দীপ্ত থাকে, সে অবস্থায় তাহারা যাহা পারে তাহাই খায় তাহাই সুনিয়মে পরিপাক হয়, কাযে কাযেই তাহারা কদর্য্যান্ন ভক্ষণ করিয়া অবসন্ন বা রোগগ্রস্ত হয় না। এ বিষয়ে একটী সংস্কৃত কবিতা আছে, "শ্রমাদগ্নিস্ততো বলম্" শ্রমদ্বারা অগ্নি সতেজ থাকে, অগ্নি বা পরিপাক শক্তি সতেজ থাকায় যে সে বস্তু ভক্ষণেও বল থাকে। প্রাচীনা স্ত্রী লোকেরাও কথার কথায় এইরূপ উদাহরণ দিয়া থাকেন। যথা,——

"আল্‌সে কুড়ি রোগ শোক,
গতর্ সোকার অনেক দোষ।"

"আল্‌সে" আলস্য। "কুড়ি" খোস্ পাচ্‌ড়া প্রভৃতি রোগ। "রোগ" অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ। "শোক" দুঃখ। "গতর্" গাত্র। "সোকা" সুখকামী। অথবা তালব্য শ "শোকা" শোককারী।

যে শরীরের জন্য শোক করে, বা শরীরে চালন করিতে অসুখ বোধ করে, তাহাকে গতর্ শোকা বলে। গতর্ শোকা মনুষ্যের অনেক দোষ জন্মে। সে অলস হয়, নানা প্রকার রোগে পরিপূর্ণ হয়, সুতরাং সে দুঃখ বা সর্ব্বদা অসুখী থাকে। যখন দেখা যায় যে, সুনিয়মে পরিশ্রম না করায় অশেষ অসুখ ঘটে তখন কি স্ত্রী কি পুরুষ, মনুষ্য মাত্রেরই প্রতিদিন কোন

না কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক। যাঁহাদের নিয়মিত রূপে শারীরিক পরিশ্রম করার সুযোগ নাই, তাঁহাদের পক্ষে বিস্বাদ ও দুর্জ্জর খাদ্য বিশেষ দূষণীয়, কিন্তু শ্রমজীবিদিগের পক্ষে তাহা বিশেষ দূষনীয় নহে।

আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা, দেখা যাইতেছে তাহাতে বরং পুরুষ জাতির পরিশ্রম না করিলে চলে না বলিয়া সকলেরই কিছু না কিছু পরিশ্রম করা ঘটে, কিন্তু ভ্রান্ত স্ত্রীপ্রিয় বা স্ত্রীদেবতাদিগের প্রেয়সীগণের আর কোন প্রকার পরিশ্রমের কার্য্য নাই। ইহাতে ভবিষ্যতে বহুপ্রকার বিঘ্ন ঘটনা হইবার সম্ভব। যাহাই হউক গৃহিণীরা যখন গৃহস্থের সর্ব্বস্ব, তথন অন্ততঃ তাঁহাদেরও একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক। তাহারা অন্য কার্য্য করুন বা না করুন, আমাদের প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা অন্ততঃ পাক-কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। আহারই মনুষ্যের সুখ স্বাচ্ছন্দের হেতু। বল, বর্ণ, তেজঃ, এবং সমস্ত প্রকার দৈহিক ব্যাপার, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত সমস্তই আহারের অধীন। এতাদৃশ আহারের ভার এদেশে নারীজাতির উপরেই অর্পিত ছিল। কেন ছিল? তাহা প্রথম প্রস্তাবেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের স্বামীরাও যে তাহা ইচ্ছা করেন না, তাহা বলিয়া তাহদের হস্ত হইতে আজ্‌ও আহারের ভার অন্য কাহারও স্কন্ধে অবতারিত হয় নাই। ভবিষ্যতে যে হইবে, তাহাও হইবে না। না হইবার কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আহারের ভার চিরকালই নারী দিগের হস্তে থাকিবেক। অতএব, আহারীয় বিষয়ে নারীজাতির সবিশেষ দৃষ্টি অভ্যাস না করা অত্যন্ত অসুখের কারণ। আহারীয় বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইলে তদ্বিষয়ে শিক্ষা লাভ ও তাহার অভ্যাস করা উচিত। যদিও আঢ্য-গৃহিণী দিগের স্বয়ং পাক করিতে হয় না, না করিলেও চলে বটে, তথাপি তাহাদিগের পাক বিদ্যায় অনভিজ্ঞা থাকা উচিত নহে। কর্ত্তা বা কর্ত্রী অজ্ঞ হইলে ভৃত্যেরা সুচারুরূপে কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে না। কর্ত্রী যদি তাহাদের রন্ধন বিষয়ে সুশিক্ষিতা থাকেন,তাহাহইলে তিনি স্বীয় পাচক বা পাচিকার বিনা অপচয়ে ইচ্ছানুরূপ সুখকর ও হিতকর খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন, নচেৎ তাহারা ভাল হউক মন্দ হউক

ক্ষতি হউক, আর বৃদ্ধি হউক, যাহা করিবে তাহাই মঞ্জুর করিতে হইবেক। এই জন্যই আমরা বলি, কি ধনী কি দরিদ্র, সকল গৃহের গৃহিণীদিগেরই পাক বিদ্যা জানা আবশ্যক। মনে করিওনা যে, পাকবিদ্যা আবার বিদ্যা! পাকবিদ্যা সহজ নহে। ইহা এক প্রকার রসায়ন-বিদ্যা বলিলেও বলা যায়। রসায়ন বিদ্যার ন্যায় ইহাতেও লোকের হিতাহিত সংযোগ আছে, বিলক্ষণ আমোদও আছে। যে, যে বিদ্যা জানে, সে সেই বিদ্যাতেই আমোদ পায়। তুমি যদি পাক বিদ্যা জান ত পাকবিদ্যাতেই আমোদ পাইবে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথা বলা হইল, এক্ষণে পাক-বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু বলা যাউক।

পাকবিদ্যা রসায়ন বিদ্যার এক অঙ্গ। রসায়ন বিদ্যার দ্বারা যেমন বস্তুর স্বভাব, মনুষ্যের সহিত উপকার অপকার সম্বন্ধ ও দোষ গুণ জ্ঞাত হওয়া যায়, এই পাক-বিদ্যার দ্বারাও উক্ত সমুদায় জ্ঞাত হওয়া যায়। রসায়ন বিদ্যার ভিত্তি বা মূল পত্তন যেমন বহুলপদার্থের উপর সংস্থাপিত, পাকবিদ্যার ভিত্তি বা মূল পত্তন ঠিক সেরূপ নহে। কতকগুলি রসের উপরই ইহার মূল পত্তন। রসই যখন পাকবিদ্যার মূলাধার, তখন অগ্রে রস কি? তাহা নির্ণয় করা অথবা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

রস বা আস্বাদ।

রস ও আস্বাদ একই কথা। রস আর কিছু না, দ্রব্যগত একপ্রকার গুণ। এই গুণটা অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, কেবল জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই উহার অনুভব হইয়া থাকে। রস জিহ্বার দ্বারা জানা যায় বলিয়া জিহ্বার অপর একটা নাম "রসনা।" অতএব, কোনও দ্রব্য জিহ্বায় সংলগ্ন হইবামাত্র যে একপ্রকার আস্বাদ অনুভব হয়, তাহারই নাম "রস।" এই রস ও তাহার বিপাক-বিশেষে জ্ঞান লাভ করাই পাক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং রস ও রসের রচনা বিশেষকে পাক বলে, আর তদ্বোধক শাস্ত্রকে পাক শাস্ত্র বলে।

অন্যান্য শাস্ত্রে ছয় প্রকার রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু পাকশাস্ত্র বলেন, রস প্রধানতঃ ৬ ছয় প্রকার বটে, পরন্তু তদ্ভিন্ন মিশ্র রস অনেক আছে।

মধুর (১), অম্ল (২), লবণ (৩), কটু (৪), তিক্ত (৫) ও কষায় (৬) এই

ছয়টী রস প্রধান। এই প্রধানতম ছয়টী রসের মধ্যে যে কোনও দুই বা ততোধিক রস একত্রিত বা মিশ্রিত হইলে অন্য এক নূতন রস আবির্ভূত হয়। সে সকল রসের নাম "মিশ্ররস।" এই "মিশ্ররস" অনেক প্রকার ও বহুসংখ্যক হইতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে যে গুলি বিস্পষ্টরূপে অনুভূত হইতে পারে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে না ধরিয়া, স্থূলভাবে সেইগুলিকেই গণনা করা আবশ্যক। তদনুসারে পাকশাস্ত্রে সর্ব্বসমেত ৬৩ প্রকার মিশ্ররসের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত শাস্ত্রের লিখিত ৬৩ প্রকার মিশ্র রসের নাম এস্থলে অনুবাদ করিয়া বুঝান যাইতে পারে না। সংস্কৃত নামগুলি লিখিয়া দিলেও কেহ তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া স্থির রাখিতে পারিবেন না। ফল, সে সকল নামের অনুবাদ করিলে "অম্ল মধুর" "মধুরাম্ল" ইত্যাদি ক্রমে উক্ত প্রধান রসের নাম প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। বাঙ্গালা ভাষায় "আম্‌টে আম্‌টে" "টক্ টক্" "নোন্‌তা নোন্‌তা" ইত্যাদি দুই চারিটী মাত্র কথা প্রচলিত আছে। ফল, সে সকল নাম না জানিলেও পাক-বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যাঘাত হয় না।

এক রসে অন্য রস মিশ্রিত হইলে তাহা নূতন একপ্রকার আস্বাদ বা রসরূপে পরিণত হয়, ইহা পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত। সুতরাং জানা গেল যে, পূর্ব্বোক্ত ছয় রসের যে কোনও দুই বা ততোধিক রস একত্রিত বা মিশ্রিত করিবামাত্র তাহা রসান্তর হইবে। কোন অম্লরসের দ্রব্য ও কোন মধুর রসের দ্রব্য একত্রিত কর, দেখিতে পাইবে যে তাহা নূতন এক আস্বাদ উৎপাদন করিয়াছে। এরূপ হয় কেন? তাহা শুন।

পূর্ব্বোক্ত ছয়টী রসের স্বভাব এই যে, তাহারা পরস্পর কি গুণে, কি স্বভাবে, কি শক্তিতে, সর্ব্বপ্রকারে অত্যন্ত বিভিন্ন। উহাদের এই এক স্বভাবসিদ্ধ প্রভাব আছে যে, উহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককেই অর্থাৎ প্রত্যেক রস প্রত্যেক রসকে অবিভব অর্থাৎ খাঁট করিবার চেষ্টা পায়। কেহ কাহাকে বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পায় না। এতদ্রূপ স্বভাব থাকায়, দুই বা ততোধিক রস একত্রিত হইলে কাহারও প্রাধান্য থাকে না। পরস্পর পরস্পরকে অভিভব বা খাট করিয়া ফেলে। সুতরাং সেই একত্রিত রসগুলি তখন এক নূতন ভাব ধারণ করে অর্থাৎ অভিনব আস্বাদ্য হইয়া উঠে।

আমাদের দেশের প্রাচীন কালের স্ত্রীলোকেরা যে তত মূর্খ ছিলেন, তথাপি তাঁহারা এই বিজ্ঞান টুকু জানিতে পারিয়া ছিলেন। যথা—

"বড়োয় বড়োয় নতুন ছিষ্টি
হল্‌দি চুণে রাঙার ছিষ্টি।"

"বড়" প্রধান। "নতুন" অভিনব। "ছিষ্টি" বা উৎপত্তি। "হল্‌দি" হরিদ্রা। "চুণ" দগ্ধ শম্বুক প্রভৃতি ক্ষার। "রাঙা" রক্তবর্ণ।

দুই প্রধান সর্ব্বাবয়বে মিশ্রিত হইলে কাহারও প্রাধান্য থাকে না, কাযে কাযেই তাহা হইতে এক অভিনব সৃষ্টি হইয়া পড়ে। হরিদ্রা এবং চুণ এই দুই স্বতন্ত্র পদার্থ সর্ব্বাবয়বে মিশ্রিত হইলে রক্ত বর্ণ হয়।

কেদার বাবুর জীবনের একটি অংশ।

কেদার বাবু বড় মদ ভক্ত ছিলেন। ইহা তাঁহার এত দূর প্রিয় হইয়া উঠিয়া ছিল যে, এক দিন না হইলে চলিত না। এক দিন তিনি পোষ্ট আফিসের কাজ হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, তাঁহার পকেটে মদের খরচের জন্য যে চারি আনা পয়সা ছিল, তাহা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে।

পাঠক পাঠিকা গণ! তোমরা যদি কোন দিন তেমাদের ভাল বাসার বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়া থাক, তাহা হইলেই তোমরা কেদার বাবুর মনের যাতনা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবে। তাঁহার মনে এখন যে কি কষ্ট হইতেছে তাহা নিজে ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি অনুভব করিতে পারে না। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে মদন সাহার দোকানে যাইয়া কিঞ্চিৎ মদ ধার প্রার্থনা করিলে পর, মদন অমনি খাতার দুই চারি খানি পাতা উল্‌টাইয়া কেদার বাবুর নামের হিসাব বাহির করিল। খাতা খুলিয়া দেখিতে পাইল, তাহার নিকট প্রায় ৪০৲ এপর্য্যন্ত পাওনা হইয়াছে। মনে ভাবিতে লাগিল—একে বাবুর ২০৲ মাত্র বেতন, তাহাতে ২টি কন্যা এবং একটি পুত্র—ইহা ভাবিয়া মদন আর ধার দিতে সাহস করিল না; সে মৃদু স্বরে বলিল "বাবু আমাকে ক্ষমা করুণ, আমি ধার দিতে পারিব না।"

মদনের এই কএকটি কথায় কেদার বাবুর ভগ্ন হৃদয় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল; তিনি কিয়ৎক্ষণ মৃত ব্যক্তির ন্যায় নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে ধীরে ২ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে আসিয়া বিছানায় শুইয়া চক্ষুহইতে দুই এক ফোঁটা জল ফেলিতে ছিলেন, এমন সময় গৃহিণী তথায় আসিলেন; আসিবা মাত্র কেদার বাবু অম্নি চোকের জল মুছিয়া ফেলিলেন। কিন্তু আগুণ কি কখন কাপড়ে চাপা থাকে? আবার তাঁহার চক্ষে জল আসিল। আনন্দময়ী তাঁহার স্বামীর দশা উত্তমরূপে জানিতেন, কারণ ইহার পূর্ব্বে দুই এক বার এরূপ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে; তথাপি তিনি রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেদার বাবু শেষ কালটা লজ্জায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মিথ্যা কথাটা বলিয়া ফেলিলেন; বলিলেন—তোমাকে আর কি বলিব, তুমিত সংসার সম্বন্ধে কিছুই ভাব না? তোমাকে আমার ক্রন্দনের কারণ বলাও যে কথা, একটা গাছকে বলাও সেই কথা; সুতরাং তোমায় বলিয়া কি হইবে?

আনন্দময়ী পুনরায় উত্তর করিলেন, "আচ্ছা কিছু হোক্ বা না হোক্, বলায় কি কোন আপত্তি আছে?" কেদার বাবু বলিলেন,—"আপত্তি আর কি? তবে—তোমায় বলায় ফল নাই,যদি একান্তই না ছাড়্‌বে,তবে শোন।

ফুলহাঁসির বয়ঃক্রম এখন প্রায় ১৪ বছর হইতে চলিল, উহাকে বিবাহ না দিলে আর যে চলে না। পাড়ায় পাড়ায় আমায় সকলে নিন্দা কচ্ছে, যে এতবড় মেয়ে ঘরেও রেখেছে! আর কেউ কেউ বোল্‌চে, ও যদি শীঘ্র বিবাহ না দেয়, তা হলে ওকে জাতি থেকে তাড়াতে হবে। তা একবার ভাব?"

আনন্দময়ী উত্তর দিলেন,—"কেন, তাহার জন্য তোমার এত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন কি? আমি ঘোষালদের বড় ছেলের সঙ্গে উহার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি,—তার মা বলেচে যে, আমি অমনি মেয়ে খুঁজ্‌চি।"

কেদার বাবু হাঁসিয়া বলিলেন "তবেই আর কি সব হয়েছে!!"

স্ত্রী কি যেন একটি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় কেদারবাবু তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"সম্বন্ধের সহিত যদি বিবাহের খরচটি

যোগাড় করিতে পারিতে, তাহা হইলে চিন্তার কারণ ছিল না বটে, কিন্তু আমি চাকরি করিয়া বড় পারিলাম, তা তুমি তো——।" বাবুর কথা শেষ না হইতে হইতেই স্ত্রী প্রাঙ্গণের একটী অংশ খুঁড়িতে গেলেন, স্বামী দেখিয়া বলিলেন,"তুমি কি পাগল হইয়াছ?" আনন্দময়ী উত্তর দিলেন, "এই যে ছিদ্রটী দেখিতেছ, ইহার নীচে একটী বড় কল্‌সি আছে, তাহা আমাকে বাহির করিয়া দাও।" স্বামী দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই কাজে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে একটি বাস্তবিক কলস দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিয়া তিনি যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তাহা বলা যায় না, কারণ তিনি কলসটি পয়সা পূর্ণ দেখিলেন। স্ত্রীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি ৫ বছরে এই পয়সা গুলি জমাইয়াছি। রোজ ২। ৪ টী করিয়া পয়সা এই গর্ত্ত দিয়া ফেলিয়া দিতাম।" এখন উভয়েই গণনা করিতে বসিলেন, অবশেষে দেখিলেন, মোট ৫০০৲ টাকা। উভয়েই আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন; কিন্তু কেদার বাবু সে সময়ে যে কি লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। তিনি মনে করিলেন, পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "তুমি সংসার সম্বন্ধে ভাব না।" এখন দেখিলেন, বাস্তবিক সংসার সম্বন্ধে ভাবে কে? এইরূপ অনেক প্রকার চিন্তার পর তাঁহার মন ভাল হইল।

এই হইতেই তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি তাঁহার গত জীবন স্মরণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত, দুঃখিত এবং অনুতপ্ত হইলেন। এই হইতেই তাঁহার জীবন স্রোত ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্ত্রীর একদিনের একটী কথায় তাঁহার চক্ষু ফুটিল। কেদার বাবুর মদের দোকানে যাওয়া বন্ধ হইল এবং তদানুষঙ্গিক তাঁহার সর্ব্বপ্রকার দোষও বিদূরিত হইল। ইহার পর তাঁহার কন্যার বিবাহ অতি আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হইল।

শ্রীকরমেতি বাই চরিত।

অনেকের বিশ্বাস যে, স্ত্রীজাতি সংসারে মায়া-পুত্তলী, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের উচ্চভাব অসম্ভব। এই অমূলক কথার আর কোন প্রকার উত্তর দান না করিয়া ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে একটী সাধ্বী স্ত্রীর জীবন চরিত প্রকাশ করিতেছি। ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণিত হইবে যে স্ত্রীজাতি উচ্চ ধর্ম্মভাব লাভ করিতে পারেন কি না?

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে থাজল গ্রামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুরোহিতের নাম পরশুরাম। পরশুরাম পণ্ডিতের কন্যার নাম করমেতি বাই। রাজা ও রাজপুরোহিত পরম বৈষ্ণব। পূর্ব্বকালে বৈষ্ণবগণ স্ত্রী কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন। লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবে, ইহাই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। করমেতি অল্প বয়সেই বিদ্যাবতী হইলেন। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হইল। পরশুরাম পণ্ডিত বিদ্যাবতী সাধ্বী কন্যাকে সৎপাত্রে দান করিলেন। করমেতি বাই নিতান্ত অনিচ্ছাতে বিবহ করিলেন, কিন্তু বিবাহের পর স্বামি-গৃহে যাইতে কিছুতেই সম্মতা হইলেন না। করমেতির ব্যবহার দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ইষ্ট দেবতার চিন্তা করেন, পাগলিনীর ন্যায় কখন হাসেন, কখন রোদন করেন, কখন বা উচ্চৈঃস্বরে হা নাথ! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। কৃষ্ণপ্রেমরূপ ফুল্ল কমলে তাঁহার মন মধুকর মত্ত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণরূপ অমৃত সাগরে মগ্ন হইলেন, উঠিতে না পারিয়া তাঁহাতেই পড়িয়া রহিলেন। কৃষ্ণরূপ কল্পলতা অঙ্গে জড়াইয়া আপনাকে বান্ধিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ নাম কল্প-বৃক্ষ হৃদয়ে রোপণ করিয়া প্রেমামৃত ফল আস্বাদন করিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণপ্রাণ কৃষ্ণধন কৃষ্ণসুখসার, কৃষ্ণবিনা ত্রিজগতে নাহি জানে আর।"

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে স্বামিগৃহে লইবার জন্য পুনর্ব্বার চেষ্টা হইতে লাগিল। করমেতি স্বামি-গৃহকে বিষতুল্য জ্ঞান করিতেন। তিনি অবগত হইয়াছিলেন, স্বামী অবৈষ্ণব এবং ঘোর বিষয়ী। এজন্য তিনি

অত্যন্ত ভীতা হইয়াছিলেন। শোকে দুঃখে হৃদয় অস্থির হইল। সেস্থানে গমন করিলে কুসঙ্গ হইবে, বিষয় তস্করে মন বুদ্ধি হরণ করিবে। "কৃষ্ণ ভক্তি স্পর্শমণি হারাইব, হায় হায় কি দশা হইবে, কি করিব?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইয়া কান্দিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন যে, গোপনে বৃন্দাবনে পলায়ন করিব।

"অরে মন মোর কিছু অনুকূল হও।
কৃষ্ণ অন্বেষণে মোরে শীঘ্র লয়ে যাও॥"
"কমল বদন শুভ সুখময় ধাম।
রসের সাগর রূপ গুণে অনুপম॥"
"তাঁহারে মিলাও মোর এই হিত কর।
চল তবে এই অভাগীর করে ধর॥"
"লইয়া যাইয়া পাছে আছাড় মারহ।
পুনর্ব্বার গৃহ ফাঁদে ফিরিয়া আসহ॥"
"সুখ মান অর্থ আর জীবনের আশা।
ত্যজিয়া করহ কৃষ্ণ আশালতা বাসা॥"
"প্রাণ সমর্পণ কর কৃষ্ণ অন্বেষণে।
কৃষ্ণবিনা অনর্থক কি কায জীবনে॥"

এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধ্বী করমেতি মনের অনুরাগে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। চতুর্দ্দিকে দ্বার বন্ধ দেখিয়া দ্বিতল হইতে নীচে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। গাঢ় অনুরাগবলে শরীরে বেদনা অনুভব করিলেন না। নীচে অবতরণ পূর্ব্বক বৃন্দাবন লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। প্রভাতে পরশুরাম পণ্ডিত গৃহে কন্যাকে না দেখিয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিলেন, লোক ধর্ম্মভয়ে পরশুরাম অধোমুখ হইলেন। রাজার নিকট গিয়া বলিলেন "মহারাজ! আমার নাক কান কাটা গেল, আমার কন্যা রাত্রিযোগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মনের দুঃখে বনেই গেল, কি জলেই ডুবিয়া মরিল কিছুই জানি না।" রাজা এতচ্ছ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হৃদয়ে করমেতির অন্বেষণ জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরে করমেতি দূর হইতে দেখিলেন যে, তাঁহার অন্বেষণে লোক

আসিতেছে। প্রশস্ত প্রান্তরে আত্ম-সংগোপনের উপায় কিছুই দেখিলেন না। সম্মুখে একটা মৃত উষ্ট্র পড়িয়া রহিয়াছিল। তাহার উদর গহ্বরে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া রহিলেন। দুর্গন্ধে তাহার নিকটেও কেহ আগমন করিল না। করমেতি তিন দিন উপবাসে সেই পূতিগন্ধপূর্ণ উষ্ট্রোদরে কৃষ্ণনাম রসপানে উন্মাদিনী ছিলেন। চতুর্থ দিবসে গঙ্গাস্নান করিয়া শরীর পরিষ্কার করিলেন। এইরূপে বহুকষ্টে চলিতে চলিতে বৃন্দাবনে উপনীতা হইলেন। বৃন্দাবন দর্শনে অনেক দিনের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল, আনন্দের সীমা রহিল না। ব্রহ্মকুণ্ড তীরে ঘোর অরণ্য মধ্যে ধ্যানযোগে কৃষ্ণ দর্শনে উপবেশন করিলেন।

পরশুরাম পণ্ডিত কন্যার বিচ্ছেদ শোকার্ত্ত হৃদয়ে অন্বেষণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে আগমন করিলেন। সেখানে নানা বন অন্বেষণ করিয়াও কোন স্থানে দেখা পাইলেন না। একদিন একটা উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডতীরে গভীর অরণ্য মধ্যে কন্যাকে দর্শন করিলেন। বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করতঃ সঙ্গীলোকদিগকে লইয়া কন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখেন কন্যার পবিত্র জ্যোতিতে বন আলোকময়, কন্যা ধ্যানে নিমগ্না, কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নাই, দুনয়নে দর দর ধারা বহিতেছে। দেখিয়া পরশুরামের হৃদয় গলিয়া গেল, তখন করমেতিকে আর কন্যা বলিয়া মনে করিলেন না। সাষ্টাঙ্গে করমেতির চরণে প্রণাম করিলেন :—

"কিবা পুত্র কিবা কন্যা নীচ কেহ নয়।
যেই কৃষ্ণভক্ত সেই পূজ্যতম হয়॥"

বহুক্ষণ পরে বাইজীর বাহ্যজ্ঞান হইল। সম্মুখে পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করতঃ অধোমুখে রহিলেন। পরশুরাম অনেক বিনয় করিয়া বলিলেন, "মা! গৃহে চল, বনে প্রয়োজন কি? গৃহে বসিয়া কৃষ্ণভজনা কর। তুমি আমার গৃহের আলোক, গৃহলক্ষ্মী। তোমাকে দেখিয়া আমি অমৃত-সাগরে অভিষিক্ত হইলাম।" করমেতি বলিলেন, "পিতঃ! আমাকে এত স্তুতি করিতেছেন কেন? শ্যামল সিন্ধু তরঙ্গ পাথারে আমার মন ডুবিয়াছে—আর উঠিতে পারে না। আমার দেহটা লইয়া গিয়া প্রয়োজন কি? অতএব

আর আগ্রহ করিবেন না। আমার আশা ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করুন। যে ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, তাহার জন্য আর আশা কেন? অতএব আপনি গৃহে গিয়া কৃষ্ণ সেবা করুন। বিষপান না করিয়া কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করুন। তাহাতে অত্যন্ত সুখী হইবেন, দিন দিন আনন্দ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।—"এই কথা বলিতে বলিতে করমেতি প্রেমভরে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পরশুরাম কন্যার ভাব দেখিয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পণ্ডিতজী কান্দিতে কান্দিতে গৃহে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ রাজাকে বলিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া বাইজীকে দর্শন করিতে বৃন্দাবনে আগমন করিলেন। দেখেন বাইজী যমুনার তীরে বসিয়া কৃষ্ণ নাম গান করিতেছেন, প্রেমাশ্রুতে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। রাজা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। বাইজী রাজাকে প্রতি-প্রণাম করিলেন। রাজা বাইজীর অবস্থিতির জন্য ব্রহ্মকুণ্ড তীরে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি করিলেন। বাইজী বলিলেন এরূপ কার্য্য করিও না। ভূমি-খননে অনেক জীবের হিংসা হইবে। অতএব কুটীর নির্ম্মাণ অকর্ত্তব্য। তথাপি রাজা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া একটী পাকা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। অদ্যাপি সে কুটীরের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

এইরূপে সাধ্বী করমেতি বাই বহুদিন ফল মূল ভোজনে তপস্যায় নিযুক্তা থাকিয়া ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন।

এরূপ কত শত সুন্দর পুষ্প যে কত স্থানে ফুটিয়াছিল তাহা কে জানে? ভগবান্ নরনারীর অন্তরে যে ধর্ম্মবীজ রোপণ করিয়াছেন, উপযুক্ত কৃষিকার্য্য করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফল লাভ করা যায়। পিতার ধনে পুত্রকন্যার সমান অধিকার। স্ত্রীজাতি সংসারে মায়ার পুতুলী নহেন, নির্ম্মল ধর্ম্মকুসুম। পিতার কন্যা পিতার আদরের ধন। পুরুষের মলিন হস্তে কুসুমের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। ধর্ম্ম নারীর শোভা সৌন্দর্য্য। ধর্ম্ম নারীর স্বাধীনতা। বাহিরের চাক্‌চিক্য প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। পুরুষ বলিলেন, "বিবি হও," স্ত্রী বিবি হইলেন, পুরুষ বলিলেন "তুমি ঘরের কোণে বদ্ধ থাক," স্ত্রী অবরোধে প্রবেশ করিলেন। এরূপ আচরণ পরাধীনতা মাত্র। যতদিন হৃদয় ধর্ম্মভাবে

উচ্ছ্বসিত না হয়, ততদিন প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ কেহ বুঝিতে পারে না। করমেতির হৃদয়ে সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, স্বাধীনতা কে আনয়ন করিল? ভগবৎ প্রেমই উহার মূল। পরমেশ্বরে গাঢ় অনুরাগ হইলে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করা জলে মগ্ন হওয়া অতি সহজ কার্য্য। স্ত্রীজাতি ঈশ্বরপ্রেমের আদর্শস্থল, সেখানে ধর্ম্মের উচ্চভাব দেখিব না, তবে কোথায় দেখিব? মুকুলে কুসুমটীকে বৃন্তচ্যুত করিও না, পরিণামে ফুল্ল ফুল দেখিতে পাইবে।

গারফিল্‌ড জীবনী।

জনৈক আত্মীয়ার নিকট লিখিত পত্রের আকারে প্রকাশিত।

[প্রথম পত্র।]

তোমাকে কদিন হইল লিখিয়াছিলাম, গারফিল্ডের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া চক্ষুর্জল সংবরণ করিতে পারি নাই। কোথায় আমেরিকা, কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় গারফিল্ড, কোথায় আমি; তথাপি সচ্চরিত্রের এমনি মোহিনী শক্তি যে, সে দিন সেই মর্ম্মভেদী তাড়িতবার্ত্তা পাঠ করিয়া আমার বোধ হইল যেন আমি একটী অতি নিকট আত্মীয় হারা হইয়াছি। আমেরিকা কাঁদিতেছে,—তাহার কাঁদিবার কারণ আছে। ইংলণ্ড শোক প্রকাশ করিতেছে, ইহারও কারণ সহজে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। কিন্তু দূরস্থ ভারতযুবা যে গারফিল্ডের মৃত্যুতে আমেরিকাবাসীর অশ্রুজলের সঙ্গে আপনার অশ্রুজল মিশাইতেছে, ইহা বাস্তবিক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কিন্তু যিনি আপনার চরিত্রগুণে দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, অতি সামান্য অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সভ্য জগতের শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম পদলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, দেশগত, জাতিগত, এবং ধর্ম্মগত সমুদায় পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া, তাঁহাকে সমস্ত জগৎ আপনার লোক বলিয়া গণ্য করিবেই করিবে। সংকীর্ণ হৃদয় অতি সংকীর্ণ ক্ষেত্র হইতে সহানুভূতি ও ভালবাসা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে প্রশস্ত হৃদয় জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে

সমুদায় জগতের নরনারীকে আলিঙ্গন করে, সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ও অদৃশ্য আকর্ষণে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই আজ আমেরিকাবাসী গারফিল্ডের মৃত্যুতে ভারত যুবার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।

কিন্তু গারফিল্ডের জীবনী না পড়িলে এই সম্বন্ধে গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারিবে না বলিয়া আজ তোমার নিকট তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করিতে বসিলাম।

আমেরিকার নিউইয়র্কের অন্তর্গত ওষ্টেগো প্রদেশের ওরচেষ্টার নগরে ১৭৯৯ খৃঃ অব্দেএব্রাম গারফিল্ড নামক জনৈক কৃষক সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট স্বর্গীয় মহাত্মা জেমস্ গারফিল্ডের পিতা। এব্রামের পিতা অত্যন্ত দীন দরিদ্র ছিলেন; এমন কি বহুসংখ্যক পুত্রকন্যা জন্ম গ্রহণ করাতে আপনার পরিবারের সম্যক্ ভরণপোষণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। দরিদ্র কৃষকের কষ্ট দেখিয়া জেমস্ ষ্টোন নামে জনৈক সহৃদয় প্রতিবাসী এব্রামের স্তন্যত্যাগের পরেই তাহাকে আপনার পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করিয়া, অতি যত্নে আপনার পুত্রের ন্যায় লালন পালন করেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহার দশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় এব্রামের একটী শৈশব সহচরী জুটিয়া যান। এই সময়ে জেমস্ বেলো নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মযাজকের বিধবা পত্নী তাঁহার পুত্র কন্যা সমবিভ্যাহারে নিউহাম্প শায়ার পরিত্যাগ করিয়া জেমস্ ষ্টোনের বাড়ীর নিকটে আসিয়া আবাস গ্রহণ করেন। বিধবা বেলোর এব্রামের সমবয়স্কা ইলাইজা নাম্নী একটী কন্যা ছিলেন। ইলাইজা এব্রামের ক্রীড়া সহচরী হন, এবং এই শৈশব প্রণয় ক্রমে ঘনীভূত হইয়া যৌবনের ভালবাসায় পরিণত হয়।

এব্রামের পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় বিধবা বেলো ওরচেষ্টার পরিত্যাগ করিয়া ওহিও প্রদেশের জেনেসভিল্ নামক গ্রামে গমন করেন। ইলাইজা আপনার প্রিয়তম শৈশব সহচরকে পরিত্যাগ করিয়া মাতার অনুগামিনী হন। কিন্তু এব্রাম তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইবামাত্রই তিনিও ওরচেষ্টায় পরিত্যাগ করিয়া ওহিও প্রদেশে গমন করেন, এবং তথায় ক্লিভলেন্ডের নিকটবর্ত্তী নিউবর্গ গ্রামে একটী কুটীর

নির্ম্মাণ করিয়া কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু কেবল কৃষকের কাজ করিবার জন্য এব্রাম ওরচেষ্টার পরিত্যাগ করিয়া ওহিও প্রদেশে আসেন নাই। ইলাইজার অনুসন্ধান করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং অতি অল্পদিন পরেই তিনি বেলো-পরিবারের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন, এবং অবশেষে ইলাইজাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

এব্রাম নিজে কৃষক ছিলেন, এবং তাঁহার পৈতৃক ব্যবসায়ও কৃষিবৃত্তি ছিল বলিয়া মনে করিও না, ইহাঁরা নীচবংশোদ্ভব। জাতিভেদ প্রথা এদেশে থাকাতে, কায়িক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা এদেশের লোকের চক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয়, কিন্তু ইংলণ্ডে, বিশেষতঃ আমেরিকায় এরূপ নহে।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণ অত্যন্ত অসভ্য ও বর্ব্বর। ইহাদিগকে ইণ্ডিয়ান কহে। কিন্তু আজ প্রায় তিনশত বৎসর হইল, অনেকগুলি ইউরোপীয় দলে দলে গিয়া আমেরিকায় বাস করেন। আমেরিকায় নূতন জাতির মধ্যে ইংলণ্ডের পিউরিটানগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাঁরা খৃষ্টীয়ানদিগের সম্প্রদায় বিশেষ। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস এবং তাঁহার পরে দ্বিতীয় চার্লস্ এবং দ্বিতীয় জেমস্ ইহাঁদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করেন। ইহাঁরা প্রকাশ্য ভাবে আপনাদিগের বিবেকানুসারে স্ব স্ব ধর্ম্ম সাধন করিতে পাইতেন না। সুতরাং ইহাঁরা আপনাদিগের ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রিয়তম জন্মভূমি, প্রিয় প্রতিবাসীবর্গ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে গিয়া আমেরিকার বনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৬৩০ অব্দে গারফিল্ডের প্রথম আমেরিক পূর্ব্ব পুরুষ এড্যার্ড গারফিল্ড, জন উইনথোপ প্রভৃতি কতিপয় অতি সম্ভ্রান্ত পিউরিটানের সঙ্গে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। ইহাঁর সন্ততিগণ সকলেই কৃষক ছিলেন।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার অধিকাংশ স্থান ইংরাজদিগের অধিকারে ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ড আমেরিকার উপর অযথা অত্যাচার আরম্ভ করেন। এই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আমেরিকাবাসীগণ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, ছয় বৎসরের কঠিন সংগ্রামের পর ইংলণ্ডের হস্ত হইতে আপনাদিগের প্রিয়তম

মাতৃভূমির উদ্ধার করেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকা বিপ্লব, বা আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই যুদ্ধে আপনাদিগের প্রিয়তম জন্মভূমির উদ্ধার সাধনের জন্য অনেক আমেরিক কৃষক কৃষিযন্ত্র ছাড়িয়া সমরাস্ত্র ধারণ করেন। এমন কি রমণীগণ পর্য্যন্ত স্বদেশ উদ্ধারের জন্য নানা উপায়ে পুরুষগণের সাহায্য করেন। কথিত আছে যে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মনমাউথের যুদ্ধে একটী আয়রলণ্ডবাসী লোক যুদ্ধক্ষেত্রে হত হয়। মলিনাম্নী তাঁহার দ্বাবিংশ বর্ষীয়া পতিব্রতা পত্নী যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অনতিদূরে একটী কূপ হইতে জল তুলিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার স্বামীর পতন ও মৃত্যু তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। সেনাপতি যেই হত সৈনিকের অস্ত্র স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়াছেন, অমনি মলি তাঁহার সম্মুখে গিয়া স্বামীর অস্ত্র ধারণ করিয়া অতুল সাহসে শত্রুনিপাত করিতে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধাবসানে সেনাপতি গ্রীণ এই বীরনারীর বীরত্ব প্রধান সেনাপতি ওয়াসিংটনের নিকট জ্ঞাপন করিলে, ওয়াসিংটন মলিকে সার্জ্জেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধে গারফিল্‌ডের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ কাপ্তেনের কার্য্য করেন। এব্রামের খুল্লতাত এড্‌ওয়ার্ড গারফিল্‌ড এই যুদ্ধের প্রারম্ভে কনকর্ডব্রিজ সমরে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করেন এবং এব্রামের পিতামহ সলোমন গার্‌ফিল্‌ড সুপ্রসিদ্ধ আমেরিক সেনানী ওয়াসিংটনের অধীনে সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং দেখিতেছ এব্রাম কৃষকের সন্তান এবং স্বয়ং কৃষক বলিয়া নীচকুলোদ্ভব নন।

এব্রাম যে রমণী রত্নকে বিবাহ করেন, তিনিও অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইলাইজার প্রথম আমেরিক পূর্ব্বপুরুষ মাটুরিণ বেলো ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে আপনার জন্মভূমি ফরাসীদেশ পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষার্থ আমেরিকার বনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং একজন অতি সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন, এবং তাঁহার বংশধরেরা প্রায় সকলেই এই মহৎ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অতি দক্ষতার সহিত ধর্ম্মযাজন কার্য্য সম্পন্ন করেন।

তৃতীয় সন্তানের জন্মের পর পরিবার বৃদ্ধিসহ আয় বৃদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল, এবং এব্রাম কোয়েহগা কাউণ্টীর ওরেঞ্জগ্রামে

অর্দ্ধশত একার অর্থাৎ প্রায় ২০০ বিঘা ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় গিয়া বাস করেন।

এই গ্রামে একটী সামান্য কাষ্ঠনির্ম্মিত কুটীরে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ নবেম্বর তারিখে জেমস্ গারফিল্ড জন্ম গ্রহণ করেন। আমি যে সময়ের কথা তোমাকে লিখিতেছি, তখন আমেরিকা এত সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয় নাই। বিশেষতঃ তৎ প্রদেশে তখনও অধিক লোক গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে নাই। গারফিলড় যেখানে ভূমি ক্রয় করিয়া কুটির নির্ম্মাণ করেন, সেখানে সাত মাইলের মধ্যে (৩।।° ক্রোশ) আর কোনও কুটির ছিল না। কেবলমাত্র ইলাইজার ভগ্নীপতি বয়েলটন গারফিল্ডের এক সঙ্গে আসিয়া তাঁহার ভূমির নিকটে একটী কুটির নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ব্যতীত চারি দিকে ঘোরতর জঙ্গল ছিল। জেম্সের জন্মের প্রায় আঠার মাস পরে অর্থাৎ ১৮৩৩ অব্দের মে মাসে একদা এই জঙ্গলে দাবানল উপস্থিত হয়। কুটিরের নিকটস্থ জঙ্গলে অগ্নি লাগিয়াছে দেখিয়া পিতা, পুত্র, কন্যা সকলে আপনাদিগের কুটির ও শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য ধাবমান হইলেন, ইলাইজা সংত্রস্ত অন্তরে শিশু জেমস্কে ক্রোড়ে করিয়া কুটিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনেকক্ষণ পরে কুটির এবং ক্ষেত্রের সংলগ্ন জঙ্গলের অগ্নির গতিরোধ হইল বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড তাপের মধ্যে এই গুরুতর পরিশ্রম এব্রামের শরীরে সহ্য হইল না। পর দিন এব্রাম গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। পীড়া ক্রমশঃ কঠিন হইতে লাগিল। এই সময়ে এই অরণ্যে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক পাওয়া প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না, এব্রাম গারফিল্ডের ভাগ্যেও তাহা ঘটিল না; এবং দুই দিবসের পর এব্রাম পরলোকগত হইলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া প্রিয়তম পত্নীর মুখপানে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এই বনে চারিটী চারা রোপণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমায় ইহাদিগকে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতে হইতেছে।" ইলাইজা যে কি যত্নের সহিত এই চারা চারিটীকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন তাহ ক্রমে দেখিতে পাইবে। আজি অনেক লিখিয়াছি, আর লিখিব না। এই সকল মনে রাখিও, আগামী পত্রে এই স্থান হইতে উপাখ্যান আরম্ভ করিব।

শীতকাল।

বেস শীত পড়িয়াছে। গরম কাপড় না হইলে আর চলে না। হিমের ভয়ে সন্ধ্যা না হইতে হইতে চারিদিক্ ভাল করিয়া বন্ধ করিতে হয়। গ্রীষ্ম কালের মত রাত্রি দুইপ্রহর একটা পর্য্যন্ত কেহ আর বাহিরে থাকিতে চাহে না। কিন্তু এই ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ কি? পাঠিকাবর্গ হয়ত বলিবেন 'ইহার আর কারণ কি?—এইরূপ চিরকাল হইয়া আসিতেছে, তাই হইয়াছে। এইরূপ অবশ্য চিরকাল হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তথাপি ইহার কারণ কি? কারণ না থাকিলে চিরকাল এরূপ হইবে কেন? প্রকৃতিতে কারণ ব্যতীত কোন ঘটনা লক্ষিত হয় না। শীতকালেরও অবশ্য কারণ আছে।

উত্তাপ না থাকার নাম শীত। সুতরাং যে যে কারণ বশতঃ গ্রীষ্মকালে উত্তাপ বোধ হয়, সেই সকল কারণের অভাব হইলেই শীতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল কারণ প্রধানতঃ দুইটী, নিম্নে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১)--দিবা রাত্রি একত্র করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা সময়। সমস্ত বৎসরের মধ্যে প্রায়ই হয় দিন বড়, না হয় রাত্রি বড়। দিবা রাত্রি সমান, বৎসরে দুইদিন মাত্র ঘটে। গ্রীষ্মকালে দিবাভাগ অধিক, ও শীতকালে রাত্রিভাগ অধিক। শীতকালের বেলা দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়, কিন্তু রাত্রি শীঘ্র ফুরাইতে চায় না। এইটি শীতের প্রথম কারণ। দিবাভাগে পৃথিবী সূর্য্যের কিরণে উত্তপ্ত হয়; এবং সূর্য্য অস্তগত হইলে শীতল হইতে থাকে। কিন্তু শীতকালের বেলা ছোট বলিয়া পৃথিবী অধিকক্ষণ উত্তপ্ত হইতে পারে না, অথচ রাত্রি বড় বলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া শীতল হয়। সুতরাং যে পরিমাণে পৃথিবী সূর্য্য হইতে উত্তাপ গ্রহণ করে, রাত্রি বড় বলিয়া তদধিক পরিমাণে শীতল হয়। ইহার ফল শীত। একখণ্ড লৌহকে তুমি যে পরিমাণে উত্তপ্ত করিয়াছ, তদধিক পরিমাণে যদি শীতল কর, তাহা হইলে লৌহ পূর্ব্বাপেক্ষা হিম বোধ হইবে। পৃথিবী সম্বন্ধেও ঠিক্ এইরূপ। বেলা ছোট বলিয়া পৃথিবী অধিক উত্তাপ পাইতেছে না, অথচ রাত্রি বড় বলিয়া

খুব শীতল হইতেছে। সুতরাং বৎসরের যে দিন হইতে রাত্রি বড় হইতে লাগিল, সেইদিন হইতে পৃথিবী ক্রমশঃ উত্তাপ হারাইতে লাগিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে উত্তাপ না থাকায় শীত। অতএব যেদিন হইতে বেলা ছোট ও রাত্রি বড় হইতে থাকে, সেইদিনে শীতের প্রারম্ভ; এবং যে দিনে দিবারাত্রি আবার সমান হয়, সেই দিনে শীতের শেষ। কিন্তু প্রারম্ভ ও শেষভাগে বিশেষ শীত বোধ হয় না বলিয়া তাহারা শীতকালের মধ্যে গণ্য নহে। এইজন্য শীতের প্রারম্ভের নাম শরৎ, ও শেষ ভাগের নাম বসন্তকাল।

(২)—সূর্য্য হইতে রশ্মি আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। কিন্তু বৎসরের সকল সময়ে সূর্য্য-রশ্মি সর্ব্বত্র সমান প্রখর নহে। যে যে সময়ে সূর্য্য মধ্যাহ্নে ঠিক্ মাথার উপর আইসে, অথবা মাথার উপর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকে, সেই সেই সময়ে সূর্য্য-রশ্মি যত প্রখর হয়, অন্য সময়ে তত নহে। শীতকালে সূর্য্য আমাদের দক্ষিণে থাকে। দুই প্রহর বেলায় এই ঋতুতে আকাশের দিকে চাহিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের মাথার উপর হইতে অনেক দক্ষিণে সূর্য্য রহিয়াছে। শীতকালের সূর্য্য মধ্যাহ্নে কখনই মাথার উপরে আসিবে না। সুতরাং এ সময়ে সূর্য্য-রশ্মির প্রখরতা কমিয়া যায়। কিন্তু সূর্য্য-রশ্মির প্রখরতা কমিলে পৃথিবী বিশেষ উত্তপ্ত হইতে পারে না। ইহা শীতের আর একটী কারণ। উত্তাপের হ্রাস হইলেই শীত বোধ হইবে। শীতকালে সূর্য্য মাথার উপরে আসিতে পারে না বলিয়া তৎকালে রশ্মির বিশেষ তেজ থাকে না। এই কারণবশতঃ ক্রমশঃ পৃথিবীর উত্তাপ ক্ষয় হয় ও শীতের আবির্ভাব হয়।

কিন্তু উল্লিখিত কারণদ্বয়বশতঃ পৃথিবীর যেমন উত্তাপ ক্ষয় হয়, তদ্রূপ আর একটী কারণবশতঃ শীতকালে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। পাঠিকাবর্গ বোধ করি জানেন যে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে। সূর্য্যকে একবার ঘুরিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাহাকে এক বৎসর কহে। যে পথে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে,তাহা যদি ঠিক্ চক্রাকার হইত, তাহা হইলে বারমাসই সূর্য্য হইতে পৃথিবী সমান দূরে অবস্থান করিত। কিন্তু এই পথটী ঠিক্ চক্রাকার নহে। এইজন্য ঋতুভেদে সূর্য্য হইতে

পৃথিবীর দূরত্বের ইতর বিশেষ আছে, গ্রীষ্মকালে পৃথিবী সূর্য্যের যতদূরে থাকে, শীতকালে তদপেক্ষা অল্পদূরে থাকে। ইহার ফল, শীতকালে অপেক্ষাকৃত উত্তাপ বৃদ্ধি, ও গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত উত্তাপ হ্রাস। সূর্য্য একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড সদৃশ। অগ্নিকুণ্ডের যত কাছে যাওয়া যায়, তত উত্তাপ বাড়িতে থাকে; যতদূরে যাওয়া যায়, তত উত্তাপ কমিতে থাকে। শীতকালে পৃথিবী গ্রীষ্মকালের অপেক্ষা সূর্য্যরূপ অগ্নিকুণ্ডের কাছে থাকে, সুতরাং শীতকালে (নৈকট্য কারণ দ্বারা) পৃথিবী গ্রীষ্মকালাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক উত্তাপ গ্রহণ করে। যদি পূর্ব্বোক্ত কারণদ্বয় না থাকিত, তাহা হইলে শীতকালে শীত না হইয়া বরঞ্চ কিঞ্চিৎ উত্তাপ বৃদ্ধি হইত। কিন্তু ঐ দুইকারণবশতঃ পৃথিবী এত শীতল হইয়া যায় যে নৈকট্য কারণ বশতঃ যে কিঞ্চিৎ উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, তাহা অনুভব করিতে পারা যায় না। কিন্তু এই নৈকট্য কারণ যদি না থাকিত, তাহাহইলে এক্ষণে যে পরিমাণে শীত হয় তদপেক্ষা শীত অনেক বাড়িত। সুতরাং সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের ইতর বিশেষ থাকায় আমাদের উপকার হইয়াছে। এতদ্দ্বারা গ্রীষ্মকালে উত্তাপ হ্রাস, ও শীতকালে শীত হ্রাস হইয়া থাকে।

সন্তানগণের নিকট জন্মভূমির মনের আবেগ। *

(স্বগত।)

এই যে গগণ! অনন্ত অনন্ত!
অসীম বিশাল! ফুটে তারা রাশি!
কুসুমের জাল। হাসে শশি-মণি
নিশীথিনী ভালে, সুধার সাগরে
তুলিয়া তরঙ্গ। ইহারি বক্ষেতে!
আবার;——

উষামতী আসি, হাসিতে হাসিতে,
প্রভাময় করে কনক দুয়ার
খুলি ধীরে ধীরে সাজায় যতনে,
মাণিক ভাণ্ডার! হাসে কোটি ফুল,
পাখী জয় গায়, ইহারি বক্ষতে।
আবার;——
প্রখর তপন ভীষণ ভয়াল!

* ফরিদপুর সুহৃদসভায় ফরিদপুরকে লক্ষ্য করিয়া পঠিত।

অগ্নিময় করে অনলের কুণ্ড
সাজায় রুষিয়া, জ্বলন্ত নয়নে!
দহে চরাচর! ছট্ ফট্ করে
পিপাসায় জীব! ইহারই বক্ষেতে!
আবার;—
প্রাচীন তপন রক্ত জবা সনে
শোভেন্ সুশান্ত বারুণীর কোলে।
রক্তবাস পরি, দিগঙ্গনা হাসে,
কুসুমের আঁখি আধ আধ খুলি,
নিশ্বাসি মলয়, ইহারি বক্ষেতে।
সুখে দুখে ভাসে,এভব সংসার।
যেখানে অমৃত, গরল তথায়।
সাগর মরুতে আন্ধার আলোতে
মিশে এ ধরায়। এ গগণ সুধু,
তারি রঙ্গ ভূমি, সে রঙ্গ দেখায়।
হা! বিধাতঃ! তবে;—
তবে কেন বল; এ পোড়া ললাট,
করেছ সুধুই, দুখ রঙ্গ ভূমি?
করেছ কালিম গরল ঢালিয়া?
রেখেছ আন্ধারে সুধুই ডুবায়ে?
একি তব বিধি? (প্রকাশ্যে;)—

(১)

অপার অনন্ত সাগর পুলিনে,
থাকে যদি পড়ি রেণু রাশি তলে,
সামান্য উপল, শত শত যুগ,
কে বলরে তার সন্ধান বা করে?

(২)

মহামূল্য নিধি অগাধ সাগরে
কতই গোপনে লুকাইয়া রয়,
যতনে মানব করি প্রাণপণ
নৃমণি মুকুটে তুলিয়া বসায়।

(৩)

রোমরাজপুরী অমর নগরী
ভূতলে অতুল প্রভায় শোভায়
মিশেছে আকাশে বায়ু রাশি সনে
জগত কান্দিয়া তারি গুণ গায়।

(৪)

শত শত পুরী কোটি নর ধাম
কালের শাসনে হায়রে! তেমতি
গিয়াছে ধরণী বক্ষেতে মিশিয়া।
কয়জন জানে, তাহাদের নাম?

(৫)

গোলাপ মালতী যুই চাঁপা বেলী
উদ্যান কুসুমে গাঁথে ফুলহার,
সুরভি পূরিত মাধুরির ধাম
তুচ্ছ বন ফুলে কে করে আদর?

(৬)

ছায়া পথ কোলে, ক্ষুদ্র তারা জ্বলে,
নিবিয়া, মিলিয়া, আকাশের গায়।
সে কিরে কখন, শুক তারা মত,
আদরের ধন, মানব নয়নে?

(৭)

পীক যদি গায় গভীর কাননে,
পাপিয়া লুকায়ে মেঘের আড়ালে,
পরাণ ভরিয়া কে না তাহা শুনে?
আর কিরে পাখী, ডাকে না কাননে

(৮)

দুখী যেই জন, এজগত মাঝে,
ঝরে যদি আঁখি, কে মুছে আঁচলে?
মনো দাহে জ্বলি, করিলে বিলাপ,
কান পাতি বল, ক জন তা শুনে?

(৯)

ভেবেছিনু আমি বিধির কৃপায়
এসেছি এভবে, এই বহু লাভ,
চাহিব না সুখ সৌভাগ্য আদর
দুরাশার ভরে হবনা বিকল।

(১০)

জগতে আন্ধার ভারতের কোণে
থাকিব লুকায়ে দুখিনীর মত
কাঁদিব গোপনে ঢালি অশ্রুধারে
মিশাব এদেহ ধূলি ভস্ম সনে।

(১১)

এই হের দেহ! এই দেখ মম,—
পুত্র কন্যাগণ, সুধুই কঙ্কাল,
রোগেতে জ্বরিত, শোকেতে মলিন।
চিতার আগুণে, জ্বলে দিবানিশি।

(১২)

নাই সে আগুনে, শিখা বা অলোক,
ভস্মাবৃত যেন, খর তুষানল।
দহি মর্ম্মতল করিয়াছে খাক
দেখ দেখ চাহি! দেখ এক বার।

(১৩)

সৃজন অবধি আছিরে আন্ধারে
আলো কারে বলে জানিনা কখন।
আদি জ্যোতি রেখা, পশেনি এখনো,
এঘোর প্রলয় তমোরাশি ভেদি।

(১৪)

গর্ভে কি শৈশবে, যৌবনে জরায়,
কোথা যে কি ভাবে আছিরে পড়িয়া,
স্বপন কদাপি কুতূহল ছলে
আঁকেনি সে ছবি নয়নের আগে।

(১৫)

মায়াও কখন কুহকের ছলে
আদরে মাখান বংশীরব সুধা
ঢালিনি শ্রবণে। জাগিনি কখন,
খুলি নাই আঁখি, এ ভুবন পানে।

(১৬)

শুনেছি শশাঙ্ক তপন সমান,
ধরা রঙ্গ ভূমে,জ্বলে দিবা নিশি,
উজ্জল য়ুরোপ আমেরিক মণি,
প্রভার তরঙ্গ ভাসায়ে জগত।

(১৭)

শুনেছি জাপান চীন তুর্ক স্থান
পারস্য আরব আর কত শত
স্বাধীনতা তেজে হয়ে আলোকিত
জ্বলিছে উজ্জলি, তারাগণ সম।

(১৮)

যার্ যে শকতি সেই সেই মত
দানিছে আলোক, বসি নিজ পদে,
সবারি বদন হাসিতে উজ্জল।
কেবল কাঁদিছে, আন্ধারে ভারত।

(১৯)

সে ভারত কোণে এ বঙ্গের মাঝে
শুনেছি না কিরে উষার মতন
এসেছে প্রভার মৃদুল কিরণ
স্থানে স্থানে ধীরে নাশিতে আঁধার।

(২০)

মম সুতগণ সে কথা শুনিয়া,
তোরা কিরে তবে, জাগিলি এখন?
এখন ঘুমের ঘুচেনি আবিল,
সুধুমাত্র শুয়ে, দেখিছ স্বপন।

(২১)

এখন ঘরেতে অনেকে শুইয়া
মজি আছে ঘোর ঘুমের সেবায়।
জন কত শিশু, বালক বালিকা,
তোদেরি বদনে, খেলিছে স্বপন।

(২২)

কোথা পাবি জ্যোতিঃ অনল বিহীন
হের মম হিয়া হিমানী-সমান।
তবে কি তোদের, এ আশা, প্রয়াস,
মায়ার কুহক? সলিলের ছায়া?

(২৩)

না-এ-বিভীষিকা! সন্তানের কথা!
ফিরাও ও আঁখি! নীলিম গগনে।
তাড়িত প্রভায় বৃহত অক্ষরে,
কি আছে লেখা ও! অনন্ত উজ্বল?

মনুষ্য শরীর।

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শরীরে দুইশত চল্লিশ খানি অস্থি আছে। সেই অস্থিগুলি শরীর রূপ গৃহের স্তম্ভ স্বরূপ। অস্থিগুলি স্ব স্ব স্থানচ্যুত না হয় এবং নিয়মিত কর্ম্ম নিষ্পাদনে শক্ত হয়, এই নিমিত্ত উহারা স্থান বিশেষে বিশেষ বিশেষ বন্ধনী দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ রহিয়াছে। কোন কোন সন্ধি স্থানে অস্থিদ্বয় স্পষ্ট ও সহজে পরিচালিত হইয়া থাকে এবং কোন স্থানে অস্থিদ্বয়ের গতি অদৃশ্য হইয়া থাকে। সংযোগ স্থানের সর্ব্বদা ঘর্ষণ সম্ভাবনা, হেতু সন্ধি সকল কোমল উপাস্থি দ্বারা আবৃত আছে এবং যন্ত্রাদির চক্র যেমন তৈলে আর্দ্র করা যায়, উপাস্থি সকলও সিনেরিয়া নামে এক প্রকার তৈল দ্বারা সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। অস্থি সকলের সন্ধিস্থান এক প্রকার নয়। যে যে অস্থি যে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তাহার সন্ধিস্থানও তদুপযুক্তরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমতঃ মেরুদণ্ডের বিষয় কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা যাউক। ইহার গঠন জঙ্ঘার অস্থির গঠন হইতে সম্যক্ রূপে ভিন্ন; এবং ইহার সন্ধি সকল কটী, হাঁটু, ও পায়ের সন্ধি হইতে সম্যক্

প্রকারে বিভিন্ন। মেরুদণ্ড, জঙ্ঘার ন্যায়, এক খানি অস্থিতে নির্ম্মিত হইলে অনায়াসে ভগ্ন হইত এবং কোন প্রকারে বাঁকিত না। আবার যদি উহা কটী ও হাঁটুর ন্যায় দুই কিম্বা তিন খানি অস্থিতে নির্ম্মিত হইত, তবে মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা প্রত্যেক সন্ধিস্থলে ছিঁড়িয়া যাইত এবং শরীরের স্তম্ভরূপ মেরুদণ্ড শক্ত বা তাহার গতি সহজ হইত না। মেরুদণ্ড চব্বিশ পর্ব্বেতে বিভক্ত এবং সকল পর্ব্বের পরস্পর সংযোগ স্থানে একের ছিদ্রে অন্যের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হওয়াতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ আছে। এইরূপে সন্ধিচ্যুত হইবার ভয় না থাকাতে আমরা শরীরকে ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি। জীবন রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ আবশ্যক মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা, তাহা নির্ব্বিঘ্নে এই পর্ব্ব সকলের মধ্যস্থিত নলেতে রক্ষিত এবং পর্ব্বগুলির বিশেষ স্থানে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, তন্মধ্য দিয়া রক্তশিরা সকল প্রবেশিত হইয়াছে। ধমনী নামক অতি সূক্ষ্ম শিরা গুলি ঐ মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা হইতে নির্গত হইয়া শরীরের অঙ্গোপাঙ্গ সমূহে পরিব্যাপ্ত আছে।

মেরুদণ্ডের যে নল আছে, তদ্দ্বারা মজ্জা মস্তক হইতে নির্গত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সকল শরীরে ব্যাপ্ত হয়। এই মেরুদণ্ডে, মস্তক অবলম্বিত রহিয়াছে। দুর্গের ন্যায় সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত যে মস্তকের খুলি, তন্মধ্যে বুদ্ধি ও চেতনাদির সিংহাসন স্বরূপ, মজ্জা অতি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। চক্ষু, কর্ণ নাসিকা ও জিহ্বা এই ইন্দ্রিয় চতুষ্টয় ঐ দুর্গের প্রাচীরে প্রহরী রূপে স্থাপিত হইয়াছে, কেবল ত্বগিন্দ্রিয় সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত আছে। এই মেরুদণ্ডে শরীরের অন্যান্য অস্থি সকল সংলগ্ন আছে।

মাংসপেশী সকল আকুঞ্চিত বা শিথিল হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করে, এবং শরীরের মধ্যে স্ব স্ব স্থানে ও কার্য্য অনুসারে তাহাদের বল ও গতি এবং পরিমাণ নিরূপিত হয়। কতকগুলি মাংসপেশীর কার্য্য শারীরিক ইচ্ছার অধীন। আমরা ইচ্ছানুসারে সেই গুলিকে স্থির রাখিতে বা সঞ্চালন করিতে পারি। অপর কতকগুলি মাংসপেশীর কার্য্য আমাদের ইচ্ছার অধীন নহে, যে হেতু আমাদের ইচ্ছা ব্যতিরেকে শরীরের মধ্যে নানা কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, এবং তাহা না হইলে কদাপি আমাদিগের প্রাণরক্ষা হইত না। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। তাঞ্জোরের রাজকন্যা বিদ্যোৎ-সাহিতার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সকল নানাস্থান হইতে আহূত হইয়া তাঞ্জোরে সমাগত হন, একটী পরীক্ষক সমাজ তাঁহাদিগের গুণের পরীক্ষা করেন, তৎপরে রাজকন্যা ৫০০০ টাকা পুরস্কার যোগ্যতানুসারে তাঁহাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন।

২। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে ২৬ জন মহিলা ডাক্তারী চিকিৎসা করিতেছেন।

৩। ডাকবিভাগে সাধারণের হিতার্থ নানাবিধ নূতন চেষ্টা দেখিয়া আমরা বড়ই আহ্লাদিত হইতেছি। আগামী এপ্রেল্ মাস হইতে ইহার অধীনে একটী সেবিংস্ ব্যাঙ্ক হইবে, তাহাতে পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক সকলেই টাকা জমা দিতে পারিবে। ন্যূন সঙ্খ্যা ।০ আনা হইলে জমা লওয়া হইবে। ৫৲ টাকা পূর্ণ হইলে এক পয়সা করিয়া সুদ দেওয়া হইবে।

৪। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীলোকেরা যেমন অপরাপর বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হইতেছেন, দুঃসাহসিক কার্য্য সাধনেও তাঁহারা পরাঙ্মুখ নহেন। গত জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৬৪ জন লোক ইউরোপের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত মণ্ট ব্লাঙ্কের চূড়ায় আরোহণ করেন, ইহার মধ্যে ৩টী রমণীও ছিলেন, একটী ইংরাজ একটী ফরাসী ও একটী সুইজির্লণ্ড দেশীয়া।

৫। মহারাণী স্বর্ণময়ী আর্মেণীয় দুর্ভিক্ষফণ্ডে ১০০০ টাকা দিয়াছিলেন, ইহার জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন জানিয়া পুনরায় ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার জন্য নিত্য নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে। কণ্টেন বাওরী নামে এক মহাত্মা মহিলাদিগের জন্য কিংস কলেজ লেক্‌চর নামে এক শিক্ষোপায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

৭। ঢাকার মামলী গোলা নামক স্থানে এক গাভী দ্বিশীর্ষ এক বাছুর প্রসব করিয়াছে। তত্রত্য চিত্রশালিকায় তাহা রক্ষিত হইয়াছে।

৮। গত বর্ষে বঙ্গ-মহিলা সমাজ হইতে ২০ টাকার একটী রচনা পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছে, এ বৎসরও একটী হইবে। ইহার বিজ্ঞাপন

স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। আমরা আশা করি আমাদিগের ব্রাহ্মিকা পাঠিকাগণ এই পারিতোষিক লাভার্থ প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইবেন। যাঁহারা অর্থ ও প্রশংসা লাভ সামান্য বলিয়া মনে করেন, একটী চিন্তাপূর্ণ প্রস্তাব লিখিয়া নারী সমাজের যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন। অতএব সে উদ্দেশ্যেও এ রচনা লিখিত হইতে পারে।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। যশোহর সম্মিলনী সভার ২য় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ—এই সভার ৩টী উদ্দেশ্য—স্ত্রীশিক্ষা, নীতিশিক্ষা ও ব্যায়ামশিক্ষা প্রচার। স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের পরীক্ষায় ৩০৬ জন স্ত্রীলোক পরীক্ষা দেন ও ২৭০ জন উত্তীর্ণ হন। পরিক্ষার্থিনীদিগের মধ্যে ৩৭। ৩৮ বৎসরেরও রমণী ছিলেন। নীতি পরীক্ষায় ৩৯ জন বালকের মধ্যে ১৮জন উত্তীর্ণ হয়। ব্যায়াম পরীক্ষায় ৭১৩ জন বালকের মধ্যে ১১৬জন পারিতোষিক পাইয়াছে। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, স্থানীয় ৭টী সভা এবং ১২টী বালিকা বিদ্যালয় এই সভার সংস্পৃষ্ট হইয়াছে। এই সভার আয় ২৮৬/০ ব্যয় বাদে ৭৪।/৫ স্থিত আছে। আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রার্থনা করি।

২। বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার ৪র্থ বার্ষিক বিবরণ—এই সভা স্ত্রীশিক্ষা এবং সুরাপান নিবারণ উদ্দেশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় ও পাঠশালার সাহায্য ইহা হইতে প্রদত্ত হয়। স্ত্রী-শিক্ষাবিভাগে ৬৫জন পরীক্ষার্থিনী হন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এ সভার কল্যাণ কামনা করি।

৩। কয়েক খানি পত্র—মূল্য ।০ আনা। এই পুস্তকখানি একটু নূতন ধরণের। একটী স্বামী তাঁহার স্ত্রীকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছেন এবং তাহাতে আপনার মনের যত কিছু কথা প্রকাশ করিতে ক্রুটি করেন নাই। ইহাতে কিছু কিছু বাহুল্য বর্ণনা আছে, যাহাহউক বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ এতৎ পাঠে আমোদিত ও উপদিষ্ট হইতে পারিবেন।

৪। কর্ম্মকর্ত্তা (প্রহসন), মূল্য ।০ আনা। ইহার লেখা যদিও আজি কালিকার সাধারণ নাটকের ন্যায়, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য ভাল। কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া অভিমানে লোকে আপনার ওজন বুঝিয়া না চলিয়া যে কিরূপ বিপদ্ গ্রস্ত হয়, ইহাতে তাহা চিত্রিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া লোকের চৈতন্যোদয় হইলে মঙ্গলের বিষয়।

৫। নীতি পুষ্পমালা—শ্রীমতী দেবরাণী দাসী কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ৴০ আনা। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে, এবং সকল গুলিই নীতিগর্ভ। ইহা বালিকাদিগের পাঠের উপযোগী। লেখিকা আমাদিগের পরিচিতা, সুতরাং পুস্তকখানি যে স্ত্রীলোক বিরচিত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

৬। বামাবোধ—শ্রীনন্দকৃষ্ণ বসু, এম, এ, প্রণীত মূল্য ৷৴০ আনা। এই পুস্তক খানিতে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং তাহা অতি সরল ও সুন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার জন্য যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ইহা তন্মধ্যে একখানি অতি উৎকৃষ্ট।

৭। বঙ্গবিবাহ—শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য বি,এ, প্রণীত মূল্য ৷৴০ আনা। নারীজাতির অবস্থা, বিবাহ, দাম্পত্য প্রণয় ও গৃহধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি চিন্তাপূর্ণ ও সারগর্ভ আলোচনা ইহাতে আছে, বিবাহার্থী বা বিবাহিত প্রত্যেক যুবক যুবতীর পক্ষে এতৎপাঠে বহুল উপকার হইবে। লেখক যেরূপ সরল ভাবে আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও তাহার ফলাফল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতি হৃদ্য হইয়াছে। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান দূষিত ও নির্জীব অবস্থায় এ প্রকার গ্রন্থের যত প্রচার হয় ততই মঙ্গলের বিষয়।

বামাগণের রচনা।

শৈশব সুখ।

কত সুখে গত হায়! শৈশব জীবন
ভাবিলে হৃদয় হয় আনন্দে মগন।

ছিল না রে এ দারুণ মরম বেদন,
গোপনে রোদন হায়! ছিল না তখন।

(নিরমল ভালবাসা) ছিল না নিরাশা আশা,
খেলা ধুলা, আমোদেতে কেটেছে জীবন,
বিষাদ বিষম জ্বালা ছিল না তখন।
বিগত সে সুখ দিন, তথাপি স্মরণে,
কত যে পেতেছি ব্যথা কব তা কেমনে?

নির্ভয় নিশ্চিন্ত মন, চিন্তা হীন অনুক্ষণ,
মান অপমান ভয় ছিল না তখন,
ছিল না হৃদয় জ্বালা, রয়েছে যেমন।
হায়রে! সে সুখ দিন গিয়েছে চলিয়া,
গিয়েছে সে সুখ রাশি অতীতে মিশিয়া।

কোথা সে সঙ্গিনী মম, ভালবাসা প্রাণ সম,
আছিল যাহারে' হৃদি বিদরিয়া যায়,
কত কথা পড়ে মনে ভাবিলে তাহায়।
প্রিয় সখি! সেই দিন হতেছে মনেতে,
যে দিন উভয়ে বসি তারকা গুণিতে।

"কে কটা দেখিতে পেলে, কেই বা আগে দেখিলে,"
বলিলে এ কথা তুমি মম হাত ধরে,
"একটা দেখেছি আমি" বিষাদ অন্তরে।
বলিলে তখনি পুনঃ সুমধুর রবে,
"একটা দেখেছ? মহা অনর্থ হইবে।"

"দুইটা দেখেছি আমি," কহই সন্তোষে তুমি,
করতালি দিয়ে ভাই! বলিলে হাসিয়ে,
"যাইল সকল এবে আপদ কাটিয়ে।"
থেকে থেকে পড়ে মনে সে সুখ সময়,
কি আমোদে পরিপূর্ণ আছিল হৃদয়।

দুঃখ চিন্তা বিসর্জ্জিয়ে, সকলে একত্র হয়ে,
ছুটো ছুটী, লাফালাফি কতই করেছি,
কেমন সুখেতে আহা! সময় যেপেছি।
সকল সঙ্গিণী গণে মিলি এক স্থানে,
করেছি রে কত খেলা যা হয়েছে মনে।
কভু হাত ধরাধরি, কভু খেলা ঘর করি,
কখন পুতুল লয়ে করেছি বিবাদ,
আবার তখনি দূর হৃদয় বিষাদ!!
বিষম দুঃখের দাগ পড়েনি তখন,
পড়েনি কালিমা হৃদে, এখন যেমন।
হৃদয়ে গোপন করি, হৃদয়ের দুঃখ, মরি,
কপটতা জাল দিয়ে ঢাকিনি তখন,
ভাবিনি কাঁদিনি, ছিল সদানন্দ মন!
নিরমল হৃদাকাশ, (গিয়েছে চলিয়ে,)
উঠিত না দুঃখ মেঘ থাকিয়ে থাকিয়ে।
তেমন সুখের কাল, চিন্তা হীন নির্জ্জঞ্জাল,
আর কি হৃদয়ে হায়! উদিবে কখন?
উড়াইতে দুঃখ মেঘে সুখের পবন?
অস্ত গেছে সুখ সূর্য্য—সে সুখ হরিয়ে,
হৃদয় আকাশ হায়! আঁধার করিয়ে।
সেই দিন প্রাণাধিকে! মনে পড়ে থেকে থেকে,
যে দিন লো চোখ্ ধরি স্নিগ্ধ হাত দিয়ে,
নড়নি চড়নি ছিলে নীরবে দাঁড়ায়ে।
"চিনেছি এ চেনা হাত," বলিনু যখন,
ছাড়ায়ে লইলে কর সঙ্গিণী তখন।
সেই দিন মনে হলে, কত যে যাতনানলে,
জ্বলে যায় পোড়া প্রাণ বলিব তা কারে,
হৃদয় আগুণ চাপা হৃদয় ভিতরে।

কত ভালবাসা পূর্ণ—তোমার হৃদয়,
আছিল, তা এক মুখে বর্ণিবার নয়,
সরলতা মাখা মুখ, দেখিলে সকল দুঃখ,
আপনা আপনি আহা যাইত চলিয়ে,
উঠিত অপূর্ব্ব ভাবে হৃদি উথলিয়ে,
সে পবিত্র মুখ, সেই মধুর বচন,
পৃথিবী ছাড়িয়ে গেছে জনম মতন।
শৈশবের খেলা সনে, হারায়েছি সেই জনে,
যে সুখ গিয়েছে চলি কোন কালে আর,
ফিরিবে না পুনঃ তাহা নহে ফিরিবার।
সেই দিন বাল্য সখি! পড়িতেছে মনে
যে দিন লো প্রিয়তমে! প্রণয় বচনে।
বলে ছিলে, "সহচরি," না দেখিলে প্রাণে মরি,
আজি হতে এই বলে ডাকিব তোমারে,
থাকিব লো যত দিন সংসার ভিতরে।
শৈশব সঙ্গিনী কোথা প্রিয় সম্বোধন?
কোথারে অমৃত মাখা প্রণয় বচন?
স্নেহের প্রতিমা কোথা, কোথা হাসি মাখা কথা,
নিরমল মুখ কান্তি কোথায় এখন,
কোথায় * * * মম জীবন মতন?
সে দিনের কথা মনে পড়িছে আবার,
জীবন তপন অস্ত যে দিনেতে তার,
গেলরে আঁধার করি, শৈশবের সহচরী,
বিজয়া দশমী দিনে, প্রতিমার প্রায়,
রাখিয়ে পবিত্র ছায়া, দগ্ধ হৃদে হায়,
সেই ভয়ঙ্কর দিনে বলেছ যে কথা,
এখনো অন্তরে তাহা রহিয়াছে গাঁথা।

হরিমতি

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০৪ সংখ্যা।	পৌষ ১২৮৮—জানুয়ারি ১৮৮২।	২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিবী বিচার ষ্টৌ Uncle Tom's Cabin (টম খুড়োর কুটির) নামক যে পুস্তক লিখিয়া জঘন্য দাসব্যবসায়ের উজ্জ্বল চিত্র জগতের চক্ষে ধারণ করেন, তাহা অতি সুপ্রসিদ্ধ। জোসিয়া হেন্‌সন নামক এক ক্রীত দাস এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক, তিনিই টম খুড়ো বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই টম খুড়ো ৮৭ বৎসর বয়সে কানাডা নামক স্থানে সম্প্রতি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি ৪০ বৎসর দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া তৎপরে মুক্তি লাভ করেন এবং ধর্ম্মযাজক হন। ইনি এক জন ভাগ্যবান্ পুরুষ, ১১টী সন্তান, ৪৪টী নাতি নাতিনী এবং ৬টী নাতি পো ও নাতি ঝি রাখিয়া গিয়াছেন।

সেণ্ট পিটর্স বর্গে এত বড় বৃহৎ একটী ঘর আছে যে তাহা আলোকিত করিতে ২০ হাজার মোমবাতী লাগে। এই গৃহের একটী ছাদ, এবং মধ্যে কোন থাম নাই। দিনের বেলা ইহাতে যুদ্ধ ক্রীড়া প্রদর্শন হয়, রাত্রিকালে নৃত্যগীত হয়। পৃথিবী মধ্যে ইহার মত বৃহদাকার গৃহ আর নাই।

নর্থব্রুক ইণ্ডিয়ান সোস্যাল ক্লব নামক সভার সাহায্যার্থ বিজিয়ানা-গ্রামের মহারাণী ১০০০০ দশহাজারেরও অধিক টাকা দান করিয়াছেন। ইনি ভূতপূর্ব্ব মহারাজার নাম রাখিয়াছেন।

এ বৎসর বেথুনস্কুল হইতে তিনটী এবং বহুবাজার খৃঃ বালিকাবিদ্যালয় হইতে তিনটী ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছেন। বেথুন-স্কুল হইতে একটী ইউরোপীয় ছাত্রী ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়াছেন। বোম্বাইয়ে ৫ জন এবং পুনাতে ৬ জন রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পরীক্ষার্থিনী হইয়াছেন। ইহারা ইংরাজ ও ফিরিঙ্গী রমণী। এলাহাবাদ ও ডেরাডুন হইতেও বালিকারা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছেন।

কলিকাতায় লোক সঙ্খ্যা গণনার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে বামাহিতৈষিগণ অত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন। পুরুষদিগের সহিত তুলনায় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার অবস্থা এইরূপঃ—

কলিকাতার মোট লোক সঙ্খ্যা ৬,৮৪,৬৫১, তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ৩১জন পুরুষ এবং ৬ জন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানেন। লিখিতে পড়িতে পারেন হিন্দুসমাজে এরূপ পুরুষসঙ্খ্যা শতকরা প্রায় ৩৭, স্ত্রীলোক প্রায় ৭; মুসলমান সমাজে পুরুষ ১৯, স্ত্রীলোক ৬৭; ব্রাহ্মসমাজে পুরুষ ৮৫।, স্ত্রীলোক ৬৪।৵, ইহুদীদিগের মধ্যে পুরুষ ৬৩॥, স্ত্রীলোক ২৯।; পারসীদিগের মধ্যে পুরুষ ৮৩। এবং স্ত্রীলোক ৬৯। লেখা পড়া জানেন।

ভারতবর্ষের রাজধানীতে ১৬জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১জন মাত্র লিখিতে পড়িতে জানেন, আর ১৫ জন সম্পূর্ণ বর্ণজ্ঞান শূন্য, ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? যত পুরুষ লেখা পড়া জানেন, তাহাদিগের সহিত তুলনায় ৫ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ সিকিরও কম রমণীর বর্ণ পরিচয় হয় নাই! পুরুষের ॥৶৹ আনা মূর্খ, স্ত্রীলোকদিগের প্রায় ৸৶৹ আনা। স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি পারসী সমাজে এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গতি মুসলমানদিগের মধ্যে। ব্রাহ্ম এবং খৃষ্টীয় সমাজে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ

সন্তোষকর না হউক, আশা-প্রদ। হিন্দু ও মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার সমধিক প্রচার চেষ্টা নিতান্ত প্রার্থনীয়।

নারীগণকে উপহাসাস্পদ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে অনেক খোস গল্প প্রচারিত হইয়া থাকে। কোন সাময়িক পত্রে এই কৌতুক কথা প্রকাশিত হইয়াছে :—

"কিছু দিন হইল দুইটী বীরাঙ্গনা এক রাত্রি বাটীতে একাকী ছিলেন। সে সময় যদি ঘরে হঠাৎ দস্যু প্রবেশ করে, তাঁহারা কিরূপে তাহাকে নিপাত করিবেন, এই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন। একটী বীরাঙ্গনার হস্তে তাঁহার ভ্রাতার তরবারি, অন্যটী এক হাতুড়ী লইয়া ঘুরাইতেছেন। ইতিমধ্যে এক ভয়ানক দৈত্য মুষিকের বেশ ধরিয়া মেজের উপর দিয়া চলিয়া গেল, ইহাতে একটী রমণী মূর্চ্ছিত হইলেন, অন্যটী শশব্যস্ত পলাইবার চেষ্টা করিয়া ২০ মুদ্রার একখানি দর্পণ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন!"

যদি ঘটনা সত্য হয়, অধিক আশ্চর্য্য হইবার বিষয় নয়, কারণ পুরুষ-দিগের মধ্যেও এরূপ ভীরু-স্বভাবের লোকের অভাব নাই।

বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক প্রেসিডেন্সী বিভাগের এক জন এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের বদান্যতা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বারাসতের উপবিভাগে বিধবা ও অনাথ অনাথাদিগের সাহায্যার্থ তিনি এককালে ৭০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি স্বগ্রামবাসী দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষার সাহায্যার্থ এককালীন ১৬০০০ টাকা দান করেন। প্রত্যেক সম্পন্ন ব্যক্তি আপনার মাতৃভূমির উন্নতির জন্য এইরূপ মুক্তহস্ত হইলে তাঁহার ধনাগম সার্থক এবং দেশের দুর্গতি অনেক পরিমাণে দূর হয়।

আনি বেজান্ট নাম্নী এক ইংরাজ মহিলা আপনার মত ও বিশ্বাস অনুসারে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার চেষ্টা পাইয়া নিষ্ঠুররূপে নিপীড়িত হইতেছেন, ইহা ইংরাজ সমাজের পক্ষে নিতান্ত অযশস্কর। ধর্ম্ম-প্রচারক কনওয়ে এই মহিলা সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"আমার বিশ্বাস, গত এক বৎসরে বিবী আনী বেজাণ্ট যেরূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে কোন জীবিত মনুষ্যকে তাঁহার সমকক্ষ দেখা যায় না। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া সহস্র সহস্র লোকের নিকট তিনি বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছেন, তাঁহার বক্তৃতায় কখন বাগ্মিতার অভাব দেখা যায় নাই, শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাহা শ্রবণ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন "ন্যাসন্যাল রিফর্ম্মার" অর্থাৎ জাতীয় সংস্কারক নামক পত্রের সম্পাদকীয় ভার অধিকাংশ নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং নিয়মতন্ত্র সম্মত স্বত্বাধিকার সমর্থন জন্য নানা স্থানে শাখা সভা স্থাপন করিয়াছেন। আবার এই সময়ের মধ্যেই আপনার চেষ্টায় অধ্যয়ন করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক উপাধির (B. Sc.) কঠিন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।"

গত আশ্বিন মাস হইতে ধর্ম্মবন্ধু নামে এক খানি ৫ এক পয়সা মূল্যের পাক্ষিক পত্র বাহির হইতেছে। সাধারণের মধ্যে নীতি ও ধর্ম্ম প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে সাধু-চিন্তা, জীবন-চরিত, বিজ্ঞান এবং নীতি ও ধর্ম্মভাব পূর্ণ আখ্যায়িকা সকল অতি সরল ভাষায় লিখিত হইতেছে। এরূপ পত্রের বহুল প্রচার নিতান্ত প্রার্থনীয়। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও ইহা অতি সুপাঠ্য হইয়াছে।

বঙ্গীয় খ্রীষ্টান মহিলারা আপনাদিগের উন্নতির জন্য যে চেষ্টাপর হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তাঁহাদিগের এই উন্নতির প্রধান যন্ত্র বঙ্গ খ্রীষ্টীয় মহিলা সমাজ। গত ১২ই নবেম্বর ইহার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ৩০০ মহিলা সমবেত হইয়া আনন্দ সম্ভোগ করেন। আমরা ইহার কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া যার পার নাই প্রীত হইলাম। গত বৎসর এই সভায় ৩৫ জন সভ্য ছিলেন। সভার আয় ২৮১।৶০ হইতে ২৩৮।১৫ ব্যয় হইয়া ৪৫/৫ স্থিত আছে। এই সভা হইতে খ্রীষ্টীয় মহিলা পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। মহিলাগণ প্রায় প্রতি মাসে এক একটী হিতগর্ভ রচনা লিখিয়া পাঠ করিয়াছেন। অধিক আনন্দের বিষয় মহিলাগণ

দ্বারাই সভা সম্বন্ধীয় সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃ-করণে এই সভার উন্নতি প্রার্থনা করি।

স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি কি ?

করুণাময় পরমেশ্বর সমস্ত পদার্থকে উন্নতিশীল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যে পদার্থ সজীব তাহাই উন্নতিশীল, যাহার উন্নতি নাই তাহা নির্জ্জীব মৃত পদার্থ। যে বস্তু যতকাল স্থায়ী তাহার উন্নতি-স্রোত ততকাল প্রবাহিত হয়। যে যে উপকরণ দ্বারা যে যে বস্তুর উন্নতি সংসাধিত হয়, তাহাতে সেই সেই উপকরণ নিহিত থাকে। একটী বীজের মধ্যে কাণ্ড শাখা প্রশাখা ফল পুষ্প সমুদায়িই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে। মৃত্তিকা জল বায়ু আলোক উত্তাপের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে সেই সকল উপকরণ প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। বিশ্বনিয়ন্তার সমস্ত কার্য্যে এইরূপ নিয়ম অবস্থিতি করিতেছে। জগতের সমস্ত পদার্থ অজ্ঞাতসারে সমুন্নত হইতেছে। কিন্তু মনুষ্য জড়ের ন্যায় অন্ধভাবে কার্য্য করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে না। মনুষ্যকে জ্ঞাতসারে কর্ত্তব্য জ্ঞানে সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। মনুষ্যের যে যে বিষয়ে উন্নতি করিতে হইবে, তাহা মনুষ্য হৃদয়েই নিহিত আছে। মনুষ্যসমাজ নর নারী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পুরুষদিগের অন্তরে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ভাব আছে, নারীগণের অন্তরেও কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ভাব আছে। এজন্য পুরুষের মত কার্য্য করিলে স্ত্রীর উন্নতি হয় না, স্ত্রীর মত কার্য্য করিলে পুরুষের উন্নতি হয় না। অথচ একের অবনতি থাকিলে অন্যের পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না। বিশ্বউদ্যানে মানব সমাজ একটী বিশাল বৃক্ষ, নর নারী দুইটী প্রকাণ্ড শাখা। উহার একটী শাখার উন্নতিতে সমস্ত বৃক্ষটীর উন্নতি হয় না, উভয় শাখার পূর্ণ উন্নতি না হইলে বৃক্ষের শোভা সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় না। আমাদের দেশে পুরুষ জাতির কথঞ্চিৎ উন্নতি হইতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ স্ত্রীজাতির উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না।

শরীর মন আত্মা এই তিনের উন্নতি করা মনুষ্যের নিতান্ত কর্ত্তব্য। শরীর যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবিষয়ে আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। দুঃখের বিষয় যে শরীর রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অনিত্যতার প্রতি তাঁহাদের অল্পই দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তম বসন ভূষণ পরিধান করিয়া শরীর সুসজ্জিত করিয়া অনেকে মনে করেন আমার জীবন সার্থক হইল। এইরূপে অনেক বিলাসিনী ঘোর অভিমানে অমূল্য জীবন বৃথা ক্ষেপণ করিতেছেন, কিন্তু করাল কালের বিশাল কবলে কত সুন্দরী প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইল, তাহা কে গণনা করিতে পারে? তথাপি নারীগণ শরীরের অতীত কোন বিষয়কে যে আদর করিতে হয়, তাহা ভ্রমেও স্মরণ করিতে অবকাশ পান না। এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহারা যখন পিতা মাতার নিকটে থাকেন, পিতামাতা তাঁহাদের শরীর রক্ষার জন্য যেমন যত্ন করেন, মনের উন্নতির জন্য তদ্রূপ করেন না।—পুত্র সন্তানের মানসিক উন্নতির জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেন; নানাপ্রকার চেষ্টা করেন; কন্যা সন্তানের প্রতি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা। কিছুকাল পরে কুৎসিত দেশাচারের অনুশাসনে অল্পবয়সেই কন্যাকে পাত্রসাৎ করা হয়। কন্যা বধূরূপে যে পরিবারে প্রবেশ করিলেন, সেখানে বিলাস শিক্ষা জীবনের সর্ব্বস্ব। বধূ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপরতার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। যে পিতা মাতা ভিন্ন এক মুহূর্ত্ত কালও জীবন ধারণের উপায় ছিলনা, এখন সে পিতামাতাও পর হইয়া গেলেন। আপনার সুখচিন্তাই তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিল। তখন তিনি স্বার্থপরতা শাস্ত্র হইতে 'আপনার' 'আমার' এই প্রথম পাঠ শিক্ষা করিয়া সকল উন্নতির মস্তকে কুঠারাঘাত করিলেন। এ অবস্থায় তিনি বিদ্যাশিক্ষাও করিতে পারেন, নানাবিধ ব্রত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কিন্তু জ্ঞান ধর্ম্ম তাঁহার স্বার্থের বিরোধী হইলে তিনি তাহা স্পর্শও করেন না। এই সকল কারণে আমাদিগের বিশ্বাস শৈশবকাল হইতে বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা এবং সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিলে স্ত্রীজাতির উন্নতি সংঘটিত হওয়া সুকঠিন।

ভগিনীগণ! অন্যে আপনাদিগের প্রতি উদাসীন বলিয়া আপনারাও

কি নিজের মন ও আত্মার উন্নতি না করিয়া পশুর ন্যায় কেবল আহার নিদ্রায় জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? যদি প্রকৃত উন্নতি চান, তবে প্রগাঢ় ভাবে বিদ্যাশিক্ষা করুন। জগতের প্রত্যেক পদার্থের সমস্ত তত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া অবগত হউন। সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন জ্যোতিষ ইতিহাস প্রভৃতি তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া মনকে প্রশস্ত করুন। যতই অধিক জ্ঞান লাভ হইবেক, ততই মন সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিবে এবং আপনার ক্ষুদ্রতা ও অজ্ঞতা অবগত হইয়া বিনম্র হইবে। পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি সুবিখ্যাত বামাগণ বিদ্যাবতী গুণবতী হইয়া আত্মোন্নতি করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসিনী মহিলাদিগের উন্নতির আশা তিরোহিত হইয়াছিল। মধ্যে যবনগণের দৌরাত্ম্যে ভারত সীমন্তিনীগণ চিরকালের জন্য উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশা দূরীভূত করিবার জন্য সুসভ্য ইংরাজদিগের হস্তে ভারতের রাজ্যশাসন ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহারা যেমন বিদ্যাবলে দ্যুলোক ভূলোক এক করিতেছেন, জল বায়ু অগ্নি বিদ্যুৎকে দাসত্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া জগতের প্রচুর মঙ্গল সংসাধন করিতেছেন, তদ্রূপ ভারতের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার জন্য নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভারতবাসীদিগের চির আশীর্ভাজন হইতেছেন। তাঁহারাই প্রথমে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যত্ন করেন, যাহার ফল স্বরূপ আপনারা স্থানে স্থানে সভা করিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব ইংরাজ জাতিকে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া মনের উন্নতির জন্য প্রকৃতরূপে বিদ্যাশিক্ষা করুন। কিন্তু কেবল পদার্থতত্ত্ব আলোচনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরকে ভক্তি করিতে ও জীবনকে পবিত্র করিতে শিক্ষা করুন। ঈশ্বরভক্তি না হইলে কেবল জ্ঞান শিক্ষা করিয়াও জীবনকে পবিত্র করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে অনেক পুরুষ ঈশ্বরভক্তিবিহীন জ্ঞান শিক্ষা করিয়া দুশ্চরিত্র হইতেছেন, সুরাপান করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। ইহাঁরা বিদ্যার বলে দেশে

বড় লোক বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত সভ্যসমাজে সমাদৃত হইবার যোগ্য নহেন। সাবধান,যেন তোমরা ধর্ম্মহেলন করিয়া এই অন্ধ কূপে নিপতিত না হও। জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে ঈশ্বরভক্তি হইলে—জীবন পবিত্র হইলে—তবেই জীবন সমুন্নত হইবে। বিদ্যা শিক্ষা করিলে মনের উন্নতি হয়, ঈশ্বরের ভক্ত হইয়া ধর্ম্মপথে থাকিলে জীবনের প্রকৃত উন্নতি হয়। এই উন্নতির বীজ সকল হৃদয়ে আছে। উপদেশ শিক্ষা আলোচনা, এবং আলোচিত সত্য পালন এইরূপে জীবনের উন্নতি হয়। উন্নতি একদিন দুইদিনের জন্য নহে, তাহা অনন্তকাল স্থায়ী, আত্মার সমকালবর্ত্তিনী।

পরমেশ্বর পুরুষ জাতি ও স্ত্রীজাতিকে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। অতএব স্ত্রীলোকের ন্যায় উন্নতি করিতে চেষ্টা করিলে পুরুষ বিড়ম্বিত হন, এবং পুরুষের ন্যায় উন্নতি করিতে গেলেও স্ত্রীলোক বিড়ম্বিত হন। স্ত্রী পুরুষের উন্নতির পথ অনন্ত, কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারে না।

ভগিনীগণ! জ্ঞান ধর্ম্মে সুশোভিতা হইয়া ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাভাবিক পথে জীবনের উন্নতি করুন্। ভারতবর্ষ হইতে স্বার্থপরতা হিংসা বিদ্বেষ অপবিত্রতা চলিয়া যাইবে, প্রত্যেক পরিবার শান্তিনিকেতন হইবে, দয়াময় ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে।

আখ্যায়িকা মালা।

লর্ড বলিংব্রোক এক দিন লেডী হণ্টিংডনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, আবার তাঁহার নিকট বিশেষ বিশেষ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে করেন?" উক্ত মহিলা উত্তর করিলেন "অতি সহজে। যদি এমন কোন রাজা থাকেন, যাঁর দয়া ও বিচক্ষণতার উপর আমার যার পর নাই শ্রদ্ধা আছে, আমি তাঁহার নিকটে আবেদন করিতে গেলে বলিব 'আমি আপনার কাছে এই এই অনুগ্রহের প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু এ প্রার্থনা কতদূর আপনার অভিমত অথবা ইহা গ্রহণ করা কতদূর ন্যায্য হইবে, তাহা

আমার অপেক্ষা আপনিই ভাল জানেন। সেই জন্য আমি আমার আবেদন মাত্র জানাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ইহার পরিণাম বিচারের ভার সম্পূর্ণ আপনার হস্তে'।"

একটী ধর্ম্ম-পরায়ণা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক শীতকালে কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তিনি একদিন হাসিতে হাসিতে এক বন্ধুকে বলিলেন "দেখ, আমার পরিচিত যত লোক আছে, আমি একে একে তাহাদিগের সকলের অবস্থা ভাবিয়া দেখিলাম, কিন্তু হাত ভাঙ্গিয়া আমার চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন একজনকেও দেখিতে পাইলাম না। অতএব ঈশ্বরের বিবেচনাকে ধন্য, যে তিনি অন্যের পরিবর্ত্তে আমাকে এই বিপদ্ সহ্য করিবার ভার দিয়াছেন!"

খৃষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্য একটী স্ত্রীলোক মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা পাইয়া কারারুদ্ধ হন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বদিবস তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে তিনি যাতনায় চিৎকার করিতে থাকেন। কারাধ্যক্ষ ইহা দেখিয়া উপহাস করিয়া বলিল "আজি যদি এত চেঁচাইবে, তবে কল্য ঘাতকের অস্ত্রাঘাত কিরূপে সহ্য করিবে?" স্ত্রীলোক উত্তর দিলেন, "আজি আমি সাধারণ ক্লেশ সহ্য করিতেছি এবং সাধারণ বলেরই সাহায্য পাইতেছি। কিন্তু কল্য যাহা সহ্য করিব, তাহা সাধারণের অতীত, সুতরাং সাধারণের অতীত বল আমাকে সাহায্য করিবে।"

ব্রিষ্টলের সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বহিতৈষী রিচার্ড রেনল্ডের নিকট একটী মহিলা তাঁহার অনাথ বালকের জন্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। রেনল্‌ড্‌ তাহাকে আশার অতীত প্রচুর সাহায্য প্রদান করিলে রমণী বলিলেন "এই বালক যখন বড় হইবে, তখন আমি ইহার উপকারীর নাম করিতে ও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে ইহাকে শিখাইব।" উক্ত সাধু ব্যক্তি তখনি বলিলেন "না না, এ তোমার বড় ভ্রান্তি, আমরা বৃষ্টির জন্য মেঘকে ধন্যবাদ করি না।

বালককে আরও ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে শিক্ষা দিও, যিনি মেঘ ও বৃষ্টি উভয়ই দিতেছেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে শিখাইও।”

একজন ধার্ম্মিকা রমণীর পীড়া হইলে তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন “আপনি কি বাঁচিতে না মরিতে ইচ্ছা করেন?” রমণী বলিলেন “ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা।” তাঁহার বন্ধু বলিলেন “মনে কর যদি ঈশ্বর তোমাকে এ বিষয় স্থির করিতে বলেন।” রমণী বলিলেন, যদি তাহা হয়, তবে আমি পুনরায় তাঁহারই হস্তে ইহা স্থির করিবার ভার দিব।”

প্রাণিবিদ্যা।

মেষজাতি।

এসিয়ার পশ্চিমদিকে যে সকল দেশ আছে, সে সমুদয় মেষজাতির আদিম বাসস্থান। এখন যেমন টাকা পয়সা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, অতি প্রাচীন সময়ে মেষ তদ্রূপ হইত। মহাত্মা যীশু খৃষ্ট আপনার শিষ্য মণ্ডলীকে মেষ আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার এই সাধূক্তিতে অতি সুন্দর ও গূঢ় অর্থ আছে। আত্মোৎকর্ষ সাধনের জন্য নম্রতা পরম গুণ। এই গুণ যেমন মেষ জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, এমন প্রায় আর কোন প্রাণীতে দৃষ্ট হয় না।

মেষ নানাবিধ। স্পেন দেশে মেরিনো নামে যে মেষ আছে, তাহার লোমে তন্নামখ্যাত বস্ত্র তৈয়ার হয়। আমাদের দেশে দুম্বা ও মেড়াও আছে। দুম্বা ও মেড়ার শৃঙ্গ আছে, কিন্তু ভেড়ার শৃঙ্গ নাই। সাই-বিরিয়ার মেষের লেজ নাই। মেষের অস্থি চর্ম্ম, মাংস ও দুগ্ধ সকলি আমরা ব্যবহার করি। দুগ্ধে অল্প গন্ধ আছে বটে, কিন্তু ইহা অনেক কাজে লাগে। ইহাতে জিবের ও গালের ঘা আরাম হয় এবং ইংরাজদিগের সুখাদ্য পনির প্রস্তুত হয়। ইহার মাংসকে ইঁহারা মটন বলেন। ইহাদিগের শরীরের উষ্ণতা ও মলমূত্রের উর্ব্বর শক্তি আছে।

মেষজাতির উপর পাটীতে সম্মুখের দাঁত দুটি এক বৎসর বয়ঃক্রম

কালে পড়িয়া যায়। দেড়বৎসর বয়সে যে দুটি দাঁত আগে পড়িয়াছে, তাহাদের নিকটের দুটি ও ৩ বৎসর বয়সে সমুদয় দাঁতগুলি পড়ে। নূতন দন্তগুলি অল্প সাদা ও মসৃণ; কিন্তু মেষ যত বাড়ে, ইহা তত কর্কশ ও কাল হইতে থাকে। মেড়ার বয়ঃক্রম শৃঙ্গ দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। প্রসবের পর এক বৎসরের মধ্যে তাহার শৃঙ্গ বাহির হইয়া যাবজ্জীবন বাড়িতে থাকে। অধিকাংশ মেষের শৃঙ্গ নাই, তাহাদের শৃঙ্গস্থান অস্থি-ময় ও উন্নত। একপ্রকার মেষ আছে তাহাদের ৫০।৬০ ফুট দীর্ঘ দাড়ি ও বক্র ৪টী শৃঙ্গ আছে; সম্মুখস্থ দুটি শৃঙ্গ অপেক্ষাকৃত থর্ব্ব। ভেড়ীরা ষষ্ঠমাসে একটী, কখন কখন দুটি বাচ্চা প্রসব করে। উষ্ণ প্রদেশে বৎসরে দুইবার, হিমপ্রধান দেশে একবার গর্ভবতী হয়। ইহাদের অনেক দুদ হয়। ইহাদের এবং আর কতকগুলি তৃণভোজীর উদরে এক প্রকার কীট জন্মে। মেষের শরীরের পশ্চাৎ ভাগ বষা-পরিপূর্ণ।

ইহারা বাদ্যধ্বনি শুনিতে ভাল বাসে। ইতালী দেশে পালের আগে আগে মেষপাল বংশীধ্বনি করিতে করিতে চলে, মেষ গুলি ধীরে ধীরে তাহার পিছু পিছু যায়; ছড়ি মারিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। আশ্চর্য্যের বিষয় দেশান্তর হইতে মেষপাল তথায় আসিলে তাহারাও ঐরূপ বাধ্যতা শিক্ষা করে।

মেষ তৃণ শস্যাদি ভক্ষণ করে ও অল্পাহারে তুষ্টি লাভ করে। রাখালেরা মাঠে সমস্ত দিন চরাইয়া দিবাবসানে তাহাদিগকে এক ঘেরা অনাবৃত স্থানে লইয়া রাখে। চরাইতে চরাইতে জলপান করান উচিত। আমাদের দেশে যে প্রকার স্থানে মেষপাল রাখা হয়, তাহাতে যে তাহাদের স্বাস্থ্যের হানি হয়, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। ভূমি ঘেরিয়া এ প্রকার ঢালু মেজে সমেত ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে মূত্র বাহিরে বহিয়া পড়িতে পারে। ঘর নির্ম্মাণের বিশেষ সুব্যবস্থা করা আবশ্যক, কারণ বাতাতপের আধিক্য মেষ জাতির সহ্য হয় না। ইহাদের বাসস্থান হইতে মল প্রত্যহ পরিষ্কার করান নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন পালের কাছে, এরূপ প্রচুর জল রাখা উচিত, যাহাতে সকলে ইচ্ছামত তাহা পান করিতে পারে।

মেষ বহুকাল অবধি মনুষ্যের দাসত্ব করিয়া আসিতেছে। ইহারা আমাদের ইঙ্গিতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারে। মেষপাল ডাকিলে মেষগুলি বুঝিতে পারে; সে যে দিকে যায়,তাহারা সকলে এক এক করিয়া সেইদিকে তাহার পিছু পিছু যায়। দেখা গিয়াছে গমন কালে সে একটী মাত্র মেষ ধরিয়া লইয়া যায়, পালে যত মেষ আছে, সকলে সেই মেষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে।

ইহার লোমে অধিকাংশ শীতবস্ত্র নির্ম্মিত হয়। লোম কিছু কিছু রাখিয়া গ্রীষ্মারম্ভে একবার কাটা ভাল। কাটিবার পূর্ব্বে উহা উত্তমরূপে ধৌত করা আবশ্যক। আমাদের দেশে আষাঢ়, কার্ত্তিক ও ফাল্গুন মাসে লোম কাটিয়া লওয়া হয়, কিন্তু ইহাতে অতিশয় মূর্খতা প্রকাশ পায়। লোম ইহাদের শরীর রক্ষার প্রধান উপায়। সুতরাং শীত ও বর্ষায় ইহা কাটিয়া লওয়া অবৈধ। শ্বেত ঋজু লোম সর্ব্বোৎকৃষ্ট; রুগ্ন মেষের লোম কুঞ্চিত হইয়া থাকে। স্থানান্তরে ইহাদিগকে পাঠাইতে হইলে, প্রচুর ভূমি, যথেষ্ট জল বায়ু খাদ্য দ্রব্য ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা অত্যন্ত আবশ্যক। যে জাহাজে কিম্বা নৌকায় মেষ বোঝাই হইবে, তাহা যথেষ্ট পরিসর থাকিবে। থাকিবার উপযুক্ত স্থান লইয়া কাষ্ঠের আবরণ ৪।৫টী দ্বারা বিভাগ করা কর্ত্তব্য। জাহাজের আড়ে আড়ে মেষগুলিকে বাঁধিয়া রাখিয়া প্রয়োজন মতে গবাক্ষ খুলিলে ও বন্ধ রাখিলে ইহাদের কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহাদের এক অতি আশ্চর্য্য গুণ আছে, সকলের একবারে বিশ্রামের স্থানাভাব ইহারা অচিরে অনুভব করিতে পারে। এজন্য যতক্ষণ আবশ্যক একটী বিশ্রাম করে, অপর সকলে সে উঠিলে এক এক করিয়া শুইয়া থাকে। যদি কেহ অধিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া থাকে, তাহার প্রতিবাসী ধীরে ধীরে পদাঘাত পূর্ব্বক তাহাকে উঠাইতে চেষ্টা করে। যদ্যপি ইহাতেও না পারে, শয়ান মেষের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইতে যায়, সে অমনি উঠিয়া পড়ে।

এক সময়ের বন্য প্রাণীগণ এক্ষণে গৃহপালিত বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। তাহার প্রমাণ বন্য অশ্ব ও বৃষ এখনও আছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে জগদীশ্বর কেবল মনুষ্যের জন্য নিকৃষ্ট জীব সকলকে

সৃজন করেন নাই। অতএব তাহাদিগকে লোকালয়ে রাখিতে হইলে তাহাদিগকে যতদূর সাধ্য সুখ ও সচ্ছন্দে রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু মেষজাতির স্বাভাবিক শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে জানা যায় যে তাহাদের লালনপালন, রক্ষণ ও জাতি সমৃদ্ধির ভার প্রধানতঃ মানবের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে।

উপরে বলা গিয়াছে যে মেষজাতি অতি দুর্ব্বল, তাহারা অধিক চলিতে পারে না ও দৌড়াইলে হাঁপাইয়া পড়ে। একারণ তাহাদিগকে একবারে অধিক পথ চলান গর্হিত। তাহাদের অনেক পীড়া, বিশেষতঃ ছোঁয়াটে রোগ হয়; সুতরাং পালনে সাতিশয় যত্ন লওয়া আবশ্যক। তেজের প্রাচুর্য্যে কখন কখন তাহাদের বন্ধ্যাত্ব ও মৃত্যুর কারণ হয়, অতএব তেজের আতিশয্য যাহাতে না হয়, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রায়ই তাহাদিগের গর্ভস্রাব হইয়া থাকে ও তাহারা প্রসবকালে বড় কষ্ট পায়। এজন্য অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু অপেক্ষা মেষদিগের প্রতি অধিকতর যত্নকরা আবশ্যক।

আমরা মেষদিগকে বুদ্ধিশূন্য বলিয়া থাকি। কিন্তু পশ্চাল্লিখিত বিবরণ পাঠে সে ভ্রম দূর হইবে। এক ব্যক্তির কতকগুলি মেষ ও মেষশাবক ছিল। শাবকেরা এক মাঠ হইতে অন্য মাঠে মেষগুলির সহিত চরিত, কখন দূরে যায় নাই। একদা এক কসাই তাহাদিগের মধ্যে ১০টীকে ক্রয় করিয়া স্থানান্তরে অত্যন্ত কুটিল পথ দিয়া লইয়া যায়; ও তাহার বাটীর নিকটস্থ এক সুন্দর ময়দানে চরিতে ছাড়িয়া দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় পর দিন সন্ধ্যার সময় দেখা গেল শাবকগুলি তথা হইতে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্ব-পরিচিত মাঠে আসিয়া পুনরায় শুইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের প্রভুপত্নী প্রথমে ইহা দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলেন। স্বামী বাটীতে আসিলে তিনি তাঁহাকে এই সংবাদ দিলেন, কিন্তু তিনি তাহা অসম্ভব বলিয়া কিছুতেই প্রত্যয় করিলেন না। পরে ধাত্রীদিগকে ছাড়িয়া দিবা মাত্র ঐ শাবক সকল দৌড়িয়া আসিয়া তাহাদিগের স্তনপান করিতে লাগিল। তখন গৃহস্বামীর সকল সন্দেহ দূর হইল এবং তিনি শাবকদিগের মেধার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সন্তানগণের নিকট জন্মভুমির মনের আবেগ।

(২০৩ সংখ্যা ২৫৩ পৃষ্ঠার পর।)

(২৪)

"ভয় নাই জীব! আমিরে সহায়!—
সাধু ইচ্ছা যার হৃদয়ের ধন,—
জগতের পতি, সর্ব্ব শক্তি ধরি।
মম কৃপা বায়ু, সবে দিবে কূল।"

(২৫)

তবেরে সন্তান, ছাড়ি দেরে তরি,
নির্ভরের পাল, তুলিয়া আকাশে।
ডাক্ ভাই সবে, ডাক্ ভগ্নীগণে,
সবে মিলি চল, ব্যাকুলে গাইয়াঃ—

(২৬)

যদি ওরে আজ, উদিল তপন,
দিওনা, দিওনা, হইতে মগন।
যদি চাহ মায়ে হাসাইতে আজ,
ভাই বোন সবে, পর বীর সাজ!
দুখিনী মোদের জননী জগতে!

(২৭)

হেররে মায়েরে, অশ্রুনীর ধারা,
বহিছে তরঙ্গে হইয়াছে সারা,
রোগে শোকে ক্ষীণ বিমলিন কায়।
কি আছেরে কাজ, মোদের ধরায়,
জননীর অশ্রু মুছিবার মত?

(২৮)

আকাশে উড়িয়া চাঁদ ধরা করে,
হাতে সেঁচা সিন্ধু মাণিকের তরে!
সিদ্ধ হয় নাথ! তোমার কৃপায়।
"কি আছেহে কাজ মোদের ধরায়,
জননীর অশ্রু মুছিবার মত?"

(২৯)

গাও, গাও, সবে বেড়াক্ নাচিয়া,
শিখরে শিখরে, বিষাদের স্বর
হিমাদ্রি মলয় বিন্ধ্য গিরিপরে
নগরে পল্লিতে উষরে কাননে।

(৩০)

ভারতের বুক দুখময় করি
ভারত সাগরে মিশায়ে গরল,
"কি আছেহে কাজ মোদের ধরায়,
জননীর অশ্রু মুছিবার মত?"

(৩১)

এই কটী কথা, অনলে লিখিয়া,
রাখহ সুনীল, অনন্ত গগনে,
অথবা হিমাদ্রি ধবল শিখরে,
ভাসুক্ তোদের নয়নে নিয়ত।

(৩২)

তবেরে সন্তান, ফিরাইয়া তান,
বলি এবে যাহা শুন কাণ পাতি।
ক্ষুদ্র তোরা অতি এজগত মাঝে,
দীন, হীন, ক্ষীণ, মলিন, অজ্ঞান।

(৩৩)

সমস্ত জগতে বিষণ্ণ ভারত
ভারতের কোণে বঙ্গ সুমলিন,
তাহাতে আবার কালিমার দাগ,
আমি অভাগিনী তোদের জননী।

(৩৪)

পারিনারে লাজে তুলিয়া এ মুখ
মরম গরলে ভাসাতে ধরণী।
প্রাণের আগুণে প্রাণে জ্বলে মরি,
আন্ধারে নীরবে কাঁদি একাকিনী।

(৩৫)

সুযোগ্য বিদ্বান্ ধন জ্ঞানধাম,
নহে মম অঙ্ক শূন্য এ রতনে।
কিন্তরে রতন থাকিলে কি ফল,
আন্ধারে যদি রে মিশায় কালিমা?

(৩৬)

মম দুঃখ পানে যদিরে তাহারা
জাগিয়া বারেক ফিরাত নয়ন।
তবে কিরে লজ্জা বিষাদ অনলে
জ্বলিত এ চিত অযুত শ্মশান?

(৩৭)

আজি বঙ্গভূমে দশের সহিত
হইত গণিত, আমারো এ নাম।
কতশত প্রাণে জাগাইত আশা
আমারো এমুখে ভাসি হাসি রেখা।

(৩৮)

আজ কিরে কটী দুর্ব্বল সন্তান
ধনে মানে জ্ঞানে সবে অতি হীন;
ক্ষুদ্র আশা বীজ রোপিয়া পরাণে
জল হেতু ফেরে পরের দুয়ারে?

(৩৯)

কিন্তু দীন অন্ধ পঙ্গু যে সন্তান,
অক্ষম অজ্ঞান আন্ধারে ঘুমায়,
মুষ্টি ভিক্ষা করি, দুয়ারে দুয়ারে,
দিনান্তে মলিন সামান্য তণ্ডুল,

(৪০)

আনি যদি দেয় যত্নে উপহার
জননী চরণে ভক্তিভরে ঢালি।
মায়ের পরাণে বহে সুখ নদী,
ভাবেরে আনন্দে সপ্তরাজ-নিধি।

(৪১)

অসহায় শিশু মায়ের দুখেতে
সুধু মাত্র করে সরবে রোদন।
প্রতি অশ্রুবিন্দু সাগর সমান
মাতৃ দুখানলে ঢালেরে সলিল।

(৪২)

তবে কন্যাগণ, এসলো সাজিয়া
বরিতে আদরে দুখী ভাই গণে,
আছে অশ্রুবিন্দু তাহাতে ধুইয়া
আনিয়াছে এই তুচ্ছ উপহার।

(৪৩)

প্রলয়ের ঝড় বহি দীর্ঘকাল
অবসাদ হেতু লইলে বিরাম,
অমা নিশা যবে কাল মল্লরঙ্গ
হেরিয়া, মিটায়ে নয়ন পিপাসা,

(৪৪)

চায় মৃদুপদে পশ্চাতে সরিয়া,
কালভয়ে ভীতা উষা শান্তশীলা,
লুক্কায়িত তনু প্রকাশে সুধীরে
পূর্ব্বদিগঙ্গনা স্বর্ণাঞ্চল ধরি।

(৪৫)

হাসেগো পবিত্র মধুমাখা হাসি
সরল আননে। মুক্তা রাজি হেন
নীরবিন্দু রাজি শোভেলো আনন্দে
অযুত প্রফুল্ল কুসুম নয়নে।

তেমতিলো তোরা আয়লো সাজিয়া
বরিতে আদরে দুখী ভাইগণে।
নাহি কাল ভয়; ধরলো অঞ্চল,
ধরলো আমার, লহ উপহার

—•—

কন্যাগণের উক্তি;—

(৪৭)

হাঁ মা!-
কেনগো ডাকিলে কি কথা শুনালে
অমিয়া গরলে বহাতে সাগর।
এ পোড়া অন্তরে চিরদিন তরে
জ্বালিয়াছে বিধি রাবণের চিতা।

(৪৮)

ভাবিনি স্বপনে কখনো নিবিরে,
কখনো জুড়াবে এ মরম তল।
কত যে ঢালিনু কত যে ঢালিনু
অশ্রু-নীর-ধারা নিবাইতে হায়!

(৪৯)

নিবিল না কভু হল শত গুণ,
ঘৃত হল জল এ করম দোষে,
আশালতা হল বিষলতা সম,
ফলিল তাহাতে হলাহল ফল।

(৫০)

মাগো—
মানবের প্রাণ না দিয়া বিধাতা
যদি বা মোদেরে করিতা পাষাণ,
বুঝি মাগো সুখী হতেম জগতে।
পরাণি হয়েছে অনল নিদান।

(৫১)

"উপহার" এ যে অমিয়ার ধারা
নিশীথ অম্বরে বাঁশরীর স্বর,
ঢালিলেগো আজ শ্রবণ-বিবরে-
আদর মাখান সুখের বারতা!

(৫২)

"আদর!" এযে গো, স্বরগের কথা!
যাহাদের হিয়া অনাদর ভোগে,
গড়িলা বিধাতা সৃজিয়া ভারতে
পুরুষের দাসী, তাহাদের তরে।

(৫৩)

দেখ মা!—
বান্ধা হাতে পায়ে নিরাকার পাশ,
বজ্রেতে গঠিত অগ্নিশিখা ময়,

নির্দ্দয় শাসন এ রজ্জুর নাম,
সন্দেহ হেলন ইহার নিদান'।

(৫৪)

নামে মাত্র মোরা মানবসন্তান,
ব্যবহারে কিন্তু মাটী হতে হেয়।
তাই বলি মাতঃ উপহার কথা,
আমাদের তরে স্বরূপ ভণিতা।

(৫৫)

তাহে ভাইগণ করিয়া আদর,
অশ্রু জল ধুই দেয় পুরস্কার,
ভাবিতে নবীন সুখের বারতা।
তবে কি মোদের ফিরিল কপাল ?

(৫৬)

ফেরে সিন্ধু ফেরে নদী বহে বান্
ফেরে' না কখন ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী,
আন্ধার কন্দরে বহে অতি ক্ষীণ,
একি দিকে গতি একি ভাব তার।

(৫৭)

নির্ঝরিণী সম মোদের কপাল
ফিরিল কি আজ ফিরিল জননি ?
তবে লো আমরা বান্ধিয়া কবরী,
আয় বোন্, সবে ধরি হাতে হাতে,—

(৫৮)

যাই গো বরিতে যাই ভাইগণে,
আঁখিতে ওদের শোভে অশ্রুবিন্দু।
মোদের দুখেতে ওরা লো তাপিত;
মিশাইবে অশ্রু উহাতে আদরে।

(৫৯)

দুই অশ্রু মিলি বহিবে সাগর,
ভাসাবে মোদের জননীর বুক,
শোক দুঃখ তাপ বিষাদ মালিন্য
যাবে চলি দূরে তাহাতে ধুইয়া।

(৬০)

উঠিবে অরুণ ফুটাইবে ফুল,
পাতায় লতায়, দুলিবে সুফল।
সুধার হাসিতে মাখাবে সে মুখ
সুখের প্রভাতে জাগিবে সকল।

(৬১)

নবীন জীবনে বরিষার নদী,
নবীন কিরণে মাথায়ে লহরী,
সুধাময় করি হৃদয়ের তট,
গাইবে কল্লোলি সুখের সঙ্গীত।

(৬২)

গাইবে বিহঙ্গ বহিবে সমীর,
ফুল্ল ফুল হতে সুরভি হরিয়া,
সে মধুর তান বিজনে বিমানে।
ফুটবে মোদের জ্ঞানের নয়ন।

(৬৩)

এস বোন্ সবে মুছি অশ্রুজল,
এলায়িত কেশে বান্ধিলো কবরী।
নানা ফুল ভরি হৃদয়ের ডালা,
হাতে হাতে ধরি হাসি হাসি যাই।

(৬৪)

বরি গিয়া সবে ভাই ধন বলি,
অই হের আছে পথ চেয়ে তারা,

লইগে যতনে পুরস্কার থালা
কুসুমের রাশি বরষি মাথায়!

(৬৫)

দেই আজ ঢালি হৃদয় সবার
ভাই বোন হিয়া যাবে নদী বয়ে,
কর্ম্মক্ষেত্র ধুই করি জয় গান।
হাসিবে জননী হেরিবে জগত।

—০—

সকলে সমস্বরে ;——

ধন্য ধন্য আজি সুখময় দিন।
হইবে মোদের দুখরাশি লীন।
ঘুচিবে মোদের পায়ের শিকল,
মানব জীবন হইবে সফল।
উড়িব বেড়াব, নাচিব গাইব,
ভূধরে কাননে নগরে যাইব,
কোথা নাহি আর থাকিবেক বাধা ;
অজ্ঞানের পাশে রব নাহি বাঁধা।
কখন জ্বলন্ত কল্পনার বলে
তন্ন তন্ন করি নীলাম্বর তলে
সাগরের গর্ভ ধরণী-অন্তর
কানন গহ্বর পর্ব্বত শিখর,
গাঁথিব মাণিক মুকুতার মালা,
বাছা বাছা ফুলে সাজাইব মালা।
কখন গভীর ধ্যানের সাগরে
ডুবিব সকলে প্রফুল্ল অন্তরে,
তুলিব নবীন তত্ত্বের রতন
ঝলসি প্রভাতে জগত-নয়ন।
আসিবে সাবিত্রী গার্গী সীতা খনা,
দেখাতে ভুবনে নারী গুণপনা।

সৃষ্টি সোপান।

বাহ্য জগতের দিকে চাহিলে আমাদের বোধ হয় যে, প্রত্যেক জাতীয় পদার্থ স্বতন্ত্র। এক জাতির সহিত অপর জাতির কোন সাদৃশ্য নাই। মনুষ্যে মনুষ্যে কি প্রস্তরে প্রস্তরে সাদৃশ্য আছে, তাহা অবশ্য সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু মনুষ্য, বৃক্ষ, লোষ্ট্র, ইত্যাদি ভিন্ন জাতীয় পদার্থ সমূহের মধ্যে বিশেষ কোন সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অসম্ভব হইলেও সমুদয় পদার্থ একই শৃঙ্খলাবদ্ধ। আপাততঃ তাহাদের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হইলেও তাহারা পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য এমন কথা বলিতেছিনা যে, এক জাতির সহিত অপর জাতির কোন প্রভেদ নাই। এইমাত্র বলিতেছি যে, বহু প্রভেদ সত্ত্বেও তাহারা বিচ্ছিন্ন

নহে। পদার্থ সমূহ যেন একটী প্রকাণ্ড সোপান। এক এক জাতি সেই সোপানের এক একটী ধাপ। প্রত্যেক ধাপের সহিত অন্য ধাপের প্রভেদ বিস্তর, অথচ সকলেই পরস্পরের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। উপরের কোন ধাপে উঠিতে হইলে তাহার নিম্নে যে ধাপ আছে, অগ্রে তাহাতে পদার্পণ করা আবশ্যক। বস্তুতঃ পদার্থ সমূহের প্রকৃতি আলোচনা করিলে বোধ হয় যেন প্রথমে সর্ব্ব নিম্নের ধাপ, পরে তাহার উপরের, ইত্যাদি ক্রমে অবশেষে নরদেহ রূপ * উচ্চতম ধাপটী সৃষ্ট হইয়াছে। আমরা যে সম্বন্ধের কথা বলিতেছি তাহা কিরূপ, নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বাহ্য পদার্থ সমূহ প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা, (১) অচেতন ও নির্জীব; (২) অচেতন ও সজীব; (৩) চেতন ও সজীব। জল, মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের চৈতন্য নাই, জীবনও নাই। লতাবৃক্ষ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের চৈতন্য নাই বটে, কিন্তু জীবন আছে। জন্তু শরীরের ন্যায় ইহাদের জন্ম মৃত্যু, ও হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। মনুষ্য, চতুষ্পদ, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীতে জীবন ও চৈতন্য উভয়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক্ এই তিন শ্রেণীতে প্রভেদ ও সাদৃশ্য কি।

উপরে যে তিনটি ভাগে পদার্থ সমূহ বিভক্ত হইল, তৎপ্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কেমন একটী সোপানই ধাপে ধাপে উঠিয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে চৈতন্য ও জীবনের সম্পূর্ণ অভাব; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে উভয়ই বর্ত্তমান। সুতরাং প্রথম হইতে তৃতীয়েতে একেবারে যাইতে হইলে মধ্যস্থলে একটী মস্ত ফাঁক পড়িয়া থাকিত। কিন্তু এই দুইটীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে স্থাপিত করিয়া বিশ্ব-রচয়িতা কেমন সুন্দর সৃষ্টি কৌশল দেখাইয়াছেন। প্রথম শ্রেণী একেবারে নির্জীব ও অচেতন। দ্বিতীয় শ্রেণী প্রথমটির মত অচেতন বটে, কিন্তু নির্জীব নহে। জীবনের যে কিছু লক্ষণ আছে, সমুদয়ই ইহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার

* আমরা এস্থলে নর-আত্মার কথা বলিতেছি না, কারণ তাহা বাহ্য জগতের অন্তর্গত নহে।

উপরে চৈতন্যরূপ আর একটী ধাপ উঠিয়া তৃতীয় শ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে, ও সৃষ্টি সোপান সম্পূর্ণ হইয়াছে।

চৈতন্যের অভাব প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে সাদৃশ্য। কিন্তু তথাপি প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয়েতে উঠিবার সময় পাছে অনেকটা দূর বোধ হয়, এই ভাবিয়া যেন প্রকৃতি আর একটী সুন্দর কৌশল করিয়া রাখিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পদার্থের বাহ্যিক লক্ষণের মধ্যে মূল, কাণ্ড, পত্র এইগুলি প্রধান; এই লক্ষণ গুলির একটিও প্রথম শ্রেণীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই দুইশ্রেণীর মধ্যে বাহ্যিক লক্ষণ সম্বন্ধে সাদৃশ্য বজায় রাখিবার জন্য প্রকৃতি একটি ক্ষুদ্র ধাপ গড়িয়া রাখিয়াছে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর এমন উদ্ভিজ্জ আছে, যাহারা নির্জীব জড়ের ন্যায়; মূল, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর বাহ্যিক লক্ষণ ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বহ্যিক লক্ষণ সম্বন্ধে ইহারা প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চতর পদার্থ গুলির মধ্যে যোজক স্বরূপ।

এইরূপ কতকগুলি যোজক দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। স্পঞ্জ প্রভৃতি নিকৃষ্টতম জীবগণ বাহ্যিক লক্ষণে ঠিক্ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পদার্থ সমূহের ন্যায়। ইহাদের মুখ, কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কিছুই নাই; দেখিলে হঠাৎ উদ্ভিদ্ বলিয়া ভ্রম হয়।

এক্ষণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য আছে, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

মনুষ্য ও অপরাপর সমুদয় জন্তুর দেহ জল স্থল ও বায়ু হইতে পরমাণু লইয়া গঠিত হইয়াছে। এই সকল পরমাণু মল, মূত্র, ও শ্বাসত্যাগ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা অনুক্ষণ দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় বাহ্যজগতে মিশিয়া যাইতেছে; ও তৎপরিবর্ত্তে নূতন নূতন পরমাণু, আহার পান ও শ্বাস গ্রহণ ক্রিয়ার দ্বারা বাহ্য জগৎ হইতে শরীরে আসিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে। এই ত্যাগ ও গ্রহণ জন্তু-শরীরের একটী প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এই লক্ষণটী দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যেও স্পষ্টরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। জন্তুশরীরের ন্যায় উদ্ভিজ্জদিগের দেহ হইতেও পরমাণু বহির্গত হইয়া যাইতেছে, ও তৎপরিবর্ত্তে নূতন পরমাণু সমষ্টি জল স্থল ও বায়ু হইতে গৃহীত হইতেছে। অতএব

উদ্ভিজ্জ ও জন্তুশরীরে যতই প্রভেদ থাকুক না কেন, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য নিতান্ত সামান্য নহে। এতদ্ব্যতীত আর একটী চমৎকার সাদৃশ্য আছে। আমরা সকলেই জানি যে জন্তু হইতে সন্তানরূপে জন্তু উৎপন্ন হয়। আমরা ইহাও জানি যে পুষ্প ও তৎপরে বীজদ্বারা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে অধিক আশ্চর্য্য এইযে জন্তু হইতে জন্তু উৎপন্ন হইবার যে নিয়ম, অনেকস্থলে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবারও সেই নিয়ম দেখা যায়। পাঠিকাগণ অক্ষয় বাবুর প্রথম ভাগ চারুপাঠে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া থাকিবেন।

পাঠিকাবর্গ বোধ হয় এক্ষণে বুঝিয়াছেন যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ সত্ত্বেও অনেক গূঢ় সাদৃশ্য আছে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে চৈতন্যের কোন লক্ষণ নাই *। প্রকৃতি চৈতন্যরূপ একটী ধাপ উঠিয়া তৃতীয় অর্থাৎ জন্তু শ্রেণী সৃজন করিয়াছে। নিম্নে এই শ্রেণী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধটী সমাপ্ত করিব।

নরদেহে সৃষ্টি কৌশল সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। বাহ্য জগতে প্রকৃতির যত কিছু গুণপণা আছে, মনুষ্য শরীরে সমুদয় একত্রীকৃত হইয়াছে। সুতরাং নিকৃষ্টতম জীব সমূহে ও নরদেহে অনেক সাদৃশ্য সত্ত্বেও বিস্তর প্রভেদ আছে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু নিকৃষ্ট জীবগণ এবং মনুষ্যের মধ্যে এত অসংখ্য জীব বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে নরদেহরূপ উচ্চতম ধাপের দিকে যত উঠা যায়, ততই অল্প অল্প করিয়া প্রভেদ কমিয়া গিয়া সাদৃশ্য সংখ্যা বাড়িতে থাকে। কীট, মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, চতুষ্পদ ইহাদের মধ্যে গঠন ও ইন্দ্রিয় শক্তির ক্রমে অধিক বিকাশ দেখা যায়, সুতরাং উচ্চশ্রেণী জীবদিগের মধ্যে অধিক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এইরূপে ধাপ ধাপ উঠিতে উঠিতে যখন আমরা বানর জাতি রূপ ধাপটীতে আসিয়া উপনীত হই, তখন দেখিতে পাই যে মনুষ্যের গঠনে ও ইহাদের গঠনে প্রভেদ অতি সামান্য। প্রকৃতি স্পঞ্জ প্রভৃতি

---

* কোন কোন উদ্ভিজ্জের অল্প অল্প চৈতন্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অতি সামান্য ও সন্দেহ স্থল।

জীব গঠন করিয়া তৃতীয় শ্রেণী আরম্ভ করিয়াছে ও তৎপরে সংখ্যাতীত জীব সৃষ্টি করিয়া বানর জাতি এবং বানর জাতির পরে নরদেহ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি-সোপান পরিসমাপ্ত করিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন প্রভৃতি যে নানা প্রকার অবতারের বর্ণনা দেখা যায়, সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে তাহা কেবল জীবদেহের এইরূপ ক্রমশঃ বিকাশের পরিচায়ক মাত্র।

সৃষ্টি সোপানের অর্থ কি পাঠিকাবর্গ বোধ হয় এক্ষণে বুঝিয়াছেন। বাহ্য জগতে বাষ্প, জল, প্রস্তর, মৃত্তিকা, প্রভৃতি পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া নরদেহ পর্য্যন্ত কত পদার্থ রহিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ কত তাহাইবা কে বলিতে পারে? কিন্তু এত প্রভেদ সত্ত্বেও সমুদয় পদার্থ একই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বাহ্য-জগতে নিকৃষ্টতম পদার্থ হইতে উৎকৃষ্টতম পদার্থ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে, সমুদয় লইয়া প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতির ঈশ্বর আপনার বিচিত্র শক্তির পরিচয় দিয়া একটী প্রকাণ্ড সোপান সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মহা সোপানের অসংখ্য ধাপ গুলির মধ্যে প্রভেদ বর্ণনাতীত, অথচ কেহই বিচ্ছিন্ন নহে। বাহ্য জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাও, সকলই পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কুত্রাপি তিল পরিমাণও ফাঁক পড়িয়া নাই। ইহাই সৃষ্টি সোপানের অর্থ।

মনুষ্য শরীর।

(২০৩ সংখ্যা ২৫৪ পৃষ্ঠার পর।)

হৃদয় ও ফুস্ফুসের কার্য্য, শরীরের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন, আহারীয় দ্রব্যের পরিপাক, এই সকল কার্য্য জাগ্রত ও নিদ্রিত উভয় অবস্থাতেই সমানরূপে হয় এবং এ সকল আমাদিগের ইচ্ছার অধীন নহে অর্থাৎ জীবনোপযোগী এই সকল কার্য্য আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও নিষ্পন্ন হয়। আমরা স্বেচ্ছানুসারে কথা কহিতে কিম্বা চুপ করিতে, দণ্ডায়মান

হইতে কিম্বা উপবেশন করিতে, চলিতে কিম্বা স্থির থাকিতে সক্ষম হই। যদি ইচ্ছা না করিলে রক্তচালনা, শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি না হইত, তাহাহইলে আমরা কোন্‌কালে মরিয়া যাইতাম। ঈশ্বর স্বহস্তে এই সকল কার্য্যের ভার লইয়া কি অপার দয়ার পরিচয় দিয়াছেন!

রক্ত দ্বারাই শরীর পোষণ হয়। রক্ত হৃদয়রূপ উনুই হইতে উৎপন্ন হইয়া তাবৎ শরীরে ভ্রমণ করত অঙ্গাপাঙ্গ রক্ষা করে। এই হৃদয় ডিম্বাকার এক খণ্ড মাংসপিণ্ড মাত্র, এবং তাহা মনুষ্যের ইচ্ছার অনধীন হইয়া এক মিনিটের মধ্যে ষাটিবারের অধিক আকুঞ্চিত এবং প্রসারিত হয়। উহা বোমা কলের ন্যায় রক্তচালক শিরা দ্বারা রক্ত প্রচালিত করে। হৃদয়েতে চারিটী পৃথক্ পৃথক ঘর আছে, তাহার মধ্যে বড় দুইটীকে বেণ্ট্রিকেল ও ছোট দুইটীকে ওরিকেল কহে। দক্ষিণদিকের বেণ্ট্রিকেল আকুঞ্চিত হইলে, ফুসফুস সংযুক্ত শিরা ও তাহার শাখা সমূহ দ্বারা ফুসফুস মধ্যে রক্ত চালিত করে। ফুসফুসিতে রক্ত অঙ্গারক অম্ল ত্যাগ করিয়া ও অম্লজন গ্রহণ করত এক নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রক্ত ফুসফুস ত্যাগ করিয়া, বাম দিকস্থ ওরিকেলে গমন করে। তথা হইতে বামভাগস্থ বেণ্ট্রিকেলে যায় এবং তথা হইতে শিরা বিশেষ দ্বারা চালিত হইয়া শরীরের তাবৎ অংশে ভ্রমণ করে।

অবনীমণ্ডলে যত প্রকার জীব জন্তু আছে, তন্মধ্যে মনুষ্যের মস্তকে যত মজ্জা আছে তত আর কোন জন্তুর মস্তকে নাই। কেবল ভূচরের মধ্যে হস্তী এবং জলচরের মধ্যে তিমি এই দুই বৃহদাকার জীবের মস্তিষ্ক মনুষ্যাপেক্ষা অধিক। কিন্তু ইহাদিগের শরীরের অবয়ব যেমন দীর্ঘ ও বিপুল, মস্তিষ্ক তৎপরিমাণে অধিক নহে।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মনুষ্যের মস্তিষ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে। একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পর চত্বারিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে, তাহার পর ক্রমে হ্রাস হয়। যাঁহারা অতি বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইয়া জীবিত থাকেন, তাঁহারা প্রায় মস্তিষ্কশূন্য হন। মনুষ্যজাতির মধ্যে যাঁহার মস্তিষ্কের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক, তাঁহার বুদ্ধিও সেই পরিমাণে অধিকতর প্রখর হয়। শরীর-বিধানশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা

একপ্রকার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যে ন্যূনকল্পে সুস্থ মনুষ্যের মস্তকে প্রায় একসের পরিমাণ মস্তিষ্ক থাকা উচিত। এই পরিমাণের ন্যূনতা হইলে বুদ্ধির খর্ব্বতা হয়, কোন কোন স্থানে বাতুলতা উপস্থিত হয়। সুস্থ সহজ পুরুষের মস্তকে সামান্যত অনুমান দেড়সের মস্তিষ্ক আছে, এবং স্ত্রীজাতির মস্তকে প্রায় সার্দ্ধ পাঁচ পোয়া দেখাগিয়াছে। স্ত্রীপুরুষের এই প্রভেদ তাঁহাদিগের বর্ত্তমান মানসিক উন্নতির তারতম্য হেতু হওয়া অসম্ভব নয়।

মানবজাতির শরীরের গঠন সামান্যত একরূপ হইলেও মধ্যে মধ্যে অদ্ভুত গঠনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমরা তাহার কয়েকটী উদাহরণ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি—জেফ্রি হডসন নামে এক বামন ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উচ্চতায় ২॥ ফুট ছিল, তৎপরে আর ৭ বুরুল বাড়িয়াছিল। বিবি নামে পোলাণ্ড দেশীয় লোক ২৩.বৎসরে মরে, তৎকালে তাহার দেহের পরিমাণ ৩২ বুরুল মাত্র, তাহার বুদ্ধি শক্তি বড় প্রখর ছিল না। কিন্তু বরুলস্কি ২২ বৎসরে ২৮ বুরুল পরিমিত হইয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য মেধা দেখা গিয়াছে। আবাতে একব্যক্তি ছিল, তাহার আপাদ মস্তক কেশাবৃত, মুখের চুল সিংহের কেশরের মত ৮ বুরুল লম্বা। ব্রহ্মদেশীয় এক রমণীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়া দুইটী কন্যা হয়, বড়টী মার মত, কিন্তু কনিষ্ঠটী পিতার ন্যায় কেশাবৃত হইয়াছিল।

চিনদেশীয় রমণীর পা গোড়ালী হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ৪ বুরুল মাত্র। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বেঁকিয়া উপর দিকে থাকে, অন্যান্য অঙ্গুলি পার তলায় দোমড়ান। পার পাতা স্বভাবতঃ যেখানে অধিক চৌড়া, সেইখানে অতি সঙ্কীর্ণ হয়। গোড়ালী পশ্চান্মুখ না হইয়া নিম্নদিকে ক্ষুরের মত নাবান, পার তলা সমতল না হইয়া ডোঙ্গার মত খোদাল হইয়া থাকে।

পারিসে খৃষ্টিয়ানা রিটা নাম্নী দ্বিশীর্ষ এক বালিকা প্রদর্শিত হয়। ১৮২৯ সালে সে জন্মগ্রহণ করে। তাহার পিতা মাতার কোন অঙ্গবিকৃতি ছিল না। তাহার দক্ষিণ শীর্ষ খৃষ্টীয়ানা ও বামশীর্ষ রিটা বলিয়া অভিহিত হইত। বুকের নিকট পাশাপাশি দুইটী অর্দ্ধদেহ একত্র যোড়া ছিল। দুই ফুস্ ফুস্ ভিন্ন ভিন্ন ছিল, দুইটী হৃৎপিণ্ড এক আবরণে আচ্ছাদিত

হইয়া একসঙ্গে স্পন্দন করিত; উদর এক এবং নিম্নদেশ এক শরীরের ন্যায় ছিল।

বিডেনহাম বালিকা নামক দুই রমণীর কটি ও স্কন্ধদেশ পরস্পর যোড়া ছিল। তাহারা ৩৪ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল, পরে একটির মৃত্যুতে অন্যটী পৃথক্ হইতে অনিচ্ছু হইয়া উভয়ে মরিয়া যায়। তাহারা দরিদ্র দিগের জন্য ২০ একর ভুমি রাখিয়া যায়, অদ্যাপি তাহার উৎপন্ন শস্য দরিদ্রদিগকে বিতরিত হইয়া থাকে।

শ্যামদেশীয় যমজ সন্তানদ্বয় ইংলণ্ডে প্রদর্শিত হয়। ২॥ হইতে ৪ বুরুল লম্বা ও ৮ বুরুল বেড় এক চর্ম্ম দ্বারা তাহাদের নাভিদেশ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ছিল। তাহারা সুস্থ ও প্রফুল্ল ছিল, তাহাদের প্রকৃতি, অভ্যাস প্রভৃতি এক হইয়াছিল। একজন কাশিলে অন্যে কাশিত, একজনের জ্বর হইলে অন্যেরও হইত, কিন্তু উভয়ের পীড়ার পরিমাণের ন্যূনাধিক্য দেখা যাইত। তাহারা এক সঙ্গে ঘুমাইত ও জাগিত। কিন্তু শতরঞ্চ খেলিবার সময় উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন চাল চালিত এবং পরস্পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন মনের ভাব প্রকাশ করিত।

স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন বা তাহার কোন প্রকার ব্যতিক্রমেই বিকৃত দেহ সকল উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহাতেও ঈশ্বরের বিচিত্র মহিমা ও আশ্চর্য্য করুণা দেখা যায়। এরূপ দেহসকল আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং অধিক ক্লেশের সম্ভাবনা বলিয়া হয় তাহা অধিককাল জীবিত থাকে না, নয় তাহা হইতে ভাবী বংশ উৎপন্ন হইতে পারে না।

স্ত্রী সঙ্গিনী।

"আমেরিকার সাধারণতন্ত্র" নামক পুস্তক প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ডি টকুইবিলের স্ত্রীভাগ্য অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি অধ্যয়নে স্ত্রীর সাহায্য লাভ করিতেন এবং কার্য্যক্ষেত্রের বিবিধ পরীক্ষায় তাঁহার সান্ত্বনা ও উৎসাহ বাক্যে প্রফুল্ল হইতেন। ঐ সাধ্বী রমণী গৃহের বায়ু মণ্ডলকে

যেন বিশুদ্ধ করিয়া রাখিতেন, তন্মধ্যে আসিলেই স্বামী আপনাকে বলীয়ান্ ও পবিত্রীকৃত বলিয়া অনুভব করিতেন। তিনি বন্ধুগণের নিকট আহ্লাদ-সহকারে বলিতেন, ঈশ্বর আমাকে যত অমূল্য বস্তু দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমার সহধর্ম্মিণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বন্ধুগণকে এক পত্রে লেখেন, "বিপদ সময়ে তিনি যে আমার কিরূপ সহায় হন, আপনারা কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারেন না। সচরাচর তিনিত এত শিষ্ট শান্ত, কিন্তু তৎকালে দৃঢ়িষ্টা ও বলশালিনী হন। আমার অজ্ঞাতসারে তিনি আমার সকল অভাব অবধারণ করেন, কষ্টের সময়ে আমি অধৈর্য্য হই, কিন্তু তিনি শান্ত-ভাব রক্ষা করিয়া আমার মনে শান্তি ও বল বিধানের চেষ্টা পান।" তিনি আর এক সময়ে বলিয়াছেন "আমার বিশ্রামের—দীর্ঘকাল বিশ্রামের অত্যন্ত প্রয়োজন। কোন গ্রন্থকারের পুস্তক লেখা শেষ করিবার সময় কত প্রকার বিরক্তি যে ধরে, তাহা ভাবিলে তাহার জীবন যে কত দুঃখময় বুঝিতে পার। মেরীর স্নিগ্ধকর প্রকৃতির সাহায্য না পাইলে আমি আমার কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতাম না। যে স্ত্রীলোকের আত্মা স্বামীতে যে কিছু উৎকৃষ্ট ভাব আছে, তাহা দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বিত করে; কেবল তাহা নয় সেই ভাবকে আরও বর্দ্ধিত ও উন্নত করিয়া দেয়, তাঁহার সহিত চির-সহবাস করা কি আনন্দকর! যখন আমি সত্য বা ন্যায়সঙ্গত কোন কথা বলি অথবা কোন কার্য্য করি, আমি আমার স্ত্রীর মুখশ্রীতে অমনি গর্ব্বসহকৃত সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশিত দেখিতে পাই, তাহাতে আমার চিত্তকে আরও উৎসাহিত করিয়া দেয়, আবার যখন আমার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তখনি তাঁহার মুখ মলিন হইয়া যায়।" বস্তুতঃ বিশুদ্ধ-চরিত্র রমণীর এমনই প্রভাব যে তিনি যেখানে থাকেন, সেখানে আত্মাকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত এবং পুণ্যসংগ্রামে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। উন্নতচিত্ত ও মহদাশয়া স্ত্রীর সহিত সম্মিলনে জীবন পথে যেরূপ সাহায্য লাভ করা যায়, এরূপ আর কোন প্রকারে নহে। টকুইবিল লিখিয়াছেন, মনস্বিনী পত্নীর সাধু উপদেশ ও দৃষ্টান্তে অনেক দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষ অসাধারণ ধর্ম্ম ও উচ্চাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন এবং রূঢ়প্রকৃতি নীচাশয়া রমণীর সংসর্গে পড়িয়া অনেক উদারচিত্ত স্বামী স্বার্থপর এবং হীনমতি হইয়া গিয়াছেন, এ কথা নিতান্ত সত্য।

এড্‌মণ্ড বর্কের পত্নীও এইরূপ স্বামীর হিতকারিণী ছিলেন। তিনি অতি সুরুচি ও সদ্‌গুণসম্পন্না রমণী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের যেরূপ বল, ভালবাসিবার সেইরূপ অসীম ক্ষমতা ছিল। গৃহে যেমন তাঁহার কর্ত্তৃত্ব, সমাজে সেইরূপ তাঁহার উজ্জ্বল প্রভাব। যাহা কিছু সুন্দর, উৎকৃষ্ট ও সত্য, তৎপ্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার স্বামী তাঁহার সদ্‌-গুণের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহার বন্ধুগণের মতে ইহা কোনমতেই অতিরঞ্জিত হয় নাই। আমরা পাঠিকাগণের চক্ষে সেই ছবির ছায়া মাত্র ধারণ করিতেছি :—

তিনি সুন্দরী, কিন্তু এই সৌন্দর্য্য আকৃতি, গঠন বা মুখশ্রী হইতে সমুদ্ভূত নহে। যদিও এ সকল স্ত্রীসৌন্দর্য্য তাঁহাতে যথেষ্ট আছে, কিন্তু তদ্দ্বারাই তিনি আত্মাকে আকর্ষণ করেন না। তাঁহার প্রকৃতির মধুরতা, দয়াশীলতা, নির্দোষ ভাব, এবং যতদূর সহৃদয়তা মুখজ্যোতিতে ব্যক্ত হইতে পারে, এই সকলই তাঁহার সৌন্দর্য্যের উপাদান। তাঁহার মুখ দেখিলে প্রথমে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, পরে যত দেখাযায়, ততই তাহাতে অধিক সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয় এবং প্রথমে তাহা লক্ষিত হয় নাই বলিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

তাঁহার চক্ষুর মৃদু জ্যোতিঃ। তদ্দ্বারা আনন্দের সহিত ভয়ের সঞ্চার করে। সাধুব্যক্তি উচ্চপদ পরিত্যাগ করিলে যেমন ক্ষমতার পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম ভাব দ্বারা শাসন করেন, তাঁহার প্রভাব সেইরূপ। তাঁহার এরূপ দৃঢ়তা আছে, যাহাতে কোমলতার স্থানাভাব হয় না এবং এরূপ কোমলতা আছে যাহা দুর্ব্বলতা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। তাঁহার স্বর মৃদুমন্দ বীণাধ্বনির ন্যায়, তাহা দ্বারা বৃহৎ জনতা স্তব্ধ হইতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা জনতা ও বন্ধুসম্মিলনের প্রভেদ করিতে জানেন, তাঁহারা তৎশ্রবণে বিমোহিত হন। ইহা শ্রবণ করিতে হইলে তাঁহার নিকটস্থ হইতে হয়।

তাঁহার শরীর বর্ণনা করিলেই তাঁহার মনের বর্ণনা হয়, একটী আর একটীর ছবিস্বরূপ। তাঁহার মেধা নানা বিষয়ে চিত্তনিবেশ দ্বারা নয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট বিষয়টী বাছিয়া লইবার ক্ষমতাতে প্রকাশ পায়।

তিনি আশ্চর্য্য কথা বলিয়া বা আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়া লোককে চমৎকৃত

করেন না, কিন্তু যাহা বলা বা করা উচিত নয়, তাহা পরিত্যাগ করেন; ইহাতেই তাঁহার চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

তাঁহার ভদ্রতা তাঁহার স্বাভাবিক সুন্দর স্বভাব হইতে প্রবাহিত, তাহা সভ্য সমাজের কোন নিয়ম শিক্ষার ফল নহে। সেই জন্য যাঁহারা প্রকৃত শিষ্টাচার বুঝেন এবং যাঁহারা বুঝেন না, উভয়েরই দৃষ্টিতে ইহা লক্ষিত হয়।

কোন কার্য্যের ন্যায়ান্যায় তিনি তর্কদ্বারা আবিষ্কার করেন না, কিন্তু সহজজ্ঞান দ্বারা করিয়া থাকেন। কাহারও উপর কঠোর বিচার করিয়া তিনি আপনার সাধু প্রকৃতিকে মলিন করেন না, সেইরূপ অযথা প্রশংসাবাদ দ্বারাও আপনার বিচার শক্তির অবমাননা করেন না।

তাঁহার চিত্ত স্থির এবং দৃঢ়। দৃঢ়তা থাকাতে যেমন মার্ব্বেল প্রস্তরের মসৃণতা ও উজ্জ্বলতার হানি হয় না, সেইরূপ তাঁহারও স্ত্রীশোভন সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত হয় না। তাঁহার এরূপ গুণ আছে, যদ্দ্বারা পুরুষ জাতির প্রকৃত মহৎলোকদিগকে আমরা আদর করি, আবার তাঁহার এমন কোমল ভাব আছে, যদ্দ্বারা স্ত্রীজাতির মধ্যে সুন্দরী ও দুর্ব্বলাগণের দোষকেও মনোহর ভাবে প্রকাশ করে।”

এইরূপ রমণী যে অনেকাংশে স্ত্রীজাতির আদর্শ, তাহা বলা বাহুল্য। ধন্য সেই নারী, যাঁহার স্বামী তাঁহার গুণে মুগ্ধ ও উপকৃত হইয়া এইরূপ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতে পারেন।

উত্তাপের আরোগ্যণীয় শক্তি।

আমাদিগের স্বাস্থ্যের জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণ উষ্ণতা আবশ্যক; সে নির্দ্ধারিত উষ্ণতার হ্রাস হইলে কিম্বা তাহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইলে শরীর অসুস্থ হয়। এই জন্যই শীত এবং গ্রীষ্মকালে আমাদিগকে পোষাকের পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এই জন্যই অল্পোষ্ণ দ্রব্য আহার করিলে আমাদিগের শরীর সচ্ছন্দে থাকে। কিন্তু ইহা ব্যতীত উত্তাপের অনেক প্রকার গুণ আছে; আমাদিগের শরীরে বাহ্যেন্দ্রিয় এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল নিস্তেজ হইলে উপযুক্ত উত্তাপ দ্বারা তাহাদিগকে সতেজ করা যাইতে

পারে। কেবল জল সেবন দ্বারা আরোগ্য করা একরূপ চিকিৎসার পদ্ধতি আছে, তাহা কেবল ভিন্ন পরিমাণ উষ্ণতাবিশিষ্ট জলের উপকার-মূলক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ সূর্য্যকিরণ দ্বারা অনেক প্রকার রোগ আরোগ্য এবং নিবারণ হইয়াছে। David Urquhart M P. নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, তিনি কেবল সূর্য্যকিরণ সেবন করাইয়া যক্ষ্মা রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। ইহাব্যতীত তদ্দ্বারা অজীর্ণ, বাত, প্রভৃতি অনেক প্রকার রোগ আরোগ্য হয়। কোন উকিলের দক্ষিণ পায়ে পক্ষাঘাতের উপক্রম হইয়াছিল; সিঁড়িতে উঠিবার সময় তাঁহাকে প্রথমে বামপদ উত্তোলন করিয়া পরে তাহাতেই ভরদিয়া দক্ষিণ পদ তুলিতে হইত এবং দক্ষিণ পদ, বাম পদ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরু হইয়া গিয়াছিল। কোন এক ডাক্তার তাঁহাকে জানালার নিকটে শুইয়া সমস্ত শরীরে সূর্য্যকিরণ সেবন করাইতে পরামর্শ দেন। পরে তিনি দশ মিনিট্ হইতে আরম্ভ করিয়া এক ঘণ্টাকাল ঐরূপ সূর্য্যকিরণে পড়িয়া থাকিয়া ছয় মাস মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি সূর্য্যকিরণে বাহির হইলেই তাঁহার মাথা ধরিত; তিনি কোন ডাক্তারের উপদেশে সর্ব্বশরীর উলঙ্গ করিয়া সূর্য্যকিরণে থাকা অভ্যাস করত শিরঃপীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করেন।

বাস্তবিক সৌরজগৎ মধ্যে সূর্য্য সর্ব্ববলীয়ান্; ইহাহইতে পৃথিবীর অনেকপ্রকার শক্তি উৎপন্ন হয়। এবং বলিলেও বাহুল্য হয় না যে, সূর্য্য এই জগতের সর্ব্বতেজের মৌলিক কারণ। অতএব ইহা হইতে যে, মানব শরীরের উপকারী অথবা অপকারী ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা বিচিত্র কি? চিকিৎসা-বিদ্যায় সূর্য্যকিরণের ফল সুচারুমতে আবিষ্কৃত অথবা পরীক্ষিত না হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়। বিলাতে নিউকেশেল্ (Newcastle) চিকিৎসালয়ে গরম বায়ু সেবন প্রথা প্রচলিত আছে। উষ্ণ বায়ু চর্ম্মে লাগিয়া চর্ম্মকার্য্য সাহায্য করে। অনেক ব্যারামে চর্ম্ম নিস্তেজ হইয়া ঘাম নির্গমন প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারে না, এমতে তাহাতে অধিক পরিমাণে রক্তসঞ্চালনের আবশ্যক হয়। উষ্ণ বায়ুদ্বারা সেই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া রক্ত আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়সকলে বদ্ধ হইয়া থাকিতে

পায় না, সুতরাং সেই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া পাকশক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং শ্বাসকার্য্য প্রভৃতি উপযুক্তরূপে সম্পাদিত হয়। শুনা গিয়াছে উপযুক্ত পরিমাণ উষ্ণতায় বাতুলতা প্রভৃতি মানসিক পীড়া পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুগণও জানিতেন, সূর্য্যতেজ কুষ্ঠরোগ নিবারণের উপায়। উড়িষ্যার গ্রন্থ কপিলসংহিতাতে লিখিত আছে, 'শাম্ব' কুষ্ঠরোগ প্রাপ্ত হইলে সূর্য্যপূজা করিয়া রোগমুক্ত হয়েন। সূর্য্য যে, রোগনিবারণের কর্ত্তা, মহাভারতেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। ময়ূরভট্ট সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক কুষ্ঠরোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া তাঁহাকে স্তব করেন। সূর্য্যের পুত্র অশ্বিনী-কুমারদ্বয় দেববৈদ্য ছিলেন। প্রাচীনমতে এবং আধুনিকমতেও কতকটা বুঝা যাইতেছে যে, সূর্য্যতেজে অনেকানেক উৎকট উৎকট রোগ আরাম হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসাধারণ ইহা বুঝিত না; এবং বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও ইহার সমধিক চর্চ্চা করেন না। বঙ্গবাসী।

নূতন সংবাদ।

১। ডিসেম্বরের প্রথমে রাজপ্রতি-নিধি লর্ড রিপণ কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিন অবস্থিতি করেন। তাঁহার বিজ্ঞতা ও সৌজন্যের প্রশংসা সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে গিয়াছেন।

২। পুঁটিয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী কেবল বদান্যতাগুণে বিখ্যাত নহেন, তিনি একজন অতি গুণবতী রমণী এবং দেশহিতকর কার্য্য সকলে সাধ্য-মত যোগ দান করিয়া থাকেন। গত ২৩এ নবেম্বর তাঁহার ভবনে একটী মহাসভা হয়। এ দেশে আত্মশাসন প্রণালী স্থাপনের বিষয় আলোচনা করা তাহার উদ্দেশ্য। মহারাণী স্বয়ং এবং রাণী মনোমোহিনী সভা-স্থলে উপস্থিত ছিলেন, একটী যবনিকার অন্তরালে তাঁহারা উপবিষ্ট হন।

৩। আয়র্লণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের ক্লেশ নিবারণার্থ যে ফণ্ড হইতেছে, তাহাতে ইংলণ্ডেশ্বরী নিজে ২০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। আমেরিকার বোষ্টন নগরে সাততালা একটী হোটেল বাড়ী ১৩

ফিট,১০ ইঞ্চ সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে আর একটী বাড়ী সম্বন্ধে এরূপ সংবাদ পাইয়াছিলাম। উনবিংশ শতাব্দীতে কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

৫। এবার মাইনর পরীক্ষায় বেথুন স্কুলের ছাত্রী কুমারী শৈলবালা দাস এবং হিরণ্ময়ী দেবী ২য় বিভাগে এবং কুমারী গিরিবালা মজুমদার ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বঙ্গবাসী—এই নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ১০ই ডিসেম্বর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার উদ্দেশ্য ও লিখনপ্রণালী দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহার লিখিত একটী প্রবন্ধ স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইল।

২। গীতিকবিতা—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় বিরচিত। ইহাতে ভারত-বিলাপ ও যমুনালহরী নামে দুইটী প্রসিদ্ধ গীতি পূর্ণাবয়বে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা অনেকবার এই দুইটী গীতি শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছি। ইহাতে অসাধারণ কবিত্ব এবং প্রকৃত স্বদেশানুরাগের ভাবোচ্ছ্বাস যেমন দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালা কাব্যে এরূপ অতি বিরল।

৩। বঙ্গবীর-চরিত-প্রথম সংখ্যা, শ্রীরাজ রাজেন্দ্র চন্দ্র প্রণীত ইহাতে রামদাস বাবু নামে এক বাঙ্গালী বীরপুরুষের অদ্ভুত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা আশাকরি ইহার পর সংখ্যা সকলে অন্য দেশীয় বীরদিগের চরিত কীর্ত্তিত হইবে। এরূপ পত্রের বিশেষ অভাব আছে।

৪। অকাল উন্নতি, প্রথম প্রস্তাব—ইহাতে এ দেশের বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী অনেকগুলি হিতকর বিষয়ের আলোচনা আছে। ইহা ও উপরিউক্ত পুস্তিকা শ্রীবাটী চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভা হইতে প্রচারিত। এই সভার উদ্দেশ্য বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সাধন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

৫। প্রতিভা—(নবনাসপূর্ণ সমালোচনী মাসিক পত্রিকা) ইহার কয়েক সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম।

বামাগণের রচনা।

দাম্পত্য বিধি।

কোথা সে দাম্পত্য বিধি, যাহারে গড়িল বিধি,
পবিত্র করিয়া আহা, ধরণী মাঝারেতে।

নির্দয় পুরুষ জাতি, অবহেলি এই রীতি,
ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য হ'য়ে রত স্বেচ্ছাচারেতে।
পাণিগ্রহণের কালে, কি প্রতিজ্ঞা করে ছিলে,
কি সত্য করিলে সুধি, পত্নী-করে ধরিয়ে।
প্রতি পদে কিবা কথা, ছিল সে মন্ত্রেতে গাঁথা,
এবে সেই সত্য কথা, পালিছ কি করিয়ে।
আমরা অবলা জাতি, নীতি শিক্ষা অল্প অতি,
সুসভ্য সুবিদ্যা জ্যোতি, প্রবেশেনি হৃদিতে।
তথাপিও নারী মোরা, পালিতে পবিত্র ধারা,
হৃদয়ে সর্ব্বদা ভয় এই ধর্ম্ম রাখিতে।
সুসভ্য তোমরা সব, জ্ঞান বুদ্ধি সমুদ্ভব,
সেই পরিচয় কি গো জানাতেছ এরূপে।
বেঁধেছ পাষাণে হৃদি, পত্নী ঘরে মরে যদি,
বাহিরে আমোদে মাতি, বল যাই কিরূপে?
পুত্র শোকে পত্নী মরে, সান্ত্বনা না করি তারে,
মত্ত থাক নিজ সুখে সুখাস্বাদ সেবনে।
দুর্ভাগিনী বঙ্গ নারী, একে পুত্র শোকে জরি,
দ্বিগুণ যাতনা পায়, পতির অ যতনে।
বদ্ধ রাখি অন্তঃপুরে, যে দুখ দাও অন্তরে,
সে যাতনা বাক্যেতেও কহা নাহি যায়।
এই কি ধর্ম্ম পালন, বল গো সুসভ্যগণ,
এই সত্য সুধি কি গো করেছিলে হায়।
ধন্য ওরে দেশাচার; করি তোরে নমস্কার,
কি বিচারে কি ব্যাভার শিখাতেছ স্বদলে।
সেই বিচারের ফলে, নারী প্রাণে অগ্নি জ্বলে,
দাহ হয় দিবানিশি বঙ্গ নারী সকলে।

শ্রীঅভয়সুন্দরী দাস—দরজিপাড়া।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

• কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০৫ সংখ্যা। | মাঘ ১২৮৮—ফেব্রুয়ারি ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা লইয়াই এ সময় বিশেষ আন্দোলন। এবার প্রথম আর্ট পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬২ এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৩৯৯ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় এলেন ডেব্রু নাম্নী একটী মাত্র বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইনি বেথুন স্কুলের ছাত্রী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৯টী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিশেষ বিবরণ এই :—

বেথুন স্কুল—অবলা দাস ও কুমুদিনী কাস্তগিরি। ফ্রিচর্চ্চ নর্ম্মালস্কুল—নির্ম্মলাবালা মুখোপাধ্যায়। অপার খৃষ্টান স্কুল—প্রিয়তমা দত্ত। ডেরা মিসনস্কুল—বিধুমুখী বসু। কানপুর বালিকা বিদ্যালয়—বার্জ্জিনিয়া মেরী মিত্র। এলাহাবাদ উচ্চশ্রেণী বালিকাবিদ্যালয়—মিস্ জনষ্টোন এবং মিস আরাকিল্স স্কুল—মিস্ স্মিথ।

ইহাঁদিগের সকলেই কুমারী এবং প্রায় সকলেই ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কেবল প্রিয়তমা দত্ত ও বিধুমুখী বসু ৩য় বিভাগে। বালিকাদিগের কেহই ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, এটী দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমশই পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। আগামী বর্ষে দুইটী ছাত্রী বি এ, পরীক্ষা দিবার জন্য

প্রস্তুত হইতেছেন, আমরা আশা-নেত্রে তাঁহাদিগের পরীক্ষার সুফলের প্রতীক্ষা করিতেছি।

আমরা গতবারে কোন সংবাদপত্রের ভ্রমের অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছিলাম, বেথুনস্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষায় ২টী মাত্র বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, আমরা এক্ষণে দেখিয়া অধিক আহ্লাদিত হইলাম কুমারী তরলা দাস নামে আর একটী বালিকাও উক্ত পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বেথুন স্কুলের অবলা দাস ২০ টাকার একটী জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছেন।

রাজমন্দ্রীতে যে বিধবাবিবাহ সভা স্থাপিত হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার সাহায্যে কয়েকটী বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বোম্বাইয়ে বিধবাবিবাহের ঘটা খুব চলিয়াছে। কিছুদিন হইল বোম্বাই প্রার্থনা সমাজ গৃহে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর অধ্যক্ষতায় একটী বঙ্গীয় বিধবাবালার বিবাহ একটী বঙ্গীয় যুবকের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম নৃত্যকালী দেবী, বরের নাম বাবু বিপিনচন্দ্র পাল। বোম্বাইয়ে এক গুজরাটী ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন, তিনি স্বয়ং বিধবাবিবাহকারী এবং বিধবাবিবাহের প্রধান উদ্যোগী। তিনি নিজব্যয়ে অনেক গুলি বিধবার উদ্বাহের সহায়তা করিয়াছেন। আমাদিগের এক আত্মীয়া বোম্বাই হইতে ইহাঁর অনেক প্রশংসা করিয়া তত্রত্য বিধবাবিবাহের বিবরণ সহ এক পত্র লিখিয়াছেন। একটী আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত এই:—

একটী বিধবা বালিকা পিতার নিকট হইতে পলাইয়া এই গুজরাটী ভদ্রলোকের শরণ লন এবং বলেন তাঁহাকে সদ্য বিবাহ দিতে হইবে, নতুবা পিতা বিরোধী হইয়া আর বিবাহ দিতে দিবেন না। আশ্চর্য্য তখনই অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, বর মিলিল, ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল!!

বোম্বাইয়ে আর একটী যোগ্য বিধবাবিবাহ সম্প্রতি সম্পন্ন হইয়াছে। বর সিন্ধুদেশীয় হাইদ্রাবাদের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বারকানাথ রাও তালুকদার, কন্যা মিরাজ বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী টানি বাই, তিনি ৬বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বয়স ২০ বৎসর।

সভ্যতার বিষময় ফল। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে ১৮৭৯-৮০ সালে স্ত্রী মাতালের সংখ্যা ১০,০৬২, পুরুষ মাতাল অবশ্য অধিক—২৭,৮৭৮ জন।

আমেরিকায় ৩৯০ জন শিক্ষিত স্ত্রী চিকিৎসক চিকিৎসাব্যবসায় চালাইতেছেন, মাসাচুসেট্‌স্‌ নিউ ইয়ার্ক ও পেনসিলভিনিয়া ইহাদিগের অধিকাংশের কার্য্য ক্ষেত্র।

বিবী বেজান্টের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় আমরা গতবার উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় অনেক মতের সহিত আমাদিগের কিছু মাত্র সহানুভূতি নাই, কিন্তু তিনি যে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রমণী, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। দক্ষিণ কেন্‌সিংটনে "Biology" জীবন বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা হয়, তাহাতে ১২জন পরীক্ষা দিয়া ৭জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম বিভাগে একমাত্র বিবী বেজান্ট, আর সকলেই ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গৃহ-লক্ষ্মী।

একমাত্র শুদ্ধ সত্বস্বরূপা আদ্যা প্রকৃতি বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, মর্ত্ত্যে ও পাতালে রাজলক্ষ্মী, কুলে কুললক্ষ্মী, গৃহস্থের গৃহে গৃহলক্ষ্মী, ইত্যাদি বিভিন্ন আখ্যা ধারণ করিয়া থাকেন।

"গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেষেব গৃহিণীচ কলাংশয়া।
সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা॥"

ত্রিভুবন পূজ্যা মহাদেবী লক্ষ্মী, 'গৃহলক্ষ্মী' নামধারণ করিয়া আমাদের গৃহিণীগণের শরীরে অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই জন্যই গৃহীর গৃহিণীই সম্পৎস্বরূপা এবং সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলরূপিণী।

শরৎ পার্ব্বণের পূর্ণেন্দু, রত্নবিজড়িত স্বর্ণাভরণ, রমণীয় বসনালঙ্কার-সম্পন্না বরাঙ্গনা, মনোহারিণী দেবপ্রতিমা, উপাদেয় স্রক্‌ চন্দন, অপরাহ্নের

অর্দ্ধগগনব্যাপী বিচিত্র জলদাবলী, বসন্তবায়ুচুম্বিত নবীন ফুলপল্লব ইত্যাদির হৃদয়হারিণী শোভারূপেও লক্ষ্মী বিরাজ করেন। মনুষ্যসমাজ সৃষ্টির আদি কাল হইতে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মানব প্রভৃতি সকলেই লক্ষ্মীর পূজা করিয়া আসিতেছেন। শাস্ত্রে এরূপ আভাস পাওয়া যায় যে, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মদ্বেষী, শান্ত, দুর্দ্দান্ত, সকলেই লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়াছেন। যাঁহার মনে যাহাই থাকুক, শ্রীহীন (লক্ষ্মীছাড়া) হইতে কেহই ইচ্ছা করেন না। লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টির অভাব হইলে ত্রিভুবন শ্মশান-বৎ হয়। একবার দুর্ব্বাসার শাপে দেবরাজ পুরন্দর শ্রীহীন হইয়াছিলেন। অসুরগণ স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিল। দেবগণের দুঃখে শৃগাল কুক্কুর ক্রন্দন করিয়াছিল। পরে দেবগণকে লইয়া পুরন্দর সমুদ্রমন্থনরূপ কঠোর সাধন করিলে পুনরায় লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হয়। তখন দেবরাজ অসুর-হৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। দেবগণের পূর্ব্ব সৌভাগ্য, স্বর্গ রাজ্যের পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। যখন লক্ষ্মীর রোষতোষে স্বর্গবাসী মহৈশ্বর্য্য-শালী দেবগণেরও আসে যায়, তখন আমরা মর্ত্ত্যবাসী ক্ষুদ্র নর জাতি কোন্ ছার! অতএব যাহাতে আমাদের প্রতি গৃহলক্ষ্মীর শুভদৃষ্টি স্থিরভাবে পতিত হয়, তাহার কোন উপায় করা উচিত। সেই উপায় নানাবিধ, কতকগুলি অধিষ্ঠানভূতা গৃহিণী গণের কর্ত্তব্য; আর কতকগুলি গৃহীর কর্ত্তব্য। অগ্রে সংক্ষেপে গৃহিণী গণের কর্ত্তব্য উপায় গুলির নির্দ্দেশ করিব।

স্বামীর মঙ্গলার্থ গৃহিণীগণকে যে সকল সাধন করিতে হইবে, লক্ষ্মী চরিত্রে তাহার সবিশেষ বিবরণ আছে। আমরা লক্ষ্মী চরিত্রের কোন বচন উদ্ধৃত করিব না এবং কোন বচনের অবিকল অনুবাদ করিব না; কেবল তাহার স্থূল মর্ম্ম সঙ্কলন ও তাৎপর্য্যার্থ ব্যাখ্যা করিব।

যে গৃহিণী ধান্যকে সুবর্ণবৎ, তণ্ডুলকে রজতবৎ জ্ঞান করেন, এবং যাঁহার পাক করা অন্নে তুষ, কেশ, বা কর্কর দেখিতে না পাওয়া যায়, তাঁহার প্রতি গৃহলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হইয়া থাকে। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, যে গৃহিণীর পাক করা অন্ন ভোজনে দন্তপাতের বা বমনের শঙ্কা নাই, তাঁহাকেও লক্ষ্মী বলা যাইতে পারে।

যে গৃহিণী আমলক দ্বারা কেশ সংস্কার করেন, গোময় দ্বারা উচ্ছিষ্ট

ও অপবিত্র স্থানাদি মার্জ্জন করেন, শুক্ল বসন পরিধান করিয়া বিকসিত কমল ধারণ ও সায়ংকালে শঙ্খধ্বনি করেন, তিনি লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্রী।

যে গৃহিণী উপযুক্ত রূপ উপদেশ লাভ করিয়া গুরুজনের প্রতি ভক্তি-মতী ও তাঁহাদের শুশ্রূষায় যত্ন করেন, ছায়াবৎ পতির অনুগামিনী হইয়া তাঁহার প্রত্যেক আদেশ শিরোধার্য্য জ্ঞান করেন; প্রতিদিন আহার কালে পতির ভুক্তাবশেষ আহার করেন; সকলের সহিত সহাস্য বদনে কথা কহিতে কহিতে সন্তুষ্ট মনে ও ধীরভাবে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; আপনার গৃহকে যথাসাধ্য সুসজ্জিত করিয়া রাখেন; পতির মনস্তুষ্টি সাধনার্থ সাধ্যমত্ত কোন অংশে ত্রুটি না করেন; তিনিই লক্ষ্মী।

হিন্দুশাস্ত্রে ও ব্যবহারে পতির প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্যের কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য এই মাত্র গ্রহণ করা যায় যে স্ত্রীলোক যত স্বার্থত্যাগ করিয়া গৃহের এবং পতির মঙ্গল ও সুখসাধনার্থ রত হইতে পারেন, ততই তাঁহার গৌরব সম্পন্ন হয়। হিন্দুদিগের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধাচার ও দেবভক্তির প্রতি সমাদর আছে, এই জন্য তাঁহাদিগের সংস্কারানুসারে তাঁহারা এই সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। গুণের সহিত রূপের যোগ থাকিলে সোণায় সোহাগা হয়। লক্ষ্মী রূপ গুণের একত্র সন্নিবেশ দেখিলে অধিক আহ্লাদের সহিত তথায় বসতি করেন। লক্ষ্মী চরিত্রে লক্ষ্মী স্বয়ং বলিতেছেন,—

"শ্যামা মৃগাক্ষী কৃশমধ্যভাগা
সুভ্রূঃ সুকেশী সুগতিঃ সুশীলা।
গম্ভীরনাভিঃ সমদন্তপঙ্‌ক্তি
স্তস্যাঃ শরীরে নিয়তং বসামি॥"

কিন্তু প্রকৃতিদত্ত সুরূপ ও সুগঠন যিনি প্রাপ্ত হন নাই তাঁহার সদ্‌গুণ ও সদাচারে লক্ষ্মী অবশ্যই বশীভূত হইবেন।

আমাদের ঘরে লক্ষ্মীকে স্থান দেওয়া কিম্বা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করা, অনেক স্থলে আমাদের গৃহিণীগণের ইচ্ছাধীন। যে গৃহমেধিনী পাপানুষ্ঠানে কুণ্ঠিতা নহেন, সকল কার্য্যেই খলস্বভাবের পরিচয় দেন, অনুগত পতির প্রতিও সর্ব্বদা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন, স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা

বিষয়ে কিছুমাত্র যত্ন করেন না, লক্ষ্মী তাদৃশী গৃহিণীকে পিশাচীবৎ ত্যাগ করেন এবং গৃহীকেও তাদৃশী গৃহিণীকে ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কোন গৃহিণীই অপবিত্র ও মলিন বসন ধারণ করিবেন না; যাহাতে শরীর হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া কাহার অসুখকর হয়, তদনুরূপ আচরণ করিবেন না; শরীরের যথাস্থানে যথাসম্ভব আভরণ ধারণ এবং অঙ্গে সুরভি অনুলেপন করিয়া কণ্ঠে ও কেশে সুগন্ধি কুসুম বিন্যাস করিবেন। পুরুষের পক্ষেও এরূপ ব্যবহারের বিধি আছে। আমাদের শঙ্কা হইতেছে, পাছে অনন্যকর্ম্মা বিলাসী দল এই "গৃহলক্ষ্মী"কে দলিল করিয়া বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলেন।

অতঃপর আমরা, গৃহলক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টি পাইবার জন্য পুরুষগণকে যে সকল কার্য্য সাধন করিতে হয়, তাহার উল্লেখ করিব। যে গৃহীর প্রতি গুরু, পিতা, মাতা, বন্ধু এবং অতিথি রুষ্ট হয়েন, তাঁহার গৃহে লক্ষ্মীর শুভাগমন হয় না। মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসহন্তা, নাস্তিক, দুঃশীল, ন্যস্তহারী, কৃতঘ্ন এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী গৃহী কখনই গৃহলক্ষ্মীর প্রসাদ প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যিনি সর্ব্বদা অনাবশ্যক চিন্তায় মগ্ন থাকেন, অকারণে শত্রু বৃদ্ধি করেন, সদ্বিষয়ে কার্পণ্য ও অসদ্বিষয়ে অপব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হয়েন, তাদৃশ পুরুষের প্রতি লক্ষ্মী কখনই কৃপা করেন না। কেনই বা করিবেন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কি উপযুক্ত উপচারে গৃহলক্ষ্মীর পূজায় সমর্থ হয়? যে মন্দবুদ্ধি গৃহী অল্প শোকে অধিক কাতর হন, অন্যায় রূপে গৃহিণীর বশ্যতা স্বীকার করেন, সকলকে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ, সকলের সহিত কলহ করেন; তাঁহার লক্ষ্মী হয় না।

যাঁহার গৃহে নিত্য ভগবানের পূজা হয় না এবং যিনি তদীয় গুণকীর্ত্তন ও প্রশংসায় উৎসুক হন না, তাঁহার গৃহে লক্ষ্মী গমন করেন না। যিনি উপযুক্ত পাত্রে দান করেন না, অথচ কোনরূপে অপরের বৃত্তি হরণ করেন, তিনি লক্ষ্মীর প্রসাদভোগী হইতে পারেন না। যিনি পিতা, মাতা, গুরু, গুরুপত্নী, অনাথা ভগ্নী ও কন্যা, নিরাশ্রয় বান্ধব, এবং স্বীয় ভার্য্যাকে কার্পণ্যবশতঃ ভরণপোষণ না করিয়া সঞ্চয় করিতে থাকেন, গৃহলক্ষ্মী তাঁহার গৃহকে নরকাগারের ন্যায় ত্যাগ করেন।

বোধ হয় অনেক গৃহিণী লক্ষ্মীর এরূপ আচরণে অনুমোদন প্রকাশ করিবেন না। অনেক গৃহীর পোষ্যবর্গের প্রতি দয়া করিবার ইচ্ছা থাকিলেও গৃহিণীকে ক্ষুণ্ন করিয়া গৃহে নিয়ত অশান্তি উপস্থিত করিতে চাহেন না। একদিকে লক্ষ্মীর আদেশ, অন্যদিকে গৃহিণীর অসন্তোষ, এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করিবার ক্ষমতা অপরের নাই; গৃহী ও গৃহিণী উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

যিনি চরণ ধৌত না করিয়া কিম্বা ধৌত চরণ উত্তম রূপে না মুছিয়া শয়ন করেন, মলিন বা নগ্নাবস্থায় শয্যা গমন করেন, দিবা নিদ্রা ও সন্ধ্যানিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকেন, একবার নিদ্রিত হইলে আর উঠিতে চাহেন না, লক্ষ্মী তাদৃশ গৃহীর নিকটেও যান না। তবে গৃহিণীগণের স্বীয় সংসারের মঙ্গলার্থে স্বামীর এরূপ চরিত্র শোধনের চেষ্টা করা উচিত।

যাঁহার গাত্র, পাদ, দশন, বসন ও মস্তকের কেশ মলিন ও কেশ রুক্ষ; এবং ভোজন গ্রাস ও হাস্য উভয়ই বিকৃত; লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে গমন করেন না। কেনই করিবেন? যে গা রগড়াইয়া স্নান করে না, পা ধোয় না, দাঁত মাজে না, কাপড় কাচে না, মাথায় তেল দেয় না, আর রাক্ষসের মত খায়,—পিশাচের মত হাসে; সাত পাকের গৃহীণীই তাহার সংসর্গ করিতে ইচ্ছা করেন না, তখন স্বর্গদেবী লক্ষ্মী তাহার গৃহে কিরূপে আসিবেন?

এখন ব্যক্তিবিশেষের মনে একটী তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর প্রভাবে হিন্দু পুরাণাদি এবং হিন্দু শাস্ত্রোক্ত উপদেশাদির প্রতি অনেকের বড় একটা আস্থা নাই। তদনুসারে অনেক পাঠিকা মনে মনে প্রশ্ন করিতে পারেন,—"বাস্তবিক লক্ষ্মী জিনিসটা কি?" আমরা প্রকারান্তরে বলিয়া আসিতেছি এবং পরেও বলিব যে, আমাদের গৃহিণীগণই লক্ষ্মী,—তাঁহাদের পূজাই আমাদের গৃহধর্ম্ম,—তাঁহাদের সন্তোষে মঙ্গল, রোষে সর্ব্বনাশ! এ সকল কথার তাৎপর্য্য যদি তিনি বুঝিতে না পারেন, তবে তিনি অভিধানের লক্ষ্মী পর্য্যায় পাঠ করিবেন।

———

আমেরিকা আবিষ্কার।

(৪০ সংখ্যা ১৯৭ পৃষ্ঠার পর।)

এতদূর যত্ন চেষ্টার পরও পর্টুগীজেরা হেন্‌রির জীবদ্দশায় বিষুবরেখা পার হইতে পারে নাই। তৎকালীন রাজা আল্‌ফন্সো অন্যান্য ব্যাপার লইয়া এত ব্যস্ত ছিলেন যে তিনি আবিষ্কার কার্য্যে কিছুমাত্র মনোযোগ দিবার সময় পান নাই। তিনি এক জন বণিক্‌কে হেন্‌রির আবিষ্কৃত দেশসমূহে বাণিজ্য করিবার একাধিকার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্যক্তিগত ব্যাপার হইয়া পড়াতে ক্রমে এতদ্বিষয়ে জাতীয় উৎসাহের হ্রাস হইয়া পড়িল। তথাপি এই সময়ে পর্টুগীজেরা বিষুব-রেখা পার হইতে সমর্থ হইয়াছিল। তখন তাহারা জীবশূন্য উত্তাপদগ্ধ মরুভূমির পরিবর্ত্তে অধিবাসিপূর্ণ, ফলশস্য-শোভিত উর্ব্বর প্রদেশ সকল দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিল।

আল্‌ফন্সোর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় জন অত্যন্ত প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। তাঁহার মহৎ মহৎ ব্যাপার উদ্ভাবনের ও সমাধা করিবার ক্ষমতা ছিল। নবাবিষ্কৃত দেশ সকলের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে ও তদ্দ্বারা তাঁহার রাজস্বের বৃদ্ধি হওয়াতে সহজেই তাঁহার মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সকল সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের বিষয় যত জানিতে লাগিলেন, ততই তিনি সকল দেশ অধিকার করিবার আবশ্যকতা অধিকতর অনুভব করিতে লাগিলেন। আফ্রিকার উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে পর্টুগীজেরা দেখিয়াছিল যে নন্‌ অন্তরীপ হইতে সেনিগাল নদী পর্য্যন্ত প্রদেশসমূহ বালুকাময় ও অনুর্ব্বর এবং তত্রত্য অধিবাসীগণ দরিদ্র ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী এবং তাহাদের সংখ্যাও অধিক নহে। কিন্তু ঐ নদীর দক্ষিণে মুসলমানদিগের জয়পতাকা উড্ডীন হয় নাই। ঐ সকলদেশ বহুজনাকীর্ণ, ফলশস্যশোভিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত, এবং গজদন্ত, স্বর্ণ প্রভৃতি মহামূল্য পদার্থের উৎপত্তি স্থান। এখন হইতে দেশাবিষ্কার কেবল কৌতূহল ও আশা চরিতার্থ করিবার উপায়মাত্র না হইয়া বিলক্ষণ

লাভের সোপান হইয়া উঠিল; সুতরাং সকলে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। জনের ন্যায় রাজার নিকট হইতে উত্তেজনা লাভ করাতে এই উৎসাহের ভাব আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। শীঘ্রই বহুসঙ্খ্যক জাহাজ সুসজ্জিত করিয়া, বেনিস্ ও কঙ্গো আবিষ্কার করণানন্তর পর্টুগীজেরা নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে পনর শত মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। তখন আকাশের দক্ষিণার্দ্ধ তাহাদের নয়নগোচর হওয়াতে নূতন নূতন নক্ষত্ররাজী অবলোকন করিয়া তাহারা বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিল। আবিষ্কারের ইচ্ছা অপেক্ষা বিজয়-বাসনা অধিকতর বলবতী থাকাতে, জন গিনি উপকূলে একটী দুর্গ নির্ম্মাণের আদেশ দিয়া তথায় উপনিবেশ সংস্থাপনের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। প্রধান প্রধান রাজ্য সকলের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল। কোন কোন সামান্য ভূপতি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, কেহ বা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পর্টুগালের অধীনতা স্বীকার করিল এবং ক্রমে এই সকল দেশে পর্টুগীজদের আধিপত্য ও ইহাদের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ সুদৃঢ় ভাবে স্থাপিত হইল।

এই সকল আবিষ্কৃত ভূভাগের অধিবাসীদের নিকট হইতে পর্টুগীজেরা অন্যান্য অজ্ঞাত প্রদেশের সংবাদ পাইতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের বিশ্বাস হইল যে পৃথিবীর উষ্ণকটিবন্ধ (বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বস্থ স্থান) সম্বন্ধে প্রাচীনদের বিশ্বাস যেরূপ অমূলক ছিল, আফ্রিকা প্রদেশ দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ অধিকতর বিস্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া টলেমি যে মত প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, ও যে মতকে তখনকার লোকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহাও তদ্রূপ মিথ্যা ও ভ্রান্তিমূলক। প্রাচীন ফিনিসীয়গণের আফ্রিকা প্রদক্ষিণ সম্বন্ধীয় জনরব, যাহা লোকে এতদিন মিথ্যা গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিত, তাহা ক্রমে তাহাদের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন তাহাদের আশা হইতে লাগিল যে আফ্রিকার দক্ষিণ দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক ভারতবর্ষে ও ভারতীয় দ্বীপশ্রেণীতে গমন করিয়া তথাকার বিস্তীর্ণ লাভপ্রদ বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করা যাইতে পারে। রাজকুমার হেন্‌রির প্রশস্ত মনেও এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। তখনকার লোকে অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহার মত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু এক্ষণে

সকল পর্টুগীজ ভূগোলবেত্তা ও নাবিকগণ তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিল। রাজা দ্বিতীয় জনও বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাহাদের সহিত যোগ দিলেন এবং এই সুমহৎ ও কষ্টসাধ্য অর্ণবযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

একদিকে অর্ণবযাত্রার উদ্যোগ হইতেছে, অপর দিকে স্থলপথে সংবাদ জানিবার জন্য জন, কবিলাম ও পায়েবা নামক আরবী-ভাষাবিৎ দুইজন সুদক্ষ লোককে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করিলেন। এদিকে বার্থোলোমিউ ডায়াজ্ নামক একজন সুবিজ্ঞ, অধ্যবসায়শীল, কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারীর অধীনে অর্ণবপোত সকল ন্যস্ত হইল। তিনি প্রায় সহস্র মাইল নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়া অবশেষে আফ্রিকার দক্ষিণ সীমাস্থ উচ্চ অন্তরীপ দেখিতে পাইলেন। কিন্তু প্রবল ঝটিকা ও নাবিকদের অবাধ্যতা বশতঃ তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ষোলমাসে অন্যান্য নাবিকগণের অপেক্ষা বিস্তীর্ণ ভূভাগের আবিষ্কার সমাধা করিয়াছিলেন। তিনি আফ্রিকার দক্ষিণস্থ অন্তরীপের নাম ঝটিকা অন্তরীপ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু নরপতি জন এই আবিষ্কারে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার আশা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তিনি ইহাকে "উত্তমাশা অন্তরীপ" এই সুলক্ষণাক্রান্ত নাম প্রদান করিলেন। কবিলাম ও পায়েবা কেরো নগর হইতে এডেনে যাত্রা করিলেন। তথা হইতে পায়েবা আবিসিনিয়ায় গমন করিলেন; কিন্তু তথাকার লোকেরা তাঁহার প্রাণ বিনাশ করে। কবিলাম এডেন হইতে ভারতবর্ষে গমন করতঃ তথাকার বাণিজ্যাদির সংবাদ লইয়া লোকালয়ে আসিয়া আফ্রিকার উপকূল ভাগ পরিদর্শন করতঃ কেরো হইতে নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত রাজা জনের গোচর করিলেন। ডায়াজের উত্তমাশা আবিষ্কারের সহিত কবিলামের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ঐক্য করিয়া সকলের নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে যাওয়া যায়। কিন্তু এই অর্ণবযাত্রা বহুকালসাধ্য বলিয়া লোকে ভয় পাইতে লাগিল। জন ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি অহর্নিশ এই চিন্তাতেই মগ্ন, তাঁহার রাত্রে নিদ্রা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইল। তাঁহার উত্তেজনা ও দৃঢ়তা বশতঃ অনেকের সাহস সঞ্চার হইল; অনেকে রাজভয়ে মনোভাব গোপনে

রাখিল। ভিনিসীয়গণের মনে ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে এতদিনের একাধিপত্য লোপ হইবার আশঙ্কা হইতে লাগিল এবং পর্টুগীজেরা কল্পনা-চক্ষে সেই বাণিজ্যপ্রসূত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিল। সমস্ত ইয়ুরোপ মহা আন্দোলনে আন্দোলিত। এমন সময়ে এই সমস্ত কোলাহল ভেদ করিয়া এমন একটী নূতন সংবাদ উপস্থিত হইল যে তাহা সমস্ত সভ্য জগতের মনোযোগ সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ করিল। সে সংবাদ এই যে পশ্চিমদিকে আট্‌লাণ্টিকের অপর পারে একটী নূতন মহাদেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শুকতারা।

নিশা অবসানে নিত্য হে সুর-সুন্দরি,
গগন-গবাক্ষ খুলি কেন অনিমেষে
থাক চেয়ে দূর-নিম্নে—ভারতের পানে?
কি আছে ভারতে আর দেখিবার এবে,
অভিনয় সমাপনে যথা নাট্যশালা,
দীপ্তিশূন্য—দৃশ্যশূন্য—শুধু তমোময়,
ভারতের দশা দেবি! সেরূপ এখন।
অনন্ত-প্রসারী ঘোর আঁধার ভেদিয়া
যখন জ্বলিলে শূন্যে ইচ্ছায় তাঁহার,
(শুভ-ইচ্ছাময় যিনি অনাদি পুরুষ,)
সে সময় হতে তুমি দেখেছ সকলি,—
রবি, চন্দ্র, ধূমকেতু, গ্রহের উদয়;
দেখেছ—কিরূপ পূর্ব্বে ছিল এ ধরণী,
দগ্ধ দারুসম দ্রব ধাতুপিণ্ডময়,
উত্তপ্ত—কুজ্‌ঝটি পূর্ণ—মেঘ আবরণে
আবরিত—শূন্য দেশে বেড়াত ঘুরিয়া;

কেমনে ধরিল পরে এরূপ আকার—
নগ-নদী-সুচিত্রিত—উদ্ভিজ্জ-শোভিত,
অসংখ্য জীবের রম্য বিহার-ভবন,
সুখ-শান্তি-সৌন্দর্য্যের উৎস—নর-বাস।
দেখেছ—এমহী-পৃষ্ঠে ছিল যত দেশ,
ভারত তাদের শীর্ষ ছিল একদিন—
যে সময় সমুদয় মেদিনীমণ্ডল
অজ্ঞতার ঘোরতম অমার আঁধারে
ছিল নিমজ্জিত ; যবে গ্রীশ, রোম, (যারা
আজি কালি পশ্চিমের সভ্যতার গুরু,)
অনাগত কাল-গর্ভে আছিল ঘুমায়ে,
তখন (ও) ভারতাকাশ বিশাল বিস্তৃত,
বিভাসিয়া একেবারে সহস্র কিরণে,
বিদ্যা সভ্যতার শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় ভানু,
খেলেছিল আলোকিয়া তমিস্রা গভীর।
দেখিয়াছ—রাজস্থানে প্রত্যেক নগরে,
থার্ম্মোপিলী সমক্ষেত্রে—বীরের বাঞ্ছিত ;
প্রতিগ্রামে—প্রতিগৃহে হেরেছ বিস্ময়ে,
লিওনিডাসের * তুল্য যোদ্ধা বিচক্ষণ ;
সতী, সীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রী, গান্ধারী,
ইহাঁদের মত সাধ্বী হিন্দু সীমন্তিনী,
ভারতে প্রত্যেক পর্ণকুটীরের মাঝে

* খৃষ্টাব্দের ৪৮০ বৎসর পূর্ব্বে লিওনিডাস গ্রীশদেশের অন্তঃপাতী স্পার্টা-রাজ্যের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। যৎকালে পারস্যরাজ ৫০০০০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে গ্রীশ আক্রমণ করেন, তখন লিওনিডাস কেবল ৩০০ বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া থার্ম্মোপিলী নামক পার্ব্বত্য পথ তিন দিবস কাল এরূপ অবরোধ করিয়াছিলেন এবং বিপক্ষের এত সৈন্য ধ্বংস করিয়াছিলেন, যে পারস্য-রাজ ভীত হইয়া স্ব-রাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

হেরিয়াছ কত; পুণ্য বদরিকাশ্রমে,
দ্বৈপায়ন—তপোধন—মুখ হতে তাঁর
শুনেছ অমৃত কথা মহাভারতের;
শুনিয়াছ গঙ্গাতটে পুণ্য তপোধনে,
কবিগুরু বাল্মীকির করুণ বিলাপ;
আর কি বলিব অয়ি অমরা-বাসিনি,
শোননি কি কভু পূত সরস্বতী তটে,
ঋষিদের সুগম্ভীর সামবেদ গান?
কিন্তু কি দেখিছ তবে শুনিছ কি আর?
এত দেখে, এত শুনে, একি চমৎকার,
আজিও বাসনা তব মেটেনি কি সতি!
এখন (ও) জাগে কি মনে সেদিনের কথা?
সেদিন কোথায় এবে? গিয়াছে মিলায়ে
নিশীথ-স্বপন সম; শুধু আছে পড়ে
স্মৃতি মাত্র অবশেষ এই বর্ত্তমানে;
মরিগো সে পূর্ব্বস্মৃতি কতই মধুর।

বৈজয়ন্ত-ধাম সম ছিল যেই স্থান,
কিসে অবনতি তার হইল এমন?
হেন কি করেছে পাপ ভারত-সন্তান,
যার প্রায়শ্চিত্ত আজো করে প্রাণপণে;
কতকাল, বল দেবি! জিজ্ঞাসি তোমায়,
আর কতকাল হায়! ভারত-সন্তান,
অভাগা দীনের দীন হয়ে জন্মভূমে,
যাপিবে জীবন যেন প্রবাসীর প্রায়;
আর কতকাল এই আর্য্য-প্রিয় দেশ
মরমে মরিয়া রবে ঘোর অনাদরে;
থাকিতে জীবিত তার চতুর্বিংশ কোটী
কাপুরুষ—কুলাঙ্গার—নারকী সন্তান।

সহসা কে কোথা হতে গায়িল অমনি
কাঁপায়ে হৃদয়স্থল ফাটায়ে গগন—
"পাষাণে গঠিত বুঝি ভারত পুরুষ-মন,
নতুবা রমণী দুঃখে ফাটে না সে কি কারণ।
ফুল সম সুকুমারী, অবলা সরলা নারী,
তার প্রতি কেন হেন নিরদয় আচরণ।
পারি না সহিতে আর, এ ভীষণ অত্যাচার,
হেন বন্ধু নাহি কেহ এ জ্বালা করে বারণ।
শোন্ রে পুরুষজাতি, যে যাতনা দিবা রাতি,
সহিতেছে অনাথিনী ভারত-কামিনীগণ।
তার চেয়ে শতগুণ, প্রজ্বলিত চিতাগুণ,
দহিবে তোদের হিয়া স্তরে স্তরে অনুক্ষণ॥
একবিন্দু অশ্রুনীর, যতদিন রমণীর,
ঝরিবে নয়নে হায় ততদিন কদাচন,
তোমাদের এ দুর্দ্দশা ঘুচিবে, করোনা আশা,
এখন যেমন আছ, থাকিবে সবে তেমন।"
রজনীর অন্ধকারে গেল মিলাইয়া
সে ঘোর করুণ ধ্বনি—বামা আর্ত্তনাদ;
শব্দবহ সমীরণ, নীরব জগতে,
দিক্ আকুলিয়া তাহা করিল প্রচার;
স্তম্ভিত হৃদয় মম, নিস্পন্দ শরীর;
স্তম্ভিত নিস্পন্দ যথা মানব-মূরতি,
যবে দেহ মধ্যে তার ছোটে দ্রুত বেগে
তাড়িত প্রবাহ কোন; কতক্ষণ পরে
চাহি দূর শূন্য পানে—কহিনু উচ্ছ্বাসে—
"রমণী—গৃহের শোভা—গৃহীর ভূষণ;
গৃহস্থের আজীবন পূজনীয়া রমা (আরাধ্যা কমলা)
ঈশ্বরের সৃজনের উৎকর্ষ চরম,

স্নেহময়ী দয়াময়ী—রমণী সরলা;
অত্যাচার তাঁর প্রতি করে নিরন্তর
পুরুষ-অসুরগণ!—জানে না কি তারা
সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে খাটিয়া খাটিয়া
শ্রান্ত কলেবর হবে, কে হায় তখন
যোগায় অজস্রধারে সুধা—শ্রম-হারী?
রোগে, শোকে, সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে,
সহায়, সুহৃদ, বল, নারীর মতন
নাহি আর পুরুষের—তাঁরে অনাদর?
জানিয়া শুনিয়া ভাঙ্গে মঙ্গল-কলস?
বুঝিয়াছি—যতকাল এ অসুর কুল
না শিখিবে সমাদর করিতে প্রকাশ
কুসুম-কোমলা চারু নারী-জাতি প্রতি,
ততদিন ভারতের রবে অবনতি।”

বায়ুর ভার ও স্থিতিস্থাপকতা।

বায়ু আমরা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু তথাপি ইহার ভার আছে; কারণ ভারহীন পদার্থ জগতে সম্ভবপর নহে। স্থিতিস্থাপকতা নামে বায়ুর আর একটী গুণ আছে। স্থিতিস্থাপকতা বলিলে কি বুঝায় তাহা বলিতেছি। পাঠিকাবর্গ রবার দেখিয়াছেন। ইহা টানিলে বাড়ে, ও চাপিয়া ধরিলে আকুঞ্চিত হইয়া যায়; অথচ ছাড়িয়া দিবা মাত্র পূর্ব্বে যেরূপ ছিল পুনরায় সেইরূপ হয়। ইহাকেই স্থিতিস্থাপকতা কহে। এই গুণ বশতঃ বল প্রয়োগ দ্বারা বহুপরিমাণে বায়ু স্বল্লায়তনের মধ্যে চাপিয়া চাপিয়া পুরিয়া রাখিতে পারা যায়। ভার ও স্থিতিস্থাপকতা বশতঃ বায়ুতে যে তিনটি বিশেষ ফল লক্ষিত হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ু ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কিন্তু পৃথিবী হইতে যত উর্দ্ধে উঠা যায়, ততই বায়ু ক্রমশঃ পাত্‌লা হইতে থাকে। ইহার কারণ বায়ুর ভার ও স্থিতিস্থাপকতা। নিম্নস্থ বায়ু উপরিস্থ বায়ুর ভার বহন করিতেছে, সুতরাং স্থিতিস্থাপকতা বশতঃ নিম্নস্থ বায়ু আকুঞ্চিত হইয়া তদুপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা অধিক ঘন হইয়াছে। পৃথিবীর নিকটস্থ এক বোতল বায়ুর যত ভার, বহু উচ্চ হইতে একবোতল বায়ু লইলে তাহার ভার কখনই তত হইবে না ; কারণ উল্লিখিত হইয়াছে যে নিম্নের বায়ু যত ঘন উপরের বায়ু তত ঘন নহে। প্রকৃতি এই সামান্য নিয়মটি সংস্থাপন করিয়া এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে। বায়ু আমাদের জীবনস্বরূপ। অধিক নহে, দুইচারি মিনিটের জন্য যদি জগতে বায়ু ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে যে কি ভয়ানক ব্যাপার হইয়া উঠে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শুদ্ধ বায়ু হইলেই যথেষ্ট হইল না। জীব রক্ষার নিমিত্ত বায়ু ঘন হওয়া আবশ্যক। অতি উচ্চের পাত্‌লা বায়ুতে কিয়ৎকাল থাকিলেই শ্বাস রোধ হইয়া প্রাণনাশ হয়। এই মহৎ অনিষ্ট নিবারণের জন্য প্রকৃতি নিম্নস্থ বায়ু কৌশলক্রমে উপরের বায়ু অপেক্ষা ঘন করিয়া রাখিয়াছে। উপরের বায়ু জীবের প্রয়োজনীয় নহে, সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহা নিম্নের বায়ু অপেক্ষা বিস্তর পাত্‌লা।—কি সুন্দর কৌশল! পাঠিকাবর্গ একবার ভাবিয়া দেখুন একটী মাত্র নিয়মের ভিতরে কত গুণপনা বিরাজ করিতেছে।

২। নিম্নের বায়ুর ঘনতা বশতঃ আর একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। উত্তাপ ব্যতীত উদ্ভিদ্‌ ও জন্তু-দেহ জীবিত থাকিতে পারে না। তুষারময় প্রদেশসমূহ এই কথার সাক্ষী। এই নিমিত্ত প্রকৃতি সূর্য্যরূপ প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড ব্যোমদেশে স্থাপিত করিয়া চারিদিকে উত্তাপ বিতরণ ও উদ্ভিদ্‌ এবং জন্তুর জীবন রক্ষা করিতেছে। সূর্য্যই জগতের উত্তাপের প্রধান কারণ। কিন্তু এই উত্তাপে ও বায়ুর ঘনতায় একটী চমৎকার সম্বন্ধ আছে। সকল স্থানেরই উত্তাপ তন্নিকটস্থ বায়ুর উত্তাপের উপর নির্ভর করে। সূর্য্যরশ্মি দ্বারা বায়ু যে পরিমাণে উত্তপ্ত হয়, নিকটস্থ ভূভাগের উত্তাপও তাহাই। কিন্তু নিম্নের বায়ু যত উত্তপ্ত হয়, উপরের বায়ু

তত উত্তপ্ত হইতে পারে না। ইহার কারণ নিম্নস্থ বায়ুর ঘনতা। স্পঞ্জ্ যেমন জল শোষণ করে, তদ্রূপ বায়ু যত তরল (পাত্‌লা) হয়, তত সূর্য্য রশ্মি শোষণ করিয়া লয়। রশ্মি এইরূপে শোষিত হইলে তাহার আর উত্তাপ থাকে না। নিম্নের বায়ুর অপেক্ষা উচ্চের বায়ু অধিক পরিমাণে সূর্য্যরশ্মি শোষণ করে, কারণ উচ্চের বায়ু অত্যন্ত পাত্‌লা। এইজন্য অধিক উচ্চস্থ বায়ু সর্ব্বদাই অত্যন্ত শীতল। ব্যোমযানে করিয়া উড্ডীয়মান হইলে অথবা উন্নত পর্ব্বতারোহণ করিলে ইহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায়; এবং এই কারণবশতই পর্ব্বতগণের শিরোদেশ বারমাস তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কি চমৎকার! একই বায়ু, একই সূর্য্যরশ্মি, অথচ শুদ্ধ বায়ুর ঘনতার ইতর বিশেষ আছে বলিয়া উপরের বায়ু এত শীতল যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রখর রৌদ্রও পর্ব্বতের উপরে তুষার নিবারণ করিতে সক্ষম নহে। ভূপৃষ্ঠের সন্নিকটস্থ বায়ু যদি এরূপ শীতল হইত, তাহা হইলে পৃথিবী কোন ক্রমেই বাসযোগ্য হইতে পারিত না।

৩। বায়ুর ভার না থাকিলে আমরা কোন দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিতে পারিতাম না। খুব উচ্চে, যথা উচ্চ পর্ব্বতের উপরে, বায়ুর ভার অপেক্ষাকৃত অতি স্বল্প; এবং দেখা গিয়াছে এরূপস্থলে কোন সামগ্রী জলে সিদ্ধ করা অতি দুরূহ। ইহার কারণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

বরফ ও জল যেমন একই পদার্থ, তদ্রূপ জল ও জল হইতে যে বাষ্প উঠে, তাহারাও একই পদার্থ। বরফের ন্যায় বাষ্পও জলের রূপান্তর মাত্র। যদি বায়ুর ভার জলের উপরে পড়িয়া ইহাকে চাপিয়া না রাখিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে যত জল আছে, সকলই বরফ ও বাষ্পরূপ ধারণ করিত। কারণ কৌশল দ্বারা যদি কোন স্থান বায়ুশূন্য করা যায়, এবং বায়ুশূন্য করিবার পূর্ব্বে যদি সেই স্থানে জল রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অগ্নির উত্তাপ ব্যতীত সেই জল ফুটিয়া উঠে ও তাহার কিয়দংশ বাষ্প ও অবশিষ্টাংশ বরফে পরিণত হয়। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে বায়ুর ভার না থাকিলে জল থাকিতে পারে না। জল যেন অণুক্ষণ বাষ্পে পরিণত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, এবং বায়ুর ভার তাহাকে চাপিয়া

হইতে বাষ্প তত উঠিতে আরম্ভ হয়। এস্থলে বাষ্পের একটী চমৎকার গুণ বলা আবশ্যক। জল হইতে যখন বাষ্প উঠে, তখন সেই বাষ্প জলের উত্তাপ হরণ করিয়া লয় এবং ক্রমশঃ বাষ্প উঠিতে উঠিতে জলের উত্তাপ এত কমিয়া যায় যে অবশেষে জল শীতল হইয়া বরফে পরিণত হয়। সুতরাং বায়ুর ভার যদি না থাকিত, অথবা এক্ষণে যেরূপ আছে তাহার অপেক্ষা যদি বিশেষ অল্প হইত, তাহা হইলে জল কোন ক্রমেই উত্তপ্ত করিতে পারা যাইত না। অগ্নিপ্রয়োগ করিয়া আমরা যতই উত্তপ্ত করিতে চেষ্টা করিতাম, সে চেষ্টা বিফল হইত। কারণ বায়ুর ভারের লঘুতা বশতঃ জল হইতে বাষ্প উঠিত ও সেই বাষ্প জলের উত্তাপ হরণ করিয়া কোন ক্রমেই তাহাকে উত্তপ্ত হইতে দিত না।

স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণ বিষয়ে কথোপকথন।

(নির্ম্মলা ও প্রমদা)

নির্ম্মলা। স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক সদ্‌গুণগুলি যদি প্রস্ফুটিত না হয়, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষা চিরদিন অসম্পূর্ণ থাকিবে।

প্রমদা। স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক সদ্‌গুণ কি?

নি। লজ্জা, দয়া, প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ, মমতা, ইত্যাদি।

প্র। বিবিরা মাথায় ঘোমটা দেয় না, পুরুষের সঙ্গে হট্ হট্ করিয়া বেড়ায় সুতরাং লজ্জা নাই। তবে কি বিবিরা শিক্ষিত হইতে পারে না?

নি। মাথায় ঘোমটা না থাকিলেই যে লজ্জা থাকে না তাহা নহে। লজ্জা ঘোমটায় নহে, লজ্জা মনে।

প্র। মনে লজ্জা তুমি জানিবে কিরূপে?

নি। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে কি লজ্জা প্রকাশ করিতে দেখা যায় না? ঘোমটা দেওয়া দূরে থাকুক, তাহারা কাপড়ও পরে না, তথাপি তাহারা মস্তক অবনত করিয়া, অথবা চক্ষু মুদিয়া লজ্জা প্রকাশ করিয়া থাকে।

প্র। সাহেব আর বিবি একসঙ্গেই থাকে তাদের আবার লজ্জা কি?

নি। পূর্ব্বকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ স্ত্রী-পুরুষে একত্র অবস্থিতি করিতেন। তাবলে কি তাঁদের লজ্জা ছিল না?

প্র। সাহেব বিবির মতন আর থাকতে হয় না। এমন স্বেচ্ছা বিহার আর কোন কালে ছিল না। ওঁদের লজ্জা কোথায়?

নি। সাহেব বিবির মধ্যে অনেক ভাল লোক আছেন, তাঁদের দেখিলে দেবতা বলে বোধ হয়। লজ্জা না থাকিলে এমন ভাল লোক হইতে পারে না।

প্র। লজ্জা না থাকিলে লোক ভাল হয় না, তার প্রমাণ কি?

নি। মঙ্গলময় পরমেশ্বর মানুষকে ভাল রাখিবার জন্য, লজ্জা, ভয়, বিবেক, প্রভৃতি সদ্ভাবগুলি মনের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন। যতদিন লজ্জা থাকে, লোকে লজ্জাভয়ে পাপ করে না। লজ্জা নষ্ট হইলে পাপ করা সহজ হয়। যাদের লজ্জা নাই, লোকভয় নাই তাহাদের দ্বারা যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হয়, তাহা কেহ বর্ণনা করিতে পারে না। উত্তর পশ্চিমে যে সকল বাঙ্গালী লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিলে, বোধ হয় যে, তাঁহারা কোনকালে ভদ্র সমাজে অবস্থিতি করেন নাই। পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক লোকভয়ে ভাল থাকে; বিবেকে ও ঈশ্বরের আজ্ঞা অবগত হইয়া ভাল থাকে, এমন লোক অতি বিরল। এজন্য বলি লজ্জা ভয় থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্র। কিরূপে লজ্জা রক্ষা করিবে?

নি। পাপভয়ে সঙ্কোচের নামই লজ্জা। পাছে মলিনতা জন্মে এই ভাব মনে থাকিলেই লজ্জা উপস্থিত হয়। পরপুরুষের মুখ দেখিলেই যে, স্ত্রীলোকের লজ্জা যায়, তাহা নহে। কিন্তু যদি কোন পুরুষ পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি করেন, অথবা সর্ব্বদা পাপাচরণে কলঙ্কিত হন, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতে সতী স্ত্রীর লজ্জা উপস্থিত হইবে। আমাদের দেশে উল্টা ব্যবহার। ভদ্র মহিলাগণ শশুর ভাসুর প্রভৃতি গুরুজন ও অন্যান্য পরিচিত ভদ্র লোক দেখিয়া ঘোম্‌টা দিয়া লজ্জা প্রকাশ করেন। অথচ অপরিচিত পুরুষ অথবা নীচপ্রকৃতি ভৃত্যবর্গের নিকট কিছুমাত্র লজ্জা প্রকাশ করেন না। ইহা প্রকৃত লজ্জা নহে।

প্র। এরূপ লজ্জা করিলে স্ত্রীস্বাধীনতা হইতে পারে না।

নি। প্রকৃত স্বাধীনতার সহিত লজ্জার বিরোধ উপস্থিত হয় না। ঈশ্বরের অধীন হওয়া অথবা কর্ত্তব্য ভাবের অধীন হওয়া স্বাধীনতা, পাপভয়ে সঙ্কোচের নাম লজ্জা, সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। কর্ত্তব্য বুঝিয়া, ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়া, কার্য্য করাই প্রকৃত স্বাধীনতা। গাড়ী ঘোড়া চড়াও স্বাধীনতা নহে, কেবল পুরুষের মধ্যে মিশামিশি করাও স্ত্রীস্বাধীনতা নহে; অথচ কর্ত্তব্যবোধে ঐ সকল কার্য্য করা যাইতে পারে।

প্র। এরূপ ভাবে কজন স্ত্রীলোক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে? তোমার কেবল স্বাধীনতা না দিবার ফিকির।

নি। যাহাই বল আমি যাহা ভাল বুঝিলাম বলিলাম, ফিকির ফাকীর কিছু বুঝি না।

প্র। লজ্জা থাকিলেও কি লোকভয়ের প্রয়োজন?

নি। লজ্জা থাকিলে লোকভয় থাকিবে না তাহা নহে। জনসমাজের শাসনের নামই লোকভয়। দুষ্কর্ম্মে যে লোকভয়, তাহাই আদরণীয়; তদ্দ্বারা অনেকে দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইয়া থাকে, কিন্তু সৎকার্য্যে লোকভয় করা অনুচিত। ঈশ্বরে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার লোকভয়ের প্রয়োজন হয় না; তিনি কেবল ঈশ্বরকেই ভয় করিয়া চলেন, তাঁহার চরণ পাপপথে যাইতে স্বভাবতই সঙ্কুচিত হয়। লজ্জা, বিনয় ও সুশীলতা তাঁহার আভরণ হইয়া থাকে।

ভগিনী ডোরা।

যে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, সূর্য্যকে সে দিন জগতের কেহই দেখিতে পায় না, অথচ সূর্য্যের কার্য্যের বিশ্রাম নাই। কেহ দেখুক আর না দেখুক, কেহ সাধুবাদ করুক আর না করুক, সূর্য্য আপনার কর্ত্তব্য সংসাধন করিয়া দিন রাত্রি ঘুরিতেছে। এ জগতে কি এরূপ জীবন নাই যাহা এই সূর্য্যের ন্যায় জগদ্বাসীর প্রশংসা বা নিন্দা,

অনুরাগ বা বিরাগ, এ সকল নিরপেক্ষ হইয়া, আপনার শক্তি জগতের কোটী কোটী চক্ষুর অগোচরে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছে? এ পৃথিবীতে রক্ত-স্রোতে অনেক রণমত্ত সৈনিক আপনার জীবনের তরি ভাসাইয়া যশের মন্দিরে উপনীত হইয়াছে। জগৎ তাঁহাদিগকে চিনিয়াছে এবং ভূয়সী প্রশংসাও করিয়াছে। এ পৃথিবীতে অনেক লোক ঈশ্বরদত্ত অসামান্য বুদ্ধির সহায়তায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। জগৎ শতমুখে তাহাদের মহিমা গান করিয়াছে। কিন্তু কোথায় কোন্ নির্জ্জন স্থানে কোন পুষ্পটী প্রস্ফুটিত হইয়াছে, গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতেছে—পৃথিবী অনুসন্ধান করিতেছে না; তাহার অস্তিত্বেরও সংবাদ কেহ লয় না।

প্রায় তিন বৎসর গত হইল ইংলণ্ডের অন্তর্গত ষ্টাফোর্ড প্রদেশে একজন ভদ্রমহিলা রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন। তাঁহার অধিক দিন বাঁচিবার আশা ছিলনা, তথাপি তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র ক্লেশের বা ভয়ের চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। তিনি কে যে, প্রাতঃসূর্য্য সমুদিত হইতে না হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা ছুটিয়া আসিত এবং তিনি কিরূপ আছেন জানিতে পারিলেই পরম কৃতার্থ হইত? ওয়ালসাল নগরবাসীরা একদিন শুনিতে পাইল তাহাদের প্রিয়ভগিনী ডোরা ইহলোকে আর নাই। ডোরা কে যে, দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই সুবিস্তীর্ণ নগরের সকলশ্রেণীর লোকেই তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোকের পরিচ্ছদ ধারণ করিল? সামান্য রমণীর প্রতি এত অনুরাগ? এ কোন পুষ্প? কি কারণে ভগিনীর প্রতি এ প্রগাঢ় ভালবাসা? বিদ্বান্ ভাই, বিদুষী ভগিনী,—অভিনিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করুন—জগতের সাধারণের ঘৃণার পাত্রী রমণীও কিরূপে অসাধারণ কার্য্য করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদিগের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে।

থিওডোর পার্কার অথবা ম্যাট্‌সিনীর নাম শ্রবণ করিলে কাহার হৃদয় না অপূর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ হয়? তাঁহাদের অলোকসামান্য কার্য্যগুলির বিষয় স্মরণ করিলে শরীর বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে। জগৎ ইহাদিগকে চিনিয়াছে, কারণ পার্কারের রসনা ও লেখনীর বলে আটলাণ্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া গিয়াছিল এবং ম্যাটসিনির ক্ষমতায় পৃথিবীর নন্দনকানন ইটালী দেশ বিদেশীয় রাজার সিংহাসন বিকম্পিত

করিয়া তুলিয়াছিল। ভগিনী ডোরার জীবনে এরূপ বক্তৃতা করিবার অথবা লেখনী চালনা করিবার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহার সমস্ত জীবনই বক্তৃতাময়। যে তাঁহার জীবন একবার দেখিয়াছে, তাহারই সুদীর্ঘ উপদেশের ফললাভ হইয়াছে। সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের কোন কোন ঘটনার উল্লেখ করিলে সকলে এই উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ডোরথি উইণ্ডলো প্যাটিসন ১৮৩২ খৃঃ অব্দের ১৬ই জানুয়ারী দিবসে জন্ম গ্রহণ করেন। সুশিক্ষিত পিতা মাতার দৃষ্টান্তে যতটুকু শিক্ষা হইতে পারে, তাহাই তাঁহার বাল্যকালে হইয়াছিল, কারণ শারীরিক অপটুতা বশতঃ তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে দেওয়া হইত না। তথাপি তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাদের পাঠাভ্যাস শুনিয়াই বিস্তর শিক্ষা করেন। ডোরথি বাল্যকালে এরূপ কোন কার্য্য করেন নাই, যাহাতে তাঁহার জীবনের ভাবী মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পীড়ায় সহিষ্ণুতা, দুঃখে প্রফুল্লতা, এই দুইটী গুণ তাঁহার কোমল মনে অতি অল্প বয়সেই বিকাশিত হয়। পিতা মাতার সদ্দৃষ্টান্তে ডোরথি বাল্যকালেই পরের দুঃখে দুঃখিত হইতে শিক্ষা করেন। তাঁহার সকল ভাই ভগিনীই আপনাদের আহার্য্য দ্রব্যের কিয়দংশ অথবা কিছু পয়সা দরিদ্রদিগকে দিতে পারিলেই পরম সুখী হইতেন, ও সর্ব্বদা এই কার্য্যের সুযোগ অন্বেষণ করিতেন। কালক্রমে যখন ডোরথির পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেল, তখন তিনি অশ্বারোহণ প্রভৃতি পুরুষজনোচিত কার্য্যে বালকস্বভাবসুলভ উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন এবং এইরূপ শারীরিক শ্রমে তাঁহার শরীর এরূপ সবল হইয়া উঠে, যে তাঁহাকে এই বিষয়ে কোনও পুরুষ অপেক্ষা হীন বলিয়া বোধ হয় নাই। এই সময় হইতেই তিনি তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসর, তখনও তাঁহার জীবন কোন অসাধারণ ঘটনা দ্বারা ভাবী মহত্বসূচক চিহ্নে চিহ্নিত হয় নাই। এই সময়ে তাঁহার মনে সঙ্কল্প হয়, দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য জীবন যাপন করার মত সুখের অবস্থা আর নাই। তৎকালে ইংলণ্ডীয় সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া ডোরা সংসারেরর অনেক কাম্য সুখের অধিকারিণী হইতে পারিতেন। তাঁহার

সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না—কথোপকথনের সজীবতা এবং সরসতারও অভাব ছিল না; সংক্ষেপে, যে সকল গুণ থাকিলে ইংলণ্ডীয় সমাজে অর্দ্ধদেবতা হইয়া থাকা যায়, ডোরথির সে সকলই ছিল।—কিন্তু তিনি এ সকলের জন্য লালায়িত হইলেন না। তাঁহার প্রাণ প্রতিবেশীর দুঃখ দেখিয়া কাঁদিল; তাহার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সকল অভাবই ডোরথির কোমল হৃদয়কে স্পর্শ করিল, তিনি সংসারের প্রমোদ-উদ্যানে কল্পনার কুসুম শয্যায় শয়ন করিয়া কালাতিপাত করিতে পারিলেন না। আরও ৯বৎসর পিতৃগৃহে কাটিল। কিন্তু তাঁহার মনের আবেগ কিছুতেই প্রশমিত হইল না।—এই সময় "ভগিনী সম্প্রদায়" নামে একদল মহিলা ডোরথির জন্মভূমিতে উপস্থিত হন। তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে দলবদ্ধ হইয়া রোগীর শুশ্রূষা, দুঃখীর সান্ত্বনা, মূর্খের জ্ঞানবিধান ইত্যাদি জনহিতকর বিষয়ে আপনাদিগের শক্তি নিয়োজিত করিতেন। কখনও সম্প্রদায় ছাড়িব না. কখনও সংসারে প্রবেশ করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা তাঁহারা কেহ করেন নাই। পরন্তু, যতদিন শক্তি সামর্থ্য থাকিবে, লক্ষ্য অনুসারে কার্য্য করিব বলিয়া যে সচ্চরিত্রা মহিলা নিজের জীবন উৎসর্গ করিতেন, তিনিই এই সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে পারিতেন।

ডোরথি ইহাঁদিগের সরলতামাখা পবিত্র জীবন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে পারিলে জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে ভাবিয়া পিতার নিকট ভগিনীসম্প্রদায়ভুক্ত হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কুমারী নাইটিঙ্গেলের সহিত আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষার জন্য দূরদেশস্থ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পিতার নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা তাহাতে সম্মত হন নাই। সম্প্রতি কন্যার এই নূতন মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার আদরের ধন, তাঁহার "চক্ষুর আলোক," তাঁহার প্রিয়তমা ডোরথি ভগিনীসম্প্রদায়ের কষ্টসাধ্য কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইবে না ভাবিয়া, বৃদ্ধ পিতা আকুল হইলেন। তিনি এবারেও সম্মত হইলেন না; কিন্তু বয়ঃস্থা কন্যাকে নিষেধ করা অবৈধ ভাবিয়া 'তোমার যাহা ভাল বোধ হয় কর' দুঃখ ও বিরক্তির স্বরে এই বাক্যগুলি [illegible]

বাটীর সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ডোরা দূরস্থ কোন পল্লীগ্রামের শিক্ষয়িত্রীর পদ পাইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি যেখানে সম্প্রতি উপস্থিত হইলেন, সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে অসাধারণ কার্য্যনিপুণা বলিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল। ডোরা বালকের সহিত বালক হইতেন; তাঁহার গল্প, তাঁহার ক্রীড়া, কখনও শেষ হইত না। সুতরাং বালকেরা তাঁহার কাছে তাহাদের ছোট ছোট হৃদয় খুলিয়া দিত। কেবল শিশুদিগকে শিক্ষা দিয়াই ডোরার সময় অতিবাহিত হইত, এমন নহে; নিকটে কাহারও কোন পীড়া হইলে, ডোরা উপস্থিত হইতেন—আবশ্যক হইলে সমস্ত রাত্রি রোগশয্যার পার্শ্বে থাকিতেন, এবং হয় মৃত্যু না হয় আরোগ্য ইহার মধ্যবর্ত্তী কোনও অবস্থাতেই রোগীকে শুশ্রূষা করিতে বিরত হইতেন না। সেই ক্ষুদ্র গ্রামে তিনি দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া কঠিন পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এই পীড়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াই ডোরা ভগিনীসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হন। এই সময় (১৮৬০ খৃঃ অঃ) তাঁহার বয়স দ্বাত্রিংশ বর্ষ মাত্র।

নূতন সম্প্রদায় মধ্যে নূতন প্রবিষ্ট হইয়া ভগিনী ডোরথি "ভগিনী ডোরা" নামে অভিহিত হইলেন। প্রথম প্রথম তাঁহাকে ভগিনীসম্প্রদায়ের আশ্রমের গৃহকার্য্য এত অধিক পরিমাণে করিতে হইত যে, তিনি সময় সময় নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুজল বর্ষণ করিতে করিতে অন্তরের সহিত কামনা করিতেন, পিতার গৃহের সেই পূর্ব্বতন স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হন। সে যাহা হউক, ভগিনী ডোরা আপনার মনোমত কার্য্য করিবার সুযোগ অতি অল্প কাল মধ্যেই প্রাপ্ত হইলেন। ওরম্‌স্‌বাই নামক একটী চিকিৎসালয়ে স্বীয় সম্প্রদায়স্থ অন্য কোন কোন মহিলার সহিত ভগিনী ডোরা প্রায় ১ বৎসর কাল রোগীর শুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কি ভাবে এই শুশ্রূষা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, কিরূপে রোগীদিগকে সান্ত্বনা দিতেন, তাহা পরে বক্তব্য। এইখান হইতে ওয়ালসাল নগরে গিয়া তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। এমন এক জন লোক ছিল না যে এই দুঃসময়ে ভগিনী ডোরার উপযুক্ত শুশ্রূষা করে, কিন্তু তথাপি ঈশ্বরের কৃপায় তিনি বাঁচিয়া

উঠিলেন।—সেই আমবণ পরিশ্রম, যাহার জন্য ভগিনী ডোরা বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন—সেই অবিশ্রান্ত সংকার্য্যশীলতা, যাহাতে পরিণামে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল—তাহা এই ওয়াল্‌সাল নগরে প্রথম আরব্ধ হয়। (ক্রমশঃ)

বঙ্গমহিলা সমাজের বার্ষিক উৎসব।

গত ৯ই মাঘ শনিবার অপরাহ্নে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাগৃহে এই উৎসব হয়, তাহাতে প্রায় ১০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালী ছাড়া কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় মহিলাও ছিলেন। শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু সভাপতির কার্য্য করেন, শ্রীযুক্তা গিরিজা সুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায় একটী প্রার্থনা করেন। কুমারী কাদম্বিনী বসু সভার বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। সভার কার্য্য মহিলাগণ দ্বারাই অতি সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইয়াছে।

বঙ্গমহিলাসমাজের ১৮৮১ খৃঃ অব্দের বার্ষিক রিপোর্ট।

এই সমাজ যে উদ্দেশে সংস্থাপিত হইয়াছিল যথাসাধ্য তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া,এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া সভা পুনরায় নূতন বর্ষে পদার্পণ পূর্ব্বক আপন কর্ত্তব্য সাধনের আশায় অগ্রসর হইতেছেন। নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত, সভা যতগুলি কার্য্য সাধন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আশা করা যায় যে এবৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

গত বৎসর মাঘোৎসবের কালে যে সাধারণ সভা আহূত হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত সভ্যগণ কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ-সভার সভ্যরূপে নিযুক্ত হন :—

শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু (সভাপতি)

,, কৈলাসকামিনী দত্ত ও
কুমারী কাদম্বিনী বসু } সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্তা সরস্বতী সেন, বিবি উইন্‌স, শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী ভট্টাচার্য্য, স্বর্ণপ্রভা বসু, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী,উমেশচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু।

অধ্যক্ষসভা নিয়মিতরূপে মাসে একবার করিয়া আহূত হয়, এবং এই সভা কর্ত্তৃক মাসিক কার্য্যপ্রণালী অবধারিত হয়। বিশেষ কারণ ব্যতীত প্রায় প্রতি সপ্তাহে বঙ্গমহিলা সমাজের অধিবেশন হইয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে উপাসনা, জ্ঞানালোচনা ও সাময়িক সম্মিলন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

১০ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গমহিলাসমাজের অধ্যক্ষসভার যে মাসিক অধিবেশন হয়, তাহাতে গত বৎসরের নিমিত্ত নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সভা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে, এইরূপ অবধারিত হয়:—

১। বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান—সামাজিক সম্মিলনী ও অন্যান্য সভাতে অনেকগুলি বালক বালিকা একত্রিত হইয়া থাকেন। শিশুদিগকে বাল্যাবস্থা হইতে সংশিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং বাল্যকালে যাহা শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই হৃদয়ে উত্তমরূপে অঙ্কিত থাকে। এই সকল কারণে এই সভা শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া একটী গুরুতর কর্ত্তব্য জ্ঞানে, ইহা সাধন করিবার ভার হস্তে লইতে ইচ্ছুক হন।

এ কার্য্যের ভার কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী, বিবি উইনস্, শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী ভট্টাচার্য্য ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে অর্পিত হয়।

কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী কিছুকাল সাপ্তাহিক সভাতে বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উপযুক্তরূপ উপকরণ ও উপায় অভাবে এবং আপনার শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য অধিক কাল উক্ত গুরুতর কার্য্যের অনুসরণ করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রচারকার্য্যের জন্য সর্ব্বদা কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকাতে এ কার্য্যের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারেন নাই।

২। পুস্তকালয় সংস্থাপন—মহোদয়া কুমারী মানিং ইংলণ্ড হইতে সভার সাহায্যার্থ কতকগুলি পুস্তক প্রেরণ করেন। সেই সকল পুস্তক দ্বারা একটী অতি সামান্য পুস্তকালয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা ইংরেজি পুস্তক বলিয়া অতি অল্প সংখ্যক সভ্যের উপকারে আইসে। এজন্য দেশীয় ভাষার উপকারী পুস্তক ও সংবাদপত্র সকল সংগ্রহ করা আবশ্যক বোধে সভা প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা ও

সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের নিকট পত্র দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা স্থির করেন। এ বিষয় এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

৩। দাতব্য বিভাগ—সভার কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহের অত্যন্ত প্রয়োজন, এই নিমিত্ত স্থির হয় যে সভাপতি স্বর্ণপ্রভা বসু, শ্রীযুক্তা সরস্বতী সেন ও সুবর্ণপ্রভা বসুর সাহায্যে লইয়া দেশহিতৈষী মহোদয় ও মহোদয়াদিগের নিকট হইতে দাতব্য সংগ্রহ করিবেন। অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু গত বৎসর ক্রমান্বয়ে এরূপ বিপদজালে জড়িত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কোন কার্য্যের ভারই গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে বিবি উইল্স সভার আয়োন্নতি বিষয়ে অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

৪। জ্ঞানোন্নতির উপায় বিধান:—মাসে দুই বার উপাসনাসভা আহ্বানের পরিবর্ত্তে একবার উপাসনাসভা এবং অপর শনিবার কোন হিতকর শিক্ষণীয় বিষয়ে উপদেশরূপে মহিলাদিগকে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহা সাধারণ সভা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয়; এবং তদনুসারে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত ও ডাক্তার মোহিনী মোহন বসু সভায় উপস্থিত থাকিয়া মহিলাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

৫। পরিদর্শন:—উপযুক্তরূপ অর্থ সংস্থান না থাকাতে সভা এ কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন নাই।

৬। পুস্তক প্রচার:—কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী কর্ত্তৃক রচিত সরল নীতি পাঠ নামক পুস্তকখানি প্রচারিত হয়। তাহার পর শ্রীযুক্তা রমাসুন্দরী ঘোষ মহাশয়া কএকটী বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়া সভার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে উপযুক্তরূপ অর্থের অভাবে সেখানি মুদ্রিত করা হয় নাই, এবং এই কারণেই সভা অবশেষে স্থির করেন যে, মহিলাগণ যে সকল রচনা লিখিবেন, তাহা আপাততঃ বামাবোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে, তাহার পর সুবিধা হইলে সেই সকল রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা যাইতে পারে। সেই জন্য এ বৎসর নূতন পুস্তক প্রচারিত না হইয়া প্রবন্ধ সকল বামাবোধিনীতে প্রকাশিত করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত সভ্যগণ সভায় নিম্নলিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন:—

শ্রীযুক্তা গোলাপকুমারী ঘোষ—সামাজিক সম্মিলন।
,, কৈলাসকামিনী দত্ত—প্রকৃত উন্নতি।
,, রমাসুন্দরী ঘোষ—সময়ের সদ্ব্যবহার।
,, স্বর্ণপ্রভা বসু—সৌন্দর্য্য।
কুমারী কুমুদিনীকাস্তগিরি—অধ্যবসায়।
,, কামিনী সেন—কথা ও কার্য্য।

এবৎসর অনেক গুলি নূতন সভ্য সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটী বিদ্যোৎসাহী ইউরোপীয় মহিলাও আছেন।

গত মার্চ্চ মাসে বিবি নাইট স্বদেশ গমন করেন, তিনি এই সভার এক জন পরমহিতৈষী সভ্য ছিলেন। সভা হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করা হয়।

গত বৎসর শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগতা পত্নীর স্মরণার্থক পারিতোষিক পাইবার জন্য "আদর্শগৃহিণী" বিষয়ে রচনা লিখিয়া শ্রীযুক্তা পার্ব্বতীসুন্দরী বসু পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। শ্রীযুক্তা পার্ব্বতী সুন্দরী বসুর লিখিত "আদর্শগৃহিণী" বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কুমারী কমিন্‌স (Commins) ইংলণ্ড হইতে স্বহস্তে চিত্রিত কতকগুলি চিত্র সভাকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। কুমারী ম্যানিং (Manning) এবৎসর পুনরায় সভাকে কতকগুলি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। কুমারী কলেট (Collet) আত্মবিরচিত একখানি পুস্তক প্রেরণ করিয়াছেন। বিদেশীয়া ভগ্নীগণ যে দূরদেশে অবস্থিতি করিয়াও এই ক্ষুদ্র সভার প্রতি এতদূর অনুগ্রহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা সভার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্রী।

কিছুদিন হইল ডাক্তার কার্পেণ্টার (Carpenter) একখানি পুস্তক উপহার প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার এই সহানুভূতির জন্য তিনি সভার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

বিবি চিটহাম অত্যন্ত সহৃদয়তা সহকারে সভাকে বাৎসরিক ৫০৲ টাকা দাতব্য দ্বারা সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

স্ত্রীশিক্ষার সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস এবং ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত সারধারি লাল মাসিক ১০ টাকা করিয়া দাতব্য সভার হস্তে প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য উক্ত মহোদয়দ্বয় সভার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই অর্থ দ্বারা ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের নিযুক্ত শিক্ষয়িত্রী দ্বারা কয়েকটী রমণীর শিক্ষার সাহায্য করা হয়।

আয়		ব্যয়	
মাসিক দাতব্য সংগ্রহ...	১০০৶১০	গাড়ী ভাড়া ও অন্যান্য ব্যয়—	৯৬৷৷১০
বিবি চিটহামের বাৎসরিক দান...	৫০৲	ঋণশোধ—	৩০
সারধারি লালের মাসিক দান...	৭০	শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয়—	১০০৲
			২২৬৷৷১০
বাবু দুর্গামোহন দাসের ঐ—	৩০	স্থিতি	২৫৷৵০
কোন মহিলার এককালীন দান	২৲		
	২৫২৶১০		

এস্থলে বক্তব্য সাবেক হিসাবে সভার প্রায় ১০০ টাকা ঋণ রহিয়াছে, তাহা পরিশোধের বিশেষ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

সভা এবৎসর অনেকগুলি বিপদ ও ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া এবং উপযুক্তরূপ অর্থের সাহায্য না পাওয়াতে অনেক-গুলি আকাঙ্ক্ষিত কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হন নাই। আশা করা যায় যে এ বৎসর সভ্যগণ নব উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। ঈশ্বর এই শুভ কার্য্যে আমাদিগের সহায় হউন।

বসন্ত-পঞ্চমী।

(পারিতোষিক সভায় রাণাঘাট বালিকাবিদ্যালয়স্থ ছাত্রীগণের পঠিত কবিতাবলী।)

কতসুখে গত নিশা, পোহাইল স্বজনি,
কিসুখের উষা আজ, রেখে গেছে রজনী।

কত শোভা মনোলোভা, আজিকার গগণে,
বাসন্তি কুসুম গন্ধ, আজিকার পবনে,
বসন্ত রাগের ছায়া, বিহঙ্গের কূজনে,
মধুকর মনোহর স্বরে গায় সঘনে ;
পিককুল ভাঙ্গাগলা, মন সাধে সাধিছে,
নব তারে ভগ্ন বীণা পাপিয়ায় বাঁধিছে,
মলয় পবন মাঝে মাঝে সাড়া দিতেছে,
উত্তরে বাতাস যেন, জ্যান্তে মরা হয়েছে।
কেন আজ হেন ভাব, ধরিয়াছে ধরণী ?
যেদিকে তাকাই যেন, হাসে দিগ্‌রমণী।
ঘুরিল বর্ষের চাকা, ফিরে মাঘ আইল,
কবিগণে হৃষ্টমনে ইষ্ট দেবী পাইল।
দেবমাতা বীণাপাণি বঙ্গবাসী গৃহেতে,
এসেছেন পুনরায় ভক্তগণে তুষিতে।
তাই বঙ্গ বরাঙ্গনা নববেশ ধরেছে,
পঞ্চমী মেলায় ভাই, রাণাঘাট মেতেছে।
বাগ্‌বাদিনি,—সরস্বতি, শিক্ষাশিল্পরূপিণি,
বঙ্গদেশে সুবিখ্যাত বালকের জননি !
"একচেটে" থেকোনা মা, বালকের পূজাতে,
ছেলে মেয়ে ভিন্ন বোধ করে কোন্ মায়েতে ?
আমরাও খাসা করে দোত গুলি ধুয়েছি,
নূতন কলম কেটে তার মুখে দিতেছি,
বাকস পলাস দ্রোণ কত ফুল তুলেছি,
আমের বোল্ যবের শীষ যত্ন করে এনেছি,
আমরাও বীরখণ্ডী খইচুর খেয়েছি,
তপ্ত ভাত টেনে ফেলে চিঁড়ের ফলার করেছি,
হাতা বেড়ি ছাড়ি মাগো পাঁজিপুঁথি ধরেছি,
মূর্খ নাম ঘুচাইব সার পণ করেছি।

অবলা বাঙ্গালীবালা বলে ঘৃণা করো না,
জ্ঞানদাত্রি, জ্ঞান কণা দিতে যেন ভুলো না।
পঞ্চমী মেলার নাহি দেখি কোথা তুল না,
এমন সুখের মেলা যেন কেহ ভুলো না।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ইহাতে,
কি আছে এমন বজ্র পাপ পূর্ণ কলিতে?
বিদ্যায় উৎসাহ দান বিদ্যাদেবী সমুখে,
ইহার মহিমা কিবা প্রকাশিব এ মুখে?
পঞ্চমী মেলার সৃষ্টি যাঁহাদের প্রসাদে,
তাঁহাদিগে সুখে দেবি, রেখো তব শ্রীপদে।

নূতন সংবাদ।

১। এ প্রদেশের ন্যায় বোম্বাইয়েও অনেকগুলি বালিকা তত্রত্য বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহাদিগের নাম দেখিয়া বোধ হয়, সকলেই ইউরোপীয় এমিলি করকরি, সিসিলিয়া কাথারিণ ওয়ার্ড, মিনা মে কনওয়ে, এলেন হল এবং মেরী রিচার্ডসন। ইহাদিগের মধ্যে প্রথমটী ২৭ স্থানীয় হইয়াছেন।

২। বড় বিস্ময় ও খেদের বিষয় বিলাতেও মন্দ অভিপ্রায়ে বালিকা দিগকে বিক্রয় করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। সম্প্রতি বিবী যোজেফাইন বট্‌লার এতদ্বিষয়ে লণ্ডনের ধর্ম্মাধ্যক্ষকে এক পত্র লিখিয়াছেন। লর্ডসভা হইতে এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইবে।

৩। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে একটী সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাতে যে সকল স্ত্রীলোক আরোহী যাতায়াত করিবেন, স্ত্রীলোক দ্বারা তাহাদিগের টিকিট সংগ্রহ হইবে। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে এরূপ নিয়ম অনেকদিন অবধি প্রচলিত।

৪। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের কণ্ঠরোধ কারী যে আইন লর্ডলিটনের রাজত্ব-কালে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, ঈশ্বর কৃপায় লর্ডরিপণের রাজত্বে গত ১৯এ জানুয়ারি তাহা রহিত হইয়াছে। এই কার্য্যদ্বারা লর্ডরিপণ এদেশের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন।

৫। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বগুড়া শুভসাধিনী সভার উদ্যোগে দুইটী বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

বামাগণের রচনা।

বর্ষাকালের নদ।

কোথা যাও যাও নদি নাচিতে নাচিতে,
এক ভাবে নিরন্তর এক দিক পানে,
তব গতি হেরি হেন লয় মম চিতে
নিগূঢ় কামনা কোন উদিয়াছে মনে। ১

কেন বেশ ভূষা এত হেরি তব আজ
কল কল রব এত বাড়িয়াছে কেন?
কি আনন্দ উছলিছে তব হৃদি মাঝে,
কেন আজি সবাকার ভুলাতেছ মন? ২

আছিল কণ্টকে পূর্ণ ভূমিখণ্ড কত,
সদাই করিতে তার তব শোভা হ্রাস,
ঘুচাতে কি সে আপদ্, জল বৃদ্ধি এত?
ডুবালে তাদেরে, করি শোভার বিকাশ। ৩

দুই দিকে শোভে এবে শ্যামল বরণ,
থরে থরে তরু রাজি জন মনোহর,
বিবিধ তরণী শ্রেণী নয়নরঞ্জন,
খেলিতেছে মাঝে নদি, তব বক্ষোপর। ৪

সুন্দরী সুন্দর কণ্ঠে মুক্তা হার সম
অসংখ্য তরঙ্গ মালা পরিয়াছ গলে;
তব অনুপম শোভা, বাড়াইতে মন,
রবিকর স্পর্শে তারা দ্বিগুণ উজলে! ৫

নবীন যৌবন এবে বুঝি, বা পেয়েছ
ঢল ঢল করিতেছ সৌন্দর্য্যের ভরে,
নিজ দেহ, তাই কি গো এত সাজায়েছ,
নাচিয়া চলেছ—দ্রুত, আনন্দ অন্তরে? ৬

পূর্ণ দেহ দেখি বুঝি সহসা আসিয়া,
স্বামি-সম্ভাষণ, সাধ উপজিল মনে,
হেলে দুলে চলে চলে নাচিয়া নাচিয়া
একমনে ছুটিয়াছ পতি অন্বেষণে। ৭

যাও তবে যাও ত্বরা,—পতির উদ্দেশে,
এখনি পাইবে প্রাণনাথের সন্ধান,
মহানন্দে নিজদেহ মিশাইয়ে শেষে
পতির বিশাল দেহে জুড়াইবে প্রাণ। ৮

শ্রীমতী বি, সু।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০৩ সংখ্যা। ফাল্গুন ১২৮৮—মার্চ্চ ১৮৮২। ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লর্ড রিপণের রাজত্ব এদেশীয়দিগের পক্ষে বহু কল্যাণসূচক। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে, দরিদ্রদিগের জন্য (Savings Bank) সঞ্চয় ভাণ্ডারের ব্যবস্থা হইয়াছে, আত্মশাসন প্রণালীর সূচনা হইতেছে, আবার শিক্ষার যাহাতে সুব্যবস্থা হয় তাহার জন্য একটী কমিশন বা সভা নিযুক্ত হইয়াছে। ১৮৫৪ সালে এক লিপি দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এ দেশের শিক্ষোন্নতি সম্বন্ধে অনেকগুলি আশ্বাসবাণী প্রচার করেন, কিন্তু অদ্যাপি তাহার অল্পই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আমরা আশা করি এত দিন পরে গবর্ণমেণ্ট আপনার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপ পালন করিতে সমর্থ হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাসম্বন্ধে যে সম্প্রদায় যে অভাব অনুভব করেন, তাহা অবিলম্বে এই কমিশনের গোচর করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে গুরুতর অভাব রহিয়াছে, নারীজাতির হিতৈষীগণ এ সময় নির্ব্বাক্ থাকিবেন না।

সম্প্রতি আসিয়াটিক মিউজিয়ম নামক কলিকাতাস্থ প্রসিদ্ধ চিত্রশালিকায় দেশীয় শিল্পজাতের প্রদর্শন হইয়া গিয়াছে। শিল্পকার্য্যে এদেশীয়-

দিগের আশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখিয়া অনেক ইউরোপীয়কেও চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। নদিয়ার কারিকরদিগের গঠিত মৃণ্ময় মূর্ত্তি, ঢাকাই কাপড়, কাশ্মীরের শাল, উড়িষ্যার ধাতুপাত্র প্রভৃতি নানাস্থানীয় শিল্পচাতুর্য্য বিস্তর আছে, রাজার ও সাধারণের উৎসাহদান এ সকলের উন্নতিপক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় এবৎসর ১ম শ্রেণীতে ১৯, ২য় শ্রেণীতে ৪৯, ৩য় শ্রেণীতে ৩৭ মোটে ১০৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এম, এ, পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। বৎসর বৎসর উপাধিধারী কৃতবিদ্য-দিগের সংখ্যা বাড়িতেছে, কিন্তু মাতৃভূমি তাহাদিগের উপর যে আশা করে, তাহা সম্পন্ন হইতেছে কৈ?

ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন তাঁহাদিগের নামের সহিত স্ত্রী-শিক্ষার যোগ করিয়া স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা করা যে তাঁহাদিগের প্রধানতম উদ্দেশ্য, এই পরিচয় দিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। বঙ্গদেশে অন্তঃপুরশিক্ষার সাহায্যার্থ তাঁহারা অধিক অর্থদানে অগ্রসর হইয়াছেন এবং খৃষ্টানেরা ধর্ম্মপ্রচারার্থ যেরূপ সুলভ বেতন লইয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহারা অসম্প্রদায়িক ভাবে সেরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সভার জানুয়ারি মাসের পত্রিকায় এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের হিতকর কয়েকটী প্রস্তাব পাঠেও আমরা আনন্দিত হইলাম। এদেশীয়দিগের এই সভার সহিত বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করা বিধেয়।

কলিকাতার বড় লাট সাহেবের আগমনে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক রাজা রাজড়ার আগমন হইতেছে। জয়পুরের মহারাজা আসিয়াছেন। ত্রিবঙ্কুর ও বেতিয়া প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের মহারাজারাও আগতপ্রায়। ভূপালের সুবিখ্যাত বেগমও আসিতেছেন। রাজারা কলিকাতা আসিয়া অবশ্য কোন বহুমূল্য রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া যাইবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের

সাময়িক আগমনের চিহ্নস্বরূপ যদি কোন স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যান, তাহা হইলে আগমন সার্থক হয়।

গবর্ণমেণ্ট পোষ্ট আফিসের অধীনে কতকগুলি "Savings Bank" সঞ্চয় ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া নিম্নশ্রেণীর উন্নতির একটী বিশেষ উপায় করিতেছেন। দরিদ্র লোকেরা যাহা আনে, তাহা খাইয়া ফেলে, এক পয়সা জমাইতে পারে না, ইহাতে চিরকাল দুঃখের অবস্থায় থাকে। অনেকে ঋণ করিয়া তাহার সুদে সুদে দুর্ব্বহ ভারাক্রান্ত হইয়া মারা যায়। এখন যাঁহারা ইচ্ছা করিবেন, ।০ আনা, ॥০ আনা করিয়া ব্যাঙ্কে জমাইয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যাহাতে বিশ্বস্তচিত্তে এ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের চেষ্টাপর হওয়া কর্ত্তব্য। নিম্নলিখিত স্থান সকলে নূতন নিয়ম অনুসারে পোষ্টাফিসে সেবিংস ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে :—

সমুদয় বঙ্গদেশে, কলিকাতা ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানসমূহ (যথা বরাহনগর, বেহালা, বেলঘরিয়া, টালিগঞ্জ, হাওড়া, শিবপুর) ছাড়া। (২) নাগপুর ছাড়া সমুদয় বেহারে। (৩) সমুদয় পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে। (৪) পোর্টব্লেয়ার ছাড়া সমুদয় বৃটিষ বর্ম্মায়। (৫) সমুদয় উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে। (৬) সমুদয় পঞ্জাবে। (৭) অযোধ্যার সকল স্থানে। (৮) মধ্য প্রদেশের সকল স্থানে। কুর্গ ছাড়া মান্দ্রাজের কোন স্থানেই, এবং বোম্বাইয়ের কোন স্থানেই, টাকুই ছাড়া সিন্ধু দেশের কোন স্থানেই হইবে না। রাজপুতানায়, আজমীর ছাড়া এবং মধ্য ভারতবর্ষের ইন্দোর, নওগঞ্জ ও গোয়ালিয়র ছাড়া, কোন স্থানে সেবিংস্ ব্যাঙ্ক নূতন নিয়ম অনুসারে হইবে না।

আমাদিগের বড় লাট সাহেবের সহধর্ম্মিণী লেডী রিপণ দেশবাসীদিগের সহিত মিশিতে চান এবং দেশীয় সুকুমার বিদ্যার উৎসাহদাত্রী, ইহা দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি দেশীয় সঙ্গীত শ্রবণার্থ ইতিমধ্যে এক দিবস মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভবনে আতিথ্য স্বীকার

করেন। লেডী রিপণের সহিত হৃদ্যতা স্থাপনার্থ দেশীয় কৃতবিদ্য রমণী-গণের চেষ্টা করা বিধেয়।

গত মাঘ সংক্রান্তির দিন কলিকাতার টাউন হলে জাতীয় সভার সাংবৎসরিক অধিবেশন হয়, তাহাতে হৃদয়গ্রাহী কয়েকটী বক্তৃতা ও জাতীয় সঙ্গীত হইয়াছিল। স্থানান্তরে অন্য দিবস ব্যায়াম ক্রীড়াদি প্রদর্শন হয়। এই সভা স্ত্রীলোকদিগের প্রস্তুত শিল্পকার্য্যের প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, এ বৎসর তাহার অনুরূপ কোন কার্য্য না দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। জাতীয় সভার কার্য্য করিবার অনেক আছে, আমরা আশা করি, সে দিকে অধ্যক্ষদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে।

ভগিনী ডোরা।

(২০৫ সংখ্যা ৩১৭ পৃষ্ঠার পর।)

বিখ্যাত বার্মিংহাম নগরের সার্দ্ধ তিনক্রোশ দূরে ওয়াল্‌সাল নগর অবস্থিত। এইখানে বিস্তর কয়লা ও লৌহের খনি আছে, এই নগরবাসীরা ঐ সকল খনির কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বলা বাহুল্য এই সকল বিপদসঙ্কুল স্থানে কার্য্য করিয়া নিরাপদে অক্ষত-শরীরে গৃহে প্রত্যা-গমন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়—প্রায় প্রত্যহই ওয়াল্‌সালের খনিতে অথবা লৌহের কলে অল্প বা অধিক পরিমাণে মানুষ আহত হইত। এই দুর্ঘটনা দেখিয়া ভগিনীসম্প্রদায় নগরে অধ্যক্ষদিগের অভিমতানুসারে ওয়াল্‌সালে একটী চিকিৎসালয় সংস্থাপন করেন। ভগিনী ডোরা এই চিকিৎসালয়ের আংশিক ভার প্রাপ্ত হন। এইখানে একদিন ভগিনী ডোরা চিকিৎসালয় হইতে দূরে কোন পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসার্থ যাইতেছিলেন, এমন সময় পথে জনৈক দুষ্ট বালক কোন অজ্ঞাতকারণে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া ডোরার ললাটদেশ রক্তাক্ত করিয়া দেয়। ভগিনী ডোরা কিছুই বলিলেন না। অবশেষে একদিন সেই বালক ভয়ানক আঘাত পাইয়া ভগিনী ডোরার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে আসিল। দেখিবা মাত্র ডোরা

চিনিতে পারিলেন, এবং যত্নপূর্ব্বক তাহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। বালক এতাবৎ কাল মনে ভাবিতেছিল ডোরা তাহাকে চিনিতে পাবেন নাই—কিন্তু এই ভাবিয়া তাহার বড়ই অনুতাপ হইতেছিল যে এমন সদয়হৃদয়া মহিলাকে সে কোন্ প্রাণে আঘাত করিল! এখন আর থাকিতে না পারিয়া সজল-নয়নে বলিয়া উঠিল, 'ভগিনি, আমিই তোমাকে লোষ্ট্রাঘাত করিয়াছিলাম!' ভগিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন 'তা আমি জানি'।—বালক অবাক্ হইল এবং অপরিস্ফুট ভাষায় আপনার বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া নিস্তব্ধ হইল। কিয়ৎকাল ওয়ালসালে থাকিয়া ডোরা ভগিনী সম্প্রদায়ের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া একটী উন্মাদরোগগ্রস্তা বৃদ্ধার শুশ্রূষার জন্য কোন দূরস্থ নগরে গমন করেন। ডোরা মনোযোগের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া স্বীয় সম্প্রদায় মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল, কিন্তু তখন গৃহে ফিরিবার অনুমতি পান নাই। এখন সে অনুমতি পাইলেন, কিন্তু তিনি আর যাইতে ইচ্ছা করিলেন না—ভগ্নহৃদয়ে নিরাশার অন্ধকারে আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া ওয়ালসালে আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত রহিলেন।

অস্ত্রচিকিৎসায় কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা না থাকিলে, তাঁহার কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহা ডোরার বিলক্ষণ প্রতীতি ছিল, সুতরাং অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিতেই তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই চিকিৎ-সালয়ের অস্ত্রচিকিৎসক ডোরার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, শুশ্রূষা করিবার শক্তি প্রভৃতি দেখিয়া অস্ত্রচিকিৎসার অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক বিষয়ে তাঁহাকে শিক্ষা দেন। এ সম্বন্ধে এখানে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই, মূলতঃ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে একজন উপযুক্ত শুশ্রূষাকারিণী ধাত্রীর যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, ডোরা অল্পদিনের মধ্যেই সেই সকল গুণের অধিকারিণী হইলেন। রোগীর রোগযন্ত্রণা বা পীড়ার সাংঘাতিক আক্রমণ ক্রমাগত সন্দর্শন, মৃত্যুর শোকময় গভীর ভাবোদ্দীপক গৃহে নিয়ত অবস্থান— এরূপ অবস্থায় কোমল মন পাষাণবৎ কঠিন হইয়া যায় ইহাই

স্বাভাবিক। কিন্তু ভগিনী ডোরার পক্ষে এ সকল কিছুই ঘটে নাই।—রোগী যখন ভয়ানক যন্ত্রণায় চট্‌ফট্‌ করিতেছে, ডোরা তখন প্রফুল্লমুখে তাহার নিকট আসিতেন, এবং তাহাকে মিষ্ট সান্ত্বনার কথা বলিয়া অথবা হাস্যোদ্দীপক মধুর আখ্যায়িকা ও গল্প শুনাইয়া রোগযন্ত্রণার লাঘব করিতেন। ডোরা যখন ওয়ালসালে প্রথম উপনীত হন, তখন তিনি জগতের প্রখ্যাতনামা পুরুষদিগের ন্যায়, পুস্তকে, সংবাদপত্রের স্তম্ভে, এবং প্রকাশ্য বক্তৃতায় তূরী ভেরী নিনাদ করিয়া স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার প্রণালী উত্তরকালে চতুঃপার্শ্বস্থ লোকের বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যখন প্রথম চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করেন, এমনি ধীরতা ও নিরহঙ্কারের সহিত স্বীয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে তখন কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য করেন নাই।—কেবল ওয়ালসাল নগরের ক্ষুদ্র অপরিষ্কৃত পথে জনসমাজের অবহেলার পাত্র যে সকল বালক বালিকা সাহস করিয়া চিকিৎসালয়ে আসিতে পারিত না, ডোরার কার্য্যাবলী তাহারাই প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিল। কারণ ডোরা স্বয়ং তাহাদের বাড়ীতে গিয়া তাহাদের চিকিৎসা করিতেন। দুটী কারণে ডোরা এই শুশ্রূষা ও চিকিৎসা কার্য্যে আপনার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। একটী কারন এই যে ওয়ালসালে আসিবার কিছু পূর্ব্বে ডোরার মনে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমান্ স্বরূপের প্রতি সন্দেহ জন্মে—এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সুপরিষ্কৃত মত ছিল না। এই অবস্থায় মন যেরূপ দোলায়মান হইতেছিল, সৎকার্য্যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করাকেই ডোরা তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ঔষধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আর একটী কারণ এই যে এই সময়ে তাঁহার বিবাহের কথা হয়—বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন, ভগিনী সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। ভগিনী ডোরার মন ইহাতে কোন্‌দিকে যাইবে ভাবিয়া এত বিচলিত হয়, যে এই দ্বিধা ভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য শরীর মনকে অনুক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করা ভিন্ন তিনি উপায়ান্তর দেখেন নাই। কিন্তু কেবল এই কারণেই তিনি আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়। তাঁহার কার্য্যাবলী দেখিলে, এবং তাঁহার নিজের কথা পাঠ করিলে অবগত হওয়া

যায়, ডোরা ধর্ম্মকে জীবনের দৈনিককার্য্যে পরিণত করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। যাহাহউক, এসম্বন্ধে সবিশেষ পরে বক্তব্য।

এইখান হইতেই ডোরার আমরণ পরিশ্রমের আরম্ভ। যদি শতকণ্ঠ থাকিত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ডোরার অসাধারণ কার্য্যের প্রশংসা গান করিতাম—যদি শতকর্ণ থাকিত, ডোরার অদ্ভুত উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত জীবনের কাহিনী শ্রবণ করিতাম। আহার নিদ্রার দিকে দৃক্‌পাত নাই, ওই যে রমণী ওয়ালসাল নগরের পথে পথে দরিদ্র বালকদিগের পরিচর্য্যার জন্য ভ্রমণ করিতেছেন; শীত গ্রীষ্ম তুল্য জ্ঞান করিয়া ওই যে মহিলা কুৎসিত রোগের আবাসস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গন্ধময় ব্যাধি-জর্জরিত রোগীর মুখচুম্বন করিতেছেন—মুখে পবিত্রতার হাসি অথচ রোগীর জন্য অন্তরে গভীর বেদনা। উঁহার জীবনের সহিত, হে ভাই, হে ভগিনী, একবার জগতের পরিচিত ও পরম গৌরবাস্পদ নরশোণিত-পিপাসুদিগের জীবনের তুলনা কর দেখি? ঈশ্বরের ভাবিয়া ডোরার যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ বলিয়া জগৎ তাহা দেখিল না, কিন্তু সেই অনন্ত দেবতা অন্তর্য্যামীর স্মরণে তাহা রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে।

দীর্ঘকাল শরীরকে অগ্রাহ্য করিয়া ডোরা অচিরাৎ তাহার ফলভোগ করিলেন। ডোরার ভয়ানক পীড়া হইল। পীড়ার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ওয়াসাল নগরবাসীরা বিস্ময়ে অভিভূত হইল, এবং সেই অবধি ডোরাকে একজন প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা ও মহাত্মা বলিয়া বুঝিল। পীড়ার যন্ত্রণায় ডোরার মনের শান্তি অপহরণ করিতে পারে নাই, তিনি শীঘ্রই আরোগ্য-লাভ করিলেন।

এই সময়ে ওয়াল্‌সাল নগরে ভয়ানক বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। চারিদিকে নগরবাসীরা হাহাকার করিতে লাগিল. ডোরার কোমল প্রাণ উথলিয়া উঠিল তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। চিকিৎসালয়ে রোগীর শুশ্রূষা, চিকিৎসালয়ের বহির্ব্বাটীতে যাহারা রোগের জন্য পরামর্শ লইতে আসিত, তাহাদিগকে পরামর্শ প্রদান ও ঔষধদান, এই কার্য্যেই তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত। অবশিষ্ট যে টুকু সময় থাকিত, ডোরা সঙ্কল্প করিলেন, তাহা বসন্ত

রোগীর শুশ্রূষার জন্য ব্যয় করিবেন। যে সকল দরিদ্র অর্থাভাবে সুচিকিৎসিত হইতে পারে না, ডোরাই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন; যে সকল অনাথ অনাথাদিগকে রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে দেখিয়াও তাহাদের বন্ধু বান্ধব নিজেদের প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিয়াছিল, ডোরা ভিন্ন কে নিশীথ সময়ে তাহাদের সেবা করিবে? একদিন রজনী যোগে ডোরা সংবাদ পাইলেন, ভয়ানক বসন্ত রোগের যন্ত্রণায় মৃত্যু শয্যায় শায়িত একজন দরিদ্র লোক তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছে। ডোরা অবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিতে পাইলেন একজন মাত্র প্রতিবেশিনী রোগ-শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্টা। ডোরা তাঁহাকে পয়সা দিয়া আলো জ্বালিবার জন্য কয়েকটী বাতি আনিতে বলিলেন, স্ত্রীলোকটী যে গেল, আর আসিল না। ডোরা একাকী রোগীর পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে রোগী মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল। "ভগিনি! আমি যাই, আমাকে জীবনের শেষ একবার স্নেহ নিদর্শন প্রদর্শন কর।" বিলাসপ্রিয় ভাই ভগিনী, বিশ্বাস করিবে কি? ডোরা সযতনে সেই জর্জরিত অর্দ্ধ মৃতদেহটী নিজের ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন, এবং মাতা যেরূপ সন্তানকে চুম্বন করেন, ভগিনী যেমন ভ্রাতাকে চুম্বন করেন, সেইরূপ ডোরা রোগীর বসন্ত-কণ্টকিত-মুখ মণ্ডল সস্নেহে চুম্বন করিলেন। প্রদীপ নিবিয়া গেল, রোগীর জীবনের অবসান হইল, ডোরা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মৃত দেহ কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন, এবং সূর্য্য উদিত হইলে প্রতিবেশীদিগকে এই সংবাদ দিয়া ডোরা স্বীয় চিকিৎসালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময়েতে অন্য কয়েকজন ভদ্র মহিলা ডোরার শুশ্রূষা কার্য্যের সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন। তথাপি ডোরার কার্য্যের কিছুই হ্রাস হয় নাই। ডোরার চরিত্রের কেমন একটু মাধুর্য্য ছিল, অসাধুতা যাহার সমক্ষে লজ্জা পাইত, দুর্বৃত্ত যাহার নিকট শিষ্ট হইত, রোগী যাহার সমক্ষে যন্ত্রণা ভুলিত, শিশু যাহার সমক্ষে ক্রন্দনে বিরত হইত, সাধারণ লোকে যাহার সমক্ষে আপনাদিগকে নিকৃষ্ট জীব বলিয়া উপলব্ধি করিত। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র কেন দিন দিন বিস্তৃত হইবে না? ওয়ালসাল নগরের মদ্যপায়ীরা অচির কাল মধ্যে

তাঁহার চক্ষে পড়িল। মদ্যপানের পর সচরাচর যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে তাহাতে অনেকে আহত হইয়া ডোরার চিকিৎসালয়ে আনিত। ডোরা তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতেন, তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, এবং আর যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে মদ্যপানে প্রবৃত্ত না হয় সর্ব্বথা তাহার চেষ্টা করিতেন।

এই সময় ওয়াল্‌সালে এমন একটী লোক আসিয়া উপস্থিত হন, যিনি বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে ডোরার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এত দিন ডোরা হয় সমকক্ষ, না হয় নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত বাসযাপন করিতেছিলেন। সম্প্রতি উচ্চতর মহত্তর বুদ্ধির সমক্ষে ডোরার দুর্দ্দমনীয় তেজ নিষ্প্রভ হইয়া গেল। যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না। ডোরা তাহা জানিতে পারিলেন, তথাপি তাঁহার দিকে ডোরার হৃদয় এমনি আকর্ষিত হইল যে ডোরা ইহাঁকে বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহার একজন বন্ধু নিকটস্থ কোন ধর্ম্মমন্দিরের আচার্য্য ছিলেন। তিনি এই বিপত্তিসময়ে উপস্থিত হইয়া ডোরার পরদুঃখকাতরতা, শুশ্রূষা-কার্য্য-নিপুণতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি তাহা তাঁহাকেই ভাবিতে বলিলেন, এবং সেই সকল ভাবিয়া এই নূতন ভাব হইতে তাঁহার মনকে দূরে রাখিতে বলিলেন। ডোরা বুঝিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে এমনি আঘাত লাগিয়াছিল যে তিনি শীঘ্রই ভয়ঙ্কর পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। সকলেই অত্যন্ত বিমর্ষ; চিকিৎসালয়ের প্রাচীন ডাক্তার পীড়া দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির :— বলিলেন "ভগিনী ডোরা মরিয়া গেলে আমি আর এখানে আসিব না।" সকলেই জিজ্ঞাসা করে—ডোরা কেমন আছেন। অবশেষে ডোরা আরোগ্যলাভ করিলেন।

একটী কথা এখনও বলা হয় নাই। ডোরা জগতের আদিপুরুষের নাম গ্রহণ এবং তাঁহার উপাসনা না করিয়া কোনও চিকিৎসা কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতেন না। চিকিৎসালয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডোরা সকল রোগীকে একত্র করিয়া উপাসনা করিতেন, এবং তাহাদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন। যে রোগী উদ্ধতভাবে উপাসনার ব্যাঘাত জন্মাইত, ডোরা তাহারই মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতেন এবং যাহাতে তাহার দুর্ব্বুদ্ধি যায়, তদর্থে তাহাকে

অধিক যত্নের সহিত সেবা করিতেন। সমস্ত দিনই ডোরা রোগীর পরিচর্য্যার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। কিসে তাহার শরীর সুস্থ থাকিবে কিসে সে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নত হইবে, ডোরা সমস্ত দিন তাহার আয়োজনেই কাটাইতেন। রাত্রিতেও ডোরার বিশ্রাম ছিল না; এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, ডোরা দ্বিপ্রহর রজনীতে কোন সন্দেহবাদী রোগীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া নতজানু হইয়া রোগীর স্বাস্থ্য ও সুমতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। ক্রমে এমন সময় আসিল যখন ওয়ালসালে সকলেই ডোরার চিকিৎসাকে তাহাদের রোগ হইতে মুক্তির এক মাত্র অব্যর্থ উপায় বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ডোরাও সকলকে আপন ভ্রাতা ও ভগিনী, পুত্র ও কন্যা বলিয়া মনে করিতেন। তিনি রোগীদিগের সকলকেই এক একটী মিষ্ট নাম দিয়াছিলেন, এবং সকলকেই সমানভাবে আদর করিতেন। দিন রাত পরিশ্রম করিয়া তিনি কখন আহার করিতেন, কখন নিদ্রা যাইতেন, তাহার কিছুই স্থির ছিল না। যাহা হউক, প্রাতঃকালে উঠিয়া ভগিনী ডোরা চিকিৎসালয়ে আসিতেন এবং তাঁহার 'চার্ল্‌স্‌ রাজা' 'কেলে' তাঁহার 'হাতমোটা,' প্রভৃতি তাঁহার ভালবাসার পাত্রগণকে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিতেন। যদি কোন রোগী মনে করিল, তাহার প্রতি যথোচিত যত্ন দেখান হইতেছে না (যদিও প্রায় কেহই এইরূপ মনে করিত না) তাহা হইলে সে রাত্রি আর ডোরা নিদ্রা যাইতেন না। অবিশ্রান্ত রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত রজনী প্রাণপণে রোগীর সেবা করিতেন। এইরূপে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া বার বার রোগাক্রান্ত হইয়াও ডোরা তাঁহার সুদৃঢ় ও সবল শরীরের সহায়তায় বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ওয়াল্‌সাল নগরে কয়েকজন ধর্ম্মপ্রচারক বক্তৃতা দ্বারা আপামরসাধারণ সকলের নিকট এই সত্য প্রচার করেন যে প্রত্যেক সাধুব্যক্তিই ঈশ্বরের প্রচারক; প্রত্যেকেই যদি চেষ্টা করিয়া অন্ততঃ একটী আত্মার সদ্গতির উপায় করিতে পারেন, তাহা হইলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। ভগিনী ডোরার হৃদয়ের নিভৃতস্থান হইতে এই উপদেশ বাক্যের প্রতিধ্বনি উঠিল। ঈশ্বরের পরিচারিকা হইয়া

ডোরা পাপী ধরিতে বাহির হইলেন। চিকিৎসালয়ে স্থায়ী রোগী এবং প্রাত্যহিক বাহিরের রোগী, নগরের দরিদ্ররোগী, এ সকলের শুশ্রূষা করিতে অত্যন্ত অধিক সময় যাইত, তাহার পর স্বতঃগৃহীত প্রচারকার্য্যের ভার—ডোরা ঈশ্বরকৃপায় সকলই যুগপৎ সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এ ওয়াল্‌সাল নগরবাসীরা এই সময় ডোরাকে তাহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ একখানি গাড়ি ও একটী ঘোটক প্রদান করেন। ইহাতে ডোরার কার্য্যের কিছু সুবিধা হয়। আজও ডোরার মূর্ত্তি ওয়ালসালবাসীর হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ওয়াল্‌সালনগরবাসীরা বিস্ময়ে ও ভক্তিতে পরিপূরিত হইয়া স্মরণ করিবে, কেমন করিয়া জগৎ নিস্তব্ধ হইলে ঘোর নিশীথসময়ে একমাত্র অসহায়া রমণী ধর্ম্মপুস্তক হস্তে লইয়া এবং ধর্ম্ম-বীরত্বে হৃদয় পূর্ণ করিয়া ওয়াল্‌সালের নিশাচর পুরুষ এবং নিশাচরী রমণীদিগকে সেই অনন্তকরুণাময় দেবতার নাম শিক্ষা দিতে যাইতেন; আজও ওয়ালসালবাসীরা আশ্চর্য্যে বলিয়া থাকে এবং সুদীর্ঘকাল বলিবে কি অটল সাহসে ডোরা ঈশ্বরের কার্য্যে খাটিয়া খাটিয়া ঘুরিতেন এবং পবিত্র জীবনের তেজে দাম্ভিক পাপিষ্ঠদিগের দম্ভ চূর্ণ করিয়া পৃথ্বীতলে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার মহিমা পরিকীর্ত্তিত দেখিবার প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার একজন বন্ধু,—জনৈক ভদ্রমহিলা—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'আপনি কেমন করিয়া এই সকল নরকের কীট-দিগের সহিত এত দীর্ঘকাল বাস করেন। ডোরা তদুত্তরে এই বলিলেন "আমি যখন উহাদের চক্ষু দিয়া দেখি এবং উহাদের মন দিয়া সকল পদার্থের বিচার করি, সংক্ষেপতঃ যখন ঠিক উহাদের অবস্থায় আপনাকে অবস্থিত কল্পনা করি, তখন জগৎ অন্ধকারময় বোধ হয়, প্রাণের বাঁধন ছিঁড়িয়া প্রার্থনাধ্বনি আপনাহইতে উত্থিত হয়, ঈশ্বর আপনি শিখাইয়া দেন, উহাদের উন্নতির জন্য কিরূপ কথা বলা আবশ্যক।"

গৃহ-লক্ষ্মী।

কালের প্রভাব অনতিক্রমণীয়। মহাকালের মহিমার নিকট সকলেরই মস্তক অবনত। কাল কাহারই সম্মান করে না, কালে দৈববাণীও বন্ধ্যা হইয়া যায়। এক কালে লক্ষ্মী স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনি মন্ত্রবিদ্যোপজীবী, গ্রামযাজী, চিকিৎসক, সূপকার এবং দেবলের ঘরে গমন করেন না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে চিকিৎসকগণকে "লক্ষ্মীছাড়া" বলিতে কাহার সাহস হয় না; বরং অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, এখন সমস্ত দেশকে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া গৃহলক্ষ্মী চিকিৎসকের ঘরেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী স্থলান্তরে বলিয়াছেন, যিনি ক্রোধ বশতঃ বিবাহ এবং ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত করেন এবং স্ত্রী-সঙ্গিনী হইয়া দিবাভাগে বিহারাদি করেন, তিনি তাঁহাদিগের ঘরে গমন করেন না। লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠবাসিনী মহাদেবী, তাঁহার সকল কথাই শোভা পায়। কিন্তু যে কালে বিবাহ ভারতীয় সমাজের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই আর্য্যকুলহিতৈষিণী লক্ষ্মীদেবী ভারতবর্ষে আর্য্যবংশ বৃদ্ধির জন্য বিবাহের বিঘ্নকারীকে দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু এখন ভারতে সে সময় নাই, এখন আর্য্যবংশ হ্রাসের প্রয়োজন হইয়াছে। কেননা, আমরা দেবীর সাবেক আইনের মর্ম্মানুসারে পৈতৃক নিকর বাস্তু বন্ধক দিয়া কিম্বা বিক্রয় করিয়া গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে আনিতেছি এবং অর্থাভাবে সন্তানগণকে প্রতিপালন করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে চিরকালের তরে মনুষ্যত্বে বঞ্চিত ঘরে ভিক্ষুক ও চোর ডাকাইতের সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা সমাজের অনিষ্ট সাধন করিতেছি। যাহারা পিতা মাতার অসংস্কৃতি নিবন্ধন মনুষ্যের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ, স্বাস্থ্য ও পৃথিবীর অন্যান্য সৌভাগ্যভোগে বঞ্চিত থাকে, তাহাদিগের জন্ম না হওয়াই ভাল। এই জন্য আমাদের নিতান্ত প্রার্থনা যে, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাঁহার ব্যবস্থার একটু সংশোধন করিয়া দেন; অর্থাৎ "যে ব্যক্তি হীনাবস্থায় বিবাহ করিবে এবং যে ঐরূপ বিবাহ ভাঙ্গিয়া না দিবে, তিনি তাহার ঘরে যাইবেন না।" যদিও এদেশে ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যাহ্নে আফিস, আদালত কল কারবার

প্রচলিত হওয়ায় দিবাভাগে স্ত্রী-সঙ্গিনী, ইত্যাদি ধারা প্রায় নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে,—তথাপি হলি ডে ও রবিবারাদির জন্যও ধারাটী বলবৎ থাকাই উচিত।

লক্ষ্মী বলেন, "মাটির পৃথিবীতে ক্ষণভঙ্গুর-দেহ যে সকল মানুষ বাস করে, তাহারা কোন্ ছার! যদি আমার প্রাণাধিক স্বয়ং চক্রপাণি প্রাতঃ-কালে শয্যাত্যাগ করিয়া অঙ্গার চূর্ণ কিম্বা প্রাদেশ-পরিমিত তরুশাখা দ্বারা দন্ত মার্জ্জন না করেন, মলিন বস্ত্র পরিধান করেন, রাশি রাশি আহার করেন, সকলকেই নিষ্ঠুর বাক্য বলেন, সূর্য্যোদয়ে ও অস্তকালে শয়ন করিয়া থাকেন, তবে আমি তাঁহাকেও ত্যাগ করি।" লক্ষ্মী ঠাকুরাণী যেরূপ খর মেজাজের লোক, তাহাতে সকলই সম্ভবে। আমরা জানি, কেহ কেহ হেয়ারব্রুসে একটু চা খড়ি চূর্ণ মাখাইয়া দন্ত মার্জ্জন করেন, নৈশ গ্লানি দূরীকরণার্থ এত অধিক নিদ্রাভোগ করিয়া থাকেন যে, জন্মাব-চ্ছিন্নে কখন সূর্য্যোদয় দর্শন করিয়াছেন কি না সন্দেহ; বাক্য দ্বারা এমন অমৃত বর্ষণ করেন যে, ভৃত্য বা অনুগতবর্গ সম্মুখে আসিতে ভয় পায়, তাঁহারা এই আচরণগুলি স্ব স্ব গৃহলক্ষ্মী দ্বারা পাস্ করাইয়া রাখিবেন। তাঁহারা যদি বলেন, ইহাতে কোন দোষ নাই, তবে কোন ভয়ও নাই। আর ঐ সকল ব্যবহারের কোন অংশে যদি গৃহলক্ষ্মী-গণের কিছুমাত্র অসন্তোষ থাকে, তবেই বিভ্রাট্! লক্ষ্মী চঞ্চলা হইলে আজিকার সুখ-সৌভাগ্য কল্য পথের ধূলিবৎ কোথায় উড়িয়া যাইতে পারে।

যিনি নিজ চরণ ও মস্তক উত্তমরূপে ধৌত করেন, যাঁহার গৃহিণী শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্য দ্বারা গৃহের শোভা বৃদ্ধি করেন, যিনি অল্পাহারে তুষ্ট থাকেন, শয়নকালে পরিহিত বসন ত্যাগ ও পর্ব্বরজনীতে স্ত্রীর সেবা গ্রহণ করেন না; তিনি চিরকাল লক্ষ্মীছাড়া হইলেও তাঁহার প্রতি গৃহলক্ষ্মীর কৃপা হয়। যে সকল গৃহিণীর শারীরিক সৌন্দর্য্য তাদৃশ অধিক নহে, তাঁহারা যেন উপরিউক্ত বচন দ্বারা ক্ষুব্ধ না হয়েন; কেননা শারীরিক সৌন্দর্য্য জন্য কেহ দায়ী নহে, মানসিক উৎকর্ষ জন্য প্রত্যেকে দায়ী; অতএব তাঁহারা মানসিক সৌন্দর্য্য-সাধন করিয়া স্ব স্ব দায়িত্ব ঘুচাইয়া রাখিবেন।

নরকুল-হিতৈষিণী নারায়ণী আমাদিগের মঙ্গলের জন্য কত বাক্যই ব্যয় করিয়াছেন। আমরা যদি সস্ত্রীক হইয়া তাঁহার আদেশ পালনরূপ ব্রত সাঙ্গ করি, তবে আমাদের কিসের ভাবনা? তিনি বলিয়াছেন, "প্রিয়ম্বদ, বৃদ্ধোপসেবী, মিতবাক্, লঘুহস্ত, কার্য্যকুশল, ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্যা ও বিনয়াবনত, পরোপতাপবিরত, গর্ব্বশূন্য, প্রেমিক, স্নান-বিলম্বী, দ্রুতভোক্তা, সত্য-শৌচ-ত্যাগ-শীল পুরুষ আমার অতিশয় প্রিয়।" ইঁহার কোন কথাটীই নয় বলিবার নহে। কিন্তু কালসহকারে মানুষ এতই পাষণ্ড হইয়া যাইতেছে যে দৈববাণীরও খুঁত কাড়ে। কেহ বলেন ১৫ মিনিটের অধিক জলে থাকা উচিত নহে এবং দ্রুত আহার করিলে খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে লালার সহিত মিলিত না হওয়ায় পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে। এখন আমরা কি করি? "চিরং স্নাতি দ্রুতং ভুঙ্‌ক্তে" এই দৈব ভাষায় লিখিত দৈববাণী বিশ্বাস করিব, না শবব্যবচ্ছেদী অপবিত্রদেহ শারীর-বিজ্ঞানবিদের কথা শুনিব? এ মামলাও গৃহলক্ষ্মীর এজলাসে দায়ের করিলাম, তাঁহার বিচারই শিরোধার্য্য।

জীবরাজ্য ও তাহার বিস্তার।

পুরাতন ও নূতন মহাদেশ তুলনা করিলে জীব সংস্থান বিষয়ে অনেক তারতম্য দেখা যায়। প্রথমোক্ত মহাদেশে বৃহৎকায় ও সুন্দরাকৃতি জন্তুদিগের বাস, শেষোক্ত মহাদেশে সেই এক জাতীয় জন্তুই যেন শাপভ্রষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও কুৎসিৎ আকারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। ভূগর্ভ খনন করিয়া আমেরিকা হইতে মিগাথিরিয়ম, শ্লথ, আর্ম্মাডিলো প্রভৃতি বৃহদায়তন জন্তুর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা আকৃতিতে হস্তী গণ্ডার অপেক্ষাও বৃহৎ। বুনস আইরিসের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেও বিশাল-দেহ চতুষ্পদ সকলের অস্থি বাহির হইয়াছে। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে এক সময়ে আসিয়া ও আফ্রিকার অরণ্যচারী বৃহৎ জীবদিগের সমতুল্য বা তদপেক্ষা বৃহত্তর জন্তু সকল আমেরিকার পৃষ্ঠে বিচরণ করিত, এক্ষণে তাহাদিগের দেহাবশেষ মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।

উষ্ণপ্রধানতম হইতে হিমপ্রধানতম স্থান পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিলে দেখা যায়, এমন অনেক জন্তু আছে যাহারা শীত বা গ্রীষ্মের একশেষ সহ্য করিয়া থাকে এবং তাহারা বন্য বা পোষিত উভয় অবস্থাতেই প্রায় সর্ব্বস্থানে দৃষ্ট হয়। গ্রাম্য কুকুর জাতীয় জন্তু সকল বন্য অবস্থায় ভারতবর্ষ, সুমাত্রা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলুচিস্থান, পেটোগিয়া, নিউবিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য স্থান এবং উভয় আমেরিকা খণ্ডেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পোষা কুকুর মানুষের বিশ্বস্ত সহচর এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই বাস ও বিচরণ করিতে সমর্থ। প্রাচীন মহাদেশের সমমণ্ডল (Temperate Zone) গোজাতির আদিম বাসভূমি। কিন্তু গোজাতি উত্তর হিমবৃত্তের অন্তবর্ত্তী লাপলাণ্ডে গিয়াছে এবং স্পেনীয়দিগের সহিত দক্ষিণ আমেরিকায় বিস্তৃত হইয়াছে। অশ্বও গোজাতির ন্যায় পুরাতন মহাদেশের সমমণ্ডল নিবাসী, কিন্তু ইহাও হিমপ্রধান আইসলণ্ড, জনশূন্য পাটাগোনিয়াতে বাস করে এবং বন্য অবস্থায় অরিনোকো নদীতীরে পালে পালে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্যের হস্তে পড়িয়া এবং মনুষ্যের অভীষ্ট সাধন করিতে গিয়া সময় সময় ইতর জন্তুদিগকে যে ক্লেশভোগ করিতে হয়, অশ্ব তাহার প্রমাণ। ভূমণ্ডল পর্য্যটক হম্‌বোলড আমেরিকা পর্য্যটনকারী বন্য অশ্বদিগের শোচনীয় অবস্থার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

বর্ষাকালে সাবানাতে যে সকল অশ্ব বিচরণ করে, তাহারা যদি লানোসের উচ্চ-ভূমিতে পৌঁছিবার সময় না পায়, নদীর প্লাবনে দলে দলে জলমগ্ন হইয়া মরিয়া যায়। তরঙ্গের উপরে তৃণের যে সকল অগ্রভাগ জাগিয়া থাকে, ঘোটকী সকল বৎস সমভিব্যাহারে ভাসিতে ভাসিতে তাহাই ভক্ষণ করিতে থাকে। এই অবস্থায় কুম্ভীরেরা তাহাদিগের অনুসরণ করে। তাহাদিগের জঙ্ঘাতে এই ভীষণ জন্তুদিগের দশনাঘাত চিহ্ন অনেক সময় দেখা যায়। অধিক জল কুম্ভীরময়, নির্জ্জলস্থান এককালে মরু-প্রান্তর, এই উভয় সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবার জন্য আমেরিকার গো, অশ্ব ও অশ্বতর কর্দ্দমময় জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে। দিনে রাত্রে আবার ক্ষুদ্র জাতীয় শত্রু ভয়ে ইহাদিগকে সশঙ্কিত থাকিতে হয়। দিনের বেলা ডাঁশ মশা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া আক্রমণ করে, রাত্রে বৃহৎজাতীয় বাদুড়

সকল তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশে নখর বিদ্ধ করিয়া ঝুলিতে থাকে। এই নখরাঘাতে যে ক্ষত হয়, তাহাতে এক প্রকার বিষাক্ত কীট জন্মে এবং তদ্দ্বারা অনেকের প্রাণ বিয়োগ হয়। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় অশ্বতর সকল এক প্রকার কণ্টক বৃক্ষ দন্তদ্বারা চিরিয়া তাহার রসপানে তৃষ্ণা নিবারণ করে। জল-প্লাবনের সময়ে ইহাদিগকে আবার কুম্ভীর সর্প প্রভৃতি শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হইয়া জলরাজ্যে বাস করিতে হয়। প্রকৃতির তথাপি এমনি কৌশল যে এত বিপদ ও সঙ্কটের মধ্যেও এই জীবদিগের বংশ রক্ষাপায়। জলোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইলে মাঠ সকল একপ্রকার সুগন্ধি তৃণে পরিপূর্ণ হয়, বিপদুত্তীর্ণ জন্তু সকল পরমানন্দে তাহা উপভোগ করিতে থাকে। আমেরিকার অশ্বেরা যে বন্য অবস্থাপন্ন হইল, মনুষ্যই তাহার কারণ। লাপলাণ্ডের প্রথম উপনিবেশীগণ ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ৭২ টী ঘোটক লইয়া তথায় উপনীত হন, উপনিবেশ স্থান অল্পদিন পরিত্যাগ করিতে হওয়াতে তাঁহারা ঘোটক সকল পরিত্যাগ করিয়া যান। সেই ঘোটকেরা বন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ৪৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৮০ সালে তাহারা মাগেলান প্রণালী পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

গর্দ্দভ যদিও অত্যন্ত সহিষ্ণু জীব, কিন্তু ঘোটকের ন্যায় শীতাধিক্য সহ্য করিতে পারে না। সমমণ্ডলের উত্তর ভাগে অর্থাৎ ২০ হইতে ৪০ অক্ষাংশ মধ্যে গর্দ্দভ সুখে বাস করিতে পারে। ৬০ অক্ষাংশের পরে ইহার বংশবৃদ্ধি হয় না এবং ৫২ অক্ষাংশ পরে ইহা হীনদশা প্রাপ্ত হয়। মেষ ও ছাগজাতি বহুতর স্থানে বিক্ষিপ্ত, ইহারা শীত ও গ্রীষ্মের আধিক্য সহ্য করিতে পারে। জিমারম্যানের মতে মেষের আদিম জাতি উত্তর মহাদেশের পার্ব্বত্য ভূমিতে বাস করিতেছে এবং ছাগের আদিমজাতি ইউরোপ খণ্ডের উন্নত ভাগে বসতি করে। ৬৪ অক্ষাংশের নিম্নে প্রাচীন মহাদেশের সর্ব্বত্র শূকর দেখা যায়, ভারতমহাসাগরের দ্বীপসমূহে মালয়জাতি ইহাদিগকে পালন করিয়া থাকে। নূতন মহাদেশে আনীত হইয়া শূকরেরা ৫৩ উত্তর অক্ষাংশ হইতে পাটাগোনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। আমেরিকা ও ওসানিয়াতে পূর্ব্বে বিড়ালের নাম গন্ধ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই ইহার বংশ বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ বন্য জন্তুর মধ্যে

শৃগাল, খরগোষ, কাটবিড়াল ও আরমিন বিড়াল অধিক স্থানব্যাপী, কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়। দূরবর্ত্তী কোন দুই দেশে ইহাদিগের দুইজাতির সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না।

বঙ্গদেশের শিক্ষাবিবরণ ও স্ত্রীশিক্ষা।

(১৮৮০—৮১ স)

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের গতবর্ষের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে এদেশে সাধারণতঃ শিক্ষা সম্বন্ধে যে দিন দিন উন্নতি হইতেছে, ইহা অবগত হইয়া আহ্লাদিত ও আশান্বিত হওয়া যায়। লোক সংখ্যাগণনানুসারে বঙ্গদেশে অধিবাসীর সংখ্যা ৬ কোটী ৮০ লক্ষ, ইহার প্রায় অর্দ্ধাংশ পুরুষ ও অর্দ্ধাংশ স্ত্রীলোক। ডিরেক্টর সাহেব স্কুলে যাইবার যোগ্য বালক সংখ্যা ৫১ লক্ষ ধরিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে প্রত্যেক ৬জন এরূপ বালকের ১জন শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, কারণ গতবর্ষে ছাত্রসংখ্যা ৮, ৯ ৩, ৯ ৪ ১ হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা যে হীনতর হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, শিক্ষালাভ যোগ্য দেড়শত বালিকার ১জন মাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি বৎসর বৎসর এ বিষয়েও উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। নানাবিধ বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রী সংখ্যা পূর্ব্ববর্ষে ২৮, ২২৫ ছিল, তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ৩৪৬২০ হইয়াছে। বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যাও গতবর্ষে ১৭১টী বাড়িয়াছে। গতবর্ষে মোটে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮১৩১টী এবং ছাত্র সংখ্যা ১, ০ ৯, ৪৫৯ বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৮৭৭ সাল হইতে এপর্য্যন্ত চারি বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়সংখ্যা দ্বিগুণিত এবং ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৭০ বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। আর একটী আনন্দের সংবাদ এই দেশবাসিগণ বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহনে দিন দিন অধিক অগ্রসর হইতেছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেন্টকে শতকরা প্রায় ১৮ টাকা শিক্ষার্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল, পর

বর্ষে ৪৬ টাকা হয়, এবং গত বর্ষে তাহা কমিয়া ৪০ টাকা মাত্র হইয়াছে। এই সঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর স্বাধীন (Private) বিদ্যালয় সকলের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল। ১৮৮০ ডিসেম্বরে যে প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে ১১৮৪ জন এবং প্রথম আর্ট পরীক্ষায় ৩২০ জন উত্তীর্ণ হয়। ১৮৮১ জানুয়ারির বি, এ, পরীক্ষায় ১২৬ এবং অনর ও এম, এ, পরীক্ষায় ২৯ জন এবং বি এল, পরীক্ষায় ৩৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। মেডিকাল কলেজের প্রথম এম, বি, ও এল, এম, এস পরীক্ষায় ১১ জন এবং শেষ পরীক্ষার ২৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দেশীয় ধাত্রী ৮ জন ধাত্রী-বিদ্যায় পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। এই সকল দেখিয়া সাধারণতঃ পরীক্ষার ফল বৎসর বৎসর অধিক আশাপ্রদ বোধ হইতেছে। দেশীয় ধাত্রীশ্রেণীর উন্নতি দ্বারা এক দিকে যেমন স্ত্রীলোকদিগের উপার্জনের একটী পথ হইতেছে, অন্যদিকে উৎকৃষ্ট ধাত্রী প্রস্তুত হইয়া দেশের একটী মহৎ অভাব পূর্ণ করিতেছে।

আমরা এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় বিবরণের আলোচনা করিব। আমরা গত বৎসর যে অনুযোগ করিয়াছিলাম, এ বৎসর তাহার অধিক কারণ দেখিতে পাই না। প্রত্যেক জেলা সম্বন্ধে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা এবং সাধারণতঃ স্ত্রীশিক্ষা অবস্থা উভয়ই বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ষে গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীবিদ্যালয় দুটী ছিল, তাহাই আছে, ছাত্রীসংখ্যা ২৫১ হইতে ৩০৭ হইয়াছে। সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ৫৯৫ হইতে ৭৩১ হইয়াছে, তাহার ছাত্রীসংখ্যাও ১২৯৫৪ হইতে ১৫৮৭৯ দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন বিদ্যালয় সকলের উন্নতিও আনন্দকর, ৬০টী বিদ্যালয় স্থলে ১০৭ এবং ২০২৫ ছাত্রীসংখ্যা স্থলে ৩৬০৭ হইয়াছে। ইহাদ্বারা দেখা যায় বিদ্যালয় সংখ্যা মোটে ৮৪০টী এবং তাহাদের ছাত্রীসংখ্যা ১৯৭৬৩ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বালকবিদ্যালয়ে ১৩,৪৫৫টী বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছে। এইরূপ বালিকার সংখ্যা পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি না হইয়া বরং প্রায় ২০০ কমিয়াছে, ইহার কারণ ডিরেক্টর সাহেব কিছু উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু ইহা অনুসন্ধান-যোগ্য।

স্ত্রীবিদ্যালয় সকলের মধ্যে বেথুন স্কুল শীর্ষস্থানীয়। ইহা হইতে ৩টী বালিকা প্রবেশিকা এবং একটী এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকায়

১ম বিভাগে একটী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়া ২০ টাকার ছাত্রীবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেথুন স্কুলে বি, এ, শ্রেণী খুলিয়া দুইটী ছাত্রী তাহাতে অধ্যয়ন করিতেছেন, ইহার অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পরিচয় আর কি হইতে পারে? দুঃখের বিষয় বেথুন স্কুলের এতাদৃশ সুফল হইয়াও ইহার ছাত্রী সংখ্যার বৃদ্ধি নাই— মোটে ১০৯টী মাত্র। গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় বালিকাবিদ্যালয় ঢাকার ইডেন স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ১৯৭টী। নিম্ন বালিকা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ইহার ৪টী ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে। উহাতে উচ্চশিক্ষার প্রবর্ত্তন আমরা দেখিতে চাই। উচ্চশিক্ষা বিষয়ে বেথুন স্কুলের নিম্নে ফ্রি চার্চ্চ নর্ম্মাল স্কুল, ইহা হইতেও একটী ছাত্রী এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের মোট ব্যয় ২, ৬১,০০০ টাকা। কলিকাতায় আমেরিকা, চার্চমিসন, স্কটলণ্ডীয় চর্চ্চ ও ফ্রিচর্চ্চ মিসন এই চারিটী খৃষ্টীয় সম্প্রদায় অন্তঃপুরিকা, নর্ম্মালস্কুলের শিক্ষয়িত্রী এবং অনাথদিগের শিক্ষা বিধানার্থ প্রায় ১৮০০ টাকা মাসিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন খৃষ্টীয় কয়েকটী সম্প্রদায় ৯টী বিভিন্ন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া মাসে ২৬৯ টাকা গবর্ণমেণ্ট সাহায্য লইয়াছেন। মিসনরীগণ স্ত্রীশিক্ষার্থ অগ্রসর হইয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট মুক্তহস্তে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, ইহা অবশ্য আনন্দের বিষয়, কিন্তু ইহাদিগের দ্বারা কার্য্য কিরূপ হইতেছে এখনও জানিতে পারা যাইতেছে না।

প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৩ বৎসর পূর্ব্বে বালিকাবিদ্যালয় ৮৬ ও বালিকা সংখ্যা ৪৬১০ ছিল, এ বৎসর বিদ্যালয় ১৭৩ এবং বালিকা ৮০২৬ হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যে সাধারণের যত্ন বাড়িতেছে, তাহা এই প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। ২৪ পরগণায় পূর্ব্ববর্ষে ছাত্রীসংখ্যা ৯৭১ ছিল, গত বর্ষে ১৭৮৫ অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত আহ্লাদকর। নিম্ন বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ২টী উত্তীর্ণ হইয়াছে। নদিয়াতে ছাত্রীসংখ্যা আরও অধিক— ২২০৩ জন, ইহাদিগের মধ্যে ২টী নিম্ন বাঙ্গালা এবং ৫টী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অনেকগুলি দেশীয় খৃষ্টান এবং কয়েকটী মুসলমান ছাত্রী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। যশোহরে ছাত্রী সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। "যশোহর ইউনিয়ন" নামক সভার যত্নে যে অনেক সুফল ফলিতেছে, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। মুরশিদাবাদে

স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত হীন। যাহাহউক তথাহইতে নিম্ন বাঙ্গালা পরীক্ষায় একটী ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাবড়া, বঙ্গদেশের এই কয়েক স্থান স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত। উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সহকারিতা এই উন্নতির প্রধান কারণ। গতবর্ষে এই সভার অধীনে ৬৫টী বালিকা পরীক্ষা দেয়। অন্তঃপুর পরীক্ষার্থিনী ৩ জনের মধ্যে ২ জন উত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক লাভ করিয়াছে। শেষ বর্ষের বৃত্তি পরীক্ষায় ৫ জনের মধ্যে ৪ জন, উচ্চতর বৃত্তি পরীক্ষায় ১৩ জনের মধ্যে ৬ জন, নিম্নতর বৃত্তি পরীক্ষায় ৪৪ জনের মধ্যে ২১ জন উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ৩ জন উচ্চতর এবং ১২ জন নিম্নতর বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু বৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। বাঁকুড়ার একটী মুসলমান বালিকা একটী নিম্নতর বৃত্তি পাইয়াছে, ইহা নূতন ঘটনা।

রাজসাহী বিভাগে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা যার পর নাই শোচনীয়। ডিরেক্টর দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, এখানে এমন একটীও বিদ্যালয় নাই যে কোনপ্রকার বৃত্তি পরীক্ষায় ছাত্রী প্রেরণ করিতে পারে। অন্যান্য স্থানের মাজিষ্ট্রেটদিগের স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহ দানের পরিচয় পাওয়া যায়, এ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সে দিকে দৃষ্টি আছে কি না জানিতে পারিলাম না।

ঢাকা বিভাগে স্ত্রীশিক্ষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। ইডেন বিদ্যা-লয়ের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। বিক্রমপুর, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানার্থ অনেকগুলি হিতকরী সভা হইয়াছে এবং তাহাদ্বারা স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ সাহায্য হইতেছে। শিক্ষা রিপোর্টে ইহাদিগের উল্লেখ না দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ঢাকা জেলায় নিম্নবাঙ্গালা বৃত্তি পরীক্ষায় ১টী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রাইমারী পরীক্ষায় ৮০ জন উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ৬৯ জন উত্তীর্ণ এবং ৫৪ জন ১ম, ১০জন ২য় ও ৫জন ৩য় বিভাগে স্থাপিত হইয়াছে। ফরিদপুরে ৬টী বালিকা প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১টী বালিকা স্বয়ং একটী পাঠশালা খুলিয়াছে, এরূপ সদ্দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় নাই। বাকরগঞ্জে ১টী বালিকা মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রাইমারী

পরীক্ষায় ৯টী উত্তীর্ণ, তন্মধ্যে ৭টী ১ম, ও এক একটী ২য় ও ৩য় বিভাগে স্থাপিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার ১টী নিম্ন বাঙ্গালায় ও ১টী প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি অনেকটা সন্তোষকর। স্কুলের সংখ্যা ১০৩ হইতে ১৩০ এবং বালিকা সংখ্যা ২৯২০ হইতে ২৮৩৮ হইয়াছে। এই উন্নতির অধিকাংশ ত্রিপুরা ও নোয়াখালিতে, চট্টগ্রামে বালিকা সংখ্যা ৪টী মাত্র বাড়িয়াছে। কমিল্লার ফৈজিন্নুসা বিদ্যালয় ইডেন স্কুলের নিম্নে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাহইতে মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তিতে ১জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রাইমারী পরীক্ষায় এ জেলা হইতে ২১টী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। চট্টগ্রামে ৯টী বালিকা বিদ্যালয়ে ১৮০টী ছাত্রী। প্রাইমারী পরীক্ষায় ৭জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ২টী ১ম শ্রেণী ও ১টী ৩য় বিভাগে স্থাপিত হইয়াছে। নোয়াখালিতে ২২টী বালিকা বিদ্যালয়, প্রাইমারী পরীক্ষায় ৫টী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পাটনা বিভাগে ২২৯ হইতে বালিকা বিদ্যালয় সংখ্যা ২৬৫ হইয়াছে। বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ৯০০ হইতে ১৮৭০ হইয়াছে, ইহার মধ্যে এক দরভাঙ্গার ছাত্রীসংখ্যা ১৬৮০, ইহা আশার অতীত বলিতে হইবে।

ভাগলপুর বিভাগে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পরিবর্ত্তে হীনাবস্থাই দৃষ্ট হয়। ছাত্রী সংখ্যা পূর্ব্ববৎসরে ৭২৭ ছিল, ৬৪০ হইয়াছে। ১টী নিম্ন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ছোটনাগপুরে ৫০০ ছাত্রী শিক্ষা করিতেছে।

উড়িষ্যার ছাত্রীসংখ্যা ৮২১ ছিল, ৮৮৩ হইয়াছে। বালেশ্বরে ১টী বালিকা নিম্ন বাঙ্গালা ও ৬টী প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বালেশ্বর কটক ও পুরীতে ক্রমান্বয় ২৫৫, ১৪৪, ও ৩০টী পাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ইনস্পেকট্রেস বিবী হুইলারের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে অন্তঃপুরে ১৯৪৩টী স্ত্রীলোক শিক্ষা লাভ করিতেছেন। কয়েকটী খৃষ্টীয় সভার নিযুক্ত শিক্ষয়িত্রী দ্বারা ইঁহাদিগের শিক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে, ইঁহাদের শিক্ষার অবস্থা অতি হীন বলিতে হইবে। ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা করিতেছেন, শিক্ষা বিবরণে তাহার উল্লেখ হওয়া উচিত ছিল।

আমেরিকা আবিষ্কার।

(২০৫ সংখ্যা, ৩০৩ পৃষ্ঠার পর)

পর্টুগীজদিগের দ্বারা নূতন নূতন দেশাবিষ্কারের কথা শুনিয়া নানা দেশীয় নাবিকগণ তাহাদের জাহাজে কার্য্য করিবার জন্য পর্টুগালে আসিয়াছিল। জেনোয়া রাজ্যের অধিবাসী ক্রিষ্টফার কলম্বস্ তাহাদের মধ্যে এক জন। তাঁহার জন্মের স্থান ও কাল বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে তিনি সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ নানা দুর্ঘটনাবশতঃ অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়েন এবং জীবন-যাত্রার জন্য নাবিকের কার্য্য আরম্ভ করেন। কলম্বসের বাল্যশিক্ষা তদনুরূপই হইয়াছিল। একেত নাবিকের কার্য্যের দিকে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, তাহাতে আবার শিক্ষার সাহায্য ও গুরুজনের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত। তিনি এত উৎসাহ ও যত্নের সহিত ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন যে অতি অল্প কালের মধ্যে তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এইরূপে শিক্ষিত হইয়া তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার ভবিষ্যৎ খ্যাতির মূলস্বরূপ নাবিকের জীবন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্বদেশীয় নাবিকগণ ভূমধ্য সাগরের যে সকল বন্দরে গতিবিধি করিত, তিনি প্রথম প্রথম কেবল সেই সকল স্থানেই গমন করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় এত সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে বদ্ধ হইয়া অধিক দিন থাকিতে পারিল না। তিনি আরও অধিক দূর গমন করিতে প্রয়াসী হইয়া আইসলণ্ড যাত্রা করিলেন ও তাহার উপকূল ভাগ পরিদর্শন করতঃ তাহার উত্তরে কিয়দ্দূর গমন করিলেন। এই যাত্রায় তাঁহার ধনবৃদ্ধি হয় নাই বটে, কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ হইয়াছিল ও কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। এই যাত্রা হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি স্ববংশীয় কলম্বস্ নামা এক জন বিখ্যাত নাবিকের অধীনে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নিকট তিনি অনেক দিন কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সাহস ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয়

দিয়াছিলেন। একদা পর্টুগালের নিকট কতকগুলি দিনামার পোতের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি যে পোতে ছিলেন তাহাতে অগ্নি লাগিয়া যায়। কলম্বস্ সেই সময় জীবন রক্ষার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন এবং একটী দাঁড় অবলম্বন করিয়া তিন ক্রোশ সন্তরণের পর কূলে উপনীত হইলেন।

কিয়দ্দিবস বিশ্রামের পর তিনি লিস্‌বন যাত্রা করিলেন। এখানে তাঁহার স্বদেশীয় অনেক নাবিক অবস্থিতি করিতেন। তাঁহারা তাঁহার নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে তথায় বাস করিতে পরামর্শ দিলেন, কারণ সেখানে তাঁহার গুণের পরিচয় দিবার যথেষ্ট সুবিধা ছিল। তিনি তাঁহাদের কথায় সম্মত হইলেন ও একটী পর্টুগীজ মহিলাকে বিবাহ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই বিবাহে তাঁহার সমুদ্রযাত্রার কোন ব্যাঘাত হওয়া দূরে থাকুক বরং আরও সুবিধাই হইয়াছিল। যুবরাজ হেন্‌রি যে সকল বহুদর্শী নাবিককে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী তাঁহাদিগেরই এক জনের কন্যা। তাঁহার পিতাই মেদিরা ও পোর্টোস্যান্টো আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কলম্বস্ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও মানচিত্র সকল মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার ঐ সকল দেশ দেখিবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি মেদিরা, আজোর্স, কানেরি দ্বীপ ও গিনি উপনিবেশ সকলে গমন করিলেন এবং তথায় কয়েক বৎসর ধরিয়া বাণিজ্যে নিযুক্ত রহিলেন।

এই সকল দেশে গতি বিধি নিবন্ধন ক্রমে তাঁহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি ক্রমে ইউরোপের এক জন প্রধান নাবিক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কৌতূহল বৃত্তি ও চিন্তাশক্তি অতিশয় বলবতী ছিল। পর্টুগীজেরা যে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আবিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল ও যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তদ্বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যে আবিষ্কার কার্য্যের আরও উন্নতি করা যাইতে পারে, এবং আরও নূতন নূতন স্থান সকল আবিষ্কৃত হইতে পারে।

সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে যাওয়াই তখনকার লোকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বর্ড অন্তরীপ আবিষ্কারের পর হইতে অনবরত এই চেষ্টাই চলিতে

ছিল। কিন্তু আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল বেষ্টন করতঃ ভারতবর্ষে যাইবার আশায় ক্রমাগত দক্ষিণ মুখেই যাওয়া হইতেছিল। এই পথ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং যদিও পথ পাওয়া যায়, তথাপি সেই পথ অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে যাইতে এত সময় লাগিবার সম্ভাবনা, যে তাহা তখনকার লোকের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ও অনিশ্চিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নন্ অন্তরীপ হইতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক লাগিয়াছিল, অবশিষ্ট পথ বাহির করিতে আরও কত সময় লাগিবে তাহার স্থিরতা ছিল না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া কলম্বসের মনে হইতে লাগিল, পশ্চিমদিক্ দিয়া আরও সহজে ভারতবর্ষে যাওয়া যায় কি না। তাঁহার নিজের বহুকালসঞ্চিত জ্ঞান, প্রাচীনদিগের এতৎ সম্বন্ধে অনুমান, এবং তদানীন্তন নাবিকদিগের মত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে আটলাণ্টিক পার হইয়া যাত্রা করিলে ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন প্রদেশে নিশ্চয়ই উপস্থিত হওয়া যায়।

নানাযুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কলম্বস্ এই অশ্রুতপূর্ব্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় তখনকার লোকে জানিত এবং পৃথিবীর পরিমাণও কতক কতক স্থির হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট জানা গিয়াছিল যে তখন আসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার যে অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা পৃথিবীর অতি সামান্য অংশ। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মনে হইল যে পৃথিবীর অবশিষ্ট অনাবিষ্কৃত বিস্তীর্ণ অংশ যদি কেবল সমুদ্রজলে পরিপূর্ণ ও মনুষ্যবাসের অযোগ্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের জ্ঞান ও দয়ার খর্ব্বতা হয়। অবশ্যই সেখানে স্থল আছে, তাহা মনুষ্য ও জীবজন্তুতে পূর্ণ। তৃতীয়তঃ ইহাও সম্ভব যে একদিকে যেমন বিস্তীর্ণ স্থলভাগ আছে, তাহার সামঞ্জস্যের জন্য অপর দিকেও উপযুক্ত পরিমাণে স্থলভাগ আছে। পৃথিবীর আকার ও বিস্তার হইতে যে সিদ্ধান্ত স্থির হইল, তদানীন্তন লোকদের অনুমান তাহার সাহায্য করিল। একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক পশ্চিমদিকে অন্যান্য নাবিক অপেক্ষা অধিকদূরে গমন করিয়া ভাসমান একখণ্ড কাষ্ঠ পাইয়া দেখিল তাহাতে নানারূপ কারুকার্য্য রহিয়াছে। তখন পশ্চিম দিক্

হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, এইজন্য তাঁহার বিশ্বাস হইল যে তাহা আটলাণ্টিকের পর পারস্থ কোন অজ্ঞাত দেশ হইতে আসিয়াছে। কলম্বসের একজন আত্মীয়ও মেদিরা দ্বীপের নিকট সেইরূপ খোদিত একখণ্ড কাষ্ঠ পাইয়াছিলেন এবং তাহাও পশ্চিম বায়ুকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আসিয়াছিল। অনেকদিন পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইলে আজোর্স দ্বীপের উপকূলে অনেক উৎপাটিত বৃক্ষ আসিয়া লাগিত এবং একবার দুইজন মনুষ্যের মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের আকার ইউরোপ কি আফ্রিকার লোকের মত নহে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন প্রাচীন গ্রীক লেখকের ও ইউরোপের বিখ্যাত পর্য্যটক মার্কোপোলোর বর্ণনায় লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে ভারতবর্ষ পূর্ব্বদিকে বহুদূরবিস্তৃত। ইহাহইতে কলম্বস্ এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে পৃথিবী যখন গোলাকার তখন অবশ্যই ভারতবর্ষ যত পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়াছে, ততই আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং বোধ হয় আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের দ্বীপ সমূহ হইতে ভারতবর্ষ অধিক দূরে নহে। কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিতের মতেও ভারতবর্ষ ইয়ুরোপের পশ্চিম উপকূলের নিকটবর্ত্তী। এই সকল বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া তদানীন্তন পণ্ডিতদিগের মত জানিবার জন্য ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ফ্লরেন্স্ নগরীর পল্ নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিকিৎসককে তাঁহার সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁহার যুক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করেন এবং দৃঢ়তার সহিত এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিবার জন্য কলম্বসকে বিশেষ উৎসাহিত করেন।

দেশভ্রমণ।

ভেরসেইল (Versailles).

বামাবোধিনীতে ইতিপূর্ব্বে পারিস নগরের যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই ইয়ুরোপ মধ্যে যে সেটি একটী অতি সুন্দর স্থান, পাঠিকাগণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সম্প্রতি পারিস ছাড়িয়া তথা হইতে ৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মনোরম উদ্যান ও সম্রাট ভবন ভেরসেইল নগরের বিষয় কিছু উল্লেখ

করা যাইতেছে। চতুর্দ্দশ লুইর সময় হইতে গতবৎসর পর্য্যন্ত প্রায় দ্বিশত বৎসর ব্যাপিয়া এইস্থান ফরাসিস্ সম্রাটদিগের বাসস্থান ও প্রতিনিধি সভার অধিবেশন স্থান ছিল। ফরাসিস্ সম্রাট বিশেষত চতুর্দ্দশ লুই, তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ ও স্বয়ং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইয়ুরোপের নানাস্থান জয় করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল এইস্থানে আনিয়া স্থাপিত করেন। অসংখ্য মুদ্রা ব্যয় করিয়া সুনিপুণ কারুগণ কর্ত্তৃক বৃহৎ প্রাসাদ ও উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে। কেবল সম্রাট লুই ইহাতে এক সহস্র মিলয়ান ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় ৫০ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই উদ্যান প্রস্তুত করিবার জন্য এক সময় ষট্‌ত্রিংশ সহস্র লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। এ স্থানেই ১৭৮৯ খ্রীঃঅব্দে ফরাসিস বিদ্রোহিতার স্ফুলিঙ্গ জলিয়া উঠে ও তন্নিবন্ধন লুই ষোড়শ হত হন। লুই ফিলিপ প্রাসাদের কিয়দংশে ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণচিহ্ন সম্বলিত এক চিত্রশালিকা স্থাপিত করেন। যে প্রথম নেপোলিয়ন বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ইয়ুরোপের নানা স্থানে বিজয়পতাকা প্রতিষ্ঠা করিয়া বার্লিন নগর বীরদর্পে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সময়ে আবার তাঁহার রাজধানীর কি অবস্থা হইয়াছিল, ভাবিলে ঐহিক বীরত্ব ও গৌরব কত নশ্বর, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৭০ অব্দে ফরাসি ও প্রুসিয়ার যুদ্ধে এই রাজপ্রাসাদ জর্ম্মণ সৈন্যদিগের চিকিৎসালয় রূপে পরিণত হয়। এখানেই অন্য একটি চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা সংসাধিত হয়। ১৮৭১ খৃঃঅব্দের ১৮ই জানুয়ারি প্রুসিয়ার রাজা সমগ্র জর্ম্মণ দেশের সম্মতিক্রমে সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইলেন। সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও প্রুসিয়া এক রাজছত্রের অধীন হইল।

ভেরসেইলের অধিবাসী সংখ্যা ৬২,০০০ হাজার হইবে। সকল দেশের ভ্রমণকারীরাই এখানে রাজপ্রাসাদ, চিত্রশালিকা ও উদ্যান দেখিতেই আসিয়া থাকেন। নগরে প্রবেশ করিলেই সুপ্রশস্ত রাজপথ ও তৎপার্শ্বস্থ সুসজ্জিত বৃক্ষাবলী দৃষ্ট হয়।

রাজপ্রাসাদ—প্রবেশ করিতেই দক্ষিণ দিকে ভজনালয় ও তৎপরে প্রতিনিধি সভার গৃহ। বৎসর দুই হইল, প্রতিনিধি মহাসভা প্যারিস নগরে উঠিয়া আসিয়াছে। রাজপ্রাসাদ এত বিস্তীর্ণ ও তথায় দেখিবার এত

জিনিষ আছে, যে তাহা সংক্ষেপে লিখিয়া উঠা যায় না। নিম্নতল গৃহে ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বন্ধীয় ফ্রান্সের পূর্ব্ব সময় হইতে নেপোলিয়নের সময় পর্য্যন্ত যোদ্ধৃবীর ও যুদ্ধ ঘটনার সকল বৃত্তান্ত চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ফরাসী লোকেরা অনায়াসেই তত্তাবৎ দর্শন করিয়া জাতীয় গৌরবের অহঙ্কার করিতে পারেন।

উপরিতল গৃহে চতুর্দ্দশ লুই, লুই ফিলিপ প্রথম নেপোলিয়ন প্রভৃতির রাজত্ব কালে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সে সমুদয় বিখ্যাত চিত্রকর কর্ত্তৃক চিত্রিত হইয়া আছে, তদ্ভিন্ন রাজাদের বৈঠকখানা, শয়নমন্দির, দরবার গৃহ প্রথম অবস্থায় যেরূপ সজ্জিত থাকিয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন হইয়াছিল, এখনও তদ্রূপ হইয়া রহিয়াছে। একবার নয় বারম্বার দেখিয়াও দর্শকদিগের নয়ন তৃপ্ত হয় না। যদিও তিন বৎসরের অধিক হইল, সে স্থান দেখিয়া আসিয়াছি, তত্রাপি সে সকল দৃশ্য, বিশেষতঃ প্রথম নেপোলিয়নের বিবাহ-মণ্ডপ চিত্র প্রভৃতির শোভা এখনও বিশেষ রূপে মানস পটে প্রতিভাত আছে। ইয়ুরোপের নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া বলিতে হয় ফরাসিদিগের চিত্রশালিকার মত মনোরম স্থান আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

রাজ-উদ্যান—প্রাসাদের পশ্চাৎ দিকে একশত হইতেও অধিক প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপান, তৎপরেই বাগান আরম্ভ হইয়াছে। এক স্থানে বহু যত্নে বার শতেরও অধিক লেবু বৃক্ষ রোপিত হইয়া আছে। একটী বৃক্ষ চারি শত বৎসরেরও অধিক সময় হইল জীবিত আছে। রাস্তা গুলি অত্যন্ত প্রশস্ত ও দীর্ঘ, দুই দিকের বড় বড় বৃক্ষ পরস্পর উপর্য্যুপরি সংযোজিত হওয়াতে আকাশ আর দেখা যায় না। নীচে বেড়াইলে বেশ শীতল বোধ হয়। একটী বৃহৎ হ্রদ ও অনেক ফোয়ারা আছে। হ্রদে নেপ্‌চুন প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। সাধারণতঃ মে হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই সময় মধ্যে মাসের শেষ রবিবার ফোয়ারা সকলের খেলা হইয়া থাকে, জল চালাইতে প্রতিবার ৬ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। একেবারে উদ্যানের নানা দিক হইতে ফোয়ারা খেলিতে আরম্ভ হয়। তন্মধ্যে একটি জায়গায় অনেক লোকের জনতা হয়, তথায় প্রায় ৫০টী ফোয়ারা আছে, একটির জল ৩০ হাত উর্দ্ধ উঠিয়া থাকে, ও একেবারে জল ফেলিতে থাকে। সহস্র

সহস্র লোক চতুর্দ্দিক হইতে এ স্থানে, এ উপলক্ষে আগমন করে। ২০ মিনিট পর্য্যন্ত একটী পুকুরের মধ্যভাগ ও চতুর্দ্দিক হইতে এক বড় ফোয়ারা খেলিতে থাকে। বাগানের মধ্যে কোথায়ও দুর্ব্বাদলরক্ষিত স্থান বা নানা রঙ্গের পুষ্প বাটিকা দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। আবার তথায় সৈনিক বাদ্যযন্ত্রের একতানও বাজিয়া থাকে। ফলতঃ একটী দিন ভেরসিলিসের উদ্যান হ্রদ ও পুষ্প-বাটিকা ভ্রমণ করিলেও মন বড়ই তৃপ্ত হয়। অনেক পাঠিকা বোধ হয় মৃত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের চতুর্দ্দশ পদী কবিতাবলীতে এ স্থানের সৌন্দর্য্যের বিষয় পাঠ করিয়াছেন। আমরা এক দিন তথায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যা সময়ে নানা বাগানের ভিতর দিয়া পারিসে প্রত্যাগমন করি। আগষ্ট মাসে, পারিসের নিকটবর্ত্তী স্থান গুলি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ থাকে। একই সুন্দর বিধাতার কারুকার্য্য পৃথিবীর নানা স্থানকে শোভমান করিয়া তাঁহার মঙ্গল হস্তের পরিচয় দিতেছি! (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। বর্ত্তমান বর্ষের জন্য বঙ্গ-মহিলা সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ নিম্নলিখিত মহিলাগণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। সভাপতি শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু। সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুবর্ণপ্রভা বসু ও গিরিজাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃ স্থাপনে মহাত্মা লর্ড রিপণকে ধন্যবাদ দিবার জন্য টাউনহলে যে বৃহৎ সভা হয়, তাহাতে ৬টী বঙ্গ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য ভাবে যোগ দিবার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। আমরা আশা করি এরূপ শুভ দৃষ্টান্তের আধিক্য হইবে। এইরূপ দেশ-হিতকর কার্য্যে আমাদিগের অনেক রমণীর হৃদয়ের যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, তাহার আর একটী প্রমাণ এই; মহারাণী স্বর্ণময়ী এক লিপি দ্বারা উক্ত সভা আহ্বানকারী ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে অবগত করেন যে ইহাতে উপস্থিত হইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কেবল দেশাচারের প্রতিবন্ধকতায় তাহা সফল করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলেন।

৩। বোম্বাইয়ের গবর্ণরের পত্নী লেডী ফর্গুসনের মৃত্যুতে তত্রত্য হিন্দুরমণীগণ এক সভা করিয়া তদীয় কন্যা কুমারী ফর্গুসনকে এক শোক-সূচক পত্র লিখিয়াছেন। এরূপ সহানু-ভূতি প্রদর্শন অত্যন্ত আনন্দকর।

বামাগণের রচনা।

সংসার।*

আমি কখনও কোন সভায় প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি নাই; অদ্য এই প্রথম চেষ্টা। আমি নিশ্চয় জানি যে আমার এই অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে কাহারও বিশেষ কিছু উপকার কিম্বা শ্রুতি-সুখ হইবে না। তবে যে আজ এই গুরুতর বিষয় লিখিতে লেখনী ধারণ করিলাম, ইহা কেবল এই সভার অনু-মতিক্রমেই বলিতে হইবে। একে মনে ভাল ভাব নাই, তাহার উপর আবার ভাব প্রকাশ করিবার শক্তিও নাই, তাই আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে আমার এই অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে আপনারা বিরক্ত না হইয়া আমাকে স্নেহ গুণে ও সরল মনে ক্ষমা করিবেন।

করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যকে সামাজিক জীব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসারে মানুষ প্রথমে সামাজিকতা শিক্ষা করে; আমরা সেই সামাজিক মনুষ্য এবং সংসারী। যদি সংসারী হইলাম, তবে সংসারসম্বন্ধে আমাদের কি কি জানা আবশ্যক এবং সংসার কি প্রকারে সুন্দর করা যায় এতৎবিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ভগ্নীগণ! আসুন আজ সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

সংসার অনিত্য, অসার, ও শোক দুঃখে পূর্ণ; যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই মায়া, এই মতটী আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে; এই মতের দ্বারা আমাদের দেশের বিশেষ অমঙ্গল ঘটিয়াছে। একেত পরাধীনতা, তাহার উপর এই মত! আর কি মনুষ্যের উদ্যম উৎসাহ

* বঙ্গমহিলা-সমাজের ১৫ই ফাল্গুনের আলোচনা-সভায় শ্রীযুক্তা গিরিজাসুন্দরী বন্দ্যো-পাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত।

এবং কার্য্যকারিতার শক্তি থাকিতে পারে ? এই জন্য আমাদের দেশের এত দুরবস্থা! ‘ধর্ম্ম করিতে গেলে সংসার ছাড়িতে হয় এবং সংসার করিতে হইলে ধর্ম্ম রক্ষা হয়না, এই দেশের প্রচলিত মত। এখন আমরা এই সকল মতকে ভ্রম বলিয়া মনে করি, বর্ত্তমান সময়ে আমরা এই বিশ্বাস করি যে সংসারের সঙ্গে ধর্ম্মের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। সংসারে থাকিয়াই আমরা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিব এবং সৎকর্ম্মশীলা হইব।

সংসারে দয়া, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা এবং পবিত্রতা শিক্ষা করিতে হইবে। যতই এই সকল বিষয় আলোচনা করিব এবং জীবনে লাভ করিতে চেষ্টা করিব, ততই ধর্ম্মের উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারিব। এইভাবে সংসারকে দেখিলে আমরা কত সুখ শান্তি লাভ করিতে পারিব! যে সংসারে রাগ নাই, প্রফুল্লতা আছে, হিংসা নাই সৎভাব আছে, মিথ্যাচরণ নাই সত্যনিষ্ঠা আছে, সেই সংসারই প্রকৃত সংসার; যে সংসারে সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞান ধর্ম্ম এবং মান সম্ভ্রম বর্ত্তমান, সেই সংসারই সুন্দর; পুণ্য পবিত্রতা সেই সংসারে বিরাজ করে। যত দিন না আমরা নিজের সংসারকে এইরূপ সুন্দর করিতে পারিব, তত দিন আমরা প্রকৃত সুখী হইতে পারিব না। সংসারী হইয়াও সকল সময় সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি না। যদি নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া জীবনের প্রত্যেক ঘটনা স্মরণ করি, তাহাহইলে বুঝিতে পারিব যে, আমরা কত সময় কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া সংসার ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া থাকি। আমরা চিন্তাশূন্য ও কর্ত্তব্যভাবশূন্য হইয়া কি অনেক সময় সংসার কার্য্য করিয়া থাকি না? “নির্জ্জনে আপনার হিত চিন্তা করিবে” এই উপদেশটী ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন পালনীয়, সংসার সম্বন্ধেও তেমনি। জীবনে যদি সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করা চাই, তাহা হইলে আমাদের কতক গুলি সৎগুণ শিক্ষা করিতে হইবে। সেই সৎগুণ গুলি কি, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু কিরূপে শিক্ষা করিতে হয়, তাহা আমরা সকল সময় বুঝিতে পারিনা। দয়া ভক্তি ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, এবং বিনয় প্রভৃতি কতক গুলি অতি উৎকৃষ্ট গুণ আছে, এই গুলি আমরা আমাদের জীবনের মূলে গ্রথিত করিয়া লইতে পারিলে সংসার পথে চলিবার সময়

কোন প্রতিবন্ধকতা ঘটিতে পারে না, যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, তখন তাহাতেই সুফল লাভ করিতে পারিব।

তবে আসুন আর বিলম্ব না করিয়া আমরা সংসার মধ্যে যে সকল সৎগুণ চিরপ্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাদ্বারা জীবন গঠন করিয়া সংসারকে সুন্দর করিতে চেষ্টা করি। দেখিব ইহা কেমন সুখের স্থান, পবিত্র স্থান ও শান্তির স্থান! দুঃখী হই সংসারেই সুখ অন্বেষণ করিব, শান্তিবিহীন হই সংসারেই পুণ্যকামনা করিব এবং অহঙ্কারী হই সংসারে বিনয়ী হইব; এই সকল স্বর্গীয় জিনিস গুলি যত্ন করিয়া জীবনে লাভ করিতে পারিলে আমাদের প্রত্যেক সংসার সুন্দর করিতে পারিব এবং সুখানুভব করিতে পারিব।

সংসার সুন্দর করিতে হইলে একদিকে যেমন কতক গুলি উৎকৃষ্ট গুণ শিক্ষা করিবার প্রয়োজন, তেমনি অন্য দিকে কতক গুলি কু-অভ্যাস দূর করা আবশ্যক। আমরা পরিশ্রমে বিমুখ অথবা আলস্যপ্রিয় হইলে এবং দিবসে নিদ্রা যাইতে অভ্যাস করিলে সংসারকে সুন্দর এবং জীবনকে ভাল করিতে পারিব না। যাহাতে পতি পুত্র কন্যা এবং পরিজনের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা যায়, এবং সংসারের সমুদায় কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করা যায়, তজ্জন্য সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যে মহিলা সংসারের কার্য্য সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁহার সংসার কখনই সুন্দর হইতে পারে না। সংসার সুন্দর করা অনেক পরিমাণে আমাদের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। যে সংসারে দাস দাসীর উপর সকল কার্য্যের ভার; গৃহিণী অলস ও সুখপ্রিয় হইয়া সময় অতিবাহিত করেন, সেই সংসারে চতুর্দ্দিকেই বিশৃঙ্খল ভাব দেখাযায়। সেই সংসারই সুন্দর যে সংসারে জিনিস পত্র সুব্যবস্থায় রক্ষিত হয়, যেখানে গৃহিণীর দৃষ্টি সকল সময় সংসারের সকল স্থানে থাকে, যেখানে সন্তানদিগের লালন পালনের ও শিক্ষার ভার গৃহিণী নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। স্বামীর প্রতি, সন্তানদিগের প্রতি, গুরুজনদিগের প্রতি, এবং দাস দাসীর ও অভ্যাগত অতিথের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে যে গৃহিণী নিরত রত থাকেন, তাঁহার সংসার সুন্দর হয়। আমরা সেই সংসার ও পরিবারের আদর্শ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব।

সংসারের আয় ব্যয়ের হিসাব উত্তমরূপে রাখা আবশ্যক। আয় বুঝিয়া ব্যয় কবিলে সংসারে কোন প্রকার অনাটন উপস্থিত হয় না। সকলেরই ভাল খাইব, ভাল পরিব মনে হইতে পারে, কিন্তু আয়ের প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক কর্ত্তব্যজ্ঞান চালনা কবিয়া যদি সুব্যবস্থা মতে ব্যয় করা হয়, তাহাহইলে ভাল খাইলাম না ভাল পবিলাম না বলিয়া মনে কষ্ট পাইতে হয় না, এইরূপ অনেক পরিবার অন্যায় ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন এবং অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন, এমন কি আজ গত হইলে কাল কি খাইবেন এমন সংস্থান নাই, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়। বর্ত্তমান সময় আমাদের উপর এই সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমবা কি বলিতে পারি যে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা? এইরূপ বলিতে পারিলে বড় সুখী হইতে পারিতাম, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আমাদের মধ্যে এই সম্বন্ধে অবিবেচনাব দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নয়। আমি এই বিষয় অধিক বলিতে চাই না; আমার এই মাত্র নিবেদন যেন এতৎ বিষয়ের উপর আমাদের সকলের দৃষ্টি নিপতিত হয়।

সামান্য সামান্য চিকিৎসা বিষয়ে আমাদের কথঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা থাকা বিশেষ প্রযোজনীয়। পূর্ব্বকালের গৃহিণীদের এ বিষয়ে বিশেষ বহুদর্শিতা ছিল, এখনকার গৃহিণীদেব এই বিষয়ে অত্যন্ত শৈথিল্য ভাব দৃষ্ট হয়। যাহাদের অবস্থা একটু ভাল, তাঁহারা সন্তানদিগের অল্প অসুখেই চিকিৎসকের প্রার্থী হন, আর যাহাদেব সেরূপ অবস্থা নয়, তাঁহারা সেইরূপ অসুখকে উপেক্ষা করেন এই দুয়ের ফলই মন্দ। এক দিকে অর্থ নষ্ট অপর দিকে রোগ বৃদ্ধি। তাহা প্রত্যেক সংসারে চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

এই প্রকারে সংসারে সমস্ত কার্য্য প্রণালী নিয়মিত করিয়া লইতে পারিলে আমরা প্রকৃত সুখী হইতে পারিব। আমরা যেন উদ্দেশ্যবিহীন ও কর্ত্তব্য শূন্য হইয়া সংসার পথে ভ্রমণ না করি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন ৷

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি, আগামী বারে সমালোচনা করা যাইবেক।

হানিমানের জীবনচরিত। সরল প্রায়শ্চিত্ত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০৭ সংখ্যা। | চৈত্র ১২৮৮—এপ্রেল ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এবৎসর পার্লেমেণ্টের নববর্ষ খুলিবার সময় মহারাণীর যে বক্তৃতা পঠিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী অংশ পাঠিকাগণের প্রীতিকর হইতে পারে :—

ওয়াল্‌ডেক এবং পিরমণ্টের রাজকন্যা হেলেনের সহিত আমার পুত্র আলবানীর ডিউক শ্রীমান্ লিওপোল্‌ডের বিবাহের অনুমোদন করিয়াছি।

সমুদায় বৈদেশিক রাজাদিগের সহিত আমার আন্তরিক সদ্ভাব চলিতেছে।

ভারতবর্ষে সাধারণের হিতকর যে সকল পূর্ত্ত-কার্য্য স্থগিত ছিল, উত্তর পশ্চিম সীমাতে শান্তি স্থাপিত, আভ্যন্তরিক কুশল, প্রচুর শস্যোৎপত্তি এবং রাজস্বের উন্নতিহেতু সে সকল কার্য্য পুনরারব্ধ হইয়াছে এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীদিগের অবস্থোন্নতির প্রতি মনোযোগী হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

দেশের অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্যের উন্নতি এবং কৃষিকার্য্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

আর্মর্ণ্ডের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আশাজনক।

বিচারকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

ব্যাভেরিয়ার রাজা লুই হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইলেন, তাহার কেহ ঠিকানা করিতে পারিতেছে না এবং তাঁহার বিবহে প্রজালোক অতিশয় অধৈর্য্য হইয়াছে। কেহ বলে তিনি ছদ্মবেশে রাজ্যপরিদর্শন করিতেছেন, কেহ বলে দুষ্টলোকে তাঁহাকে হরণ করিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। আজিকালি রাজগণের যেরূপ কুগ্রহ, তাহাতে অনিষ্টপাতেরই অধিক আশঙ্কা হয়।

বিদুষী রমাবাই বিধবা হইয়াছেন শুনিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। বিদেশ স্থানে তাঁহার নিরাশ্রয় অবস্থা ভাবিলে কাহার না হৃদয় ব্যথিত হয়? এ সময় ইহাঁর প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করা বঙ্গবাসিনী-দিগের বিশেষ কর্ত্তব্য।

রুসিয়াতে স্ত্রীলোক ডাক্তারদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। ১২জন স্ত্রীডাক্তার রুসিয় রমণীগণকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। ৩০জন চাকরী স্বীকার করিয়াছেন, ৪০জন হসপিটালে কার্য্য করিতেছেন। ১৮৭৮ সালের সামরিক ব্যাপারে, চিকিৎসার্থ ২৫ জন স্ত্রী-ডাক্তার নিযুক্ত ছিলেন, সম্রাট তাঁহাদিগকে বিশেষ গৌরবসূচক উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ফ্রান্সদেশেও স্ত্রীচিকিৎসকদিগের সংখ্যা বাড়িতেছে। গত ১০ বৎসরে ৮জন ফরাসী স্ত্রীলোক মেডিকাল ডিপ্লোমা পাইয়াছেন, তদ্ভিন্ন অপর দেশীয়া আছেন। তথায় যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আগামী বর্ষে স্ত্রীডাক্তারগণ হাউস সার্জন হইবার প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দিতে পারিবেন। মান্দ্রাজে ৬জন স্ত্রীলোক ডাক্তারী শিখিতেছেন, বঙ্গীয় রমণীগণের জন্য ডাক্তারী শিক্ষার সুব্যবস্থা কবে হইবে? বোম্বাই হইতে একটী স্ত্রীলোক মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে ভরতি হইয়াছেন, বঙ্গদেশ হইতে কাহারও তথায় যাওয়া কি সম্ভব নয়?

পাটনায় একটী বৃদ্ধলোক বাস করিতেছেন, তাঁহার বয়স ১২২ বৎসর। রাজা রামনারায়ণ যখন ইংরাজদিগকে পাটনাতে লইয়া যান, তিনি তখন তাহা দেখিয়াছেন। ইংরাজদিগের সহিত মোগলসম্রাটের যখন যুদ্ধ হয়, তখন তিনি ৯ বৎসরের বালক।

মৃত পত্নীর ভগ্নীকে বিবাহ করা ইংরাজদিগের প্রথানুসারে একটী মহাপাতক। এই প্রথা উন্মুলনের জন্য অনেক ইংরাজ চেষ্টা করিতেছেন, সাইকস্ থরনটন্ নামে এক সাহেব এই দলের প্রধান ছিলেন। তিনি এই উদ্দেশে প্রায় ১ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই ব্যক্তির মৃত্যুতে উক্তদলের উৎসাহ ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা।

গত ৭ই মার্চ্চ বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। লেডী রিপণ স্বহস্তে পারিতোষিক সকল বিতরণ করেন এবং চিফ জষ্টিস গার্থসাহেব একটী বক্তৃতা করেন। গার্থসাহেব বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছেন, যাহাকে উচ্চশিক্ষা বলা যায়, তাহা দিন দিন উন্নতিশীল প্রতীয়মান হইতেছে, সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের সম্পর্কে তাহাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। পুরুষ শিক্ষকদিগের নিকট বালিকাগণ শিক্ষা লাভ করিতেছে, ইহাকে কোন দেশীয় সম্প্রদায় দুর্নীতির কারণ বলিয়াছেন, ইহাতে গার্থসাহেব অত্যন্ত পরিতাপ প্রকাশ করিলেন এবং তিনি বলিলেন ইংলণ্ড ও ইউরোপের কোন সভ্যসমাজ এ কথা গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ইউরোপে অঙ্গনাগণকে পুরুষগণ কেবল যে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেন তাহা নহে, গানবাদ্য এবং নৃত্য পর্য্যন্ত শিখাইয়া থাকেন; ইহাতে তত্রত্য নারীগণের চরিত্রের হীনতা হয়, কেহ বলিতে পারেন না। তাঁহার মতে শিক্ষা দুর্নীতির কারণ নয়, মূর্খতাই তাহার কারণ। উচ্চশিক্ষা দ্বারা স্ত্রীজনোচিত গুণের খর্ব্বতা হয় এ কথারও তিনি দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়া বেথুন স্কুলের অবলম্বিত বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষ সমর্থন করেন। বেথুন স্কুলের বালিকারা মধ্যে মধ্যে যে বাদ্য বাদন ও ইংরাজী বাঙ্গালার সঙ্গীত করেন, তাহা সভাস্থ সকলেরই পরম প্রীতিকর হইয়াছিল।

জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ আমাদিগের ভারতেশ্বরী মহারাণী ঘোর সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। মহারাণী যখন রাজপথ দিয়া শকট যোগে যাইতেছিলেন, তখন রডারিক ম্যাকলিন নামে একজন স্কচ তাঁহাকে গুলি করে, সে গুলি তাঁহার শরীরকে স্পর্শ না করিয়া এক পাশ দিয়া চলিয়া যায়।

গত ১১ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (Convocation) উপাধি বিতরণ সভা হয়, লর্ড রিপণ তাহাতে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রায় ১ঘণ্টা কাল ব্যাপী এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষার আবশ্যকতা এবং অন্যান্য অনেক সদ্বিষয়ের সমর্থন করেন। এই সভাতে কয়েকটি দেশীয় রমণীও উপস্থিত ছিলেন।

লর্ড রিপণ বিজ্ঞানসভার গৃহের ভিত্তি পত্তন উপলক্ষে উপস্থিত থাকিয়া ও বক্তৃতা করিয়া উদ্যোগকর্ত্তাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

গত ১৭ই মার্চ্চ হিন্দুস্কুল থিয়েটরে বঙ্গীয় ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটী সুন্দর সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অতি বিশদরূপে চিত্রিত এবং তাহার উন্নতির কতকগুলি বিশেষ উপায় উল্লিখিত হইয়াছে।

ভগিনী ডোরা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এইরূপে ডোরার বিচিত্র ঘটনাময় জীবন কিছুকাল অতিবাহিত হইল। দুঃখীকে সান্ত্বনা প্রদান, রোগীকে শুশ্রূষা, কলহপরায়ণ দম্পতীর বিবাদের মীমাংসা, অনিচ্ছু শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ, পাপীর মনে অনুতাপানলের সৃষ্টি—ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যে দেখিতে দেখিতে ডোরার মূল্যবান

জীবনের এক বৎসর কাটিয়া গেল। আবার দুর্দ্দমনীয় বসন্ত রোগে ওয়ালসাল নগর আকুল হইয়া উঠিল। নগরাধ্যক্ষগণ প্রমাদ ভাবিয়া নগরের প্রান্তদেশে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন এবং যাহাতে নগরের মধ্যে পীড়া বহুল পরিমাণে সংক্রামিত না হইতে পারে, তদর্থে রুগ্ন ব্যক্তি-দিগকে চিকিৎসালয়ে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কেহই আসিল না। কে সেবা শুশ্রূষা করিবে, কে যত্ন করিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নগরবাসিগণ নীরবে রোগযন্ত্রণায় স্ব স্ব গৃহে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল, কেহই চিকিৎসালয়ে যাইতে প্রস্তুত হইল না। অবশেষে এই শোচনীয় বার্ত্তা ভগিনী ডোরার কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অধ্যক্ষদিগের নিকট নূতন চিকিৎসালয়ের ভার লইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। ওয়ালসালনগরবাসিগণ শুনিল তাহাদের ভগিনী বসন্ত চিকিৎসালয়ের ভার লইয়াছেন—একজনের মুখ হইতে আর এক জনের মুখে—তাহার মুখ হইতে তৃতীয় ব্যক্তির মুখে এইরূপে নগরময় এই শুভ সংবাদ প্রচারিত হইল। বসন্ত রোগীর প্রাণে আশার সঞ্চার হইল—শীঘ্রই শূন্য চিকিৎসালয় পরিপূর্ণ হইল—ডোরার হস্ত কার্য্যে পূর্ণ হইল। কিন্তু পূর্ব্বের চিকিৎসালয়ের কার্য্য কিরূপে চলিবে ভাবিয়া ডোরা ব্যাকুল হইলেন এবং সেই চিকিৎসালয়ের সহিত সম্পূর্ণ সংস্রব পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার কয়েকজন ছাত্রীকে তাহার ভার দিলেন এবং নিজে যথাসম্ভব তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার পূর্ব্ব চিকিৎসালয়ের রোগীদিগকে পত্র লিখিতেন। সে পত্রগুলি গভীর ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। তাহার শিরোনামায় লেখা থাকিত 'আমার প্রিয় সন্তানগণ!'—সময় থাকিলে ডোরার সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা আপনাদের নিকট বিবৃত করিতে পারিতাম—কিন্তু সময়াভাবে সংক্ষেপে গুটীকতক ঘটনার কথা বলিয়া শেষ করিব।

ডোরার যত্নে বসন্তের প্রকোপ অল্প দিনের মধ্যেই হ্রাস হইয়া গেল। তখন তিনি পূর্ব্বতন চিকিৎসালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পরিশ্রমকে তিনি কখন গুরুতর বলিয়া মনে করিতেন না—অনেক রজনীতে তাঁহার নিদ্রা হইত না—অনেক দিবস তাঁহার অর্দ্ধাহার মাত্র হইত। লোকে

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন "Oh I can sit up seven nights, if I get the eighth for rest" অর্থাৎ অষ্টম রজনীতে বিশ্রাম করিতে পাইলে সাত রাত্রির জাগরণে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না। যদি কেবল শারীরিক সেবাতেই এই পরিশ্রম ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে তত আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না, এই পরিশ্রমের ফলে নাস্তিক বিদ্রূপকারী ধর্ম্মবিশ্বাসী হইয়া যাইত, এই পরিশ্রমের ফলে নরনারী বুঝিতে পারিয়াছিল ঈশ্বরপ্রেম জীবনের নিয়ন্তা হইলে, নর-জীবনের মাধুর্য্য কতগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়—এই পরিশ্রমের ফলে পাপ পঙ্কে নিমগ্ন সমাজের পরিত্যক্ত হতভাগ্য বুঝিয়াছিল তাহার আত্মার মূল্য আছে, এবং শরীর অপেক্ষা এই আত্মাকে রক্ষা করা অধিক আবশ্যক। সমাজের লোক হৃদয়-দ্বার বন্ধ করিয়া যাহার উন্নতির পথ চির দিনের জন্য রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, সে হতাশ হইয়া 'ডুবিয়াছি ত ভাল করিয়া ডুবি' ভাবিয়া যখন পাপের আপাত-মধুর হলাহল পানে আত্মার স্বর্গীয় তৃষ্ণাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করে—তখন কোন্ মানুষ তাহার সহায় হয়? এইরূপ মনুষ্য পীড়িত হইয়া রোগ-শয্যায় শয়ান—গভীর রজনীতে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া যখন শুনিল ডোরা তাহার আত্মার উন্নতির জন্য সকল জ্ঞান ও ধর্ম্মের আধার পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিতেছে—তখন সে কেন না বিগলিত হইবে? কেবল চিকিৎসালয়ে এইরূপে আত্মার সুচিকিৎসার উপায় করিয়াই ডোরা নিরস্ত ছিলেন না। ওয়াল্‌সালের যে অংশে কুৎসিতস্বভাব নর নারীগণ পৈশাচিক ব্যাপারে রজনীর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিত, ডোরার চরণ সে দিকেই পরিচালিত হইত। রাত্রিকে আলোক মালায় দিনমান রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া পাপের দুর্গমধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার ক্রোড়ে আত্ম সমর্পণ করিয়া যে সকল নর নারী তাহাদের প্রাণাধার পরমেশ্বরকে ভুলিয়াছিল—ডোরার মন তাহাদের জন্যই কাঁদিয়া উঠিত। তাঁহার প্রচার কার্য্যসম্বন্ধে দুটী একটী গল্প এখানে বলা যাইতে পারে। একদিন রজনী দ্বিপ্রহরের পর ভগিনী ডোরা দুইজন ধর্ম্মাচার্য্যের সহিত নগরের এক নির্জ্জন পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা একটী গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন কতক

গুলি পুরুষ ও রমণী একটী টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্টা, তাহারা কি করিতেছে ডোরা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সেই গৃহের দ্বার অর্গল বদ্ধ ছিল, ডোরা করাঘাত করিয়া প্রবেশাধিকার চাহিলেন। গৃহের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল তুমি কে? ডোরা বলিলেন আমি তোমাদের ভগিনী, দ্বার খোল, তোমাদের সহিত কথা আছে। কতকগুলি কটূক্তি করিয়া প্রশ্নকারী দ্বার খুলিয়া দিল। ধর্ম্মাচার্যগণ কিছু দূরে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন ডোরা প্রবেশ করিয়া সকলকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন— 'তোমার দিন কেমন চলিতেছে?' 'তোমার হাতটা একবৎসর আগে বাঁধিয়া দিয়াছিলাম স্মরণ হয় কি?' 'আমাদের Mary কেমন আছে?' ইত্যাদি চিরপরিচিতের প্রশ্ন করিয়া ডোরা বলিলেন—"এস একবার জগদীশ্বরের নাম করি।" ডোরার প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া এই সকল পুরুষ রমণীর অন্তর স্তব্ধ ও ভীত হইয়া গেল, এখন ডোরার পবিত্রতাপূর্ণ মুখমণ্ডলে প্রেমের হাস্য দেখিয়া সকলে চমকিয়া গেল। ডোরার সঙ্গে সঙ্গে সকলে মুহূর্ত্ত মধ্যে নতজানু হইয়া বসিল। তখন ডোরা এই সকল ভ্রাতা ও ভগিনীর জন্য প্রাণ খুলিয়া ঈশ্বরের নিকট কাতরোক্তিতে প্রার্থনা করিলেন। সেই সময়কার দৃশ্য কি অপরূপ—স্বর্গ আর কোথায়?—পরের জন্য চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে যখন সাধুপুরুষ দুঃখী সুখী, দরিদ্র ধনীর সাধারণ সখা পরমেশ্বরের নিকট নতজানু হইয়া উপবিষ্ট হন, সেই দৃশ্যই স্বর্গের দৃশ্য। যে কটূক্তি করিয়াছিল, সেই পাষাণহৃদয় পুরুষও এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে গলিয়া গেল, শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে সে আপন দুর্ব্ব্যবহারের জন্য ভগিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এইরূপে ডোরার নিশীথকালীন পরিশ্রমের ফলে প্রায় ত্রিশটী পতিতা রমণী প্রত্যহ একত্রিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল।

এইরূপে ডোরার কার্য্যক্ষেত্র বাড়িয়া গেল, কিন্তু তাঁহার মনোযোগ কোন দিকেই ন্যূন দেখা যায় না। আবার গাড়োয়ানদের জন্য কিছু করা আবশ্যক মনে করিয়া ডোরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া একটী সভা করিলেন। রাত্রি ৯টার সময় সে সভার অধিবেশন হইত। এইরূপে কল্পনা করুন ডোরাকে প্রাতে ৬টার সময় চিকিৎসালয়ে গিয়া

রাত্রি ৮ টা পর্য্যন্ত তথাকার কার্য্য দেখিতে হইত। তাহার পর ৯ টার সময় গাড়োয়ানদিগের সভা, তাহার পর দ্বিপ্রহরের সময় হতভাগিনী রমণীদিগের সভা। এ সকল সম্পন্ন করিয়া আহার বা বিশ্রামের সময় কোথায় থাকে? ডোরা তবুও কিছুমাত্র ক্লান্তি দেখান নাই—কিন্তু ইহাতে তাঁহার সাঙ্ঘাতিক পীড়ার সঞ্চার হইল! পীড়ার কথা ডোরা প্রথমতঃ কাহাকেও বলেন নাই, পীড়িত শরীরে পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকারে ওয়াল্‌সাল নগরের পথেপথে ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। এক দিন এইরূপে ডোরা কোনও স্থানে গমন করিতেছিলেন এমন সময় একজন অপরিচিত লোক আসিয়া তাঁহাকে ব্যস্ততা সহকারে বলিল "ভগিনি! শীঘ্র আসুন একটা মানুষ ভয়ানক আহত হইয়াছে—তুমুল গণ্ডগোল বাধিয়াছে। যে স্থানকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইল, ডোরা সেই ভয়ানক নরক-কুণ্ডের কথা ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি একাকিনী নিশীথ সময়ে সেই স্থানে গমন করিতে মৃত্যুভয়ে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া গেল, কিন্তু সাহসে ভর করিয়া, ঈশ্বরের কার্য্য করিবেন ভাবিয়া অগ্রসর হইলেন। ধর্ম্মাত্মার কি চরিত্রের মাধুর্য্য—সেই কোলাহলের মধ্যে তিনি উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার জন্য পথ উন্মুক্ত হইল—তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য সকল মস্তকাবরণ উন্মোচিত হইল,—এবং আহত ব্যক্তির পার্শ্বে ডোরা উপবেশন করিলে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় অনিমেষ লোচনে তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল।

এইরূপে ডোরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাস্তার মলিন-দেহ শিশু যেমন ডোরার চুম্বন লাভ করিতে লাগিল, ধনীর পুত্রও তদ্রূপ আদরের সহিত চিকিৎসিত হইতে লাগিল। এক দিন একটী বালক শ্বাস প্রণালীর ব্রণ (অর্থাৎ Liptheria) রোগে আক্রান্ত হইয়া ডোরার চিকিৎসালয়ে আনীত হয়। ডোরা যথারীতি তাহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন, তাহার কণ্ঠ ছেদন করিয়া কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সমাধা করাইতে লাগিলেন; এবং (আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি?) ব্রণমুখে মুখ দিয়া সেই পরের ছেলের কণ্ঠসারিত পুঁয রক্ত চুষিয়া লইলেন। আপনার ছেলেকেই বা কে এমন করে? ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে

হইয়াছিল—অনেক কাল পর্য্যন্ত তিনি কণ্ঠ-বেদনায় শয্যাগত ছিলেন—যাহাহউক তিনি তাহাতে বিশেষ কাতর হন নাই।

অবশেষে ওয়াল্‌সালের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিতপ্রায় হইল—জগদীশ্বর ডোরাকে পরলোকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন—ডোরার পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল।

যে ডোরা রোগীর অবলম্বন ছিলেন, সহস্র নরনারী যাঁহার নিকট সান্ত্বনা পাইয়া শান্ত হইয়াছে, আজ তাঁহাকে সান্ত্বনা ভিখারী হইতে হইবে, আজ তাঁহাকে অবলম্বন অন্বেষণ করিতে হইবে। তিনি অনেক কাল পর্য্যন্ত কোন বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। অবশেষে যখন রোগ দুশ্চিকিৎসা হইয়া উঠিল, তখন ওয়ালসালের লোক শত কাজ ফেলিয়া তাহাদের একমাত্র হিতৈষিণীর সেবার জন্য ছুটিল। পীড়ার অবস্থা কখন মন্দ কখন ভাল, এই ভাবে ডোরা প্রায় অর্দ্ধ বৎসর রোগ শয্যায় কাটাইলেন। শেষাবস্থায় তাঁহার মনের শান্তি বরং বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এ ডিসেম্বর তারিখে ভগিনী ডোরা প্রশান্ত ভাবে প্রফুল্লমুখে অমরাবাসে প্রস্থান করিলেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর ডোরা জন্ম গ্রহণ করেন, এবং যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্ব-দিন তাঁহার মৃত্যু হয়।

অধিক বলিবার নাই—এই জ্বলন্ত জীবনে যথেষ্ট উপদেশ পাওয়া যায়। পাঠক ভাই, পাঠিকা ভগিনী, বিলাসিতা ও আলস্য জীবনের অনেক সময় হরণ করিয়াছে—আর নয়! ধর্ম্মভাবকে জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া আসুন ডোরার পদচিহ্ন অনুসরণ করি। পাঠিকা ভগিনী, আপনার কার্য্য-ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত। আর কতকাল কল্পনার সাগরে কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় লক্ষ্যহীন জীবনকে ভাসাইয়া লইয়া বেড়াইবেন? উঠুন,—আসিয়া দেখুন আপনার ভাই বন্ধু, রমণীদিগকে অবহেলার পাত্রী করিয়া, সময়ের দোহাই দিয়া তাঁহাদের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হইতে দিতেছেন না।—বিশ্বস্রষ্টার ন্যায়-বিধানে রমণীর শক্তি পুরুষ অপেক্ষা ন্যূন নহে, ইহা যেন স্মরণ থাকে। রমণীকে সৎকার্য্যে পরিচালিত করিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিন,—ডোরার জীবন দেখিয়া অবনত মস্তকে রমণীর শক্তি সামর্থ্যের বিষয় সাক্ষ্য দিতে

আরম্ভ করুন—এবং যদি লজ্জিত না হন, তবে রমণী জীবন হইতে, হে পুরুষ, আপনার কর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করুন।

গৃহ-লক্ষ্মী।

(চতুর্থ পত্র)

বৃদ্ধোপসেবী, অল্পপ্রলাপী ও অদীর্ঘসূত্রী গৃহীর শরীরে লক্ষ্মী নিয়ত বাস করিয়া থাকেন। নানাবিধ রোগের মধ্যে অধুনাতন যুবকগণের আর একটী নূতন রোগ দেখিতে পাওয়া যায় :—বৃদ্ধের সেবা অর্থাৎ বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করা দূরে থাকুক, তাঁহারা বৃদ্ধ দেখিলেই চটিয়া যান, 'ওল্ড ফুল' বলিয়া বৃদ্ধকে অগ্রাহ্য করেন। তাঁহারা জানেন না যে, বৃদ্ধগণকে সংসারের কুটিল পথে ভ্রমণ করিবার জন্য সময় যে শিক্ষা দান করিয়াছে, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পাঠ্যাবলীতে তাহা অধ্যয়ন করেন নাই, যেমন মনুষ্যের উন্নতি লতিকার অগণ্য শাখা প্রশাখা পরলোকের সীমন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে, সেইরূপ তাহার অনন্ত মূল পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তরুর মূল কর্ত্তন করিয়া তাহাতে ফল ফুলের প্রত্যাশা করা যেমন অসঙ্গত, মনুষ্যের স্বীয় স্বল্পায়ুর উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় উন্নতির প্রত্যাশা করাও তদ্রূপ। একখানি প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া যে ফল পাও নাই, বৃদ্ধের একটী জীবন্ত শিক্ষায় তাহা পাইবে। বোধ হয় এই জন্যই 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং' এই বচনের সৃষ্টি হইয়াছে এবং লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বৃদ্ধ পরম্পরার নিকট হইতে অভিজ্ঞতার ফল বুঝিয়া লইতে তরুণ সম্প্রদায়কে আদেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বকিতে পারে, পরের বকামিও তেমনিই শুনিতে পারে। কেহ আপনার পাঁচ কথা পরকে শুনাইতে মহাব্যগ্র; কিন্তু পরের একটী কথাও শুনিতে ভাল বাসে না। ইহাদের কেহই ভাল নহে। বকাকে সকলে ঘৃণা করে। এই জন্য লক্ষ্মী সকলকে মিতবাক্ হইতে আদেশ করিয়াছেন। লক্ষ্মী অল্পপ্রলাপীকে ভাল বাসেন এবং বকাকে দেখিতে পারেন না কেন, আমি ত এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে

পারিলাম না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, বকা বড় লক্ষ্মীছাড়া। আমাদের একটী গল্প শুনা আছে। একজন ঘরে চাউল নাই শুনিয়া বাজারে বহির্গত হন, পথে বকামি শুনিবার একজন লোক পাইয়া তাহার সহিত গল্প আরম্ভ করিয়া দেন। গল্প জমিয়া গেল, ঘরের কথা ভুলিয়া গেলেন। এদিকে গৃহিণী উনান জ্বালিয়া হাঁড়ী ধৌত করিতে লাগিলেন, চাউল আসিলেই পাক করিবেন। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, বালক বালিকারা ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দন আরম্ভ করিল; কিন্তু গৃহীর কোন সন্ধান নাই। গৃহিণী আর সহ্য করিতে না পারিয়া উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। উনানের উপর হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া রন্ধনশালা ত্যাগ পূর্ব্বক সন্তানগণকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। গৃহী অপরাহ্ণ সময়ে বিষণ্ণ বদনে প্রত্যাগত হইলেন। গৃহিণীর নিকট যাইবামাত্র তিনিও দুই চারিটী মিষ্ট বাক্য শুনাইয়া দিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ, তিনি যাঁহার নিকট গল্প করিতেছিলেন, তিনি অনেক ক্ষণ গল্প শুনিয়া শুনিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাদের বকেশ্বর তাঁহাকে বিরক্ত হইতে ও তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরেন। শ্রবণকারী অগত্যা তাঁহার গণ্ডে একটী চপেটাঘাত করিয়া প্রস্থান করিলেন, এই চড় খাইয়াই বিষণ্ণ বদনে বাড়ী আসিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "তোমার দশা দেখিয়া মনে হয়, ঘরে আগুন দিয়া প্রস্থান করি।" এরূপ ঘটনার সংখ্যা অল্প হইলেও কোনরূপ বাচালতা যে লক্ষ্মীর অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মীঠাকুরাণী পুরুষের আর একটী দোষ সাংঘাতিক মনে করেন—দীর্ঘসূত্রিতা। এক ঘণ্টার কাজে তিন ঘণ্টা লাগান দীর্ঘসূত্রীর লক্ষণ। সকল কাজ সত্বর সম্পন্ন করিতে পারা যেমন পুরুষের প্রশংসনীয় গুণ, পনর মাসে বৎসর গণনা করাও সেইরূপ নিন্দনীয়। নিন্দনীয় গুণবিশিষ্ট পুরুষের সমল হৃদয়ে কখন অমল কমলবাসিনী কমলার অধিষ্ঠান হইতে পারে না। লক্ষ্মী লঘুহস্ততা গুণের এতই পক্ষপাতিনী যে, ঐ গুণের প্রাচুর্য্য দেখিলে জাতি বিচার করেন না; ভূস্বর্গ ভারতের আর্য্য উপাসকগণে বীতস্নেহ হইয়া আচারভ্রষ্ট ম্লেচ্ছের সহবাসিনী হইয়াছেন। যাঁহাদের মোক্ষমুলার ভট্টাচার্য্যের ভাষা-তত্ত্ব জানা আছে, তাঁহারা বলিয়া উঠিবেন, ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষীয়দিগের

জাতি,—ভিন্ন জাতি নহে। ভিন্ন জাতি না হইল, জাতি ত বটে। কিন্তু জাতির উন্নতি দেখিলে জাতি কি স্থির থাকিতে পারে? আমরা যাহাই বলি, আজি কালি ইংরাজেরাই লক্ষ্মীর প্রধান উপাসক। আমরা শুনিয়াছি, একজন ইংরেজের গৃহ দ্বারে "শীঘ সারিয়া লও" এই বাক্যটী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল। ইংরেজেরা যে দীর্ঘসূত্রী নহেন, ইহা দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয় যাইতেছে। লক্ষ্মী হিন্দু জাতির কেনা নহেন, যে জাতি লক্ষ্মীর উপদেশে চলিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করেন, তাঁহারা যে লক্ষ্মীবন্ত হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

আমাদের পাঠিকাগণের মধ্যে যদি কেহ এরূপ গৃহীর গৃহিণী হইয়া থাকেন, যিনি বৃদ্ধ গুরুজনের উপদেশ শুনেন না, বকামি করিতে পাইলে সকল কাজ ভুলিয়া যান, এবং সকল মৃত্তিকা দলন করিয়া গমন করেন, তিনি তাঁহাকে শুধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। স্বামীর দোষ সংশোধনের জন্য রমণীগণকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, কেবল ঐ সকল দোষে একটু অসন্তোষ ও অননুমোদন প্রকাশ করিলেই হয়।

অন্ধকারে শয়ন ও রাত্রিবাস দিবাভাগে ধারণ করিলে এবং কুবেশ, মলিন বসন ও শুষ্ক অন্ন ব্যঞ্জন ত্যাগ না করিলে, লক্ষ্মী তাহার ঘরে থাকেন না। রাত্রিবাস, কুবেশ, মলিন বসন, শুষ্ক ভোজ্য,চেষ্টা করিলে,এ সকলই ত্যাগ করা যাইতে পারে। শয়নগৃহে প্রদীপ জ্বালিলে যাঁহাদের নিদ্রা হয় না, তাঁহাদের উপায় কি হইবে? অন্ধকার গৃহে সুপ্তোত্থিতের পক্ষে সামান্য বিপদের পরিণামও ভয়ঙ্কর হইতে পারে। বোধ হয়, এই জন্যই মানব-হিতৈষিণী নারায়ণী শয়ন গৃহে আলোক রাখিবার আদেশ করিয়াছেন। আলোকে যাঁহাদের নিদ্রা হয় না, তাঁহাদের একটী উপায় আছে। তাঁহারা কোনরূপে একটী বিলাতী দেসলাইয়ের বাক্স লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর নিকট পাঠাইবার চেষ্টা করুন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করিবেন। কিন্তু ঐ সঙ্গে তাঁহাদিগকে এই মর্ম্মে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠাইতে হইবে যে, "আমরা বিলাতী দেসলাইয়ের সহিত পরিচয় অবধি উহার বাক্স প্রতি রজনীতে খাটতলে রাখিয়া আসিতেছি এবং যাবজ্জীবন ইহার অন্যথা করিব না।"

যিনি মাংস ও দাউলে ঘৃত না দিয়া আহার করেন এবং স্ত্রীগণের

নগ্নাবস্থা দর্শন করেন, তিনি স্বয়ং ইন্দ্র হইলেও লক্ষ্মীছাড়া হইয়া যান। হিন্দু সমাজে এ ব্যবস্থা এক প্রকার প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। ঐ ব্যবস্থায় অনাস্থা প্রদর্শন করিলে যখন দেবরাজের অধঃপাতে যাইবার কথা; তখন মানুষেরা কখনই উহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারেন না। কিন্তু বিজাতীয় নব্য বৈজ্ঞানিকেরা একদিনের পর আমাদিগকে ঘৃতশূন্য শল্য বা সিদ্ধ মাংস খাওয়াইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। যাঁহাদিগের দেব দেবীর অপেক্ষা আধুনিক বৈজ্ঞানিকের প্রতি শ্রদ্ধা অধিক, তাঁহারা শল্য সিদ্ধ বা টোষ্ট মাংস খাইয়া বলুন, "বেশ খাইলাম, এরূপ মাংস ভোজনে উপকার আছে।" কিন্তু আমরা সুস্থাবস্থায় বিস্বাদ, পোড়া বা ভাজা মাংস খাইয়া উক্তরূপ উপকারের প্রত্যাশা রাখি না। আমাদের মীমাংসা অন্যরূপ:—পীড়ার সময় উপকারের জন্য ডাক্তারের পরামর্শে ঘৃত মসলাশূন্য মাংসের ছাই ভস্ম খাও, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু অন্য সময়ে লক্ষ্মীর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পশুবৎ পশুমাংস আহার করিবে না। স্ত্রী লোকের নগ্নাবস্থা দর্শন করিলে লক্ষ্মীর যখন রাগ হয়, তখন আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণের পরিচ্ছদের পারিপাট্য সাধন এবং বিলাতী নৃত্যস্থলে অর্দ্ধ নগ্নাবস্থায় অঙ্গনাকে লইয়া আমোদ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করা কি নিতান্ত বিধেয় নহে? অনুপদিষ্ট, পরদার রত, আচারভ্রষ্ট, পরসেবক, নিন্দুক, নিষ্ঠুর ও দাম্ভিক পুরুষকে লক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া থাকেন। এ অনুপদিষ্টের অর্থ যিনি মন্ত্রোপদিষ্ট নহেন। অধুনাতন হিন্দুগুরুগণের বিদ্যা বুদ্ধি স্বভাব চরিত্র দেখিলে আর গুরু কাড়িতে কাহার ইচ্ছা হয়? যাঁহাদিগের চরিত্র দ্বারা মানুষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়, তাদৃশ মহাজনদিগের উপদেশ ও দৃষ্টান্তই যথার্থ মন্ত্রের কার্য্য করে। সেই মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া জীবনপথে অগ্রসর হওয়া প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। পর স্ত্রীর প্রতি যাহার কুদৃষ্টি, লক্ষ্মীর কোপ তাহার প্রতি হইবে না ত আর কাহার প্রতি হইবে? আচারভ্রষ্ট নিন্দুক, নিষ্ঠুর ও দাম্ভিককে লক্ষ্মী দেবী ত্যাগ করুন বা যে ব্যক্তি ঐ সকল দোষ সংশোধন করিবে, তাহার ঘরে পরম সুখে বাস করুন, ইহার কিছুতেই আমাদের বিশেষ কোন কথা নাই। কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁহার একটি অতিশয় নিষ্ঠুর আদেশ দেখা যাইতেছে; তাহার

উপায় কি হইবে? তিনি বলিতেছেন, পরসেবক হইলে তিনি আমাদের ঘরে থাকিবেন না। একি সর্ব্বনাশ! পরসেবা ভিন্ন যাহাদের অন্য গতি নাই,—পরসেবাই যাহাদের জীবিকা,—তাহাদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আদেশ করিলে চলিবে কেন? অথবা তিনি নরকুল-হিতৈষিণী পালনী শক্তি। আমাদের প্রতি তাঁহার আদেশ নিষ্ঠুর হইতে পারে না। তাঁহার এই নিষ্ঠুরবৎ প্রতীয়মান আদেশ আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের ভিত্তিভূমি। এই দৈববাণীতে সম্যক্ আস্থা না থাকাতেই আমাদের এত দুর্দ্দশা। বহুকাল হইতে পরসেবা রূপ হীন কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় মন সঙ্কীর্ণ ও জীবন নিস্তেজ হইয়াছে। এখন পরসেবা ত্যাগের প্রস্তাব শুনিলেই চমকিয়া উঠি। মনুষ্য সমাজের পুষ্টি সহকারে কতকগুলি লোককে পরসেবায় নিযুক্ত থাকিবার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে সত্য বটে; কিন্তু বিধাতা যাহাদের অদৃষ্টে পরসেবা লিখেন নাই, তাঁহারা সেবাধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া লক্ষ্মীর আদেশ লঙ্ঘন ও বিধির লিপি ব্যর্থ করিবার জন্য ব্যগ্র কেন? সেবাবৃত্তি ব্যতীত বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়া লোকে লক্ষ্মীর প্রীতি-ভাজন হইতেছে, ইহার সহস্র দৃষ্টান্ত যখন চতুঃপার্শ্বে দেখিতেছ, তখন দৈববাণীতে প্রত্যয় হয় না কেন?

(ক্রমশঃ।)

অযোধ্যা ও ফৈজাবাদ।

তোমরা কেহ বলিতে পার আমি সে দিন বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিলাম? আমি ভাবিতেছিলাম অখিল সংসার বিষাদময়। আমরা যাহা কিছু ভাবি, যাহা কিছু করি, যাহা কিছু দেখি, তৎসমস্তেই বিষাদের তরঙ্গ প্রচ্ছন্নভাবে বহিতেছে। ঐ যে বকুল গাছটী দেখিতেছ, যাহার মধুর-দর্শন পাতাগুলি তোমার চক্ষে স্নেহ-রঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার ঐ ছোট ছোট ফুলগুলি তোমার দর্শনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিতেছে, উহার ঐ শ্যামল পত্রে, সুন্দর ফুলেও বিষণ্ণতার ঢেউ খেলিতেছে। কালে ঐ পাতা শুকাইবে, ঐ ফুল মলিনবেশ ধারণ করিবে; এক সময়ে

উহারা আর তোমার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিবে না, এক সময়ে তুমি আর উহাদিগকে প্রফুল্ল অন্তরে গ্রহণ করিয়া প্রাণভরে বলিতে পারিবে না "আহা কি মধুর দৃশ্য !" যখন উহাদের মনোমদ রূপ ও গন্ধ থাকে, তখনই দেখিবে উহারা আনন্দে আনন্দ মিশাইয়া ধনিগৃহে, দরিদ্র-কুটীরে, উৎসবালয়ে, রাজপন্থায় অজস্রধারে আনন্দ বর্ষিয়া বিরাজ করিতেছে। কিন্তু যখন উহাদের সেই রূপ, সেই গন্ধ অনন্ত আকাশে বিলীন হইয়া যাইবে, তখন তুমি আবার উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন পত্র ও নূতন পুষ্পের জন্য হস্ত প্রসারণ করিবে। আর যদি ভাবুক হও, যদি কোন দিন পরের হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া,পরের দুঃখ, পরের বেদনা,পরের বিষণ্ণতা সহ হৃদয়তন্ত্রী স্পন্দন করিতে শিখিয়া থাক ; যদি কোন দিন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, তিন সময়ের তিন অবস্থা পর্য্যায়ক্রমে পর্য্যালোচনা করিয়া আপন মনের আপন ভাবে আপনি ডুবিতে শিখিয়া থাক, তাহা হইলে আর উহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না ; তাহাহইলেই উহাদিগকে গ্রহণ করিয়া অন্তরের নিভৃতস্থল হইতে বলিয়া উঠিবে "পৃথিবী বিষাদময় !"

কার্য্যতঃও পৃথিবী বিষাদময়। প্রস্তাবনার শিরোদেশে যে নামদ্বয় দেখিতেছ, উহারা প্রত্যেকে এক একটী বিষাদ-স্তম্ভ। ইহাদিগের অতীত কালের ও বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ একবার পাঠ করিয়া দেখ, পরন্তু ইহাদের বর্ত্তমান দৃশ্য কল্পনার আয়াস-সাধ্য পুরাকালের সেই দৃশ্যের সহিত একবার তুলনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত উহাদের অবস্থার কতদূর বৈষম্য ঘটিয়াছে।

যে অযোধ্যা এক দিন ভারতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, যথায় সূর্য্যবংশীয়গণের লীলাস্থান, যাহার নাম আজও ভারতের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে প্রতি গৃহে, প্রতি জনপদে বিরাজ করিতেছে, আজ আমরা বিষণ্ণ অন্তরে, সংক্ষেপতঃ সেই স্থানের কয়েকটী কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

পুরাকালে অযোধ্যা কিরূপ ছিল, অনুমান চক্ষে তাহা সকলেই একবার দেখিয়া লইয়াছ। আজ কাল অযোধ্যা একটী ছোট নগরী। উহাতে তুমি জলের কল, গ্যাসের আলো, ট্রামওয়ে, বৈদ্যুতিক আলো কিছুই দেখিতে পাইবে না। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আংশিক বিস্তার মাত্র

উহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সুতরাং যাহারা জাঁকজমকপ্রিয়, তাঁহাদিগের নিকট ঐ স্থান সুখ-দর্শন হইবে না।

অযোধ্যা নগরীতে উপস্থিত হইবামাত্রই প্রথমতঃ একটী দৃশ্য অন্তরে সহসা যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করিয়া দেয়—এ দৃশ্য হনুসৈন্যের অথবা একজাতীয় বানরের। মানুষেরা যেমন রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়, ইহারাও তদ্রূপ সকল সময়ে নির্ভীক অন্তরে মানুষের সহিত একভাবে রাস্তা দিয়া চলিয়া বেড়ায়। ঐ স্থানের হিন্দুগণ দেবতা জ্ঞানে হনুমানের এবং হনুসৈন্যের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, ইহাদিগের পূজার নাম " মহাবীর পূজা।" ইহাদিগের উপর কোন হিন্দুই কোন প্রকার উপদ্রব করেন না। সহসা দেখিলে বোধ হয় ইহারা একদলস্থ, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহারা অনেক গুলি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত। যদি কোন ব্যক্তি কোন খাদ্য দ্রব্য এক স্থানে রাখিয়া যায়, উভয় দলের বানরেরাই উহা গ্রহণ করিতে আসিবে; যে অগ্রে গ্রহণ করিতে পারিল, সে নির্ব্বিঘ্নে উহা লইয়া প্রস্থান করিতে পারিলে আর কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু যদি প্রতিদ্বন্দ্বী বানর উহা লইবার জন্য কোন প্রকার উৎপীড়ন করে তাহাহইলে ক্রমে উভয় দলের সকলে একত্র হইয়া তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত করে। সময়ে সময়ে ইহাদের যুদ্ধ দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়; কিন্তু এরূপ যুদ্ধ অতি বিরল। ইহারা মানুষের বড় অপকারী। কেহ কোন খাদ্য দ্রব্য লইয়া যাইবার সময় যদি বস্ত্র খণ্ডে অথবা অন্য কোন আবরণে তাহা আবৃত না করে, ইহারা চুপে চুপে যাইয়া, কোন প্রকারে ছলে বলে কার্য্য সিদ্ধি করিয়া চলিয়া আইসে। সময়ে সময়ে ইহারা গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক খাদ্য দ্রব্য যাহা যেখানে পায়, লইয়া আনন্দচিত্তে প্রস্থান করে। সুতরাং প্রায় সকলের বাড়ীতেই জানালা প্রভৃতির উপর কোন প্রকার আবরণ থাকে। ইহারা যখন ছোট ছোট বড় বড় সকলে রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়, তখন বড় সুন্দর দেখায়।

নগরীতে এতদ্ভিন্ন আরও এক উৎপাত আছে। এ উৎপাতের কারণ পাণ্ডাশ্রেণী। কালীঘাটে যেমন পাণ্ডাগণ ফুলচন্দন লইয়া সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়, অযোধ্যাতেও ঠিক সেইরূপ। কোনও মন্দির হইতে

বাহির হইলেই ২০।৩০ জন স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় পাণ্ডা "রাম সীতা রাম" ধ্বনি করিতে করিতে অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহাদের হস্ত হইতে সহজে নিস্তার পাওয়া অনেকের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে।

কত শত বৎসর গত হইল শ্রীরামচন্দ্র রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার নাম ভারতের নানা স্থানে নানা ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য কি? কোন্ রাজা রাজত্ব করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন? অযোধ্যার কথা রাখিয়া দাও, ভারতের যে স্থানে যাও, সেই স্থানেই দেখিতে পাইবে কত শত লোকের অন্তরে শ্রীরামের জীবন্ত মূর্ত্তি এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে। প্রজাবর্গের ঐকান্তিক অনুরাগ ও ভক্তিই যে ইহার কারণ, বোধ হয় তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। আজও অযোধ্যাবাসীগণ এই অনুরাগ ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। নগরীর যে অংশের যে গৃহে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, প্রায় সেই সমস্ত গৃহের দ্বারেই দেখিতে পাইবে চন্দনাক্ষরে স্পষ্টতঃ লেখা রহিয়াছে "রাম সীতারাম, জয় সীতারাম।" এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক হিন্দুর গৃহেই রাম সীতার এক এক খানা প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে; এদৃশ্য অতীব সুন্দর।

অযোধ্যা নগরীতে প্রধান দৃশ্য হনুমান গড়। বহির্দ্দিকে ইহাতে কোন কারু কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে অযোধ্যাতে যত বার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে,তন্মধ্যে অধিক সংখ্যক যুদ্ধেই হনুমান গড় হিন্দুদিগের আশ্রয় স্থান ছিল। এ গড় অনেকবার আক্রান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি ইহার সুগঠিত আকৃতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। গড়ে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র পথ, সেই পথ বন্ধ করিয়া দিলে প্রবেশের আর দ্বিতীয় পথ নাই। দুর্গের উপরে চারিকোণে চারিটী তোপ রাখিবার স্থান আছে, ভিতর হইতে বন্দুক প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধ করিবার জন্য প্রাচীরে শত শত ছিদ্র আছে। ইহার অভ্যন্তরীণ ভাগও দেখিতে বড় সুন্দর নয়। দ্বিতলের উপর চারিদিকে পাণ্ডাদিগের থাকিবার গৃহ আছে এবং ইহাদেরই মধ্যেই মন্দিরে হনুমানের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। প্রতিদিন ইহার পূজাবিধি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যখন কোন রাজা

পূজার উপঢৌকন স্বরূপ অনেক সময় বহুল অর্থ দান করিয়া যান। এতদ্-ভিন্ন সামান্য তীর্থযাত্রীদের নিকট হইতেও অনেক টাকা সংগ্রহ হইয়া থাকে। এই সমস্ত টাকা পূজা কার্য্য প্রভৃতি নির্ব্বাহার্থ যে ধনাগার নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে জমা হইয়া থাকে এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যয়িত হয়। এ সকল কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রতি বৎসর এক এক জন নূতন মোহন্ত নিযুক্ত হয়। হনুমান গড়ে যে সমস্ত শিষ্য থাকে, তাহাদের মধ্য হইতেই পবিত্রচিত্ত পণ্ডিত ধীরপ্রকৃতির কোন লোক মোহন্ত নির্ব্বাচিত হয়, বাহিরের লোকের মোহন্ত হইবার অধিকার নাই। প্রতিদিন এই গড়ে অন্যূন দুইশত লোকের আহারাদি হইয়া থাকে; ইহাদের সমস্ত খরচ উল্লিখিত ধনাগার হইতে সম্পন্ন হয়। একটী পুরোহিত সর্ব্বদা হনুমানের প্রতিমূর্ত্তির নিকট বসিয়া দর্শকগণকে মালা চন্দন ও দেবপ্রসাদ প্রদান করে। বিদেশী বলিয়া আমার ভাগ্যে ঐ সমস্ত একটু অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে লাভ হইয়াছিল। গড়ে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারদেশে পাদুকা রাখিয়া যাইতে হয়। প্রবেশ মাত্রেই পুষ্প ও চন্দনের গন্ধে সকলের মন আমোদিত হয়। আমার পৌত্তলিক দেব দেবীতে বিশেষ কোন বিশ্বাস আছে কিনা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু যখন ঐ মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, তখনি আমার মন প্রফুল্ল হইল। না জানি কোথা হইতে আপনা আপনি ভক্তি আসিয়া অন্তরে প্রবেশ লাভ করিল এবং ইচ্ছা হইল ঐ স্থানে বসিয়া বসিয়া মনের আনন্দে একবার হনুমানের গুণগান করিয়া লই।

দ্বিতীয়তঃ মানমন্দির। এই মন্দির মহারাজা মানসিংহ স্থাপিত। এই মন্দিরের প্রস্তরোপরি কারুকার্য্য অতি চমৎকার। ইহার চতুষ্কোণস্থ প্রকোষ্ঠে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব গণেশের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাদিগের মধ্যস্থলে শিবমন্দির। মহাবীর পূজার ন্যায় এই শিবের পূজাও সমারোহে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মহারাজা মানসিংহ কেবল এই একটী মন্দির স্থাপিত করিয়াছেন এমন নয়—তিনি অনেক মন্দির, প্রস্তর ও ইষ্টকাদি নির্ম্মিত অধিরোহিণী ও সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত চতুষ্পাঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইহার উত্তরাধিকারী রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ এখনও বর্ত্তমান আছেন। ইনি একজন সামান্য জমীদার। ইংরাজ

বাহাদুরের প্রতাপে ইহাকে মানমন্দিরের প্রবেশ দ্বারে ফটোগ্রাফ রূপে বর্ত্তমান দেখিয়া আসিলাম।

তৃতীয়তঃ স্বর্গদ্বার ঘাট, লক্ষ্মণ ঘাট ও লক্ষ্মণ বর্জ্জন ঘাট। এই সমস্ত ঘাট বড় বড় প্রস্তর খণ্ড নির্ম্মিত। ইহাদিগের উভয় পার্শ্বে স্ত্রীলোকের স্নানের জন্য প্রস্তর নির্ম্মিত স্নানাগার আছে। গ্রীষ্মের সময় অনেকে আসিয়া এই সকল ঘাটে শয়ন করিয়া যথাসুখে নিদ্রা যায়। এই ঘাটত্রয়ের পৌরাণিক বৃত্তান্ত সকলেরই জ্ঞাত আছে, সুতরাং এস্থলে আর উল্লেখ করিলাম না। শ্রীরামের দাঁতন ঘাট নামে আর একটী ছোট ঘাট আছে; কিন্তু সেটী নদীর তীরস্থ ঘাট নয়। হনুমান গড়ের সমীপে একটী ছোট পুষ্করিণী আছে। ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত স্থানই ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট দ্বারা বাঁধান আছে, ইহাকে দাতন ঘাট বলে। ইহার জল অতিশয় নির্ম্মল। পূর্ব্বোক্ত ঘাট গুলির ন্যায় এটীও একটী তীর্থ স্থান।

চতুর্থতঃ দশরথ-মন্দির ও কৈকেয়ী-মন্দির। এই উভয় মন্দির পরস্পরের সান্নিধ্যে স্থিত। শ্রীরামের বনবাস প্রার্থনায় কৃতসঙ্কল্পা কৈকেয়ী যে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন সে মন্দিরের ভিত্তি-স্থানে যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাই এইস্থানে কৈকেয়ী-মন্দির নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মন্দিরের দ্বার প্রায় সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকে। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে রীতিমত দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। এটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। (ক্রমশঃ)

রুসিয়দিগের দেশ-হিতৈষণা।

রুসিয়া একটী অসভ্য ও সামান্য দেশ ছিল, কিন্তু আজি কালি যে ইহা একটী প্রধান সম্রাজ্য হইয়া সভ্যতম দেশ সকলের সমকক্ষ হইয়াছে, ইহার কারণ কেবল দেশবাসীদিগের স্বদেশ-হিতৈষিতা। এই স্বদেশ হিতৈষিতা দ্বারা ইহারা ক্রমে স্বেচ্ছাচারিতা শাসনকে খর্ব্ব করিয়া সাধারণের অবস্থোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে 'নিহিলিষ্ট' নামে এক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহারা যদিও উন্মত্ত ও বিকৃতচিত্ত

হইয়া এককালে রাজশক্তিকে বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেছে, কিন্তু স্বদেশ হিতৈষিতা তাহাদিগেরও চেষ্টার মূল। যাহাহউক মহাবীর নেপোলিয়ন যখন তাঁহার দাপে সমগ্র ইউরোপকে কম্পান্বিত ও তত্রত্য প্রবল রাজাদিগকে পদানত করেন, সেই ঘটনাপূর্ণ সময়ে রুসিয়গণ যেরূপে আত্মরক্ষা করিয়া গর্ব্বিত দিগ্বিজয়ীকে ঘোর বিপন্ন ও সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পত্রে চিরকাল জাজ্বল্যমান থাকিবে। আমরা এ স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ উল্লেখ করিতেছি।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান জেনার ক্ষেত্রে প্রুসিয়াকে পাদ-দলিত করিয়া অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে রুসিয়া আক্রমণে ধাবমান হন। এই সৈন্য সকলের মধ্যে অজেয় অমর নামধারী বহু বীরপুরুষ ছিলেন, এবং কর স্পর্শ মাত্রেই যে রুসিয়াকে কবলিত করিতে পারিবেন, তাহাতে নেপোলিয়ানের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু স্বদেশ রক্ষার্থ রুসিয়ার রাজ পুরুষগণ হইতে সামান্য কৃষিজীবী পর্য্যন্ত সকলে বদ্ধ-পরিকর হইল, রমণীগণও এ কার্য্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। কার্থেজীয় নারীদিগের বিষয়ে বর্ণনা আছে যে যখন যুদ্ধাস্ত্র সকল নিঃশেষিত হইল, তাহারা আপনাদিগের চুল কাটিয়া ধনু, এবং অলঙ্কার গলাইয়া বাণ, প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিলেন। রুসিয়ার নারীগণও যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশোদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। নেপোলিয়ন রুসিয় সম্রাটের ভগিনীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এখন তিনিই আপনার ব্যয়ে এক বৃহৎ সৈন্যদল রাখিবার উদ্‌যোগ করিলেন। রুসিয়ার প্রত্যেক অংশ হইতে লোক প্রভৃতি যত আবশ্যক তত সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য দেশবাসীগণ সম্রাটের নিকট আবেদন করিল এবং তাঁহাকে যুদ্ধ চালাইবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিল। মস্কাউ তৎকালে রাজধানী, ইহার অধিবাসী গণ ৮০০০০ সৈন্য সংগ্রহের ভার লইল। বৃদ্ধ সেনাপতি প্লেটফ ইতিপূর্ব্বে স্বদেশ রক্ষার্থ অনেকবার শরীরের রক্তপাত করিয়াছিলেন, এখন তিনি অঙ্গীকার করিলেন, আক্রমণকারীকে যে ব্যক্তি বধ করিতে পারিবে, তিনি তাহাকে ২লক্ষ(রোবল)মুদ্রা এবং আপনার এক কন্যাদান করিবেন। ধনাঢ্যের সন্তানগণ নিজ ব্যয়ে সৈন্য সকল প্রস্তুত করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের হস্তে

অধ্যক্ষতার ভার দিয়া আপনারা নিম্নতর পদে কার্য্য করিতে স্বীকার করিলেন। কৃষকেরাও নানাদিক হইতে দলে দলে আসিয়া সৈন্যশ্রেণী ভুক্ত হইতে লাগিল। পেনিনসুলার যুদ্ধে ইংরাজদিগের জয়বার্ত্তা তাহাদিগের কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহারা বার বার বলিতে লাগিল "কি, ক্ষুদ্র পর্টুগাল দেশ ইংলণ্ডের সাহায্য লইয়া ফরাসীদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিল, আর রুসিয়া ফরাসী রক্তে আয়ল ও ফিডলণ্ড রণক্ষেত্রশায়ী স্বদেশবাসীগণের তর্পণ করিবে না?" এই সময় একটী কার্য্যে রুসীয়গণ তাহাদিগের সমধিক ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় দিয়াছিল। রিগানগর শত্রুগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়। রুসিয়েরা ফিনলাণ্ড হইতে ১৫০০০ সৈন্য রিগার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিল এবং ছয় দিনের মধ্যে ১০০ কামান পূর্ণ রণতরী নির্ম্মাণ ও সুসজ্জাপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত করিল।

মস্কাউ নগর দাহ ইতিহাসে একটী অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। এই সঙ্কট সময়ে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা ও অধিবাসীগণ যে প্রকার স্থির প্রতিজ্ঞা ও স্বদেশানুরাগের পরিচয় দান করিয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্তও দুর্ঘট। ফরাসীগণ যখন রক্তলোলুপ শার্দ্দূল দলের ন্যায় রাজধানীর উপর পতিত হইবার উপক্রম করিল, রুসিয়েরা নিজেই নগরে আগুণ ধরাইয়া দিল এবং আপনাদিগের সর্ব্বস্ব ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। শত্রুগণ মাথা রাখিবার একটু স্থান না পায় এবং আহার করিবার কিছুমাত্র দ্রব্য লাভ করিতে না পারে, এইজন্য তাহারা সকল স্বার্থ ও সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করিল। সেনাপতি রষ্টপচিন সেনাদল সমভিব্যাহারে শত্রুর হাত এড়াইবার জন্য প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মস্কাউয়ের অনতিদূরে তাঁহার পল্লীভবন একমাত্র আশ্রয় স্থান ছিল, কিন্তু ফরাসীদিগের আগমন দেখিয়া তিনি স্বহস্তে তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিলেন এবং শত্রুগণকে এই পত্র খানি লিখিয়া গেলেন:—

"আমি ৮ বৎসর ধরিয়া আমার পল্লীভবন সুসজ্জিত করিয়াছি এবং পরিবার মণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ইহার মধ্যে সুখে বাস করিয়াছি। তোমাদের আগমনে ইহার অধিবাসী ১৭২০ ব্যক্তি আবাস পরিত্যাগ করিয়া চলিল এবং আমি স্বহস্তে আপনার গৃহ দগ্ধ করিলাম, যেন তোমাদের

পাপ সংস্পর্শে ইহা অপবিত্র না হয়। ফরাসীগণ! আমার দুইটী মস্কাউ প্রাসাদের মূল্য ৫ লক্ষ (রোবল) মুদ্রা, তাহা তোমাদিগের জন্য ছাড়িয়া আসিয়াছি, এখানে কেবল ছাই দেখিতে পাইবে।

কাউন্ট টেক্সর রষ্টপচিন।"

সেনাপতির সাধু দৃষ্টান্তে নিকটস্থ চাষাগণ স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহারা আটি আটি করিয়া কাষ্ঠ আপনাদিগের গৃহের চতুর্দ্দিকে রাখিয়াছিল, শত্রুগণের আগমনে তাহা জ্বালিয়া স্বস্ব গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে লাগিল। বোনাপার্ট যখন দেখিলেন বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়া সৈন্যদিগের বাসের সুবিধা করিতে পারিতেছেন না, তখন অর্থ দানের অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু রুসিয়েরা অটল! কোন কোন স্থানে দেশবাসীগণ শস্য দিতে সম্মত আছে বলিয়া ভাণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা লইবার জন্য যে লোক সকল আসিল, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল। ফরাসীরাও এ সময় ক্ষিপ্ত হইয়া দেশবাসীগণের প্রতি অতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরাচরণ করিতে লাগিল। কয়েদী রুসীয়দিগকে সেনাদল ভুক্ত করিবার চেষ্টা অনেকবার করা হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। একজন রুসীয়ের হস্তে নেপোলিয়নের নাম অঙ্কিত হইয়াছিল, ইহাতে সে কটিদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার হস্ত কাটিয়া ফেলিল এবং চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "এ হস্ত স্বদেশের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্রধারণ করিবে না।" কাউন্ট ওরনজফের ১২ জন প্রজা ফরাসীদিগের হস্তগত হয়, নেপোলিয়ন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন "হয় সৈন্যদল ভুক্ত হও, নয় এক ঘণ্টার মধ্যে শিরশ্ছেদন হইবে।" এক ঘণ্টা সময় চলিয়া গেল, তাহারা সৈন্যত্ব স্বীকারে বিমুখ হইল। পুনরায় এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হইল, তাহারা তথাপি অস্বীকৃত। ইহাতে প্রথম ৪ ব্যক্তিকে হত করা হয়। কিন্তু যাহার উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হয়, সে ব্যক্তি এই প্রকার বল প্রয়োগের কোন ফলোপধায়িতা না দেখিয়া অবশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ছাড়িয়া দিল। অতঃপর নেপোলিয়নের দুর্দ্দশার একশেষ! তিনি রুসিয়া জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে স-সৈন্যে স্বদেশাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। শীতে, অনাহারে এবং শত্রুগণের আক্রমণে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা

দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল। ৫ লক্ষ সেনা লইয়া রণযাত্রা করিয়াছিলেন, ইহার ৪ লক্ষ পথে পথে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিল, অবশিষ্ট গুলি নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, নেপোলিয়ন কোন মতে প্রাণ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

দেশভ্রমণ।

মিসর দেশ ও সুয়েজ খাল।

প্রাচীন মিসরের কথা উল্লিখিত হইলেই সহস্রাধিক ক্রোশবাহী নীল নদ, ফেরো রাজবংশ ও তাঁহাদিগের কীর্ত্তিস্থানীয় পিরামিড, মঠমালা এবং পুরাতন নগরী থিবস্‌, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতির কথা স্মরণ হয়। পুরাতন আলেকজান্দ্রিয়া যাহা খ্রীষ্টের আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী গ্রীক্‌ সম্রাট আলেকজান্দর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, ও যথায় পূর্ব্বে গুণবতী হাইপেসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন, সে নগর ও তাহার প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার ৬৪০ খৃষ্টাব্দে কালিফ ওমার কর্ত্তৃক দগ্ধীকৃত হয়। ইহার লোক সংখ্যা প্লীনির মতানুসারে তিন লক্ষ ও পরিধি ৭ ক্রোশ ছিল। অনেকেই (Pompey's Pillar) পম্পে স্তম্ভের নাম শুনিয়াছেন, এখানেই ইহার অবস্থান ছিল। পারিস প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় নগরের যে যে প্রসিদ্ধ চিত্রশালিকা আছে, তাহাতে এস্থানের সংগৃহীত অনেক দ্রব্যাদি সঞ্চিত আছে। পুরাতন আলেক-জান্দ্রিয়া ৩।৪ ক্রোশ ব্যাপিয়া কেবল ভস্মাবশেষ হইয়া আছে।

এদিকে আধুনিক মিসরের বিষয় ভাবিলেই প্রধানতঃ সুয়েজ ও আলেক-জান্দ্রিয়া বন্দর, কেরো, সুয়েজ খাল, কেলাদিগের (কৃষকদিগের) হীনাবস্থা, নীল নদের বার্ষিক বন্যা, নিউবিয়া প্রভৃতি স্থানের লোকদের দাস্যাবস্থা, ইংরাজ ও ফরাসিদিগের খেদিবীর (মিসরের শাসন কর্ত্তাদিগের উপাধি) উপর ক্ষমতা প্রসারণ প্রভৃতির চিন্তা মনোমধ্যে উদিত করে। পাঠিকা-দিগের অবগতির জন্য মিসরের রাজকার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে কেবল এই মাত্র বলিলেই হয় যে খিদিবী নামমাত্র তুরুষ্কের সুলতানের অধীন, কার্

কনেষ্টাণ্টিনোপলে প্রেরিত হয়। এপ্রকার ঘটনা একবার ১৮২৮ খৃঃ অব্দে তুরস্ক ও গ্রীসের যুদ্ধ সময়ে ও ১৮৮৬ খৃঃ শকে রুসিয় সমরকালে হয়।

প্রথমতঃ আমরা সুয়েজ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর যাইবার সময় যাহা যাহা দর্শন করি, তদ্‌বিষয়েরই উল্লেখ করিব। এই রাস্তা "Overland Route, ভূমিপথ নামে খ্যাত। পূর্ব্বে ইউরোপ হইতে কোন যাত্রীর ভারতবর্ষে আসিতে হইলে, আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া আসিতে ৩ মাস সময় লাগিত। এখন এই মিসর দেশের রাস্তা খোলায় ২১ দিনে পত্রাদি ইউরোপ হইতে পাওয়া যায়। বাষ্পীয় শকটে সুয়েজ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া (২২০ মাইল) আসিতে আন্দাজ ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। আমরা ১৮৭৩ সালের ১৭ই এপ্রিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে, আরব উপকূলস্থিত এডেন বন্দর ছাড়িয়া ২২এ তারিখ অপরাহ্নে সুয়েজ পৌছি। সেই দিনই সন্ধ্যার পরে সুয়েজ ছাড়িয়া পর দিন প্রাতে ১০ টার সময় আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিত হই। নীল নদ আমাদের দেশের মধ্যমায়তন নদীর মত বড়। এই নদ না থাকিলে মিসরবাসীদের বাঁচিয়া থাকিবার কোন উপায় থাকিত না। নিম্ন ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্ত্তী মিসর ছাড়িয়াই মরুভূমি। কেবল পানীয় জলের জন্যই যে নীল নদের আবশ্যকতা তাহা নহে। এই জল ভিন্ন নালা হ্রদ ইত্যাদি অন্যান্য জলাশয় লবণাক্ত। মিসর ভূমির যে এত উর্ব্বরতা, কেবল নীল নদই তাহার মূল কারণ। মিসরে যদিও কেবল অল্পমাত্রায় বৃষ্টি হয়, কোন কালে হয়ত হয় না, তত্রাপি নীল নদের উৎপত্তি স্থানে অধিক পরিমাণে বর্ষণ হয়, তৎসঙ্গে আবার পর্ব্বতমালায় বরফ দ্রব হইয়া এপ্রেল হইতে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রায় [illegible] পরিমাণে নদীর জল বৃদ্ধি হয়। তৎসঙ্গে নদীর পর পার ও পার্শ্ববর্ত্তী সকল ভূমি বন্যায় প্লাবিত হয়। সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে জল কমিতে থাকে, তথনই কর্ষণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া, জুন মাসে সর্ব্ব প্রকার শস্য [illegible] - তুলা, যব, গম, ধান, সরিষা, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুররূপে উৎপন্ন হয়। এদিকে আবার মিসরে পাটের চাস আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে বঙ্গদেশ [illegible] যাইবার সম্ভাবনা। নিম্ন মিসর স্বর্ণ ভূমি তুল্য।

নীল নদ হইতে নানা জায়গায় খাল কর্ত্তন করা হইয়াছে। পুরাকালে এস্থান অত্যন্ত উর্ব্বর বলিয়া খ্যাত ছিল। কৃষিকার্য্যের উন্নতিতেও তত্রত্য কেলাদিগের অবস্থা দেখিলে দুঃখিত হইতে হয়। সাধারণতঃ খিদিবীরা অত্যাচারী। ভূতপূর্ব্ব খিদিবী ইস্মাইল পাসা প্রজাদিগকে পীড়ন করিতেন। প্রজাদিগের অবস্থা ও ভূমির উর্ব্বরতা বিষয়ে যাহা লিখিলাম, সে সব একজন মিসরদেশীয় লোক হইতে অবগত হইয়াছি। এই দেশীয় ভদ্রলোকটী আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। ইস্মাইল পাসা নিজকে ধনী করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা পাইয়া অনেক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শেষকালে তাঁহাকে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ইতালী দেশে নির্ব্বাসিতের মত বাস করিতে হইয়াছে। তাঁহার পুত্র টেকিযুক পাসা মিসরের খিদিবী। রেলের পার্শ্বে অনেক বড় বড় জলাশয় দৃষ্ট হয়, সেগুলি হইতে অনেক লবণ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে মিসরে নীল নদের জল ভিন্ন পানীয় মিষ্ট জল আর নাই। আমরা মধ্যে মধ্যে স্ত্রীপুরুষদিগকে উষ্ট্রারোহণে ও পদব্রজে মেলায় যাইতে দেখিলাম। গ্রামের মধ্য হইতে উত্চ্চ মস্জিদ্ দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কোথায়ও বা প্রান্তে উপাসনার আহ্বান জন্য কীর্ত্তকের নিমন্ত্রণধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। রেলের পার্শ্বে, প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল আছে। ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে মিসরের নিম্নতর ভাগ এত উর্ব্বর, অথচ কেরো ছাড়িলেই কেবল অনবরত মরুভূমি। দিন দিন মিসরীয় লোকেরা দেশের আত্মশাসন বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন। এতদিন পরে তথায় 'দেশীয় সম্প্রদায়' বলিয়া একটী শ্রেণী দলবদ্ধ হইয়াছেন। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশ ইংরাজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধস্থল হইয়াছিল। প্রথম নেপোলিয়ান মিসর দেশে ফরাসীদিগের ক্ষমতা বিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের সন্নিহিত আবুকর উপসাগরে প্রসিদ্ধ নেলসন কর্ত্তৃক ফরাসীরা পরাজিত হন। এখনও রেলওয়ে ষ্টেষণে ফরাসী ভাষায় বিজ্ঞাপনাদি লেখা থাকে। ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার স্থানে স্থানে নীল নদের উপর সাঁকো বাঁধিয়া গিয়াছেন। সুয়েজ খাল তৃতীয় নেপোলিয়নের পত্নী রাজ্ঞী ইযুজিনী নিজে আসিয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্য ১৮৬৯খৃষ্টাব্দে খুলিয়া দেন। এদিকে সুয়েজ খাল খননের পর ইংরাজেরা মিসরে

আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছেন। ভূতপূর্ব্ব খিদিবী ইয়ুরোপীয়-দিগের হইতে অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, তদুপলক্ষে ইংরাজ ও ফরাসীরা রাজস্ব বিষয় বন্দবস্তের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান 'জাতীয় সম্প্রদায়স্থ' লোকেরা মিসরে আত্ম শাসনপ্রণালী বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। স্বার্থত্যাগ করিয়া দেশের মঙ্গলোদ্দেশে ধীরতা ও বিবেচনার সহিত কায করিলে অবশ্যই সফল-প্রযত্ন হইবেন। আলেক-জান্দ্রিয়া বন্দরের দিন দিন উন্নতি লাভ হইতেছে। ইংরাজ ফরাসী ইতালীয় রুষিয় অষ্ট্রেলিয় প্রভৃতি জাতিরা নিয়মিতরূপে বাণিজ্য তরি এদেশে প্রেরণ করিতেছেন। ভারতবর্ষ,চীন,অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির পত্রাদি ডাকে সপ্তাহে সপ্তাহে এস্থান হইতে ইতালীস্থ ব্রিণ্ডিসি নামক বন্দরে যাইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড রিপণ সিমলায় গমন করিয়াছেন।

২। লোহিত সাগরে এক প্রকার মাছ ধরা পড়িয়াছে, ইহার নিম্ন ভাগ কটি-দেশ পর্য্যন্ত মাছের মত, উপরিভাগ মানুষের ন্যায়। মাথা চুল দাড়ী আছে, চক্ষু দুটী অপর দিকে।

৩। সম্প্রতি তাড়িত দ্বারা বেলুন চলিতেছে ওগম হইতে উৎকৃষ্ট ময়দা প্রস্তুত হইতেছে।

বামাগণের রচনা।

বসন্ত বর্ণনা।

দেখিতে দেখিতে বসন্তের আগমন,
ক্লেশকর শীতঋতু হলো অদর্শন।
ত্যজিল বসুধা জীর্ণ মলিন বসন,
নববেশে প্রফুল্লিত শোভে অতুলন। ১
মোহিল প্রকৃতি দেবী মানবের হিয়া
নানারাগে ধরণীরে রঞ্জিত করিয়া,
মৃদু মৃদু বহে আহা বসন্ত হিল্লোল,
পরশে মানব দেহ করে সুশীতল। ২
শীর্ণ ছিল মহীরুহ আকুঞ্চিতা লতা,
মধুকাল সমাগমে হল পুলকিতা;
কচি কচি পাতাগুলি নয়ন-রঞ্জন,
হেলিছে দুলিছে ধীরে সহ সমীরণ। ৩

কুসুম কানন আহা কিবা শোভা ধরে
হেরিলে প্রকৃতি ছবি মন প্রাণ হরে।
চেয়ে দেখ মল্লিকা হাসিছে উপবনে,
সুগন্ধ বিতরি তোষে মলয় পবনে। ৪
প্রস্ফুটিত কামিনী, গোলাপ, গন্ধরাজ,
ভ্রমরের আর দেখ নাহি অন্য কাজ,
গুণ, গুণ রবে সদা, পুষ্প মধু হরে,
মধু পিয়ে ঝঙ্কারিছে প্রফুল্ল অন্তরে। ৫
পক্ষীগণ করিতেছে মধুর কূজন,
উড়িতেছে বায়ুভরে হরষিত-মন,
মাঝে মাঝে, বনপ্রিয় কুহু কুহু স্বরে
বরষিছে সুধা ধারা শ্রবণ বিবরে। ৬
বসন্ত পূর্ণিমা মরি কিবা সুখময়,
নিরুপম শোভারাশি, আনন্দ আলয়।
সুস্নিগ্ধ জোৎস্নায় ধরা করে ঢল ঢল,
কৌমুদীবসনা নিশা আনন্দে বিহ্বল। ৭
সুধাহেতু চকোরের লোলুপ রসনা,
সুধাকর পাশে ধায় হয়ে ব্যস্তমনা,
আশাতীত সুধা পিয়ে চকোরী চকোরে,
মত্ত ভাবে নৃত্য করে আনন্দ অন্তরে। ৮
মধুকাল আগমনে জীব জন্তুগণ
প্রীতি রসে হইয়াছে সবে নিমগন,
মলিনতা, পাপ, তাপ, দূরে পরিহরি
উঠিছে সর্ব্বদা হৃদে শান্তির লহরী। ৯
বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের করুণা অপার,
তাঁর কীর্ত্তি বর্ণিবারে হেন সাধ্য কার ?
পশু, পক্ষী, পুষ্প, ফল তরু লতাগণ
অবনত শিরে করে তাঁহারে বন্দন। ১০   হেমলতা।

২য় কল্প, ৩য় ভাগ বামাবোধিনীর

সংখ্যানুসারে সূচিপত্র।

বৈশাখ—১৯৬ সংখ্যা।

১। নব বর্ষ ... ১
২। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৫
৩। বাগদেবীর সভা ... ৯
৪। গৃহকার্য্য ... ১৪
৫। একদিনকার দৃশ্য ... ১৭
৬। আমেরিকার আবিষ্কার ২০
৭। ফ্লামিঙ্গো পক্ষী (সচিত্র) ২৫
৮। বিজ্ঞান কৌশল .. ২৬
৯। বিবী নাইটকে বিদায় দান ২৭
১০। নূতন সংবাদ ... ৩০
১১। বামাগণের রচনা ও পুস্তক সমালোচনা ... ৩১

জ্যৈষ্ঠ—১৯৭ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৩৩
২। তুমি আমাদের কে? ৩৫
৩। শুষ্ক মল্লিকা (পদ্য) . ৪১
৪। ঘড়ি ঐ ... ৪২
৫। আমেরিকার আবিষ্কার ৪৩
৬। নগদ টাকা, নোট ও কোম্পানির কাগজ ৪৫
৭। এন্ হেমেলটাইন ৪৯
৮। ঐরাবত বৃক্ষ (সচিত্র) ৫৩
৯। হিত-কথা ... ৫৫
১০। আমার সময় নাই ... ৫৭
১১। নূতন সংবাদ ... ৬১
১২। পুস্তক সমালোচনা ... ৬২
১৩। বামাগণের রচনা ... ৬৩

আষাঢ—১৯৮ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৬৫
২। জীবন-চরিত্র বোপদেব ৬৭
৩। আমার সময় নাই ... ৭০
৪। নগদ টাকা, নোট ও কোম্পানির কাগজ ৭২
৫। বঙ্গ-সংসার ... ৭৫
৬। পোর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক ভারত বর্ষের পথ আবিষ্কার ৭৮
৭। লেডী বর্নের দানশীলতা ৮১
৮। অদ্ভুত শিল্প নৈপুণ্য ... ৮৭
৯। দেশ ভ্রমণ .. ৮৬
১০। বর্ণ ... ৯২
১২। নূতন সংবাদ ... ৯৪
১২। পুস্তক সমালোচনা ... ৯৫
১৩। বামাগণের রচনা ... ৯৬

শ্রাবণ—১৯৯ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৯৭
২। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন বিবরণ ... ১০০
৩। বড় লোক ... ১০৬
৪। ক্লার্ক ম্যান্ ও তাঁহার পত্নী আন্ ডেনম্যান্ ১০৯

৫। গার্হস্থ্য-শিক্ষা ... ১১১
৬। হৃদয়োচ্ছ্বাস (পদ্য) ... ১১৭
৭। দেশ ভ্রমণ (কাঁথী) ... ১২০
৮। সরোজা ... ১২৩
৯। নূতন সংবাদ ... ১২৫
১০। পুস্তক সমালোচনা ... ঐ
১১। বামাগণের রচনা ... ১২৬

ভাদ্র—২০০ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ১২৯
২। বামাবোধিনীর ঊনবিংশ জন্মোৎসব ... ১৩১
৩। মানুষ কত দিন বাঁচে? ১৩৩
৪। সরোজা ... ১৩৬
৫। কৃষ্ণকুমারী ... ১৩৭
৬। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন বিবরণ ... ১৪৪
৭। আইসলণ্ড দ্বীপের গয়সর (সচিত্র) ... ১৫০
৮। বাণী (পদ্য) ... ১৫৩
৯। সীতা উদ্ধারে কাট বিড়ালের সেতুবন্ধন ১৫৪
১০। কৌতুক কথা ... ১৫৮
১১। নূতন সংবাদ ... ঐ
১২। পুস্তক সমালোচনা ... ১৬০
১৩। বামাগণের রচনা ... ১৬১
১৪। A visit to Hatfield House ... ১৬২

আশ্বিন—২০১ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ১৬৫
২। গার্হস্থ্য-শিক্ষা ... ১৬৮
৩। চাঁদবিবি ... ১৭৩
৪। কেন এমন হইল? ... ১৭৭
৫। সৌন্দর্য্য ... ১৭৯
৬। ভ্রমণকারীর পত্র (বম্বে) ১৮৩
৭। আরেঞ্জীবের স্বপ্নদর্শন (পদ্য) ... ১৮৬
৮। চতুষ্পদ বাস্ত-বিভাগ (সচিত্র) ... ১৮৯
৯। গয়সর ... ১৯২
১০। নূতন সংবাদ ... ১৯৪
১১। সমালোচনা ... ১৯৫
১২। বামাগণের রচনা ... ১৯৬

কার্ত্তিক—২০২ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ১৯৭
২। ক্রোরীয়ান্ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ... ২০০
৩। চাঁদবিবি ... ২০৬
৪। স্বপ্নে তাহাকে দেখিয়াছিলাম ... ২০৮
৫। পরলোকবাসিনী (পদ্য) ২১৩
৬। কেন এমন হইল? ... ২১৩
৭। ভ্রমণকারীর পত্র (বম্বে) ২১৮
৮। বর্ণ ... ২২০
৯। কৌতুক কথা ... ২২২
১০। নূতন সংবাদ ... ২২৪
১১। বামাগণের রচনা ... ২২৫

অগ্রহায়ণ—২০৩ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ২৩০
২। গার্হস্থ্য-শিক্ষা ... ২৩১

৩। কেদার বাবুর জীবনের একটী অংশ ... ২৩৬
৪। শ্রীকবমেতি বাই চরিত ২৩৯
৫। গারফিল্ড জীবনী ... ২৪৩
৬। শীতকাল ... ২৪৮
৭। সন্তানগণের নিকট জন্মভূমির মনের আবেগ (পদ্য) ২৫০
৮। মনুষ্য শরীর ... ২৫৩
৯। নূতন সংবাদ ... ২৫৫
১০। পুস্তক সমালোচনা ... ২৫৬
১১। বামাগণের রচনা ... ২৫৭

পৌষ—২০৪ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ২৬১
২। স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি কি? ... ২৬৫
৩। আখ্যায়িকা মালা ... ২৬৮
৪। প্রাণিবিদ্যা (মেষজাতি) ২৭০
৫। সন্তানগণের নিকট জন্মভূমির মনের আবেগ (পদ্য) ... ২৭৪
৬। সৃষ্টি সোপান ... ২৭৮
৭। মনুষ্য শরীর ... ২৮২
৮। স্ত্রী-সঙ্গিনী ... ২৮৫
৯। উত্তাপের ও...রাগণীয় শক্তি ... ২৮৮
১০। নূতন সংবাদ ... ২৯০
১১। পুস্তক সমালোচনা ... ২৯১
১২। বামাগণের রচনা ... ঐ

মাঘ—২০৫ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ২৯২
২। গৃহলক্ষ্মী ... ২৯৫
৩। আমেরিকা আবিষ্কার... ৩০০
৪। শুকতারা (পদ্য) ... ৩০৩
৫। বায়ুব ভাব ও স্থিতি-স্থাপকতা ... ৩০৭
৬। স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণ বিষয়ে কথোপকথন ... ৩১০
৭। ভগিনী ডোরা ... ৩১২
৮। বঙ্গ মহিলা সমাজের বার্ষিক উৎসব ... ৩১৭
৯। বসন্ত পঞ্চমী (প্রেরিত) ৩২১
১০। নূতন সংবাদ ... ৩২৩
১১। বামাগণের রচনা ... ৩২৪

ফাল্গুন—২০৬ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৩২৫
২। ভগিনী ডোরা ... ৩২৮
৩। গৃহলক্ষ্মী ... ৩৩৬
৪। জীবরাজ্য ও তাহার বিস্তার ... ৩৩৯
৫। বঙ্গদেশের শিক্ষাবিবরণ ও স্ত্রী-শিক্ষা ... ৩৪১
৬। আমেরিকা আবিষ্কার ৩৪৬
৭। দেশভ্রমণ ... ৩৪৯
৮। নূতন সংবাদ ... ৩৫২
৯। বামাগণের রচনা ... ৩৫৩

চৈত্র—২০৭ সংখ্যা।

১। সামরিক প্রসঙ্গ ... ৩৫৭
২। ভগিনী ডোরা ... ৩৬০
৩। গৃহলক্ষ্মী ... ৩৬৬
৪। অযোধ্যা ও ফৈজাবাদ ... ৩৭০
৫। রুসিয় দিগের দেশ-হিতৈষণা ... ৩৭৫
৬। দেশ ভ্রমণ-মিসর ... ৩৭৯
৭। নূতন সংবাদ ... ৩৮২
৮। বামাগণের রচনা ... ঐ
৯। বামাবোধিনীর ২য় কল্প ৩য় ভাগের সংখ্যানুসারে সূচিপত্র ... ৩৮৪
১০। ঐ ঐ বিষয়ানুসারে সূচিপত্র ... ৩৮৭

২য় কল্প ৩য় ভাগ বামাবোধিনীর

বিষয়ানুসারে সূচিপত্র

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

নববর্ষ ১
বামাবোধিনীর ঊনবিংশ জন্মোৎসব ১৩১
বঙ্গমহিলা সমাজের বার্ষিক উৎসব ৩১৭
বঙ্গদেশের শিক্ষা বিবরণ ও স্ত্রী-শিক্ষা ৩৪১

২। নারীচরিত ও জীবনচরিত।

নারী-চরিত—এন হেসেল্‌টাইন ৪৯
লেডী বর্লের দানশীলতা ... ৮১
ফ্লাকৃসম্যান ও তাঁহার পত্নী আনডেনম্যান ... ১০৯
করমৈতি বাই চরিত ... ২০৯
স্ত্রী-সঙ্গিনী ২৮৫
কৃষ্ণকুমারী ১৩৭
চাঁদবিবী ... ১৭৩,২০৬
ভগিনী ডোরা ... ৩১১,৩২৮,৩৬০
ক্রোবীয়ান গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ২০০
গারফিলড জীবনী ... ২৪৩
জীবনচরিত- বোপদেব গোস্বামী ৬৭

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

বাগদেবীর সভা ৯
হিতকথা ৫৫
বঙ্গসংসার ৭৫
বড় লোক ১০৬
সীতা উদ্ধারে কাট বিড়ালের সেতু বন্ধন ১৫৪
সৌন্দর্য্য ১৭৯
স্ত্রী জাতির প্রকৃত উন্নতি কি? ২৩৫
আখ্যায়িকা মালা ... ২৩৮
স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণবিষয়ে কথোপকথন ... ৩১০
গৃহকার্য্য ১৪
গার্হস্থ্য শিক্ষা ... ১১১,১৬৮,২৩১
গৃহলক্ষ্মী ... ২৯৫,৩৩৬,৩৬৬
রুসিয়দিগের দেশহিতৈষণা ৩৭৫

৪। প্রাণিবিদ্যা ও অদ্ভুত বিবরণ।

প্রাণিবিদ্যা (মেষজাতি) .. ২৭০
জীবরাজ্য ও তাহার বিস্তার ... ৩৩৮
চতুষ্পদ রাজ্য বিভাগ (সচিত্র) ১৮৯
ফ্লামিঙ্গো পক্ষী (সচিত্র) . ২৫
আইসলণ্ড দ্বীপের গয়সর (সচিত্র) ... ১৫০,১৯২
ঐরাবত বৃক্ষ (সচিত্র) .. ৫৩

৫। বিজ্ঞান।

বায়ুর ভার ও স্থিতিস্থাপকতা ৩০৭
উত্তাপের আরোগ্যণীয় শক্তি ১৮৮
স্বর্গ সোপান ২৭৮
মনুষ্য শরীর .. ২৫৩,২৮২
মানুষ কত দিন বাঁচে? ... ১৩৩
স্বর্ণ ... ৯২,২২৯
বিজ্ঞান কৌশল ... ২৬
তুমি আমাদের কে? ... ৩৫
শীতকাল ২৪৮

৬। ইতিহাস ও দেশ-ভ্রমণ।

আমেরিকার আবিষ্কার ২০,৪৩,৭৮, ৩০০,৩৪৬
দেশভ্রমণ, ... ৮৬,৩৪৯,৩৭৯
ঐ (কাঁথী) ... ১২০
ভ্রমণকারীর পত্র (বম্বে) ১৮৩
ঐ ... ২১৮
[illegible]পুরের প্রাচীন বিবরণ ১০০,১৪৪
অযোধ্যা ও ফৈজাবাদ ... ১৪৪
A visit to Hatfield House ১৩২

৭। উপন্যাস।

[illegible]
সংবোজা ... ১২৩,১৩৬
কেন এমন হইল? ১৭৭,২১৬
স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম ২০৮
কেদার বাবুর জীবনের একটী অংশ ২৩৬

৮। পদ্য।

শুভ্রমল্লিকা ৪১
ঘড়ী ৮২
হৃদয়োচ্ছ্বাস (পদ্য) ... ১১৭
বাণী (পদ্য) ১৫৩
আরঙ্গজেবের স্বপ্ন দর্শন ... ১৮৬
পরলোকবাসিনী . ২১৩
সন্তানগণের নিকট জন্মভূমির মনের আবেগ ১৫০,২৭৪
শুকতারা ৩০৩
বসন্ত পঞ্চমী ৩২০

৯। বিবিধ।

এক দিনকার দৃশ্য .. ১৭
বিবী নাইটকে বিদায় দান ... ২০
অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য ... ৮৪
কৌতুক কথা ১৫৮
নগদ টাকা নোট ও কোম্পানীর কাগজ ৪৫,৭২
১০। সাময়িক প্রসঙ্গ ৫,৩৩,৬৫,৯৭,১২৯ ১৬৫,১৯৭,২৩০২৬২,২৯১, ৩২৫,৩৫৭
১১। নূতন সংবাদ ৩০,৬১,৯৪,১২৫, ১৫৮,১৯৪,২২৬,২৫০,২৯১,৩২৩, ৩৫২,৩[illegible] ৩৮২
১২। পুস্তক সমালোচনা ৩১,৬৩,৯৫, ১২৫,১৬০,১৯৫,২৫৬২৯১
১৩। বামাগণের রচনা ৩১,৬৩,৯৬, ১০৩,[illegible],২২৫,২৫৭,২৯১, [illegible]৩৮২